

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪

সূচিপত্র

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

ধারাসমূহ

- ১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন
- ২। সংজ্ঞা

অধ্যায় -২

প্রশাসন

- ৩। আয়কর কর্তৃপক্ষসমূহ
- ৪। আয়কর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ
- ৪ক। ক্ষমতাপ্রাপ্ত
- ৫। আয়কর কর্তৃপক্ষের অধস্তনতা ও নিয়ন্ত্রণ
- ৬। আয়কর কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র
- ৭। স্থলাভিষিক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিক্ষেত্রের ক্ষমতা প্রয়োগ
- ৮। কর্মকর্তা, ইত্যাদি কর্তৃক বোর্ডের নির্দেশ পালন
- ৯। উপ-কর কমিশনারের দিক-নির্দেশনা, ইত্যাদি
- ১০। যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এবং অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন কর্তৃক কর নির্ধারণী কার্য সম্পাদন

অধ্যায় ৩

কর আপিল ট্রাইব্যুনাল

- ১১। আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন

- ১২। বেঞ্চ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগ
১৩। বেঞ্চের সিদ্ধান্ত
১৪। এক সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ
১৫। কার্যধারা নির্ধারণ

অধ্যায় ৪ আয়কর আরোপ

- ১৬। আয়কর আরোপ
১৬ক। সারচার্জ আরোপ
১৬খ। অতিরিক্ত কর আরোপ
১৬খখ। অতিরিক্ত অর্থ, ইত্যাদি আরোপ
১৬খখখ। ন্যূনতম কর আরোপ
১৬গ। [বিলুপ্ত]
১৬গগ। [বিলুপ্ত]
১৬গগগ। [বিলুপ্ত]
১৬ঘ। [বিলুপ্ত]
১৬ঙ। [বিলুপ্ত]
১৬চ। স্টক ডেভিডেন্ড এর উপর কর আরোপ
১৬ছ। অব্যাহত আয়, রিজার্ভ, উদ্ধৃত, ইত্যাদির উপর কর আরোপ
১৭। মোট আয়ের আওতা
১৮। বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ধৃত মর্মে গণ্য আয়
১৯। অব্যাখ্যায়িত বিনিয়োগ, ইত্যাদি আয় হিসাবে গণ্য হইবে
১৯ক। [বিলুপ্ত]

১৯কক।	[বিলুপ্ত]
১৯ককক।	[বিলুপ্ত]
১৯কককক।	সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করা ব্যবস্থাপনা
১৯ককককক।	অপ্রদর্শিত সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থা
১৯খ।	[বিলুপ্ত]
১৯খখ।	[বিলুপ্ত]
১৯খখখ।	[বিলুপ্ত]
১৯খখখখ।	[বিলুপ্ত]
১৯খখখখখ।	আবাসিক ভবন ও এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা
১৯গ।	বাংলাদেশ অবকাঠামোগত আর্থিক তহবিলের অধীন ক্রয়কৃত বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা
১৯ঘ।	[বিলুপ্ত]
১৯ঘঘ।	স্বৈচ্ছায় আয় প্রকাশ
১৯ঙ।	অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা

অধ্যায় ৫ আয় নির্ধারণ

২০।	আয়ের খাত
২১।	বেতনাদি
২২।	সিকিউরিটির উপর সুদ
২৩।	সিকিউরিটির উপর সুদ হইতে বিয়োজন
২৪।	গৃহ সম্পত্তি হইতে আয়
২৫।	গৃহসম্পত্তির আয় হইতে বিয়োজন

- ২৬। কৃষি আয়
- ২৭। কৃষি আয় হইতে বিয়োজন
- ২৯। ব্যবসা বা পেশাগত আয় হইতে বিয়োজন
- ৩০। কতিপয় পরিস্থিতিতে বিয়োজন সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না
- ৩০ক। বিয়োজন সুবিধা অননুমোদন সংক্রান্ত বিধান
- ৩০খ। বিয়োজন সুবিধা অননুমোদন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা
- ৩১। মূলধনি লাভ
- ৩২। মূলধনি লাভ নির্ণয়
- ৩৩। অন্যান্য উৎস হইতে আয়
- ৩৪। অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাত হইতে বিয়োজন
- ৩৫। হিসাবের পদ্ধতি
- ৩৬। রয়্যালটি, সাহিত্য কর্ম, ইত্যাদি হইতে অর্জিত আয় বণ্টন
- ৩৭। ক্ষতি সমন্বয়
- ৩৮। ব্যবসায়িক ক্ষতির জের টানা
- ৩৯। ফটকা ব্যবসার ক্ষতির জের টানা
- ৪০। 'মূলধনি লাভ' খাতে ক্ষতির জের টানা
- ৪১। 'কৃষি আয়' খাতের অধীন ক্ষতির জের টানা
- ৪২। ক্ষতি ইত্যাদির জের টানার ক্ষেত্রে শর্তাদি ও সীমাবদ্ধতা
- ৪৩। মোট আয় পরিগণনা

অধ্যায় ৬

অব্যাহতি ও ছাড়

- ৪৪। অব্যাহতি
- ৪৫। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয় অব্যাহতি
- ৪৬। পর্যটন শিল্পের আয় হইতে অব্যাহতি
- ৪৬ক। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, নূতন শিল্প স্থাপনা, ইত্যাদির কর অব্যাহতি
- ৪৬খ। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৯ এর মধ্যে স্থাপিত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির কর অব্যাহতি
- ৪৬খখ। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, ২০১৯ সনের জুলাই মাস হইতে ২০২৪ সনের জুন মাসের মধ্যে স্থাপিত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির কর অব্যাহতি
- ৪৬গ। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জুলাই, ২০১১ হইতে জুন, ২০১৯ এর মধ্যে স্থাপিত নূতন ভৌত-অবকাঠামো সুবিধা, ইত্যাদির কর অব্যাহতি
- ৪৬গগ। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, ২০১৯ সনের জুলাই মাস হইতে ২০২৪ সনের জুন মাসের মধ্যে স্থাপিত নূতন ভৌত-অবকাঠামো সুবিধা, ইত্যাদির কর অব্যাহতি
- ৪৭। সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি

অধ্যায় ৭

কর নির্ধারণির পূর্বে কর প্রদান

- ৪৮। উৎসে কর কর্তন ও অগ্রিম কর পরিশোধ
- ৪৯। উৎসে কর্তনযোগ্য আয়

- ৫০। বেতনাদি হইতে উৎসে কর্তন
- ৫০ক। বাংলাদেশ ব্যাংক নোটের প্রকৃত মূল্যের উপর ডিসকাউন্ট হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫০খ। সংসদ সদস্যকে পরিশোধ্য পারিশ্রমিক হইতে কর কর্তন
- ৫১। সিকিউরিটির উপর সুদ ও মুনাফা হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫১ক। [বিলুপ্ত]
- ৫২। ঠিকাদার, ইত্যাদিকে পরিশোধ হইতে কর্তন
- ৫২ক। রয়্যালটি, ইত্যাদি পরিশোধ হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫২কক। কতিপয় সেবা প্রদান বাবদ পরিশোধ হইতে কর কর্তন
- ৫২ককক। ক্লিয়ারিং ও ফরোয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর আদায়
- ৫২খ। সিগারেট প্রস্তুতকারকগণের নিকট হইতে কর আদায়
- ৫২গ। সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিপরীতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫২ঘ। সঞ্চয় পত্রের উপর প্রদেয় সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫২ঘঘ। ওয়ার্কাস পার্টিসিপেশন ফান্ডের উপকারভোগীগণের নিকট হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫২ঙ। [বিলুপ্ত]
- ৫২চ। ইট প্রস্তুতকারকগণের নিকট হইতে কর আদায়
- ৫২ছ। [বিলুপ্ত]
- ৫২জ। [বিলুপ্ত]
- ৫২ঝ। ঋণপত্রের (L/C) কমিশন হইতে কর কর্তন
- ৫২ঞ। [বিলুপ্ত]।

- ৫২এএএ। ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর আদায়
- ৫২ট। ট্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক কর আদায়
- ৫২ঠ। [বিলুপ্ত]
- ৫২ড। ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশনের উপর হইতে কর আদায়
- ৫২ঢ। রেন্টাল পাওয়ার সূত্রে কর আদায়
- ৫২ণ। হীরা কাটা শিল্পে চাকুরিতে নিযুক্ত বিদেশি কারিগরের নিকট হইতে কর আদায়
- ৫২ত। কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন
- ৫২থ। কোন বিদেশি ব্যক্তিকে সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোন নিবাসীর আয় হইতে কর কর্তন
- ৫২দ। আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের রসিদ হইতে কর কর্তন
- ৫২ধ। [বিলুপ্ত]
- ৫২ন। জীবন বিমা পলিসিতে প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোন পরিশোধ হইতে কর কর্তন
- ৫২প। স্থানীয় ঋণপত্র, ইত্যাদি বাবদ কোন পরিশোধ হইতে কর কর্তন
- ৫২ফ। সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধ হইতে কর্তন
- ৫৩। আমদানিকারকগণের নিকট হইতে কর আদায়
- ৫৩ক। গৃহ সম্পত্তির আয় হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫৩কক। নিবাসী করদাতার শিপিং ব্যবসা হইতে কর আদায়
- ৫৩খ। জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আহরিত আয় হইতে কর আদায়
- ৫৩খখ। কতিপয় পণ্য (items) রপ্তানি হইতে কর আদায়
- ৫৩খখখ। স্টক এক্সচেঞ্জের কোন সদস্যের নিকট হইতে কর কর্তন

- ৫৩খখখখ। কতিপয় পণ্য (items) ব্যতীত যে কোন পণ্যের রপ্তানি হইতে কর আদায়
- ৫৩গ। প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে কোন পণ্য বা সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য হইতে কর আদায়
- ৫৩গগ। [বিলুপ্ত]
- ৫৩গগগ। অনিবাসী ব্যক্তির কুরিয়ার ব্যবসা হইতে উৎসে কর কর্তন বা আদায়
- ৫৩ঘ। অভিনেতা, অভিনেত্রি, প্রযোজক, ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর্তন
- ৫৩ঘঘ। [বিলুপ্ত]
- ৫৩ঘঘঘ। নগদ রপ্তানি ভর্তুকি হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫৩ঙ। কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফি হইতে উৎসে কর কর্তন বা আদায়
- ৫৩ঙঙ। বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হইতে কর কর্তন
- ৫৩চ। সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত (fixed diposit), ইত্যাদির সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন
- ৫৩চচ। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায়
- ৫৩ছ। বিমার কমিশন হইতে উৎসে কর্তন
- ৫৩ছছ। সাধারণ বিমা কোম্পানীর সার্ভেয়ারগণের ফি, ইত্যাদি হইতে উৎসে কর্তন
- ৫৩ছছছ। [বিলুপ্ত]
- ৫৩জ। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর আদায়
- ৫৩জজ। সম্পত্তির লিজ হইতে কর আদায়
- ৫৩ঝ। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবে ডিপোজিটের সুদ হইতে উৎসে কর্তন
- ৫৩ঞ। অব্যবহৃত ভূমি, স্থাপনা বা যন্ত্রপাতির ভাড়া মূল্য হইতে উৎসে কর্তন
- ৫৩ট। সংবাদপত্র, সাময়িকী বা বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বা বেসরকারি বেতার কেন্দ্র,

ইত্যাদিতে প্রচারিত বিজ্ঞাপন বিল হইতে কর কর্তন

- ৫৩৪। [বিলুপ্ত]
- ৫৩৬। কোন কোম্পানী, ইত্যাদির স্পন্সর শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হইতে সিকিউরিটি বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট হস্তান্তর বাবদ কর আদায়
- ৫৩৮। স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারগণের শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর আদায়
- ৫৩৭। [বিলুপ্ত]
- ৫৩৯। ভূমির মালিককে ডেভেলপার কর্তৃক পরিশোধিত যে কোন পরিমাণ অর্থ হইতে কর কর্তন
- ৫৪। লভ্যাংশ (dividends) হইতে কর কর্তন
- ৫৫। লটারি, ইত্যাদি হইতে আহরিত আয় হইতে কর্তন
- ৫৬। অনিবাসীর আয় হইতে কর্তন
- ৫৭। কর্তন, আদায়, ইত্যাদির ব্যর্থতার ফলাফল
- ৫৭ক। বাস্তবে কর কর্তন, আদায় বা পরিশোধ ব্যতিরেকে কর্তন বা আদায়ের সার্টিফিকেট প্রদানের পরিণতি
- ৫৮। কর কর্তন, ইত্যাদির সার্টিফিকেট
- ৫৯। কর্তিত কর সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান
- ৬০। অননুমোদিত কর্তন নিষিদ্ধ
- ৬১। আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া কর আরোপের ক্ষমতা
- ৬২। উৎসে কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর জমা প্রদান
- ৬২ক। [বিলুপ্ত]
- ৬৩। কোন কর্তন না করিবার ক্ষেত্রে, কর আদায়

- ৬৪। অগ্রিম কর পরিশোধ
- ৬৫। অগ্রিম কর পরিগণনা
- ৬৬। অগ্রিম করের কিস্তি
- ৬৭। অগ্রিম কর প্রাক্কলন
- ৬৮। নূতন করদাতা কর্তৃক অগ্রিম কর পরিশোধ
- ৬৮ক। কতিপয় আয়ের উপর অগ্রিম কর
- ৬৮খ। প্রাইভেট মটর গাড়ির মালিকের উপর অগ্রিম কর
- ৬৯। অগ্রিম করের কিস্তি প্রদানে ব্যর্থতা
- ৭০। অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য সুদ আরোপ
- ৭১। অগ্রিম কর জমা প্রদান
- ৭২। পরিশোধিত অতিরিক্ত অগ্রিম করের উপর সরকার কর্তৃক সুদ প্রদেয়
- ৭৩। অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয়
- ৭৩ক। কর দিবসে বা তৎপূর্বে রিটার্ন দাখিল না করায় বিলম্ব সুদ
- ৭৪। রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধ

অধ্যায় ৮

রিটার্ন ও বিবরণী

- ৭৫। আয়ের রিটার্ন
- ৭৫ক। স্থগিত করের রিটার্ন

- ৭৫কক। স্থগিত করে রিটার্ন নিরীক্ষাকরণ
- ৭৫খ। বার্ষিক তথ্য-বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা
- ৭৫গ। যুগপৎ এখতিয়ার
- ৭৬। [বিলুপ্ত]
- ৭৭। রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ
- ৭৮। সংশোধিত রিটার্ন দাখিল
- ৭৯। হিসাবাদি ও দলিলপত্র, ইত্যাদি উপস্থাপন
- ৮০। পরিসম্পদ, দায়-দেনা ও জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত বিবরণী

অধ্যায় ৯ কর নির্ধারণ

- ৮১। সাময়িক কর নির্ধারণ
- ৮২। সঠিক রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ
- ৮২ক। সহজ পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ
- ৮২খ। [বিলুপ্ত]
- ৮২খখ। সর্বজনীন স্ব-নির্ধারণ
- ৮২গ। ন্যূনতম কর
- ৮২ঘ। স্পট এসেসমেন্ট
- ৮৩। শূন্যের পর কর নির্ধারণ

- ৮৩ক। [বিলুপ্ত]
- ৮৩কক। [বিলুপ্ত]
- ৮৩ককক। চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ
- ৮৪। উত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ
- ৮৪ক। [বিলুপ্ত।]
- ৮৫। ফার্মের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান
- ৮৬। ফার্মের গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ
- ৮৭। নূতন উত্তরাধিকারী ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ
- ৮৮। মৃত্যু ব্যতীত অন্যভাবে ব্যবসার উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ
- ৮৯। বন্ধ হওয়া ব্যবসার কর নির্ধারণ
- ৯০। হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভক্তির ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ
- ৯১। বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তিবর্গের কর নির্ধারণ
- ৯২। মৃত ব্যক্তির আয়ের কর নির্ধারণ
- ৯৩। কর, ইত্যাদি পরিশোধ এড়ানো
- ৯৪। কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তামাদি-সীমা
- ৯৪ক। [বিলুপ্ত।]

অধ্যায় ১০

বিশেষ ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব

- ৯৫। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব
- ৯৬। এজেন্ট হিসাবে গণ্য ব্যক্তিবর্গ
- ৯৭। পরিশোধকৃত কর ফেরৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিধির অধিকার
- ৯৮। অংশীদার বা সদস্যগণের নিকট প্রাপ্য অনাদায়ী করের জন্য ফার্ম বা সমিতির দায়-দায়িত্ব
- ৯৯। কোন ফার্ম, ইত্যাদির বন্ধ হওয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে অংশীদার, ইত্যাদির দায়-দায়িত্ব
- ১০০। প্রাইভেট কোম্পানীর অনাদায়ী করের ক্ষেত্রে পরিচালকগণের দায়
- ১০১। অবসায়নাধীন প্রাইভেট কোম্পানীর করের জন্য অবসায়কের দায়বদ্ধতা
- ১০২। অনিবাসীর শিপিং ব্যবসার ক্ষেত্রে কর দায়
- ১০৩। [বিলুপ্ত]
- ১০৩ক। অনিবাসীর বিমান ব্যবসায় ক্ষেত্রে করদায়

অধ্যায় ১১

কর ফাঁকি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

- ১০৪। অনিবাসীর সহিত লেনদেনের মাধ্যমে কর ফাঁকি
- ১০৫। সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে কর ফাঁকি
- ১০৬। সিকিউরিটি লেনদেনের মাধ্যমে কর ফাঁকি
- ১০৭। বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তির কর পরিশোধের সার্টিফিকেট।

অধ্যায় ১১ক

হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণ

১০৭ক।	সংজ্ঞা
১০৭খ।	আরমস লেঙ্ প্রাইস বিবেচনায় রাখিয়া আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে আয় নির্ধারণ
১০৭গ।	আরমস লেনথ প্রাইস পরিগণনা
১০৭ঘ।	হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ
১০৭ঙ।	তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ডপত্র রাখা ও সংরক্ষণ করা
১০৭ঙঙ।	আন্তর্জাতিক লেনদেনের বিবরণী দাখিল করিতে হইবে
১০৭চ।	এ্যাকাউন্টেন্ট এর নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট সরবরাহ করিতে হইবে
১০৭ছ।	তথ্য, দলিল বা রেকর্ড রাখিবার ও সংরক্ষণের বা উপ-কর কমিশনারকে উহা সরবরাহের ব্যর্থতার জরিমানা
১০৭জ।	ধারা ১০৭গ এর অধীন নোটিশ বা তলব প্রতিপালনে ব্যর্থতার জরিমানা
১০৭জজ।	ধারা ১০৭ঙঙ এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থতার জরিমানা
১০৭ঝ।	ধারা ১০৭চ এর অধীন রিপোর্ট সরবরাহে ব্যর্থতার জরিমানা
১০৭ঞ।	এই অধ্যায়ের প্রযোজ্যতা

অধ্যায় ১২

কতিপয় তথ্য সরবরাহের আবশ্যিকতা

১০৮।	বেতন প্রদান সংক্রান্ত তথ্য
১০৮ক।	কর্মচারীগণ কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের তথ্য

- ১০৯। সুদ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য
১১০। লভ্যাংশ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য

অধ্যায় ১৩

ফার্মের নিবন্ধন- [বিলুপ্ত]

- ১১১। [বিলুপ্ত]

অধ্যায় ১৪

আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা

- ১১২। এই অধ্যায়ের অধীন ক্ষমতাসমূহ অন্যান্য ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না
১১৩। তথ্য তলবের ক্ষমতা
১১৩ক। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্যাদি দাখিল
১১৪। কোম্পানীর রেজিস্টার পরিদর্শনের ক্ষমতা
১১৫। জরিপের ক্ষমতা
১১৬। দলিলপত্র অনুসন্ধান ও উপস্থাপনের অতিরিক্ত ক্ষমতা
১১৬ক। সম্পত্তি অপসারণ না করিবার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা
১১৭। তল্লাশি এবং জব্দ করিবার ক্ষমতা
১১৭ক। কর কর্তন বা আদায় যাচাই করিবার ক্ষমতা
১১৮। জব্দকৃত পরিসম্পদের হেফাজত (retention)
১১৯। আটককৃত পরিসম্পদের ব্যবহার
১২০। ক্রটিপূর্ণ আদেশ সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনার বা যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এর ক্ষমতা
১২১। [বিলুপ্ত]

- ১২১ক। কমিশনারের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা
১২২। শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা, ইত্যাদি

অধ্যায় ১৫

জরিমানা আরোপ

- ১২৩। নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ না করিবার জরিমানা
১২৪। রিটার্ন, ইত্যাদি দাখিলের ব্যর্থতার জন্য জরিমানা
১২৪ক। ভুয়া (fake) করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর ব্যবহারের জন্য জরিমানা
১২৪কক। করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর প্রতিপাদন, ইত্যাদির ব্যর্থতার জন্য জরিমানা
১২৫। অগ্রিম কর, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতা
১২৬। নোটিশের নির্দেশ পালন না করার জন্য জরিমানা
১২৭। রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতা
১২৮। আয় গোপন করিবার জন্য জরিমানা
১২৯। [বিলুপ্ত]
১২৯ক। চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক ভুল বা অসত্য নিরীক্ষা প্রতিবেদন (audit report) প্রদানের জরিমানা
১২৯খ। ভুয়া (fake) নিরীক্ষা প্রতিবেদন (audit report) দাখিলের জরিমানা
১৩০। শুনানি ব্যতীত জরিমানা আরোপে নিষেধাজ্ঞা
১৩১। জরিমানা আরোপের জন্য যুগ্ম কমিশনার, পরিদর্শন এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ [বিলুপ্ত]
১৩১ক। জরিমানা আরোপের জন্য বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ [বিলুপ্ত]
১৩২। জরিমানা আরোপের আদেশসমূহ উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে
১৩৩। জরিমানা আরোপ অন্য কোন দায়কে ক্ষুণ্ণ করিবে না
১৩৩ক। সংশোধিত আয়ের ভিত্তিতে আরোপিত জরিমানা পুনর্বিবেচনা

অধ্যায় ১৬

কর আদায়

- ১৩৪। কর অর্থে জরিমানা, সুদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত

১৩৫।	দাবির নোটিশ
১৩৬।	[বিলুপ্ত]
১৩৭।	কর পরিশোধে খেলাপি হইবার জরিমানা
১৩৮।	কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট
১৩৯।	কর আদায়কারী কর্মকর্তা কর্তৃক আদায়ের পদ্ধতি
১৪০।	সার্টিফিকেট প্রত্যাহার এবং কার্যক্রম স্থগিতকরণের ক্ষমতা
১৪১।	আদায়ের সার্টিফিকেটের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না
১৪২।	জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে কর আদায়
১৪২ক।	বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে কর আদায়
১৪৩।	আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতি

অধ্যায় ১৭

দ্বৈত কর লাঘব

১৪৪।	দ্বৈত কর পরিহারের লক্ষ্যে চুক্তি
১৪৫।	বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে অব্যাহতি

অধ্যায় ১৮

ফেরত প্রদান

১৪৬।	ফেরত পাইবার অধিকার
১৪৭।	মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অর্থ ফেরত প্রাপ্তির দাবি
১৪৮।	কর নির্ধারণের সঠিকতা, ইত্যাদি বিষয়ে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না
১৪৯।	আপিল আদেশের ভিত্তিতে অর্থ ফেরত
১৫০।	দাবির ফরম ও তামাদি
১৫১।	বিলম্বে অর্থ ফেরতের জন্য সুদ
১৫২।	করের বিপরীতে ফেরত অর্থের সমন্বয়

অধ্যায় ১৮-ক

[মামলা নিষ্পত্তি- বিলুপ্ত]

১৫২ক, ১৫২খ, ১৫২গ, ১৫২ঘ ও ১৫২ঙ [বিলুপ্ত]

অধ্যায় ১৮খ

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

১৫২চ।	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি
১৫২ছ।	এডিআর প্রবর্তন
১৫২জ।	সংজ্ঞা
১৫২ঝ।	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন
১৫২ঝঝ।	আপিলাত ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্ট বিভাগে নিষ্পত্তির অপেক্ষাধীন কোন আপিল বা রেফারেন্সের কার্যধারার মূলতবি
১৫২ঞ।	এডিআর এর জন্য আবেদনের যোগ্যতা
১৫২ট।	সমন্বয়ক (Facilitator) নিয়োগ এবং তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য
১৫২ঠ।	এডিআর এর জন্য করদাতার অধিকার ও কর্তব্য
১৫২ড।	এডিআর প্রক্রিয়ায় কমিশনারের প্রতিনিধি মনোনয়ন ও তাহার দায়িত্ব
১৫২ঢ।	বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যধারা
১৫২ণ।	এডিআর এর সিদ্ধান্ত
১৫২ত।	ঐকমত্যের ফলাফল
১৫২থ।	মতৈক্যে উপনীত না হওয়ার ক্ষেত্রে, আপিলের তামাদি মেয়াদ
১৫২দ।	ঐকমত্য পরবর্তী প্রতিপাদন
১৫২ধ।	দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় বাধা

অধ্যায় ১৯

আপিল ও রেফারেন্স

১৫৩।	আপিলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল
১৫৪।	আপিল দায়েরের ফরম এবং তামাদি মেয়াদ

- ১৫৫। আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) বরাবর দাখিলকৃত আপিল সংক্রান্ত কার্যক্রম
- ১৫৬। আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) কর্তৃক আপিলের সিদ্ধান্ত
- ১৫৭। কর আদায়কারী কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল
- ১৫৮। আপিল ট্রাইব্যুনাতে আপিল
- ১৫৯। আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি
- ১৬০। হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স
- ১৬১। হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত
- ১৬২। আপীল বিভাগে আপিল

অধ্যায় ২০

তথ্যের সংরক্ষণ

- ১৬৩। বিবৃতি, রিটার্ন, ইত্যাদি গোপন থাকিবে

অধ্যায় ২১

অপরাধ এবং ফৌজদারিতে সোপর্দ

- ১৬৪। কতিপয় বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন না করিবার শাস্তি
- ১৬৫। প্রতিপাদন, ইত্যাদিতে অসত্য বিবৃতি প্রদানের জন্য শাস্তি
- ১৬৫ক। করদাতার শনাক্তকরণ নম্বরের অসঙ্গত ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাস্তি
- ১৬৫কক। ভুয়া অডিট রিপোর্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে শাস্তি
- ১৬৫খ। কোন আয়কর কর্তৃপক্ষকে বাধাপ্রদানের শাস্তি
- ১৬৫গ। অননুমোদিত নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে শাস্তি
- ১৬৬। আয়, ইত্যাদি গোপন করিবার শাস্তি

- ১৬৬ক। মিথ্যা তথ্য, ইত্যাদি সরবরাহের শাস্তি
- ১৬৭। ক্রোক এড়ানোর জন্য সম্পত্তি হস্তান্তরের দণ্ড
- ১৬৮। সংরক্ষিতব্য তথ্য প্রকাশে করার শাস্তি
- ১৬৯। ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের অনুমোদন প্রদান
- ১৬৯ক। ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় তদন্ত ও অনুসন্ধান, ইত্যাদি
- ১৭০। অপরাধের আপস-নিষ্পত্তির ক্ষমতা
- ১৭১। বিশেষ জজ কর্তৃক বিচার

অধ্যায় ২২

বিবিধ

- ১৭২। বকেয়া বা অগ্রিম হিসাবে বেতন, ইত্যাদি পরিশোধের ক্ষেত্রে অব্যাহতি (relief)
- ১৭৩। ভুল সংশোধন
- ১৭৩ক। কর নির্ধারণের স্থান
- ১৭৪। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা
- ১৭৫। নিরূপিত কর নিকটবর্তী টাকায় প্রকাশযোগ্য
- ১৭৬। রসিদ প্রদেয় হইবে
- ১৭৭। তামাদির মেয়াদ গণনা
- ১৭৮। নোটিশ জারি
- ১৭৮ক। নোটিশ, আদেশ, ইত্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থা
- ১৭৮খ। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে দাখিল, ইত্যাদি
- ১৭৯। কতিপয় ভুলের জন্য নির্ধারণি, ইত্যাদি ক্রটিপূর্ণ হইবে না

১৮০।	অবসায়নাথীন কোম্পানির বিরুদ্ধে কার্যধারা
১৮১।	দায়মুক্তি
১৮২।	দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যক্রম, ইত্যাদিতে বাধা
১৮৩।	কর আরোপের লক্ষ্যে আইন-প্রণয়ন না করা পর্যন্ত এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি কার্যকর হইবে
১৮৪।	[বিলুপ্ত]
১৮৪ক।	কতিপয় ক্ষেত্রে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর প্রয়োজন
১৮৪কক।	কতিপয় দলিল, ইত্যাদিতে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)
১৮৪খ।	করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)
১৮৪খখ।	কর আদায় হিসাব নম্বর
১৮৪খখখ।	[বিলুপ্ত]
১৮৪খখখখ।	সাময়িক নিবন্ধন নম্বর (টিআরএন) প্রদান
১৮৪গ।	বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর সার্টিফিকেট প্রদর্শন
১৮৪গগ।	কতিপয় দলিলে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর উল্লেখের বাধ্যবাধকতা
১৮৪ঘ।	বোর্ড এবং উহার অধস্তন আয়কর কার্যালয়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে রোয়েদাদ প্রদান
১৮৪ঙ।	আয়কর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান
১৮৪চ।	অধ্যাদেশের প্রাধান্য

অধ্যায় ২৩
বিধি প্রণয়ন ও রহিতকরণ

১৮৫।	বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা
১৮৫ক।	বিজ্ঞপ্তি (circular) জারি, স্পষ্টীকরণ, ইত্যাদির ক্ষমতা
১৮৬।	রহিতকরণ ও হেফাজত
১৮৭।	জটিলতা দূরীকরণ

তপশিল

প্রথম তপশিল

দ্বিতীয় তপশিল

তৃতীয় তপশিল

চতুর্থ তপশিল

পঞ্চম তফসিল

ষষ্ঠ তপশিল

সপ্তম তপশিল

অষ্টম তফসিল [বিলুপ্ত]

আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪

১৯৮৪ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ

[৪ জুন, ১৯৮৪]

আয়কর সম্পর্কিত আইন সংহত ও সংশোধনকল্পে প্রণীত অধ্যাদেশ

যেহেতু আয়কর সম্পর্কিত আইন সংহত ও সংশোধন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু, এক্ষণে ১৯৮২ সনের ২৪ মার্চ তারিখের ঘোষণা অনুসারে এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহাকে প্রদত্ত সকল ক্ষমতা বলে, রাষ্ট্রপতি সন্তুষ্ট হইয়া নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করিলেন:-

অধ্যায় ১

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই অধ্যাদেশ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা ১৯৮৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে,-

(১) “কৃষি আয়” অর্থ-

(ক) নিম্নবর্ণিত কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বাংলাদেশে অবস্থিত এবং কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো ভূমি হইতে উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-

(অ) চাষাবাদ; বা

(আ) উক্ত ভূমির উৎপাদিত ফসল কোনো কৃষক কর্তৃক বাজারজাত করিবার সাধারণ প্রক্রিয়া; বা

(ই) বাজারজাতকরণ ব্যতীত অন্য কোনো প্রক্রিয়া অবলম্বন না করিয়া কৃষকের ভূমি হইতে উৎপাদিত ফসল বিক্রয়; বা

- (ঈ) কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো মেয়াদের জন্য ভূমি ব্যবহারের অধিকার প্রদান;
অথবা
- (খ) এইরূপ কোনো ইমারত হইতে উদ্ধৃত আয়, যে ইমারত-
- (অ) উপ-দফা (ক) এ উল্লিখিত ভূমির কৃষক কর্তৃক উপরি-উল্লিখিত ফসল বাজারজাতকরণ সংক্রান্ত কার্যক্রম চালাইবার কার্যে ব্যবহৃত হয়;
- (আ) উক্তরূপ ভূমিতে বা উহার সন্নিকটে অবস্থিত; এবং
- (ই) উক্তরূপ ভূমির প্রয়োজনে কৃষকের বসতবাড়ি বা গুদামঘর বা বহির্বাটি হিসাবে আবশ্যিক হয়;
- (২) “একত্রীকরণ” অর্থ, কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রে, এক বা একাধিক কোম্পানীর একটি কোম্পানীর সহিত একত্রীকরণ, অথবা নূতন একটি কোম্পানী গঠনের উদ্দেশ্যে দুই বা ততোধিক কোম্পানীর একত্রীকরণ (যে কোম্পানী বা যে সকল কোম্পানী একত্রিত হইয়াছে উহা অতঃপর ‘একত্রিকৃত কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহ’ হিসাবে এবং যে কোম্পানীর সহিত উহার একত্রিত হইয়াছে বা উক্তরূপ একত্রীকরণের ফলে যে কোম্পানী গঠিত হইয়াছে উহা ‘একীভূত কোম্পানী’ হিসাবে উল্লিখিত) যাহার ফলে,-
- (ক) একীভূত হইবার অব্যবহিত পূর্বে একত্রিকৃত কোম্পানী বা কোম্পানীসমূহের সকল সম্পত্তি একীভূত কোম্পানীর সম্পত্তি হয়;
- (খ) একীভূত হইবার অব্যবহিত পূর্বে একত্রিকৃত কোম্পানীর বা কোম্পানীসমূহের সকল দায় একীভূত কোম্পানীর দায় হয়; এবং
- (গ) একত্রিকৃত কোম্পানীর বা কোম্পানীসমূহের শেয়ার (একীভূত হইবার অব্যবহিত পূর্বে একীভূত কোম্পানী বা উহার অধস্তন কোম্পানী কর্তৃক বা কোনো নমিনি কর্তৃক ধারণকৃত শেয়ার ব্যতীত) ও মূল্যের দশ ভাগের নয় ভাগ শেয়ার সংরক্ষণ করেন এইরূপ শেয়ার হোল্ডারগণ একীভূত কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডার হন।
- (৩) “বার্ষিক মূল্য” অর্থে গণ্য হইবে-
- (ক) ভাড়া দেওয়া সম্পত্তির ক্ষেত্রে,-
- (অ) সম্পত্তিটির যুক্তিসঙ্গত ¹[***] বাৎসরিক ভাড়া, ²[এবং আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম ইত্যাদি ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ; বা]
- (আ) যেক্ষেত্রে বাৎসরিক ভাড়া প্যারাগ্রাফ (অ) এ বর্ণিত ভাড়া অপেক্ষা অধিক, সেইক্ষেত্রে মোট বাৎসরিক ভাড়া;

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৫ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “; বা” সেমিকোলন ও শব্দটি বিলুপ্ত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৫ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “এবং আসবাবপত্র, ফিঙ্গার, ফিটিংস ইত্যাদি ভাড়া প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্ত অর্থ; বা” শব্দগুলি, কমাগুলি ও সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(খ) ¹[***]

(৪) “আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি^{2,3}[এবং অতিরিক্ত আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার হিসাবে]⁴[ও আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনারের চলতি দায়িত্বে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিও] ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) “আপিল ট্রাইব্যুনাল” অর্থ ধারা ১১ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত কর আপিল ট্রাইব্যুনাল;

⁵[(৫ক) “অনুমোদিত আনুতোষিক (gratuity) তহবিল” অর্থ প্রথম তপশিলের অংশ গ এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন কোনো আনুতোষিক তহবিল;]

(৬) “অনুমোদিত বার্থক্য তহবিল” অর্থ প্রথম তপশিলের অংশ ক এর বিধান অনুসারে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন কোনো বার্থক্য তহবিল⁶[বা পেনশন তহবিল];

(৭) “করদাতা” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কর বা অন্য কোনো অর্থ প্রদানকারী কোনো ব্যক্তি, এবং নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যাহার আয়, অথবা যাহার আয়ের সহিত করনির্ধারণযোগ্য অন্য কোনো ব্যক্তির আয়, অথবা তাহার বা অপর ব্যক্তির প্রাপ্য পাওনার করনির্ধারণের জন্য এই অধ্যাদেশের অধীন কার্যক্রম গৃহীত হইয়াছে;

⁷[(কক) এইরূপ কোনো ব্যক্তি যাহার দ্বারা এই অধ্যাদেশের অধীন ন্যূনতম কর প্রদেয়;]

(খ) এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি ধারা ৭৫, ৮৯, বা ৯১ এর অধীন রিটার্ন দাখিলে বাধ্য;

(গ) এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি কর নির্ধারণে ইচ্ছুক এবং যিনি এই অধ্যাদেশের অধীন স্বীয় আয়ের বিবরণ দাখিল করেন; এবং

(ঘ) এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীন করদাতা হিসাবে গণ্য অথবা কর পরিশোধে ব্যর্থ হইয়াছেন;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা উপ-দফা (খ) বিলুপ্ত।

² অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১০ দ্বারা “এবং সিনিয়র আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে” শব্দগুলি ও কমা সংযোজিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “সিনিয়র আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার” শব্দগুলির পরিবর্তে “অতিরিক্ত আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত;

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “ও আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনারের চলতি দায়িত্বে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তিও” শব্দগুলি সংযোজিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (৫ক) সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “বা পেনশন তহবিল” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৬(ক) দ্বারা উপ-দফা (কক) সন্নিবেশিত।

- (৮) “করনির্ধারণ (assessment)”, উহার ব্যাকরণগত ভিন্নতা ও প্রত্যয়ঘটিত অভিব্যক্তিসহ, অর্থে পুনঃনির্ধারণ ও অতিরিক্ত বা পুনরায় কর নির্ধারণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৯) “করবর্ষ” অর্থ প্রতি বৎসর জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে শুরু করিয়া বার মাস মেয়াদ কাল, এবং এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো আয়ের ক্ষেত্রে করবর্ষ হিসাবে গণ্য কোনো মেয়াদকালও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১০) “সহকারী কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন সহকারী কর কমিশনার হিসাবে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি;
- (১১) “বাংলাদেশি কোম্পানী” অর্থ কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন)¹[বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৪ নং আইন)] এর অধীন গঠিত ও নিবন্ধিত কোনো কোম্পানী, এবং বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত এবং যাহার বাংলাদেশে নিবন্ধিত কার্যালয় রহিয়াছে এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১২) “ব্যাংক কোম্পানী” অভিব্যক্তি অর্থ²[ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন)] এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো ব্যাংক কোম্পানী, এবং বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা স্থাপিত বা গঠিত এবং বাংলাদেশে ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১৩) “বোর্ড” অর্থ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬) এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ড;
- (১৪) “ব্যবসা” অর্থে কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন, অথবা কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্ম প্রচেষ্টাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (১৫) “মূলধনি সম্পদ” অর্থ কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যে কোনো ধরনের সম্পত্তি, তাহার ব্যবসা বা পেশার সহিত সম্পৃক্ত হউক বা না হউক, তবে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(ক) করদাতার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ পণ্যসামগ্রী (স্টক/মজুদ ও শেয়ার ব্যতীত), ভোগ্য পণ্য বা কাচামাল;³[এবং]

(খ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, অর্থাৎ অস্থাবর সম্পত্তি (পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালঙ্কার, আসবাবপত্র, সাজ-সরঞ্জাম, যন্ত্রপাতি ও যানবাহনসহ) যাহা করদাতা

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৪ নং আইন)” শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৩ দ্বারা “ব্যাংক-কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫(ক) দ্বারা “এবং” শব্দটি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

কর্তৃক অথবা তাহার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয়, এবং তাহার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না; ¹[***]

²[***]

³[(১৬) “দাতব্য উদ্দেশ্য” অর্থে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্য অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) দরিদ্র ব্যক্তিদের সহায়তা (relief), শিক্ষা ও চিকিৎসা সম্পর্কিত সহায়তা; এবং

(খ) নিম্নবর্ণিত শর্তাদি সাপেক্ষে, সর্বজনীন গণউপযোগমূলক অন্যান্য উদ্দেশ্য সাধন, যথা:-

(অ) ব্যবসা, বাণিজ্য বা কারবার এইরূপ প্রকৃতির কোনো কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত হইতে পারিবে না; বা

(আ) যেক্ষেত্রে প্রতিদানের বিনিময়ে যেকোনো সেবা প্রদানের সহিত উহা সম্পৃক্ত থাকে, সেইক্ষেত্রে আয়বর্ষে অনুরূপ প্রতিদানের সমন্বিত মূল্যের পরিমাণ বিশ লক্ষ টাকার অধিক হইতে পারিবে না;]

(১৭) “চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট” অর্থ বাংলাদেশ চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ২) এ সংজ্ঞায়িত কোনো চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট;

(১৮) “সন্তান” অর্থে, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তির সংসন্তান ও পোষ্য সন্তানও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

⁴[(১৯) “কমিশনার” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন কর-কমিশনার বা কমিশনার (বৃহৎ কর প্রদানকারী ইউনিট) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, বা কর-কমিশনার বা কমিশনার (বৃহৎ কর প্রদানকারী ইউনিট) পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;]

⁵[(১৯ক) “কমিশনার (আপিল)” অর্থ⁶ধারা ৩ এর অধীন কর-কমিশনার (আপিল) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, এবং কর-কমিশনার (আপিল) পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

¹[***]

¹অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫(খ) দ্বারা “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫(গ) দ্বারা উপ-দফা (গ) বিলুপ্ত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৯(ক) দ্বারা দফা (১৬) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা দফা (১৯) প্রতিস্থাপিত।

⁵অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (১৯ক) সন্নিবেশিত।

⁶অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “ধারা ৩ এর অধীন কর-কমিশনার (আপিল) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, এবং কর-কমিশনার (আপিল) পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে” শব্দগুলি, বন্ধনি, কমা ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত।

- (২০) “কোম্পানী” অর্থ ²[কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১৮ নং আইন)]-এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানী, এবং নিম্নবর্ণিত সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা গঠিত কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা;
- (খ) রাষ্ট্রীয়ত্ব কোনো ব্যাংকিং বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বিমা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প বা বাণিজ্য সংগঠন;³[***]
- ⁴⁵[(খখ) কোনো সংগঠন বা ব্যক্তিসংঘ, যে নামেই অভিহিত হউক, যদি উক্তরূপ ব্যক্তিবর্গের কেহ ⁶[কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)] এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো কোম্পানী হয়;
- (খখখ) বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশের আইন দ্বারা বা আইনের অধীন নিগমিত কোনো সংগঠন বা সংস্থা; এবং]
- (গ) ⁷[কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন নিগমিত নহে,] এইরূপ কোনো বিদেশি সংগঠন বা সংস্থা যাহা বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোম্পানী হিসাবে ঘোষিত হইতে পারে;
- (২১) “সমবায় সমিতি” অর্থ ⁸[সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)], বা সমবায় সমিতি নিবন্ধন সম্পর্কিত আপাতত বলবত অন্য কোনো আইনের অধীন নিবন্ধিত কোনো সমবায় সমিতি;
- (২২) “কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট” অর্থ কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট অধ্যাদেশ, ১৯৭৭ (১৯৭৭ সনের ৫৩ নং অধ্যাদেশ) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট;
- (২৩) “উপ-কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন উপ-কর কমিশনার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি,¹[এবং ট্রান্সফার প্রাইসিং অফিসার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি,] সহকারী কর

¹অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা দফা (১৯খ) বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত।

³অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (খখ) সন্নিবেশিত।

⁵অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (খখ) এর পরিবর্তে দফা (খখ) ও দফা (খখখ) প্রতিস্থাপিত।

⁶অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনিগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁷অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “কোনো আইনের দ্বারা বা আইনের অধীন নিগমবদ্ধ নহে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁸অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৫(খ) দ্বারা “সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

কমিশনার, অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার ও কর আদায়কারী কোনো কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২৪) “পরিচালক” ও “ব্যবস্থাপক”, কোনো কোম্পানী সম্পর্কিত, অর্থ^২[কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১৮ নং আইন)] এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো পরিচালক বা ব্যবস্থাপক;

^৩[(২৫) “মহা-পরিচালক, পরিদর্শন” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন মহা-পরিচালক, পরিদর্শন (কর) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, এবং ধারা ১১৭ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যতীত, অতিরিক্ত মহা-পরিচালক, পরিদর্শন (কর), উপ মহা-পরিচালক, পরিদর্শন (কর), অথবা সহকারী মহা-পরিচালক পরিদর্শন (কর) হিসাবে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

^৪[(২৫ক) “মহা-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)” অর্থ মহা-পরিচালক (প্রশিক্ষণ) হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;]

^৫[(২৫কক) “মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” অর্থ মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি^৬[বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ^৭[কোনো পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা যুগ্ম-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা সহকারী পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল;]]

(২৬) “লভ্যাংশ (dividend)” অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) কোম্পানী কর্তৃক বণ্টনকৃত পুঞ্জিত মুনাফার অংশ, মূলধনায়িত হউক বা না হউক, যদি উক্ত বণ্টন কোম্পানীর পূর্ণ বা আংশিক সম্পদ বা রিজার্ভ উহার শেয়ার হোল্ডারগণের নিকট সম্পূর্ণ ব্যবস্থিত হয়;

(খ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোম্পানীর মালিকানাধীন, পুঞ্জিত মুনাফা হইতে ঋণপত্র (ডিবেঞ্চার), ডিবেঞ্চার স্টক বা ডিপোজিট সার্টিফিকেটের মাধ্যমে শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে, সুদযুক্ত বা সুদমুক্ত যে কোনো ফরমে, কোম্পানী কর্তৃক বণ্টনকৃত অংশ;

^১অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৫(গ) দ্বারা “এবং ট্রান্সফার প্রাইসিং অফিসার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি,” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^২অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমাগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনগুলি প্রতিস্থাপিত।

^৩অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (২৫) প্রতিস্থাপিত।

^৪অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা দফা (২৫ক) সন্নিবেশিত।

^৫অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা দফা (২৫কক) সন্নিবেশিত।

^৬অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো যুগ্ম-মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা উপ-মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি ও কমাগুলি সংযোজিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^৭অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৫(ঘ) দ্বারা “কোনো পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা যুগ্ম-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা উপ-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা সহকারী পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(গ) মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোনো কোম্পানী বিলুপ্তির পর উক্তরূপ বিলুপ্তির অব্যবহিত পূর্বে কোম্পানীর পুঞ্জিত মুনাফা আকারে সংরক্ষিত অর্থ হইতে উহার শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বন্টনকৃত অংশ;

(ঘ) কোম্পানীর মূলধন হ্রাসকরণের জন্য কোম্পানী কর্তৃক উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিত মুনাফা, উক্ত পুঞ্জিত মুনাফা মূলধনায়িত হউক বা না হউক, কোম্পানীর শেয়ার হোল্ডারগণের মধ্যে বন্টনকৃত অংশ;

¹[(ঘঘ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিগমিত নহে এইরূপ কোনো কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরিত কোনো মুনাফা;]

²[(ঘঘঘ) কোনো মিউচুয়াল ফান্ড বা কোনো বিকল্প বিনিয়োগ তহবিলের মুনাফার বন্টনকৃত অংশ;]

(ঙ) ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানী কর্তৃক উহার মালিকানাধীন পুঞ্জিত মুনাফা হইতে শেয়ার হোল্ডারগণকে অগ্রিম বা ঋণ হিসাবে পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ (কোম্পানীর পরিসম্পদের অংশ হউক বা না হউক) অথবা অনুরূপ শেয়ার হোল্ডারের পক্ষে বা ব্যক্তিগত সুবিধার জন্য কোম্পানী কর্তৃক পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ; তবে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রাপ্য অর্থ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(অ) সম্পূর্ণ নগদ অর্থের বিনিময়ে অগ্রাধিকার শেয়ারসহ যে কোনো শেয়ারের বিপরীতে উপ-দফা (গ) বা (ঘ) অনুসারে সম্পাদিত বণ্টন, অথবা কোম্পানীর অবসায়ন হইলে, কোনো শেয়ারের মালিক যদি উদ্বৃত্ত সম্পদের অংশীদারিত্বের অধিকারী না হয়, সেইক্ষেত্রে ঋণপত্র/ডিবেঞ্চার বা ডিবেঞ্চার-স্টকের দায়মোচন (redemption);

(আ) ব্যবসায়ের স্বাভাবিক কার্যক্রমের আওতায় কোনো শেয়ার হোল্ডারকে প্রদত্ত অগ্রিম বা ঋণ, যেক্ষেত্রে ঋণ প্রদান করাই কোম্পানীটির মূল ব্যবসা;

(ই) কোম্পানী কর্তৃক পরিশোধকৃত কোনো লভ্যাংশ যাহা ইতঃপূর্বে পরিশোধিত সম্পূর্ণ বা আংশিক অর্থের বিপরীতে কোম্পানী কর্তৃক ঘোষণা করা হইয়াছে এবং উপ-দফা (ঙ) এর অর্থে লভ্যাংশ হিসাবে বিবেচিত;

³[(ইক) কোনো কোম্পানী কর্তৃক ইস্যুকৃত বোনাস শেয়ার;]

⁴[***]

¹অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা উপ-দফা (ঘঘ)সম্মিলিত।

²অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৮(ক) দ্বারা উপ-দফা (ঘঘঘ)সম্মিলিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা উপ-দফা (ইক)সম্মিলিত।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-দফা (ঈ)বিলুপ্ত।

ব্যাখ্যা।- “পুঞ্জিত মুনাফা” অবিব্যক্তিটি অর্থে নিম্নবর্ণিত মুনাফা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

- (ক) এই দফায়, এই অধ্যাদেশ বা আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১ নং আইন) এর অধীন অনুমোদনযোগ্য কোনো ভাতা, কর্তন বা অব্যাহতির মাধ্যমে সৃষ্ট আংশিক বা সম্পূর্ণ রিজার্ভ, তবে ১৯৪৬ সনের এপ্রিল মাসের ১ তারিখের পূর্বে, অথবা ১৯৪৯ সনের মার্চ মাসের ৩১ তারিখের পরে, এবং ১৯৬৩ সনের জুন মাসের ৮ তারিখের পূর্বের মূলধনি মুনাফা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (খ) উপ-দফা (ক), (খ) ও (ঘ) এর ক্ষেত্রে, অনুবৃপ বণ্টনের তারিখ পর্যন্ত কোম্পানীর সকল মুনাফা; এবং
- (গ) উপ-দফা (গ) এর ক্ষেত্রে, কোম্পানীটি অবসায়নের তারিখ পর্যন্ত উহার সকল মুনাফা;
- (২৭) “নিয়োগকর্তা” অর্থে প্রাক্তন নিয়োগকর্তাও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২৮) “কর্মচারী” অর্থে, কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা অন্য যে কোনো পরিচালক বা অন্য কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে যিনি তাহার পদবিনির্দেশে কোম্পানীর ব্যবস্থাপনার সহিত সম্পর্কিত কোনো দায়িত্ব পালন করেন;
- (২৯) “অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, ¹[এবং অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনারের চলতি দায়িত্ব পালনকারী কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে];
- ²[(৩০) “ন্যায্য বাজার মূল্য” অর্থ, মূলধনি সম্পদ ³[বা কোন ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠানের (undertaking)] ক্ষেত্রে,-
- (ক) সংশ্লিষ্ট দিনে খোলা বাজারে উক্ত সম্পদ ⁴[বা ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠান] বিক্রয়ের মাধ্যমে সাধারণভাবে প্রাপ্য মূল্য, এবং এইভাবে মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব না হইলে, যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শক-এর লিখিত অনুমোদন গ্রহণপূর্বক উপ-কর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্য;
- (খ) বাংলাদেশ ব্যাংক হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত অর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইজারা নেওয়া হইয়াছে এইরূপ সম্পদের ক্ষেত্রে, চুক্তির মেয়াদ পূর্ণ হওয়ায় ইজারা চুক্তি সমাপ্তির প্রেক্ষিতে বা অন্য কোনো শর্তের আওতায় ইজারাদারের নিকট হইতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট মূল্য (Residual value), তবে শর্ত থাকে যে, অবশিষ্টমূল্যসহ ইজারাচুক্তি বলবৎ

¹অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “এবং অতিরিক্ত সহকারী কর কমিশনারের চলতি দায়িত্ব পালনকারী কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে” শব্দগুলি সংযোজিত।

²অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৩ দ্বারা দফা (৩০) প্রতিস্থাপিত।

³অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৬ (ক) (অ) দ্বারা “বা কোনো ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠানের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁴অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৬ (ক) (আ) দ্বারা “বা কোনো ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠান” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

থাকাকালে সম্পত্তির খরচ হিসাবে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ ইজারা গ্রহণকারী আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অর্জিত মূল্যের কম হইবে না;]

(৩১) “কারিগরি সেবার ফি” অর্থ ব্যবস্থাপনা, কারিগরি বা পরামর্শক সেবা প্রদানের মাধ্যমে (কোনো কারিগরি বা অন্য কোনো পেশাজীবীর সেবাও ইহার অন্তর্ভুক্ত) প্রাপ্ত প্রতিদান (এককালীন প্রাপ্ত প্রতিদানও ইহার অন্তর্ভুক্ত); তবে প্রতিদান গ্রহীতা কর্তৃক গৃহীত কোনো নির্মাণ কার্য, যন্ত্রাদি সন্নিবেশ (assemble) সম্পর্কিত কার্য, খনি খনন কার্য বা অনুরূপ বিষয় সংক্রান্ত প্রকল্প হইতে প্রাপ্য প্রতিদান অথবা “বেতন” খাতের আয় হিসাবে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য কোনো প্রতিদান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না¹।]

ব্যাখ্যা।— সকল সন্দেহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে, এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, এই দফায় কারিগরি সেবার ফি” অর্থ কারিগরি সেবা ফি, কারিগরি সহায়তা ফি বা অনুরূপ প্রকৃতির যেকোনো ফি অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

²[(৩১ক) “আর্থিক প্রতিষ্ঠান” অভিব্যক্তিটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে;]

(৩২) “ফার্ম” অর্থ অংশীদারি আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো ফার্ম;

(৩৩) “বিদেশি কোম্পানী” অর্থ বাংলাদেশি কোম্পানী নয় এইরূপ কোনো কোম্পানী;

³[(৩৪) “আয়” অর্থে নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জিত আয় অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত হউক না কেন, এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীন কর আরোপযোগ্য কোনো আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন;

(খ) এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীন উৎসে কর আদায় বা কর্তনযোগ্য কোনো অর্থ;

(গ) উক্ত আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;

(ঘ) চতুর্থ তপশিলের ৮ নং অনুচ্ছেদ অনুসারে ধার্যকৃত মিউচুয়াল ইন্সুরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসা হইতে অর্জিত মুনাফা বা অর্জন;

(ঙ) এই অধ্যাদেশের যে কোনো বিধানের অধীন আয় হিসাবে বিবেচিত যে কোনো অর্থ, বা উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যে কোনো আয় অথবা উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যে কোনো অর্থ;

¹অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৯(খ) দ্বারা “;” সেমিকোলনের স্থলে “।” দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর ব্যাখ্যা সংযোজিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৫(ঙ) দ্বারা দফা (৩১ক) সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৬(খ) দ্বারা দফা (৩৪) প্রতিস্থাপিত।

- (ঢ) কর আরোপ করা হইয়াছে এইরূপ কোনো অর্থ;
- (ছ) এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীন আয় হিসাবে বিবেচিত কোনো অর্থ;]

¹[***]

²[(৩৫) ³“আয়বর্ষ” অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থ বৎসর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে]-

- (ক) কোনো ব্যবসা যে তারিখ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া এবং অনুরূপ ব্যবসা আরম্ভের তারিখ হইতে তৎপরবর্তী জুন মাসের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদকাল;
- (খ) নূতনভাবে কোনো আয়ের উদ্ভব ঘটিলে যে তারিখ হইতে উহা আরম্ভ হইয়াছে সেই তারিখ হইতে শুরু করিয়া এবং অনুরূপ আয় আহরণ আরম্ভের তারিখ হইতে তৎপরবর্তী জুন মাসের ত্রিশ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদকাল;
- (গ) পহেলা জুলাই হইতে শুরু করিয়া, ক্ষেত্রমত, কোনো ব্যবসা নিবৃত্ত হওয়া বা অনিগমিত সংস্থা অবলোপন হওয়া বা কোনো কোম্পানীর অবসায়ন প্রক্রিয়ার সমাপ্ত হইবার তারিখ পর্যন্ত মেয়াদকাল;
- (ঘ) পহেলা জুলাই হইতে শুরু করিয়া কোনো অনিগমিত সংস্থায় অংশগ্রহণকারীর অবসরগ্রহণ বা মৃত্যুর তারিখের মধ্যবর্তী মেয়াদকাল;
- (ঙ) কোনো অনিগমিত সংস্থায় অংশগ্রহণকারীর অবসরগ্রহণ বা মৃত্যুর অব্যবহিত পরের তারিখ হইতে শুরু করিয়া, ক্ষেত্রমত, অপর অনুরূপ অংশগ্রহণকারীর বা অবসরগ্রহণকারীর অবসরগ্রহণ বা মৃত্যুর তারিখ অথবা অনুরূপ অবসরগ্রহণ বা মৃত্যুর তারিখের পরবর্তী ত্রিশে জুন তারিখ পর্যন্ত মেয়াদকাল;
- (চ) ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ⁴[বা তদধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের] ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জানুয়ারি মাসের প্রথম দিবস হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী বারো মাস মেয়াদকাল; বা
- (ছ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে শুরু করিয়া পরবর্তী বারো মাস মেয়াদকাল⁵।

¹অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা দফা (৩৫) প্রতিস্থাপিত (২০১৬ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৬ (খ) দ্বারা ““আয়বর্ষ” অর্থ” শব্দগুলি ও উদ্ধৃতি চিহ্নগুলির পরিবর্তে ““আয়বর্ষ” অর্থ করবর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থ বৎসর এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে” শব্দগুলি ও উদ্ধৃতি চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁴অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৬(গ)(অ) দ্বারা “বা তদধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁵অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৬(গ)(অ) দ্বারা “;” সেমিকোলনের স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর ব্যাখ্যা সংযোজিত।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সাবসিডিয়ারী কোম্পানী ¹[বা উক্তরূপ কোম্পানীর সাবসিডিয়ারী, অথবা কোনো প্যারেন্ট কোম্পানীর হোল্ডিং কোম্পানী, যাহা বহিঃ বাংলাদেশ নিগমবদ্ধ করা হইয়াছে অথবা উহার কোনো ব্রাঞ্চ বা লিয়াজৌ অফিস] এর ক্ষেত্রে, বর্ণিত কোম্পানীর হিসাবাদি মূল (parent) কোম্পানীর সহিত সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন অর্থ বৎসর অনুসরণ করিতে হইলে, উপ-কর কমিশনার সেইক্ষেত্রে অন্য অর্থ বৎসর অনুমোদন করিতে পারিবেন;]

- (৩৬) “যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, ²[এবং ³অতিরিক্ত কর-কমিশনার, পরিদর্শন]]⁴[ও যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে];
- ⁵[(৩৭) “পরিদর্শক” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন কর পরিদর্শক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি এবং কর পরিদর্শক হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]
- (৩৮) “সুদ” অর্থ ঋণ বা ধার হিসাবে গৃহীত অর্থের উপর প্রদেয় যে কোনো সুদ (গচ্ছিত টাকা, দাবি বা অনুরূপ অধিকার বা দায়ও ইহার অন্তর্ভুক্ত), এবং ঋণ বা ধার গ্রহণ বা ব্যবহার করা হয় নাই এইরূপ কোনো ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য কোনো সেবা ফি বা অন্যান্য চার্জও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৩৯) “আইনগত প্রতিনিধি” অর্থ দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২ (১১) এ সংজ্ঞায়িত কোনো “আইনগত প্রতিনিধি (legal representative)”;
- (৪০) “বাজার মূল্য”, কৃষি পণ্যের ক্ষেত্রে, অর্থ-
- (ক) যেক্ষেত্রে কৃষিজাত পণ্য কাঁচা অবস্থায় সাধারণভাবে বাজারে বিক্রয় করা হয় বা উৎপাদনের সহিত নিযুক্ত কৃষকের মাধ্যমে বিক্রয়ার্থে প্রক্রিয়াজাতপূর্বক বিক্রয়ের উপযুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে পণ্যটি সমগ্র বৎসরব্যাপি যে মূল্যে বিক্রয় করা হইয়াছে উহার গড় মূল্য হইতে উদ্ধৃত আয়ের উপর সর্বপ্রথম কর নির্ধারণ করা হইলে, উক্তরূপ গড় মূল্য; এবং
- (খ) যেক্ষেত্রে উক্ত কৃষিজাত পণ্য সাধারণত কাঁচা অবস্থায় বাজারে বিক্রয় করা না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত অর্থের সমষ্টি-

¹অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৮(খ) দ্বারা “বা উক্তরূপ কোম্পানীর সাবসিডিয়ারী, অথবা কোনো প্যারেন্ট কোম্পানীর হোল্ডিং কোম্পানী, যাহা বহিঃ বাংলাদেশ নিগমবদ্ধ করা হইয়াছে অথবা উহার ব্রাঞ্চ বা লিয়াজৌ অফিস” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১০ দ্বারা “, এবং সিনিয়র যুগ্ম কর-কমিশনার, পরিদর্শন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে” কমা ও শব্দগুলি সংযোজিত।

³অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “অতিরিক্ত কর-কমিশনার, পরিদর্শন” শব্দগুলি “সিনিয়র যুগ্ম কর-কমিশনার, পরিদর্শন” শব্দগুলির স্থলে প্রতিস্থাপিত।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “ও যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন পদে চলতি দায়িত্বপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি” শব্দগুলি সংযোজিত।

⁵অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৫(চ) দ্বারা দফা (৩৭) প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (অ) চাষাবাদের ব্যয়;
- (আ) উৎপাদিত ফসল যে ভূমিতে জন্মায় উক্ত ভূমি উন্নয়ন কর বা ভাড়া; এবং
- (ই) উপ-কর কমিশনার কর্তৃক কৃষি পণ্য হিসাবে বিবেচিত ও তর্কিত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের উপর পরিস্থিতি বিবেচনাক্রমে যুক্তিসঙ্গতভাবে নির্ধারিত মুনাফার হার;
- (৪১) “ধারণকৃত অর্থ”, ব্যাংকিং কোম্পানীর ক্ষেত্রে, অর্থে জমার মাধ্যমে গৃহীত অর্থও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪২) “অনাবাসিক” অর্থ কোনো ব্যক্তি যিনি নিবাসী নহেন;
- (৪৩) “অংশীদার” অর্থ অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো অংশীদার, এবং লভ্যাংশ গ্রহণের মাধ্যমে অংশীদার হিসাবে বিবেচিত কোনো নাবালকও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৪৪) “অংশীদারিত্ব” অভিব্যক্তিটি অংশীদারিত্ব আইন, ১৯৩২ (১৯৩২ সনের ৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থের ন্যায় একই অর্থ বহন করিবে;
- ¹[(৪৪ক) “স্থায়ী প্রতিষ্ঠান”, ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়ের সূত্রে, অর্থ এইরূপ কোনো স্থান বা কর্মকাণ্ড যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির উক্তরূপ ব্যবসা বা পেশা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিচালিত হয়, এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (ক) ব্যবস্থাপনার কোনো স্থান;
- (খ) কোনো শাখা;
- (গ) কোনো এজেন্সী;
- (ঘ) কোনো অফিস;
- (ঙ) কোনো ওয়ারহাউজ;
- (চ) কোনো ফ্যাক্টরি;
- (ছ) কোনো ওয়ার্কশপ;
- (জ) কোনো খনি, তৈল ও গ্যাস কূপ, ভূ-গর্ভস্থ খাদ বা অন্য যেকোনো প্রাকৃতিক সম্পদ অনুসন্ধান, উত্তোলন বা আহরণ স্থান;
- (ঝ) কোনো ফার্ম বা বন (plantation);

¹অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৯(গ) দ্বারা দফা (৪৪ক) সংযোজিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ঞ) কোনো নির্মাণ স্থান, কোনো নির্মাণ, স্থাপন বা সংযোজন প্রকল্প বা তৎসম্পর্কিত তদারকি কার্যক্রম;
- (ট) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কর্মচারীর মাধ্যমে বা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ উদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে, পরামর্শ সেবাসহ সেবা সরবরাহ, যদি অনুরূপ প্রকৃতির কর্মকাণ্ডের (একই বা সম্পৃক্ত অন্য কোনো প্রজেক্ট-এর জন্য) পরিচালনা বাংলাদেশে অব্যাহত থাকে; এবং
- (ঠ) কোনো সংযুক্ত সত্তা বা ব্যক্তি (অতঃপর ‘ক নামক ব্যক্তি’ হিসাবে উল্লিখিত), যাহা ব্যবসায়িকভাবে কোনো অনিবাসী ব্যক্তির উপর নির্ভরশীল এইরূপ ক্ষেত্রে উক্ত অনিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো বিক্রয়ের সূত্রে উক্ত সংযুক্ত সত্তা বা ক নামক ব্যক্তি বাংলাদেশে যেকোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা করিয়া থাকে;

¹[(৪৫) “বেতনপূরক (perquisite)” অর্থ-

- (ক) নিয়োগকর্তা কর্তৃক তাহার কোনো কর্মচারীকে নগদে বা অন্য যে কোনো আকারে প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব বোনাস, ²[***] প্রনোদনা বোনাস, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, ছুটি নগদায়ন বা ছুটি ভাতা ও ওভারটাইম বহির্ভূত যে কোনো পরিশোধ; এবং
- (খ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক তাহার কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত অর্থে রূপান্তরযোগ্য বা অযোগ্য কোনো সুবিধা, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তবে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন ফান্ড, গ্রাচুইটি ফান্ড এবং অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;]

³[(৪৬) “ব্যক্তি ” অর্থে কোনো একক ব্যক্তি, ফার্ম, ব্যক্তিসংঘ, অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, ট্রাস্ট, তহবিল, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, সত্তা ও অন্য যে কোনো কৃত্রিম বিচারিক ব্যক্তিও (artificial juridical person) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৪৬ক) “প্রতিবন্ধী ব্যক্তি” অর্থ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির অধিকার ও সুরক্ষা আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ এর অধীন প্রতিবন্ধী ব্যক্তি হিসাবে নিবন্ধিত কোনো ব্যক্তি;]

(৪৭) “নির্ধারিত” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(৪৮) “প্রধান কর্মকর্তা (principal officer)”, কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, কোনো সরকারি সংস্থা বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অর্থে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

¹অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (৪৫) প্রতিস্থাপিত।

²অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১১(ক) দ্বারা “সংশ্লিষ্ট আয় বর্ষে ঘোষিত মুনাফার দশ শতাংশের অধিক নহে” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

³অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৬(ঘ) দ্বারা দফা (৪৬) ও (৪৬ক) প্রতিস্থাপিত।

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক,¹[প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা] ব্যবস্থাপক, সচিব, কোষাধ্যক্ষ, এজেন্ট বা এ্যাকাউন্টান্ট (যে নামেই পরিচিত হউক) অথবা উক্ত কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, সংস্থা বা সংঘের কার্যাদি পরিচালনা বা হিসাব-নিকাশ সম্পাদনের জন্য দায়ী কোনো কর্মকর্তা; এবং

(খ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী, সংস্থা বা সংঘের ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি যাহাকে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান কর্মকর্তা গণ্যে নোটিশ করা হইয়াছে;

(৪৯) “পেশা” অর্থে বৃত্তিমূলক পেশা (vocation) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫০) “বেতনের পরিবর্তে মুনাফা” অর্থে নিম্নবর্ণিতভাবে প্রাপ্য সুবিধা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

(ক) কোনো করদাতা কর্তৃক প্রাপ্য বা প্রাপ্ত যে কোনো পরিমাণ ক্ষতিপূরণ যাহা তাহার নিয়োগকর্তার নিকট হইতে তাহার চাকুরিচ্যুতির ফলে অথবা চাকুরি সংক্রান্ত কোনো শর্ত পরিবর্তনের কারণে উদ্ভূত হইয়াছে; এবং

(খ) কোনো করদাতার ভবিষ্য তহবিলে অথবা অন্য কোনো তহবিলে জমা হওয়ার পর প্রাপ্য বা পরিশোধ্য চাঁদার অর্থ, এবং এইরূপ পরিশোধিত অর্থের উপর উদ্ভূত সুদ হইতে অর্জিত আয়;

(৫১) “সরকারি কর্মচারী” অর্থ দলবিধি (১৮-৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ২১ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো সরকারি কর্মচারী;

(৫২) “স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল” অর্থ এইরূপ ভবিষ্য তহবিল যাহা প্রথম তপশিলের অংশ খ এর বিধানাবলির অধীন কমিশনার কর্তৃক অনুমোদনপ্রাপ্ত অথবা অনুমোদন প্রাপ্তির প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে;

²[(৫৩) ***]

(৫৪) “আত্মীয়” অর্থ সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তির স্বামী, স্ত্রী, ভাই, বোন বা উক্ত ব্যক্তির বংশানুক্রমিক পূর্বসূরী বা উত্তরসূরী;

(৫৫) “নিবাসী”, কোনো আয়বর্ষের ক্ষেত্রে, অর্থ-

(ক) এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি -

(অ) ধারাবাহিকভাবে অথবা উক্ত আয় বর্ষে সমষ্টিগতভাবে ন্যূনতম একশত বিরাশি বা ততোধিক দিন; বা

¹অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৬(ঙ) দ্বারা “প্রধাননির্বাহী কর্মকর্তা” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

²অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (৫৩) বিলুপ্ত।

(আ) বর্তমান বর্ষে নিরবিচ্ছিন্নভাবে বা সমষ্টিগতভাবে সর্বমোট নয় বা ততোধিক দিন এবং অব্যবহিত পূর্ববর্তী চার বৎসরের মধ্যে নিরবিচ্ছিন্নভাবে অথবা সমষ্টিগতভাবে মোট তিনশত পয়ষট্টি অথবা ততোধিক দিন;

বাংলাদেশে অবস্থান করিয়া আসিতেছেন;

(খ) কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবার, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিসংঘ যাহার নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যাদি সম্পূর্ণরূপে¹[***] উক্ত আয়বর্ষে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে; ²[***]

(গ) কোনো বাংলাদেশি কোম্পানী বা অন্য কোনো কোম্পানী যাহার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ উক্ত আয় বর্ষে সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে;

³(ঘ) কোনো ট্রাস্ট, তহবিল বা সত্তা যাহার ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ উক্ত আয় বর্ষে সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে সংঘটিত হইয়াছে; এবং

(ঙ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোনো কৃত্রিম বিচারিক ব্যক্তি (artificial juridical person);]

(৫৬) “রয়্যালটি” অর্থ নিম্নোক্তরূপে অর্জিত হইতে পারে এইরূপ কোনো প্রতিদান (“মূলধনি লাভ” খাতে প্রাপকের আয় হিসাবে গণ্য প্রতিদান ব্যতীত এককালীন কোনো প্রতিদান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে), যথা:-

(ক) পেটেন্ট, আবিষ্কার, মডেল, ডিজাইন, ট্রেডমার্ক বা অনুরূপ কোনো সম্পত্তির অনুমোদিত লাইসেন্সসহ যেকোনো স্বত্ব সম্পূর্ণ বা আংশিক হস্তান্তর করিবার মাধ্যমে;

(খ) পেটেন্ট, আবিষ্কার, মডেল, ডিজাইন, গোপন কার্য-প্রণালী বা ফর্মুলা অথবা ট্রেডমার্ক বা অনুরূপ সম্পত্তির কাজ বা ব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহ করিবার মাধ্যমে;

(গ) পেটেন্ট, আবিষ্কার, মডেল, ডিজাইন, গোপন প্রক্রিয়া বা ফর্মুলা অথবা ট্রেডমার্ক বা অনুরূপ সম্পত্তি ব্যবহার করিবার মাধ্যমে;

(ঘ) প্রযুক্তিগত, শিল্প, বাণিজ্যিক বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা দক্ষতা সম্পর্কিত তথ্য প্রদানের মাধ্যমে;

(ঙ) যেকোনো গ্রন্থস্বত্ব, সাহিত্যবিষয়ক, শৈল্পিক, বা বৈজ্ঞানিক ক্রিয়াকার্য তৎসহ টেলিভিশনে প্রচারযোগ্য চলচ্চিত্র ও ভিডিও টেপ বা বেতারে প্রচারযোগ্য অডিও টেপ এর অনুজ্ঞাপত্র প্রদানসহ স্বত্বাধিকার, সম্পূর্ণ বা আংশিক হস্তান্তরের মাধ্যমে; তবে

¹অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১১(খ) দ্বারা “বা অংশত” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১১(খ) দ্বারা “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত।

³অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১১(গ) দ্বারা উপ-দফা (ঘ) ও (ঙ) সন্নিবেশিত।

এইক্ষেত্রে চলচ্চিত্রের ফিল্ম বিক্রয়, বিতরণ বা প্রদর্শন হইতে প্রাপ্ত অর্থ পূর্বোক্ত
অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হইবে না; অথবা

(চ) পূর্বে উল্লিখিত কর্মকাণ্ডের সহিত সম্পৃক্ত কোনো সেবা প্রদানের মাধ্যমে;

¹[**ব্যাখ্যা-১।**- কোনো স্বত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য সম্পর্কিত রয়্যালটির উদ্দেশ্যে, ইহা আবশ্যিক নহে যে-

- (ক) উক্ত স্বত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য উহার প্রদায়ক (payer) এর দখলে বা
নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে;
- (খ) উক্ত স্বত্ব, সম্পত্তি বা তথ্য প্রদায়ক (payer) কর্তৃক সরাসরি ব্যবহৃত
হয়;
- (গ) উক্ত স্বত্ব, সম্পত্তি বা তথ্যের অবস্থান বাংলাদেশে।

ব্যাখ্যা২।- দ্ব্যর্থকতা পরিহারকল্পে এতদ্বারা স্পষ্টিকরণ করা যাইতেছে যে, “প্রক্রিয়াকরণ
(process)” অভিব্যক্তিটি অর্থে স্যাটেলাইট (কোনো সিগন্যাল আপলিংকিং, এ্যামপ্লিফিকেশন,
ডাউনলিংকিংএর জন্য রূপান্তরসহ),ক্যাবল, অপটিক্যাল ফাইবার বা অনুরূপ অন্য কোনো টেকনোলজি
দ্বারা সঞ্চালন (transmission) অন্তর্ভুক্ত হইবে, উক্ত প্রক্রিয়াকরণ গোপন হউক বা না হউক;]

(৫৭) “বিধি” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধি;

(৫৮) “বেতন” অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

²[(ক) যেকোনো বেতন বা মজুরী;]

(খ) যেকোনো বার্ষিক অনুদান, পেনশন বা গ্রাচুইটি;

(গ) যেকোনো ফি, কমিশন, ভাতা, নজরানা বা মুনাফা যাহা বেতন বা মজুরী হিসাবে বা
উহার অতিরিক্তও হইতে পারে;

(ঘ) যেকোনো অগ্রিম বেতন;

³[(ঙ) কোনো ছুটি নগদায়ন;]

(৫৯) “তপশিলি ব্যাংক” অর্থ বাংলাদেশ ব্যাংক আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং
১২৭) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো তপশিলি ব্যাংক;

¹[***]

¹অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১১(ঘ) দ্বারা ব্যাখ্যা সংযোজিত।

²অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৫(ছে) দ্বারা উপ-দফা (ক) প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-দফা (ঙ) সংযোজিত।

- (৬০) “শেয়ার হোল্ডার” অর্থে অগ্রাধিকার শেয়ার হোল্ডারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৬১) “ফটকা কারবার” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যবসা যেক্ষেত্রে স্টক ও শেয়ারসহ অন্যান্য পণ্যের ক্রয় বা বিক্রয় চুক্তি এমনভাবে সম্পন্ন করা হয়, যাহার ফলে পণ্য বা দলিলাদি নির্দিষ্ট সময় অন্তর বা চূড়ান্তভাবে হস্তান্তরিত বা সরবরাহ না করিয়াও অন্যভাবে নিষ্পত্তি হইতে পারে, তবে এইরূপ কোনো ব্যবসা উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না যাহাতে-
- (ক) কোনো কাচামাল অথবা পণ্যসামগ্রী উৎপাদন করিবার সময় ভবিষ্যৎ দরদাম উঠা-নামা জনিত ক্ষতির হাত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্য উহার নিশ্চিত মূল্য প্রাপ্তির স্বার্থে কোনো উৎপাদক যথাযথভাবে সরবরাহ করিবার চুক্তিতে আবদ্ধ হয়;
- (খ) দরদাম উঠানামার কারণে স্থায়ী দখলীকৃত স্টক ও শেয়ারে ক্ষতির আশঙ্কা হইতে অব্যাহতি পাইবার লক্ষ্যে ডিলার বা বিনিয়োগকারীর সহিত স্টক ও শেয়ারের বিষয়ে চুক্তি সম্পাদন করা হয়; এবং
- (গ) অগ্রিম বাজার (forward market) বা স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো সদস্য তাহার পাইকার ও মধ্যস্থত্ব প্রকৃতির ব্যবসার ক্ষতির আশঙ্কার, যাহা উক্ত সদস্যের ব্যবসার স্বাভাবিক কার্যক্রমের সময় উদ্ভূত হইতে পারে, প্রতিকারার্থে কোনো চুক্তি সম্পাদন করেন;
- ²[(৬২) “কর” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদেয় আয়কর, এবং যে কোনো অতিরিক্ত কর, অতিরিক্ত মুনাফা কর, জরিমানা, সুদ, ফি অথবা অধ্যাদেশের অধীন অন্যবিধ ধার্যযোগ্য বা আদায়যোগ্য অর্থও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;]
- ³[(৬২ক) “কর দিবস” অর্থ-
- (ক) কোম্পানী ব্যতীত কোনো করদাতার ক্ষেত্রে, আয় বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী নভেম্বর মাসের ত্রিশতম দিবস;
- (খ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে, আয় বর্ষ সমাপ্তির পরবর্তী সপ্তম মাসের পনেরতম দিবস ⁴[বা যেক্ষেত্রে উক্ত পনেরতম দিবস সেপ্টেম্বর মাসের পনেরতম দিবসের পূর্বে পড়ে, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরতম দিবস];
- (গ) যদি উপ-দফা (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত দিবস কোনো সরকারি ছুটির দিন হয়, তাহা হইলে কর দিবসের পরবর্তী কার্যদিবস;]

¹অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (৫৯ক) বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা দফা (৬২) প্রতিস্থাপিত।

³অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৬(ঢ) দ্বারা দফা (৬২ক) সন্নিবেশিত।

⁴অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৮(গ) দ্বারা “বা যেক্ষেত্রে উক্ত পনেরতম দিবস সেপ্টেম্বর মাসের পনেরতম দিবসের পূর্বে পড়ে, সেইক্ষেত্রে পরবর্তী সেপ্টেম্বর মাসের পনেরতম দিবস ” শব্দগুলি সংযোজিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[(৬২খ) “কর পরিশোধকৃত লভ্যাংশ” অর্থ এইরূপ লভ্যাংশ আয় যাহার উপর এই অধ্যাদেশের অধীন প্রাপক কর্তৃক কর পরিশোধ করা হইয়াছে;]

²[***]

(৬৪) “কর আদায়কারী কর্মকর্তা” অর্থ ধারা ৩ এর অধীন কর আদায়কারী কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি;

(৬৫) “মোট আয়” অর্থ এই অধ্যাদেশে বর্ণিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ধারা ১৭ এ উল্লিখিত মোট আয় এবং তৎসহ এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন কোনো করদাতার সর্বমোট আয়ের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে এইরূপ অন্য যে কোনো ধরনের আয়;

³[(৬৫ক) “ব্যবসায়িক হিসাব” বা “লাভ-ক্ষতি হিসাব” অর্থে আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিবেদন মান (International Financial Reporting Standard) এর অধীন প্রস্তুতকৃত আয় বিবরণী ও অনুরূপ অন্য হিসাব বিবরণী অন্তর্ভুক্ত হইবে;]

(৬৬) “হস্তান্তর” অর্থে, মূলধনি সম্পদের ক্ষেত্রে, বিক্রয়, বিনিময় বা সম্পদ দখলমুক্ত হওয়া বা সম্পদের কোনো স্বত্ব বিলোপিত হওয়া অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে নিম্নোক্ত বিষয়াদি উহার বহির্ভূত থাকিবে-

(ক) মূলধন সম্পত্তির হস্তান্তর যদি দানমূলে, উইলমূলে, অছিয়তমূলে বা অবাতিলযোগ্য কোনো ট্রাস্টমূলে সংঘটিত হয়;

(খ) কোম্পানীর অবসায়নকালে শেয়ার মালিকগণের নিকট যদি উহার সহায়-সম্পত্তি যেকোনো উপায়ে বিতরণ করা হয়; এবং

(গ) ফার্ম বা অন্যবিধ ব্যক্তিশ্রেণির সংস্থা বিলুপ্তির মুহূর্তে অথবা, যৌথ হিন্দু পরিবার বিভক্তিকালে যদি কোনো মূলধনি সম্পদের হস্তান্তর ঘটে;

⁴[***]

(৬৮) “অবনমিত মূল্য” অর্থ তৃতীয় তপশিলে সংজ্ঞায়িত অর্থে অবনমিত মূল্য;

(৬৯) “বৎসর” অর্থ অর্থবর্ষ।

¹অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৯(ঘ) দ্বারা দফা (৬২খ) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (৬৩) বিলুপ্ত।

³অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৯(ঙ) দ্বারা দফা (৬৬ক) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (৬৭) বিলুপ্ত।

অধ্যায় ২ প্রশাসন

৩। আয়কর কর্তৃপক্ষসমূহ।- এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত শ্রেণির আয়কর কর্তৃপক্ষ থাকিবে, যথা:-

(১) জাতীয় রাজস্ব বোর্ড,

¹[***]

²[(১খ) প্রধান কর-কমিশনার]

³[(২) মহা-পরিচালক, পরিদর্শন (কর),]

⁴[(২ক) কর-কমিশনার (আপিল),]

⁵[(২খ) কর-কমিশনার (বৃহৎ কর প্রদানকারী ইউনিট),]

⁶[(২গ) মহা-পরিচালক (প্রশিক্ষণ)],

⁷[(২ঘ) মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল,]

(৩) কর-কমিশনারগণ,

⁸[(৩ক) অতিরিক্ত কর কমিশনারগণ, যাহারা আপিলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা অতিরিক্ত কর-কমিশনার, পরিদর্শন এই দুইয়ের যে কোনোটি হইতে পারেন,]

(৪) যুগ্ম-কর কমিশনার যিনি আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার, বা যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন, এই দুইয়ের যে কোনোটি হইতে পারেন,

(৫) উপ-কর কমিশনারগণ,

⁹[(৬) কর আদায়কারী কর্মকর্তাগণ, যাহারা কর কমিশনার কর্তৃক তাহার অধিক্ষেত্রের আওতাধীন উপ-কর কমিশনারগণের মধ্য হইতে মনোনীত,]

¹অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (১ক) বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১১(ক) দ্বারা নতুন নম্বর (১খ) সন্নিবেশিত।

³অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (২) প্রতিস্থাপিত।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (২ক) সন্নিবেশিত।

⁵অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (২খ) সন্নিবেশিত।

⁶অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা দফা (২গ) সন্নিবেশিত।

⁷অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা দফা (২ঘ) সন্নিবেশিত।

⁸অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (৩ক) প্রতিস্থাপিত।

⁹অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১১(খ) দ্বারা নম্বর (৬) প্রতিস্থাপিত।

- (৭) সহকারী কর-কমিশনারগণ,
- (৮) অতিরিক্ত সহকারী কর-কমিশনারগণ, এবং
- (৯) কর পরিদর্শকগণ।

৪। **আয়কর কর্তৃপক্ষ নিয়োগ।-** (১) সরকারি চাকুরি ও পদে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের চাকুরির শর্তাবলি সম্পর্কিত সরকারি আদেশ ও বিধিমালা সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি অনুসারে আয়কর কর্তৃপক্ষের নিয়োগ প্রদান করা হইবে।

(২) বোর্ড ¹[²প্রধান কর কমিশনার, মহা-পরিচালক], কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, ³[***] বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে মনে করিবে সেইরূপ সংখ্যক ⁴[মহা-পরিচালক, পরিদর্শন,] ⁵[কমিশনার (আপিল),] কমিশনার, যুগ্ম-কর কমিশনার, উপ উপ কর-কমিশনার, কর আদায়কারী কর্মকর্তা এবং সহকারী কর-কমিশনার এবং অন্যান্য নির্বাহী বা কার্যনির্বাহক কর্মকর্তা বা কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

⁶[(২ক) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারের অনুমোদনক্রমে, এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত আদেশ দ্বারা নির্দিষ্টকৃত কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য উপযুক্ত পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এক বা একাধিক ব্যক্তিকে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে, এবং অনুরূপ নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আয়কর কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন।]

(৩) বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশাবলি সাপেক্ষে, অন্য যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ উহার কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তা করিবার জন্য উহার অধস্তন যে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক অন্যান্য নির্বাহী বা কার্যনির্বাহক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে।

⁷[৪ক। **ক্ষমতাপ্রাপ্তি।-** বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এবং উক্ত প্রজ্ঞাপনে উল্লিখিত সীমাবদ্ধতা বা শর্তাবলি, শর্তাবলি, যদি থাকে, সাপেক্ষে, নাম বা পদবি উল্লেখপূর্বক-

- (ক) কোনো অতিরিক্ত কর কমিশনার, পরিদর্শনকে কর কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার⁸[:];
- (খ) আপীলাত অতিরিক্ত কর কমিশনারকে কর কমিশনার (আপিল) এর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার⁹[:]; এবং

¹অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা “মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত।

²অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “প্রধান কর-কমিশনার, মহা-পরিচালক” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত।

³অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কর-কমিশনার এবং” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “মহা-পরিচালক, পরিদর্শন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “কমিশনার (আপিল)গণ” শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনি সন্নিবেশিত।

⁶অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত।

⁷অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা ৪ক সন্নিবেশিত।

⁸অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা “,” কমা ও শব্দ “এবং” এর স্থলে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত।

⁹অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” ও “এবং” শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (গ) সংযোজিত।

- (গ) অতিরিক্ত মহা-পরিচালক বা যুগ্ম মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলকে মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল-এর ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার;]

ক্ষমতাপ্রাপ্ত করিতে পারিবে।

৫। **আয়কর কর্তৃপক্ষের অধস্তনতা ও নিয়ন্ত্রণ।**— ¹[(১) ²[***] ³প্রধান কর-কমিশনার, মহা-পরিচালক,] পরিদর্শন, কমিশনার (আপিল)গণ ও কমিশনারগণ বোর্ডের অধস্তন হইবেন।]

(২) ⁴[অতিরিক্ত কর কমিশনার, যুগ্ম-কর কমিশনার], উপ-কর কমিশনার এবং পরিদর্শকগণ যে কমিশনার ⁵[বা, ক্ষেত্রমত, যে কমিশনার (আপিল)] এর অধিক্ষেত্রের আওতাধীন কার্য সম্পাদনের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার অধস্তন হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিলাত যুগ্ম কমিশনার ⁶[বা কমিশনার (আপিল)] কে আপিল সংক্রান্ত কার্যাবলি স্বাধীনভাবে সম্পাদনের ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোনো আদেশ, নির্দেশ বা পরামর্শ প্রাদান করা যাইবে না।

(৩) উপ-কর কমিশনার ও পরিদর্শকগণ কার্য সম্পাদনের জন্য যে যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এর অধিক্ষেত্রের আওতাধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার অধস্তন হইবেন।

(৪) পরিদর্শকগণ কার্য সম্পাদনের জন্য যে উপ-কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রের আওতাধীন নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন তাহার অধস্তন হইবেন।

৬। **আয়কর কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র।**— (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে,-

⁷[***]

⁸[(কক) মহা-পরিচালক, পরিদর্শন নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন, যথা:-

(অ) আয়কর মামলাসমূহ পরিদর্শন;

(আ) রাজস্ব ফাঁকি বা কর পরিহার সংক্রান্ত মামলা অনুসন্ধান বা তদন্তের ব্যবস্থা;

(ই) কেবল আয়কর রাজস্ব (revenue) সম্পর্কিত মামলা বা অফিসসমূহ নিরীক্ষা (audit);

¹অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা উপ-দফা (১) প্রতিস্থাপিত।

²অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কর-কমিশনার,” শব্দগুলি ও কমা “,” বিলুপ্ত।

³অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা “প্রধান কর-কমিশনার, মহা-পরিচালক” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “অতিরিক্ত কর-কমিশনার, যুগ্ম কর-কমিশনার” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত।

⁵অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)গণ, ক্ষেত্রমত,” শব্দগুলি, কমাগুলি ও বন্ধনি সন্নিবেশিত।

⁶অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)গণ” শব্দগুলি ও বন্ধনি সন্নিবেশিত।

⁷অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (ক) বিলুপ্ত।

⁸অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা দফা (কক) প্রতিস্থাপিত।

(ঈ) রাজস্ব কার্যে নিয়োজিত আয়কর অফিসসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার পর একত্রিশে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে বোর্ডের অনুকূলে প্রেরণের ব্যবস্থা; এবং

(উ) বোর্ড কর্তৃক অর্পিত অন্যান্য কার্যাদি সম্পাদন;]

¹[(ককক) মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, নিম্নবর্ণিত কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন, যথা:-

(অ) গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে করদাতাগণের সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ;

(আ) গোয়েন্দা কার্যক্রমের মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্যাদি ও করদাতাগণের আয়কর রেকর্ড বিশ্লেষণ;

(ই) করদাতাগণের আয়কর পরিহার, আয় গোপন ও আয়কর অধ্যাদেশের অধ্যায় ২১ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে অপরাধসমূহ শনাক্তকরণ;

(ঈ) কর পরিহার, আয় গোপন, আয়কর সংক্রান্ত যে কোনো অনিয়ম, কর জালিয়াতি, ইত্যাদি বিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম পরিচালনা, সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ, জরিমানা আদায় ও প্রয়োজনবোধে ফৌজদারি কার্যক্রম গ্রহণ; এবং

(উ) অন্যান্য আইন দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো কার্যক্রম সম্পাদন।]

(খ) কমিশনারগণ ²[কমিশনার (আপিল)গণ] ও আপিলাত যুগ্ম কমিশনারগণ বোর্ড কর্তৃক অর্পিত এলাকাসমূহে, অথবা ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তিশ্রেণি, অথবা মামলাসমূহ বা মামলাশ্রেণি অথবা আয়সমূহ বা আয়শ্রেণির ক্ষেত্রে তাহাদের কার্যাদি সম্পাদন করিবেন;

³[(খখ) কমিশনার (বৃহৎকর প্রদানকারী ইউনিট) বোর্ড কর্তৃক তাহার উপর অর্পিত এলাকাসমূহে, অথবা ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তি শ্রেণি, অথবা মামলাসমূহ বা মামলাশ্রেণি, অথবা আয়সমূহ বা আয়শ্রেণির ক্ষেত্রে তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন;]

(গ) যুগ্ম কমিশনার, পরিদর্শনগণ এবং উপ-কর কমিশনারগণ যে কমিশনারের অধস্তন তৎকর্তৃক অর্পিত এলাকাসমূহে, অথবা ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তিশ্রেণি বা মামলাসমূহ বা মামলাশ্রেণি, অথবা আয়সমূহ বা আয়শ্রেণির ক্ষেত্রে তাহাদের দায়িত্ব পালন করিবেন; এবং

(ঘ) অন্যান্য আয়কর কর্তৃপক্ষগণ যে আয়কর কর্তৃপক্ষের অধস্তন, সেই কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

¹অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা দফা (ককক) সংযোজিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “, কমিশনার (আপিল)গণ” কমা, শব্দগুলি ও বন্ধনি সন্নিবেশিত।

³অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (খখ) সন্নিবেশিত।

(২) (ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের উপর অর্পিত এলাকা বা অধিক্ষেত্র বা দায়িত্ব পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা যাইবে, অথবা উক্তরূপ অর্পিত এলাকাসমূহ অথবা ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তিশ্রেণি, অথবা মামলাসমূহ বা মামলাশ্রেণি, অথবা কোনো কার্যক্রম বা কার্যক্রম শ্রেণি হস্তান্তর করা যাইবে;

(খ) কার্যক্রমের যে কোনো পর্যায়ে দফা (ক) এ উল্লিখিত কোনো বিষয় হস্তান্তর করা যাইবে, এবং যে পর্যায়ে উক্তরূপ হস্তান্তর করা হইয়াছে সেই পর্যায় হইতে পরবর্তী কার্যক্রম শুরু করা যাইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো এলাকা, অথবা ব্যক্তিবর্গ বা ব্যক্তিশ্রেণি, অথবা মামলাসমূহ বা মামলাশ্রেণি, অথবা আয়সমূহ বা আয়শ্রেণির ক্ষেত্রে একই ধরনের দায়িত্বপালনের জন্য একাধিক আয়কর কর্তৃপক্ষের উপর দায়িত্ব অর্পিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষগণ তাহাদের উপর দায়িত্ব অর্পণ কর্তৃক বণ্টনকৃত বা বরাদ্দকৃত দায়িত্ব পালন করিবেন।

(৪) কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট মামলার দায়িত্ব অর্পণ, বা এক কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অন্য কর্তৃপক্ষকে মামলা হস্তান্তর, অথবা এই ধারার অধীন এক বা একাধিক কার্য সম্পাদন সম্পর্কিত বোর্ড, কমিশনার ও উপ-কর কমিশনারগণের ক্ষমতার মধ্যে উক্ত মামলার সকল বা যে কোনো কার্যক্রম সম্পর্কিত ক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং উপ-ধারা (৫) এর বিধান ব্যতীত, অনুরূপ অর্পণ, হস্তান্তর বা কার্য সম্পাদন সম্পর্কে কোনো আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক, বা আদালত বা কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।

(৫) এই ধারার অধীন জারিকৃত আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তি সংস্কৃত হইলে, তিনি, উক্তরূপ আদেশ জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে, নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন এর নিকট, যদি উপ-কর কমিশনার কর্তৃক আদেশ জারি করা হয়;
- (খ) কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) এর নিকট, যদি যুগ্ম-কমিশনার পরিদর্শন কর্তৃক আদেশ জারি করা হয়; এবং
- (গ) বোর্ডের নিকট, যদি কোনো কমিশনার কর্তৃক আদেশ জারি করা হয়; এবং উক্তরূপ আবেদনের প্রেক্ষিতে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হইবে।

৭। **স্থলাভিষিক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিক্ষেত্রের ক্ষমতা প্রয়োগ।**- যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালে কোনো কর্তৃপক্ষ অপর কর্তৃপক্ষের স্থলাভিষিক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে স্থলাভিষিক্ত কর্তৃপক্ষ তাহার পূর্ববর্তী কর্তৃপক্ষ যে পর্যন্ত কার্যক্রম চলাইয়া গিয়াছেন, সেই পর্যায় হইতে কার্যক্রম অব্যাহত রাখিতে পারিবেন।

৮। **কর্মকর্তা, ইত্যাদি কর্তৃক বোর্ডের নির্দেশ পালন।**- এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্য সম্পাদনে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ তাহাদের কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ বা পরামর্শ প্রতিপালন ও অনুসরণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আপিলাত যুগ্ম কমিশনার ¹[বা কমিশনার (আপিল)] কর্তৃক কোনো আপিল মামলা নিষ্পত্তিকালে তাহাদের স্বাভাবিক কার্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোনো আদেশ, নির্দেশ বা পরামর্শ প্রদান করা যাইবে না।

৯। উপ-কর কমিশনারের দিক-নির্দেশনা, ইত্যাদি।- এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যক্রম চলাকালীন, উপ-কর কমিশনার যে আয়কর কর্তৃপক্ষের অধস্তন তাহার অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তির সহযোগিতা, দিক-নির্দেশনা বা পরামর্শ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১০। যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন ²[এবং অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন] কর্তৃক কর নির্ধারণী কার্য সম্পাদন।- কমিশনার, বোর্ডের পূর্বানুমতিক্রমে, লিখিতভাবে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, তাহার অধিক্ষেত্রাধীন নির্দিষ্টকৃত ব্যক্তি শ্রেণি সম্পর্কিত সকল বা যে কোনো কার্যক্রমের বিষয়ে এই অধ্যাদেশের অধীন উপ-কর কমিশনার, ³[যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন, অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন] ও কমিশনারের ক্ষমতা ও কার্যাবলি ⁴[যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন, অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন,] কমিশনার ও বোর্ড কর্তৃক, যথাক্রমে, প্রয়োগ বা সম্পাদন করা যাইবে; এবং উক্তরূপ মামলা বা ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কিত কার্যক্রমের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে এই অধ্যাদেশ বা তদধীন প্রণীত বিধিমালায় উপ কর-কমিশনার, ⁵[যুগ্ম কমিশনার, পরিদর্শন, অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন] বা কমিশনার সম্পর্কিত কোনো বরাত (reference) থাকিলে উহা যথাক্রমে ⁶[যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন, অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন,] কমিশনার ও বোর্ড এর বরাত হিসাবে গণ্য হইবে।

অধ্যায় ৩

কর আপিল ট্রাইব্যুনাল

১১। আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন আপিল ট্রাইব্যুনালের কার্য সম্পাদনের উদ্দেশ্যে, সরকার একজন সভাপতি ও তৎকর্তৃক, সময় সময়, নির্ধারিত সংখ্যক অন্যান্য ⁷[***] সদস্য সমন্বয়ে কর আপিল ট্রাইব্যুনাল গঠন করিবে।

(২) [অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা বিলুপ্ত]

⁸[(৩) কোনো ব্যক্তি কর আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্য হইবেন না, যদি না তিনি-

¹অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)গণ” শব্দগুলি ও বন্ধনি সন্নিবেশিত।

²অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “এবং অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শনগণ” কমা, শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

³অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “যুগ্ম-কমিশনার পরিদর্শন, অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “যুগ্ম-কমিশনার পরিদর্শন, অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁵অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “যুগ্ম-কমিশনার পরিদর্শন, অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁶অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “যুগ্ম-কমিশনার পরিদর্শন, অতিরিক্ত কমিশনার, পরিদর্শন” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁷অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা “জুডিসিয়াল ও এ্যাকাউন্টেন্ট” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

⁸অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত।

- ¹[(ক) বোর্ডের সদস্য ছিলেন, আছেন বা সদস্য পদে চলতি দায়িত্বে রহিয়াছেন; বা]
- (খ) পূর্বে কর কমিশনার ছিলেন; বা
- (গ) ²[কমিশনার হিসাবে ন্যূনতম এক বৎসর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন] কর কমিশনার হন; বা
- (ঘ) একজন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হন এবং কমপক্ষে আট বৎসর উক্ত পেশায় নিয়োজিত থাকেন; বা
- (ঙ) একজন কন্স্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্ট্যান্ট হন এবং কমপক্ষে আট বৎসর উক্ত পেশায় নিয়োজিত থাকেন;
- (চ) ধারা ১৭৪ (২) (চ) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে একজন আয়কর আইনজীবী হন এবং কমপক্ষে বিশ বৎসর উক্ত পেশায় নিয়োজিত থাকেন; বা
- (ছ) অর্থ ও কর আইন প্রণয়নসহ ড্রাফটিং কার্যে কমপক্ষে আট বৎসরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন আইন প্রণয়ন বিশেষজ্ঞ হন; বা
- (জ) একজন আইনজীবী হন এবং ন্যূনতম দশ বৎসর কোনো কর কার্যালয়ে করপেশায় নিয়োজিত থাকেন³; বা
- ⁴[(ঝ) জেলা জজ ছিলেন বা আছেন।]

⁵[(৪) সরকার আপিল ট্রাইব্যুনালের একজন সদস্যকে উহার সভাপতি নিযুক্ত করিতে পারিবেন ⁶[যিনি বোর্ডের সদস্য অথবা বোর্ডের সদস্য পদে চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন]।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট পেশায় নিয়োজিত থাকিবার মেয়াদ অর্থে চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ১০ নং অধ্যাদেশ) ⁷[বা বাংলাদেশ চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের পি,ও নং ২)] এ সংজ্ঞায়িত অর্থে একজন চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে অথবা অডিটরস সার্টিফিকেট বিধিমালা, ১৯৫০ এর অধীন এ্যাকাউন্ট্যান্ট রেজিস্টারে তালিকাভুক্ত একজন রেজিস্টার্ড একাউন্ট্যান্ট হিসাবে পেশায় নিয়োজিত থাকিবার মেয়াদ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

¹অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (ক) সংযোজিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা “কমিশনার হিসাবে ন্যূনতম এক বৎসর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

³অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” ও “বা” শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ঝ) সংযোজিত।

⁴অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা দফা (ঝ) প্রতিস্থাপিত।

⁵অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত।

⁶অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা “যিনি বোর্ডের সদস্য অথবা বোর্ডের সদস্য পদে চলতি দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন” কথা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁷অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৪৭ দ্বারা “বা বাংলাদেশ চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট আদেশ, ১৯৭৩ (১৯৭৩ সনের পি,ও নং ২) শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনি সন্নিবেশিত।

১২। **বেঞ্চ কর্তৃক ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগ।-** (১) সভাপতি যদি কোনো বিশেষ মামলায় বা কোনো বিশেষ শ্রেণির মামলাসমূহে ভিন্নরূপ কোনো নির্দেশ প্রদান না করেন, তাহা হইলে সভাপতি কর্তৃক গঠিত আপিল ট্রাইব্যুনাল-এর বেঞ্চের মাধ্যমে, অতঃপর বেঞ্চ বলিয়া উল্লিখিত, আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাদি সম্পাদন করা যাইবে।

(২) অনূন দুইজন সদস্য¹[***] সমন্বয়ে বেঞ্চ গঠিত হইবে²।

[***]

১৩। **বেঞ্চের সিদ্ধান্ত।-** (১) কোনো মামলার ক্ষেত্রে বা কোনো বিষয়ে, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে বেঞ্চের সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(২) সদস্যগণ সমান সংখ্যায় বিভক্ত হইয়া পড়িলে উহা লিখিতভাবে সভাপতিকে অবহিত করিতে হইবে এবং সভাপতি উহা শুনানির জন্য আপিল ট্রাইব্যুনালের এক বা একাধিক সদস্যের নিকট প্রেরণ করিবেন, এবং প্রথম শুনানিকারী সদস্যগণসহ শুনানিতে অংশগ্রহণকারী ট্রাইব্যুনালের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে আপিল ট্রাইব্যুনালে মাত্র দুইজন সদস্য থাকেন এবং তাহারা কোনো মামলায় দ্বিমত পোষণ করেন, সেইক্ষেত্রে সরকার উক্ত মামলা শুনানির জন্য ট্রাইব্যুনালে অতিরিক্ত একজন সদস্যকে নিয়োগ প্রদান করিতে পারিবে; এবং উক্তরূপ অতিরিক্ত সদস্যসহ আপিল ট্রাইব্যুনালের সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে উক্ত মামলা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।

১৪। **এক সদস্য কর্তৃক ক্ষমতা প্রয়োগ।-** ধারা ১২ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে যে, আপিল ট্রাইব্যুনালের ক্ষমতা বা কার্যাবলি উহার যে কোনো একজন সদস্য কর্তৃক অথবা দুই বা ততোধিক সদস্য কর্তৃক যৌথভাবে বা পৃথকভাবে প্রয়োগ বা সম্পাদন করা যাইবে।

১৫। **কার্যধারা নির্ধারণ।-** আপিল ট্রাইব্যুনাল, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উহার নিজস্ব কার্যধারা এবং উহার বেঞ্চ বসিবার স্থানসহ বেঞ্চের বিচারকার্য পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যধারা নির্ধারণ করিবে।

¹অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা কোলন “:” এর পরিবর্তে দাঁড়ি “।” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ বিলুপ্ত।

অধ্যায় ৪

আয়কর আরোপ

১৬। **আয়কর আরোপ।-** (১) যেক্ষেত্রে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোনো আইনে কোনো করবর্ষে একটি নির্দিষ্ট হারে বা একাধিক হারে আয়কর আরোপের বিধান করা হয়, সেইক্ষেত্রে বর্ণিত আয়বর্ষে বা, ক্ষেত্রমত, আয় বর্ষসমূহে কোনো ব্যক্তির সমগ্র আয়ের উপর এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে, উক্ত আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, উক্ত হারে বা হারসমূহে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ ও আদায় করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন কোনো আয়কর আয়বর্ষ ব্যতীত অন্য কোনো মেয়াদের জন্য আরোপ করা হয়, সেইক্ষেত্রে তদানুসারে আয়কর ধার্য, আরোপ, পরিশোধ ও আদায় করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন উৎসে আয়কর কর্তন করিতে, অথবা অগ্রিম আদায় বা পরিশোধ করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উহা সেই মোতাবেক কর্তন, আদায় বা পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে দ্বিতীয় তপশিলে উল্লিখিত হারসমূহে আয়কর আরোপিত হইবে, যথা:

- (ক) কোম্পানী নহে, এইরূপ কোনো অনিবাসী ব্যক্তি;
- (খ) “মূলধনি লাভ” খাতে শ্রেণিভুক্তযোগ্য কোনো আয়; এবং
- (গ) ধারা ১৯ (১৩) এ উল্লিখিত “জয়লাভের” মাধ্যমে প্রাপ্ত কোনো আয়।

¹[১৬ক। **সারচার্জ আরোপ।-** (১) যেক্ষেত্রে সংসদের কোনো আইনে এইরূপ বিধান করা হয় যে, কোনো করবর্ষে আয়ের উপর কোনো এক বা একাধিক হারে সারচার্জ আরোপিত হইবে, সেইক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য এইরূপ এক বা একাধিক হারে উক্ত আয়বর্ষে বা, ক্ষেত্রমত, আয়বর্ষসমূহের মোট আয়ের উপর উহা আরোপ করা হইবে।

(২) সারচার্জ আরোপ, নির্ধারণ, উৎসে কর্তন, অগ্রিম পরিশোধ, সংগ্রহ, আদায় এবং ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, কর আরোপ, নির্ধারণ, উৎসে কর্তন, অগ্রিম পরিশোধ, সংগ্রহ, আদায় এবং ফেরত প্রদান সম্পর্কিত এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।]

²[³১৬খ। **অতিরিক্ত কর আরোপ।-** এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, ⁴[সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের] পূর্বানুমোদন গ্রহণ না করিয়া, বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে আয়বর্ষের মধ্যে তাহার কোনো ব্যবসা বা পেশার কোনো কর্মকাণ্ডে নিয়োগ প্রদান বা কর্মের সুযোগ প্রদান করেন,

¹অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা ধারা ১৬ক সন্নিবেশিত।

²অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা ধারা ১৬খ ও ১৬গ সন্নিবেশিত।

³অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা ধারা ১৬খ, ১৬খখ ও ১৬খখখ প্রতিস্থাপিত।

⁴অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা “সরকারের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির প্রতি এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য করের অতিরিক্ত হিসাবে তাহার আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) অথবা পাঁচ লক্ষ টাকা, এ দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, অতিরিক্ত কর আরোপিত হইবে।

১৬খখ। **অতিরিক্ত অর্থ, ইত্যাদি আরোপ।**— যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন কোনো সুদ, অর্থ বা যেকোনো অংকের অর্থ, উহা যে নামেই অভিহিত হোক, করের অতিরিক্ত হিসাবে আরোপযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে তদানুসারে উহা আরোপ, ধার্য, পরিশোধ এবং সংগ্রহ করিতে হইবে।

১৬খখখ। **ন্যূনতম কর আরোপ।** যেক্ষেত্রে কোনো ন্যূনতম কর আরোপযোগ্য হয় সেইক্ষেত্রে উহার করদায়, আরোপ, পরিশোধ এবং সংগ্রহ তদানুসারে সম্পন্ন করিতে হইবে।]

1[***]

2[***]

3[***]

১৬ঘ। [অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা বিলুপ্ত।]

4[***]

5[১৬চ। **স্টক ডেভিডেন্ড এর উপর কর আরোপ।** এই অধ্যাদেশে অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আয়বর্ষে ঘোষিত বা বিতরণকৃত স্টক ডেভিডেন্ড-এর পরিমাণ, ঘোষিত বা বিতরণকৃত নগদ ডেভিডেন্ড অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জএ তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানী কর্তৃক ঘোষিত বা বিতরণ করা হয়নি এইরূপ ডেভিডেন্ড এর পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত আয়বর্ষে সর্বমোট ঘোষিত বা বিতরণকৃত স্টক ডেভিডেন্ড এর পরিমাণের উপর শতকরা দশ ভাগ হারে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

১৬ছ। **অব্যাহত আয়, রিজার্ভ, উদ্বৃত্ত, ইত্যাদির উপর কর আরোপ।** এই অধ্যাদেশে অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি কোনো আয়বর্ষে, কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪সনের ১৮নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত এবং স্টক এক্সচেঞ্জএ তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানী কর্তৃক উহার অব্যাহত আয় বা যেকোনো তহবিল, রিজার্ভ বা উদ্বৃত্ত, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এর অনুকূলে, মোট যে অর্থ স্থানান্তর করা হয়, তাহা যদি নিট আয়ের উপর কর পরিশোধের পর শতকরা সত্তর ভাগ অপেক্ষা অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আয়বর্ষে ঐরূপে স্থানান্তরিত সর্বমোট অংকের উপর শতকরা দশ ভাগ হারে কম পরিশোধযোগ্য হইবে।]

¹অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা ধারা ১৬গ বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) দ্বারা ধারা ১৬গগ বিলুপ্ত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা ধারা ১৬গগগ বিলুপ্ত।

⁴অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা ধারা ১৬ঙ বিলুপ্ত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা ধারা ১৬চ ও ১৬ছ সংযোজিত।

¹[১৬জ। **বিনিয়োগ, আমদানি ও রপ্তানির পার্থক্যের উপর কর আরোপ।**— যেক্ষেত্রে কোন আয়বর্ষে কোন করদাতা, তৎকর্তৃক দাখিলকৃত বিবরণীতে,-

- (ক) কোন আমদানি বা রপ্তানি পরিচালনার দাবি করেন এবং যথাক্রমে উক্ত বিবরণীতে প্রদর্শিত আমদানি বা রপ্তানির জন্য পরিশোধিত বা গৃহীত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত লেনদেন মূল্যের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়; অথবা
- (খ) কোন বিনিয়োগের দাবি করেন এবং উক্ত বিবরণীতে প্রদর্শিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়;

সেইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, দফা (ক) এ উল্লিখিত পার্থক্যের উপর অথবা, ক্ষেত্রমত, দফা (খ) এ উল্লিখিত প্রদর্শিত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের সহিত প্রকৃত বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণের পার্থক্যের উপর পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) হারে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।]

১৭। মোট আয়ের আওতা।- (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (ক) কোনো নিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে কোনো উৎস হইতে উদ্ভূত হউক না কেন, তাহার সকল আয় যাহা উক্ত বৎসরে-

 - (অ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে বাংলাদেশে গৃহীত হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে মর্মে গণ্য হয়; বা
 - (আ) বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত, অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে মর্মে গণ্য হয়; বা
 - (ই) বাংলাদেশের বাহিরে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত হয়; এবং

- (খ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তির ক্ষেত্রে, যে উৎস হইতেই উদ্ভূত হউক না কেন, তাহার সকল আয় যাহা উক্ত বৎসরে-

 - (অ) বাংলাদেশে উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে গৃহীত হইয়াছে বা গৃহীত হইয়াছে মর্মে গণ্য হয়; বা
 - (আ) বাংলাদেশে তাহার নিকট উপচিত বা উদ্ভূত, অথবা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে মর্মে গণ্য হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের সহিত তাহার কোনো পরিমাণ আয়, কোনো আয়বর্ষে সম্পূর্ণ বা আংশিক, উপচিত বা উদ্ভূত হিসাবে বা উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে মর্মে গণ্য

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা ধারা ১৬ছ এর পর নূতন ধারা ১৬জ সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

করিয়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে অন্য কোনো আয়বর্ষে বাংলাদেশে উক্ত আয় গৃহীত হইয়াছে বা গৃহীত হিসাবে গণ্য করিয়া পুনরায় তাহার মোট আয়ের সহিত অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

১৮। বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত মর্মে গণ্য আয়।- নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, যথা:-

- (১) যে স্থানেই পরিশোধ করা হউক না কেন, “বেতন” খাতের অন্তর্ভুক্ত কোনো আয়, যদি উহা-
 - (ক) বাংলাদেশে অর্জিত হয়; বা
 - (খ) বাংলাদেশের কোনো নাগরিককে বাংলাদেশ সরকার বা স্থানীয় কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরূপ সরকারি বা কর্তৃপক্ষের অধীন চাকুরি করিবার জন্য পরিশোধ করা হয়।
- ¹[(২) নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে বা মাধ্যমে, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, উপচিত বা উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-
 - (ক) বাংলাদেশের কোনো স্থায়ী স্থাপনা; বা
 - (খ) বাংলাদেশস্থ, অদৃশ্যমান সম্পত্তিসহ, কোনো সম্পত্তি, পরিসম্পদ, অধিকার বা অন্য কোনো আয়ের উৎস; বা
 - (গ) বাংলাদেশের মধ্যে পরিসম্পদ হস্তান্তর; বা
 - (ঘ) বাংলাদেশের ক্রেতাদের নিকট ইলেক্ট্রনিক উপায়ে কোনো পণ্য বা সেবা বিক্রয়; বা
 - (ঙ) বাংলাদেশে ব্যবহৃত কোনো অদৃশ্যমান সম্পত্তি।

ব্যাখ্যা।- দফা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

- (ক) বাংলাদেশের নিবাসী কোনো কোম্পানীর শেয়ার বাংলাদেশের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে;
- (খ) অদৃশ্যমান সম্পত্তি বাংলাদেশের সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে, যদি উহা-
 - (অ) বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয়; বা
 - (আ) এইরূপ কোনো ব্যক্তি উহার মালিক হন যিনি বাংলাদেশের নিবাসী নহেন, তবে বাংলাদেশে তাহার স্থায়ী স্থাপনা রহিয়াছে যাহা হইতে অদৃশ্যমান সম্পত্তি উপচিত হয়;

¹অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা দফা (২) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (গ) বাংলাদেশের অনিবাসী কোনো কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর করা হইলে, বাংলাদেশের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উহার যতটুকু শেয়ার হস্তান্তর হইয়াছে, ততটুকু শেয়ার হইতে প্রাপ্য আয় বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ধৃত মূল্যের সমপরিমাণ সম্পত্তি হস্তান্তর হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।]
- (৩) বাংলাদেশি কোনো কোম্পানী কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধিত লভ্যাংশ;
- (৪) সুদ হিসাবে প্রদেয় কোনো আয়, যদি উহা-
- (ক) সরকার কর্তৃক পরিশোধ্য হয়; বা
- (খ) কোনো নিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধ্য হয়, যদিনা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো উৎস হইতে কোনো আয় বা উপার্জনের উদ্দেশ্যে কৃত কোনো ঋণ অথবা ধার বা ব্যবহারকৃত কোনো অর্থের জন্য উক্ত সুদ পরিশোধ্য হয়; বা
- (গ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধ্য হয়, যেক্ষেত্রে উক্ত সুদ উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবসা পরিচালনা বা পেশার প্রয়োজনে, অথবা বাংলাদেশস্থ অন্য যেকোনো উৎস হইতে কোনো আয় বা উপার্জনের উদ্দেশ্যে, ব্যবহারের জন্য কৃত ঋণ বা কর্তৃকৃত বা ধারকৃত অর্থের উপর প্রদেয় হয়;
- (৫) কারিগরি সেবার জন্য ফি হিসাবে কোনো আয়, যদি উহা-
- (ক) সরকার কর্তৃক পরিশোধ্য হয়; বা
- (খ) নিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধ্য হয়, যদিনা উক্তরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে কোনো ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করিতে বা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো উৎস হইতে কোনো আয় বা উপার্জনের উদ্দেশ্যে সেবা গ্রহণের বিনিময়ে উক্ত ফি পরিশোধ্য হয়; বা
- (গ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধ্য হয়, যেক্ষেত্রে উক্ত ফি অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো ব্যবসা বা পেশা পরিচালনার প্রয়োজনে, অথবা বাংলাদেশস্থ কোনো উৎস হইতে কোনো আয় বা উপার্জনের উদ্দেশ্যে, সেবা গ্রহণের বিনিময়ে পরিশোধ্য হয়;
- (৬) রয়্যালটির মাধ্যমে আয়, যাহা-
- (ক) সরকার কর্তৃক পরিশোধ্য হয়; বা
- (খ) নিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধ্য হয়, যদিনা উক্ত রয়্যালটি অনুরূপ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের বাহিরে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা পেশার প্রয়োজনে,

অথবা বাংলাদেশের বাহিরে কোনো উৎস হইতে কোনো আয় বা উপার্জন করিবার উদ্দেশ্যে, কোনো স্বত্বাধিকার, সম্পত্তি বা তথ্য ব্যবহারের অথবা সেবা গ্রহণের বিনিময়ে পরিশোধ্য হয়; বা

(গ) অনিবাসী কোনো ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধ্য হয়, যেক্ষেত্রে উক্ত রয়্যালিটি অনুরূপ ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা পেশার প্রয়োজনে অথবা বাংলাদেশস্থ যে কোনো উৎস হইতে যে কোনো আয় বা উপার্জনের জন্য কোনো স্বত্বাধিকার, সম্পত্তি বা তথ্য ব্যবহারের অথবা সেবা গ্রহণের বিনিময়ে পরিশোধ্যযোগ্য হয়।

১৯। অব্যাখ্যায়িত বিনিয়োগ, ইত্যাদি আয় হিসাবে গণ্য হইবে।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো আয় বর্ষে কোনো করদাতার হিসাব বহিতে এইরূপ কোনো অঙ্কের অর্থ জমা পাওয়া যায় যাহার উৎস ও প্রকৃতি সম্পর্কে করদাতা কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন না অথবা ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলেও উহা উপ-কর কমিশনারের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ জমা হওয়া অর্থ উক্ত আয় বর্ষে তাহার, “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে করদাতা এইরূপ কোনো বিনিয়োগ করেন অথবা সোনা-রুপার বাট, অলংকার বা অন্য কোনো মূল্যবান সামগ্রী তাহার নিকট পাওয়া যায় এবং উপ-কর কমিশনারের নিকট পরিলক্ষিত হয় যে, উক্তরূপ বিনিয়োগের জন্য ব্যয়কৃত অর্থ অথবা উক্তরূপ সোনা-রুপার বাট, অলংকার বা মূল্যবান সামগ্রী অর্জনের জন্য ব্যয়কৃত অর্থের পরিমাণ করদাতা কর্তৃক রক্ষিত হিসাব বহিতে উক্তরূপ ব্যয় সম্পর্কে প্রদর্শিত মূল্য অপেক্ষা অধিক, এবং করদাতা উক্তরূপ অতিরিক্ত অর্থ সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন না অথবা কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলেও উহা উপ-কর কমিশনারের নিকট সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে করদাতা এমন কোনো ব্যয় নির্বাহ করেন যাহার প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে করদাতা কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন না, অথবা কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলেও উপ-কর কমিশনারের নিকট উহা সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ ব্যয়কৃত অর্থ উক্ত আয় বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে করদাতা এমন ধরনের বিনিয়োগ করেন যাহার বিষয়ে তৎকর্তৃক রক্ষিত আয়ের উৎস সম্পর্কিত হিসাব বহিতে, যদি থাকে, কোনো রেকর্ড না রাখা হয়, এবং করদাতা উক্ত বিনিয়োগ সম্পর্কিত তহবিলের প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করিতে পারেন না এবং ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলেও উপ-কর কমিশনারের নিকট উহা সন্তোষজনক প্রতীয়মান হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিনিয়োগের মূল্য সংশ্লিষ্ট অর্থবর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৫) যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে যদি পরিলক্ষিত হয় যে, করদাতা এইরূপ কোনো অর্থ, সোনা-রুপার বাট, অলংকার বা অন্য কোনো মূল্যবান সামগ্রীর মালিকানা লাভ করিয়াছেন যাহার বিষয়ে তৎকর্তৃক রক্ষিত তাহার আয়ের উৎস সম্পর্কিত হিসাব বহিতে, যদি থাকে, কোনো রেকর্ড রাখা হয় নাই, এবং করদাতা উক্ত সোনা-রুপার বাট, অলংকার বা মূল্যবান সামগ্রী অর্জনের জন্য ব্যয়কৃত তহবিলের প্রকৃতি ও উৎস সম্পর্কে

কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করিতে না পারেন, অথবা কোনো ব্যাখ্যা প্রদান করা হইলেও উপ-কর কমিশনারের নিকট উহা সন্তোষজনক মনে হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ বা উক্ত সোনা-রুপার বাট, অলংকার বা মূল্যবান সামগ্রীর মূল্য উক্ত অর্থ বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৬) যেকোনো আয়বর্ষে (অতঃপর এই উপ-ধারায় ‘উক্ত আয়বর্ষ’ হিসাবে উল্লিখিত) করদাতা কর্তৃক এইরূপ কোনো ব্যবসা বা পেশা হইতে যদি কোনো আয় অর্জন করেন যাহা উক্ত আয়বর্ষ শুরুর পূর্বে অথবা মাঝামাঝি সময়ে বন্ধ হইয়াছিল বা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আয় যে অর্থ বৎসরে উপচিত বা উদ্ধৃত হইয়াছিল যদি সেই অর্থ বৎসরে গৃহীত হইলে কর আরোপযোগ্য হইতো, তবে উহা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত আয়বর্ষ শুরুর পূর্বে বা উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যবসা বা পেশা হইতে উপচিত বা উদ্ধৃত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উহা উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যবসা বা পেশার কর আরোপযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৭) কোনো কোম্পানী কর্তৃক লভ্যাংশ ঘোষিত বা বণ্টিত হইলে¹[যে আয়বর্ষে তাহা গৃহীত হয়], সেই আয়বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা সেই বৎসরে করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক মজুদ (স্টক-ইন-ট্রেড)²[***] ব্যতীত অন্য কোনো সম্পদ করদাতা কর্তৃক কোনো কোম্পানীর নিকট হইতে ক্রয় করা হয় এবং উপ-কর কমিশনারের যদি বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে, করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত মূল্য ন্যায্য বাজার মূল্য অপেক্ষা কম, সেইক্ষেত্রে পরিশোধিত মূল্য ও ন্যায্য বাজার মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হইবে উহা করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

(৯) যেক্ষেত্রে কোনো আয় বর্ষে কোনো করদাতা লিজের মাধ্যমে কোনো সেলামি পান বা প্রিমিয়াম রিসিট হিসাবে এককালীন কোনো অর্থ গ্রহণ করেন বা গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা থাকে, সেইক্ষেত্রে যে আয় বর্ষে উহা পাওয়া যাইবে সেই আয়বর্ষে উহা উক্ত করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অর্জিত আয় সংশ্লিষ্ট করদাতার ইচ্ছা অনুসারে লিজের মেয়াদকালীন আনুপাতিক হারে বিভক্ত আয় হিসাবে বিন্যস্ত করা যাইবে, তবে অনুরূপ বিন্যস্তের মেয়াদ কোনো ক্রমেই সর্বোচ্চ পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না।

(১০) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে সুনাম মূল্য বাবদ, অথবা সরকার বা কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো চুক্তি ও লাইসেন্স বাতিল বা রহিত করিবার ক্ষতিপূরণ বাবদ করদাতা কোনো অর্থ প্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা তাহার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

¹অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা “যে আয় বর্ষে তাহা গৃহীত হয়” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা “বা স্টক, এবং শেয়ার” শব্দগুলি এবং কমা বিলুপ্ত।

(১১) ঋণবদ্ধতা ¹[***] মওকুফের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো আয় বর্ষে কোনো করদাতা যদি কোনো প্রকার সুযোগ বা সুবিধা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাহা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক, উক্ত সুযোগ-সুবিধার অর্থমূল্য উক্ত আয়বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত করা হইবে²:

³[তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, ⁴[বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড] সহ কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭নং আইন) এর অধীন নিবন্ধনকৃত কোনো লিজিং কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ অথবা কোনো করদাতার মওকুফকৃত সুদের ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না ⁵]:

আরো শর্ত থাকে যে, এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩সনের ১৫নং আইন) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ট্রেডিং রাইট এন্টাইটেলমেন্ট সার্টিফিকেট (টিআরইসি) ধারক হিসাবে স্টক এক্সচেঞ্জে করদাতার শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড বা সিকুইরিটিতে বিনিয়োগে লেনদেনকারীর ক্ষেত্রে, ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে মার্জিন লোন বা উহার সুদ মওকুফজনিত সুবিধার পরিমাণ দশ লক্ষ টাকার অধিক না হইলে এই উপ-বিধির বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না;]

(১২) ম্যানেজিং এজেন্সি কমিশনসহ এজেন্সি বাতিল বা এতদসংক্রান্ত শর্তাবলি পরিবর্তনের কারণে করদাতা কোনো আয়বর্ষে কোনো ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিয়া থাকিলে উক্ত অর্থ উক্ত করদাতার উক্ত আয়বর্ষের আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত করা হইবে।

(১৩) কোনো আয়বর্ষে লটারি, শব্দ সাজাইবার খাঁখাঁ, কার্ড গেইম এবং অন্য যেকোনো ধরনের খেলা অথবা জুয়া খেলা অথবা যেকোনো প্রকার বাজী ধরা অথবা অনুরূপ কোনো খেলায়, উহা যেকোনো প্রকৃতির হউক না কেন, জয় লাভ করিয়া কোনো অর্থ প্রাপ্ত হইলে, উক্তরূপ প্রাপ্তি উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত করা হইবে।

(১৪) চতুর্থ তপশিলের অষ্টম প্যারার বর্ণনা অনুসারে হিসাবকৃত যৌথ বিমা সংঘের বিমা ব্যবসার মাধ্যমে কোনো আয়বর্ষে কোনো মুনাফা বা কোনো অর্থ উপার্জনকে উক্ত আয়বর্ষে উক্তরূপ সংঘের আয় হিসাবে পরিগণনা করিতে হইবে।

(১৫) যেক্ষেত্রে ধারা ২৮ এর বিধান অনুসারে কোনো করদাতার আয় হিসাবকরণের লক্ষ্যে, কোনো বৎসরে করদাতার জন্য প্রযোজ্য কোনো ক্ষতি, কু-ঋণ, খরচ অথবা ব্যবসায়িক দায়-দেনার উপর বিয়োজন প্রযুক্ত হয়, এবং-

(ক) পরবর্তীতে, কোনো আয়বর্ষে, ⁶[দফা (কক) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত], করদাতা কর্তৃক নগদে বা অন্য কোনোভাবেই হউক না কেন, তাহার ক্ষতি, কু-ঋণ অথবা খরচের বিপরীতে অর্থ অর্জন করেন, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে অর্জিত অর্থ উক্ত আয়বর্ষে করদাতার পেশা বা ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে গণ্য করা হইবে;

¹অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “যাহা কোনো ঋণ-গ্রহীতাকে করযোগ্য করে” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

³অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

⁴অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৭(ক) দ্বারা “বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২১(ক) দ্বারা “;” সেমিকোলনের স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

⁶অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “দফা (কক) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত” শব্দগুলি, বর্ণ ও বন্ধনি সন্নিবেশিত।

¹[(কক) যেকোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক বা ²[বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড] এ যেকোনো প্রকার সুদ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিবার কথা ছিল, অথবা যেকোনো মুনাফার অংশ হিসাবে কোনো অর্থ ইসলামিক রীতি অনুযায়ী পরিচালিত যেকোনো ব্যাংকে পরিশোধের কথা ছিল অথবা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে তাহার হিসাব সংরক্ষণের কারণে উদ্ধৃত খরচ বাদযোগ্য হিসাবে অনুমোদিত হওয়ার প্রেক্ষিতে কর্তনমূলে যে পরিমাণ অর্থ প্রদেয় হইয়াছিল, সেই বৎসর হইতে অব্যবহিত পরবর্তী ³[তিন বৎসর] পার হওয়া সত্ত্বেও উক্ত সুদ বা মুনাফার অংশ পরিশোধ না করিবার কারণে, যে পরিমাণ অর্থ এইরূপে অপরিশোধিত অবস্থায় রহিয়া গিয়াছে উক্ত পরিমাণ অর্থ উক্ত ⁴[তিন বৎসর] বৎসর] পূর্তির অব্যবহিত পরের আয়বর্ষে করদাতার “ব্যবসা বা পেশা খাতের আয়” হিসাবে গণ্য হইবে;]

(খ) যেকোনো আয়বর্ষে করদাতার বাণিজ্যিক দায় হইতে কোনো সুবিধা প্রাপ্ত হইলে, উক্ত সুবিধা যদি দফা (গ) এর বিধান অনুসারে ইতোমধ্যে আয় হিসাবে গণ্য করা না হয়, তবে উক্ত সুবিধার অর্থ-মূল্য উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা বা পেশা খাতের আয় হিসাবে গণ্য হইবে;

(গ) এইরূপ বাণিজ্যিক দায় বা উহার কোনো অংশের জন্য প্রযোজ্য বাদযোগ্য সুবিধা কোনো আয়বর্ষে অনুমোদন করা হইলে, উক্ত আয় বর্ষ সমাপ্তির পর তিন বৎসর অতিক্রান্ত হওয়া সত্ত্বেও যদি উহা পরিশোধ না করা হয়, তবে এইরূপ দায় বা উহার অংশবিশেষ উক্ত তিন বৎসর পূর্তির অব্যবহিত পরের আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা বা পেশা খাতের আয় হিসাবে গণ্য হইবে; এবং উক্ত ব্যবসা বা পেশা, যাহার জন্য এইরূপ বাদযোগ্য সুবিধা কর্তন অনুমোদিত হইয়াছিল, তাহা ধারা ২৮ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, করদাতা কর্তৃক উক্ত বৎসরে পরিচালিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে:

⁵[তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে দফা (কক) তে বর্ণিত কোনো সুদ বা লাভের অংশ অথবা দফা (গ)-এ বর্ণিত ব্যবসায়িক দায়দেনা পরবর্তী বৎসর পরিশোধিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহা উক্ত অর্থ বৎসরের আয় পরিগণনার সময় বাদ দেওয়া হইবে।]

(১৬) যেক্ষেত্রে করদাতার কোনো ভবন, যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা স্থাপনা তাহার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতকালীন কোনো আয়বর্ষে তৎকর্তৃক হস্তান্তর করা হয় এবং এইরূপে বিক্রীত মূল্য উহার অবনমিত মূল্যকে অতিক্রম করে, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ অধিক মূল্য, যা প্রকৃত মূল্য ও অবনমিত মূল্যের পার্থক্যের অধিক হয়, তাহা করদাতার উক্ত আয় বর্ষের আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং করদাতার “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

¹অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (কক) সন্নিবেশিত।

²অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৭(খ) দ্বারা “বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “দুই বৎসর” শব্দগুলির স্থলে “তিন বৎসর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “দুই বৎসর” শব্দগুলির স্থলে “তিন বৎসর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

(১৭) যেক্ষেত্রে করদাতার কোনো যান্ত্রিক সরঞ্জাম বা স্থাপনা একান্তভাবে তাহার কৃষিধর্মী কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃতকালীন কোনো আয়বর্ষে তৎকর্তৃক হস্তান্তর করা হয় এবং এইরূপে বিক্রীত মূল্য উহার অবনমিত মূল্যকে অতিক্রম করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত অধিক পরিমাণ মূল্য, যাহা প্রকৃত মূল্য এবং অবনমিত মূল্যের পার্থক্যের অধিক, উহা করদাতার উক্ত আয়বর্ষের আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং করদাতার “কৃষি খাতের আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত করা হইবে।

(১৮) কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা কর্তৃক তাহার ব্যবসা বা পেশার কার্যে ব্যবহৃত ভবনাদি, যন্ত্রপাতি অথবা স্থাপনা ব্যবসা বা পেশার কাজে নিয়োজিত থাকাকালে বিনষ্ট হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়া বা ধ্বংস হওয়ার বিপরীতে বিমা, দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিপূরণ হিসাবে কোনো অর্থ ঐ আয়বর্ষে প্রাপ্ত হন এবং উক্তরূপে প্রাপ্ত অর্থ যদি উক্ত ভবনাদি, যন্ত্রপাতি অথবা স্থাপনার অবনমিত মূল্যকে অতিক্রম করে, সেইক্ষেত্রে সেই পরিমাণ অধিক মূল্য, যাহা প্রকৃত মূল্য এবং, ক্ষাপ ভ্যালু বাদে, অবনমিত মূল্যের পার্থক্যের অধিক নয়, করদাতার উক্ত আয়বর্ষের আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং করদাতার “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত করা হইবে।

(১৯) কোনো আয়বর্ষে কোনো যন্ত্রপাতি বা স্থাপনা করদাতার শুধু কৃষি কাজের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, সেইগুলোর বিনষ্ট হওয়া বা ধ্বংস হওয়া, ভাঙ্গিয়া যাওয়ার বিপরীতে ব্যবস্থিত কোনো বিমা, উদ্ধারজনিত ক্ষতিপূরণ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ উক্ত আয়বর্ষে তাহার কোনো অর্থ প্রাপ্তি ঘটে এবং এইরূপে প্রাপ্ত অর্থ যদি উপরোক্ত যন্ত্রপাতি অথবা স্থাপনার অবনমিত মূল্যকে অতিক্রম করে, তবে সেই পরিমাণ অধিক মূল্য, যাহা প্রকৃত মূল্য এবং, ক্ষাপ ভ্যালু বাদে, অবনমিত মূল্যের পার্থক্যের অধিক নয়, করদাতার উক্ত আয়বর্ষের আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং করদাতার “কৃষি খাতের আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত করা হইবে।

(২০) ধারা ২৯ (১) (ন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় মূলধনি খরচ হিসাবে বিনিয়োগকৃত সম্পদ যেকোনো আয়বর্ষে বিক্রয় করা হইলে, এইরূপে প্রাপ্ত অর্থ যদি বর্ণিত দফার অধীন অনুমোদিত ব্যয়ের সীমার অধিক না হয়, তবে উক্ত আয়বর্ষে উক্তরূপ অর্থ করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং করদাতার “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

ব্যাখ্যা ১।- এই উপ-ধারা এবং উপ-ধারা (১৬) এবং (১৭) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “বিক্রয়লব্ধ অর্থ” অভিব্যক্তিটি তৃতীয় তপশিলে সংজ্ঞায়িত অর্থে ব্যবহৃত হইবে।

ব্যাখ্যা ২।- এই উপ-ধারা এবং উপ-ধারা (১৬) এবং (১৮) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, হস্তান্তরের পূর্বে করদাতা কর্তৃক ব্যবহৃত দালান, মেশিনারী, স্থাপনা বা, ক্ষেত্রমত, সম্পদ যে আয়বর্ষে বিক্রয় করা হইয়াছিল, করদাতার ব্যবসা বা পেশা সেই আয়বর্ষে পরিচালিত হইয়াছিল মর্মে গণ্য করা হইবে।

¹[²(২১) যেক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক ব্যাংকিং হস্তান্তর বহির্ভূতভাবে ঋণ³[, অগ্রিম বা যেকোনো ধরনের ডিপোজিট, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,] অথবা উপহার (gift) হিসাবে গৃহীত হইয়াছে মর্মে যেকোনো পরিমাণ অর্থ দাবি বা প্রদর্শন করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে গৃহীত অর্থ উক্ত করদাতার ক্ষেত্রে যে আয়বর্ষে উক্তরূপ ঋণ⁴[, অগ্রিম বা যেকোনো

¹অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা উপ-ধারা (২১), (২২) ও (২৩) সংযোজিত।

²অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা উপ-ধারা (২১) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ)(অ) দ্বারা “, অগ্রিম বা যেকোনো ধরনের ডিপোজিট, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,” কমাগুলি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁴অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ)(অ) দ্বারা “, অগ্রিম বা যেকোনো ধরনের ডিপোজিট, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,” কমাগুলি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

ধরনের ডিপোজিট, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,] অথবা উপহার গৃহীত হইয়াছে, সেই আয়বর্ষের আয় অর্জিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে-

- (ক) যেক্ষেত্রে কোনো ঋণ বা উহার অংশবিশেষ, যাহা এই উপ-ধারার আওতায় আয় হিসাবে গণ্য করা হইয়াছে এবং করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিয়া পরবর্তী আয়বর্ষে পরিশোধ করা হইয়াছে ¹[অথবা যেকোনো পণ্য বা সেবার জন্য প্রতিদানে রূপান্তর করা হইয়াছে,] সেইক্ষেত্রে এইরূপে পরিশোধিত ²[অথবা প্রতিদানে রূপান্তরিত যেকোনো পণ্য বা সেবার] অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য প্রযোজ্য আয় পরিগণনা হইতে বাদ দেওয়া হইবে;
- (খ) কোনো ঋণ এই উপ-ধারার অধীন আয় হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি উক্ত ঋণ কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে গৃহীত হয়;
- (গ) কোনো ব্যক্তি-করদাতা কর্তৃক গৃহীত কোনো ঋণ বা উপহার এই উপ-ধারার অধীন আয় হিসাবে গণ্য হইবে না, যদি-
- (অ) কোনো আয়বর্ষে অনুরূপ ঋণ বা উপহারের সমন্বিত পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক না হয়; বা
- (আ) উক্ত ঋণ বা উপহার করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা পিতামাতার নিকট হইতে গৃহীত হয়, এবং অনুরূপ ঋণ বা উপহার প্রদানের প্রক্রিয়ার সহিত কোনো ব্যাংকিং চ্যানেল বা ফরমাল চ্যানেলের সংশ্লিষ্টতা থাকে।

ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারায় ঋণ বা উপহারের ক্ষেত্রে, “ব্যাংকিং হস্তান্তর” বলিতে দাতার ব্যাংক হিসাব হইতে গ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে হস্তান্তরকে বুঝাইবে, এবং অনুরূপ ব্যাংক হিসাব বৈধভাবে পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হইতে হইবে।]

³[***]

⁴[***]

(২২) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো করদাতা, যিনি গৃহ সম্পত্তির মালিক, তাহার কোনো বাড়ি বা ভবন বা উহার অংশবিশেষ ভাড়া দেওয়ার সময় ভাড়া বাবদ অর্থ গ্রহণ করেন, যাহা প্রদেয় ভাড়ার সহিত সমন্বয়যোগ্য নহে, সেইক্ষেত্রে উক্ত প্রাপ্ত অর্থ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার “গৃহসম্পত্তি হইতে আয়” খাতে শ্রেণিবদ্ধ করা হইবে:

¹অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ)(আ) দ্বারা “অথবা যেকোনো পণ্য বা সেবার জন্য প্রতিদানে রূপান্তর করা হইয়াছে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

²অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ)(আ) দ্বারা “অথবা প্রতিদানে রূপান্তরিত যেকোনো পণ্য বা সেবার” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

³অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১২(খ) দ্বারা উপ-ধারা (২১ক) বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১২(খ) দ্বারা উপ-ধারা (২১খ) বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতা যদি ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তবে উক্ত পরিমাণ অর্থ কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে আনুপাতিক হারে পরবর্তী চার বৎসরের মধ্যে বিভক্ত করিয়া সেই অনুসারে হিসাবাধীনে আনা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত অর্থ বা উহার অংশবিশেষ করদাতা কর্তৃক পরবর্তী আয়বর্ষে ফেরত দেয়া হয়, তবে যে আয়বর্ষে যে পরিমাণ অর্থ ফেরত দেওয়া হইয়াছে উহা উক্ত করদাতার সেই বৎসরের আয় নির্ধারণী হিসাব হইতে বাদ দেওয়া হইবে।

¹[(২২ক) যেক্ষেত্রে গৃহসম্পত্তির মালিক এইরূপ কোনো করদাতা তাহার উক্ত গৃহসম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট ভাড়া প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে ব্যাংকিং হস্তান্তর ব্যতীত অন্য কোনোভাবে প্রাপ্ত দুই লক্ষ টাকার অধিক প্রাপ্য ভাড়ার টাকার বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য হইলে, উক্ত পরিমাণ অর্থ করদাতা কর্তৃক যে আয়বর্ষে উহা গৃহীত হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষে করদাতার “গৃহসম্পত্তি হইতে আয়” খাতে শ্রেণিবদ্ধ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত অর্থ ব্যাংকিং হস্তান্তরযোগ্যে গৃহীত হয়, তাহা হইলে উহা গ্রহণের বৎসর বা চুক্তির সময়, উভয়ের মধ্যে যাহা কম, উহা হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে সমন্বয় করা যাইবে, যদি উক্ত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ বা উহার অংশ-বিশেষ অসমন্বয়কৃত থাকে, তাহা হইলে উক্ত অসমন্বয়কৃত অর্থ করদাতা কর্তৃক যে আয়বর্ষে উহা অসমন্বয়কৃত হইয়াছিল সেই আয় বর্ষের “গৃহসম্পত্তি হইতে আয়” খাতে শ্রেণিবদ্ধ করা হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারায় “ব্যাংকিং হস্তান্তর” বলিতে দাতার ব্যাংক হিসাব হইতে গ্রহীতার ব্যাংক হিসাবে হস্তান্তরকে বুঝাইবে, এবং অনুরূপ ব্যাংক হিসাব বৈধভাবে পরিচালনার ক্ষমতাসম্পন্ন কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিচালিত হইতে হইবে।]

(২৩) কোনো আয় বর্ষের মধ্যে কোনো করদাতা, যিনি পোশাক রপ্তানিকারক, যদি সরকার কর্তৃক বণ্টনকৃত রপ্তানি কোটা বা উহার কোনো অংশ অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করেন, তবে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কোটার বিপরীতে রপ্তানিযোগ্য পোশাকের হস্তান্তরিত মূল্যের অনুরূপ অংশ উক্ত আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট করদাতার আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং উহা করদাতার “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতে শ্রেণিবদ্ধ করা হইবে।

²[(২৪) যেক্ষেত্রে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত নয় এইরূপ কোনো প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী কোনো আয়বর্ষে ক্রসড চেক বা ব্যাংক ড্রাসফার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কোনো শেয়ারহোল্ডারের নিকট হইতে পরিশোধিত মূলধন গ্রহণ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত কোম্পানী ক্রসড চেক বা ব্যাংকিং হস্তান্তর ব্যতীত অন্যভাবে অর্থ গ্রহণের মাধ্যমে যে পরিমাণ পরিশোধিত মূলধন বৃদ্ধি করিয়াছে উহা উক্ত কোম্পানী করদাতার উক্ত আয়বর্ষে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিবদ্ধ হইবে।]

⁴ [***]

¹[²[***]]

¹অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩(গ) দ্বারা উপ-ধারা (২২ক) সন্নিবেশিত।

²অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা উপ-ধারা (২৪) ও (২৫) সন্নিবেশিত।

³অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৬(গ) দ্বারা উপ-ধারা (২৪) প্রতিস্থাপিত।

⁴অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা উপ-ধারা (২৫) বিলুপ্ত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(২৭) যেক্ষেত্রে কোনো কোম্পানী করদাতা প্রত্যক্ষভাবে বা ভাড়ায় এক বা একাধিক মটর কার বা জিপ ক্রয় করে এবং কোনো মটর কার বা জিপের মূল্য উহার ³[রিজার্ভ ও পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ পরিশোধিত মূলধনের] দশ শতাংশের অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে ⁴[রিজার্ভ ও পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ পরিশোধিত মূলধনের] দশ শতাংশ অতিক্রান্ত হওয়া অর্থের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ উক্ত অর্থ বৎসরে উক্ত করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা তাহার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।]

⁵[***]

⁶[(২৯) যেক্ষেত্রে রিয়েলএস্টেট ব্যবসায় নিয়োজিত নহেন এইরূপ কোনো করদাতা কোনো আয়বর্ষে ভবনাদি বা গৃহসম্পত্তি বা উহার অংশবিশেষ নির্মাণ করিবার উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করিয়া নির্মাণ সামগ্রী ক্রয় করেন এবং অনুরূপ ক্রয়জনিত প্রদর্শিত দায়ের অর্থাৎ উহার অংশবিশেষ পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে ⁷[যে বৎসর উক্তরূপ ক্রয় সংঘটিত হয় সেই বৎসরের পরবর্তী দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরও পরিশোধ করা হয় নাই এইরূপ অর্থাৎ উহার অংশবিশেষ উক্ত দুই বৎসরের অব্যবহিত পরের আয়বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং উহা তাহার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।]

(৩০) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যধারার সূত্রে এই মর্মে পরিদৃষ্ট হয় যে, তাহার কোনো পরিমাণ অর্থ বা উহার অংশবিশেষ যাহা অনুমোদন বা বিয়োজন সুবিধাপ্রাপ্ত, তাহা এই অধ্যাদেশের ধারা ২৫ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (জ) অনুসারে ব্যয় করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ অব্যয়িত অর্থ বা উহার অংশবিশেষ উক্ত করদাতার উক্ত আয়বর্ষের আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং উহা তাহার “গৃহসম্পত্তি হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।

⁸[(৩১) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা ধারা ৭৮, ৮২খখ বা ৯৩ এর অধীন পুনর্নিরীক্ষিত বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করেন এবং উক্তরূপ পুনর্নিরীক্ষিত বা সংশোধিত রিটার্নে এই মর্মে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, তাহার কোনো আয়কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদেয় ⁹[অথবা ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-ক এর প্যারাগ্রাফ ৩৩ এ বর্ণিত উৎসসমূহ হইতে উদ্ভূত কোনো আয়], সেইক্ষেত্রে মূল রিটার্ন অনুসারে তাহার যে পরিমাণ আয়ের উপর কর প্রদেয় তদতিরিক্ত অর্থ ঐ বৎসরে উক্ত করদাতার আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং উহা তাহার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে।]

¹⁰[ব্যাখ্যা।— এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার প্রাপ্ত কোনো আয় অর্থে ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-ক এ উল্লিখিত মোট আয় হইতে বাদযোগ্য কোনো আয় অন্তর্ভুক্ত হইবে না।]

¹অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬(খ) দ্বারা উপ-ধারা (২৬) ও (২৭) সংযোজিত।

²অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১২(খ) দ্বারা উপ-ধারা (২৬) বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২(খ) দ্বারা “রিজার্ভ ও পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ পরিশোধিত মূলধনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২(খ) দ্বারা “রিজার্ভ ও পুঞ্জীভূত মুনাফাসহ পরিশোধিত মূলধনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১২(খ) দ্বারা উপ-ধারা (২৮) বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২(গ) দ্বারা উপ-ধারা (২৯), (৩০) ও (৩১) সংযোজিত।

⁷অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২১(খ) দ্বারা “যে বৎসর উক্তরূপ ক্রয় সংঘটিত হয় সেই বৎসরের পরবর্তী দুই বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পরও পরিশোধ করা হয় নাই এইরূপ অর্থাৎ উহার অংশবিশেষ উক্ত দুই বৎসরের অব্যবহিত পরের আয়বর্ষে করদাতার আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং উহা তাহার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতে শ্রেণিভুক্ত হইবে” শব্দগুলি, কমা ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত।

⁸অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৯(খ) দ্বারা উপ-ধারা (৩১) প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁹অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩(ঘ) দ্বারা “অথবা ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-ক এর প্যারাগ্রাফ ৩৩ এ বর্ণিত উৎসসমূহ হইতে উদ্ভূত কোনো আয়” সন্নিবেশিত।

¹⁰অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩(ঘ) দ্বারা ব্যাখ্যা সংযোজিত।

¹[(৩২) যেক্ষেত্রে কোনো পরিসম্পদ বা পরিসম্পদ হিসাবে গণ্য কোনো কিছু অর্জনের জন্য সম্পাদিত কোনো পরিশোধ এবং উহা হইতে উদ্ধৃত কোনো কর অধ্যায় ৭ এর বিধান অনুসারে কর্তন করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ পরিশোধ এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধ সম্পন্ন করিবার জন্য দায়ী ব্যক্তির আয় হিসাবে পরিগণিত হইবে এবং যে আয়বর্ষে উহার পরিশোধ সম্পন্ন হইবে সেই আয়বর্ষে উহা তাহার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের আয় হিসাবে শ্রেণিভুক্ত হইবে।]]

²[***]

³[***] ⁴[***]

⁵[***]

⁶[***]

⁷[১৯ককককক। সিকিউরিটিতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ করা ব্যবস্থাপনা।— (১) এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক ১ জুলাই, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে (উভয় দিনসহ) কোন সিকিউরিটিতে বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না, যদি উক্ত ব্যক্তি করদাতা উক্তরূপ বিনিয়োগের ত্রিশ দিনের মধ্যে বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর পরিশোধ করেন।

(২) উক্ত বিনিয়োগ সম্পর্কে উপ-কর কমিশনারের নিকট নির্ধারিত ফরম ও পদ্ধতিতে একটি ঘোষণাপত্র দাখিল করিতে হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে উক্তরূপ বিনিয়োগের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে বিনিয়োগকৃত কোন পরিমাণ অর্থ পুঁজি-বাজার (capital market) হইতে প্রত্যাহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের অধীন আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উক্তরূপ বিনিয়োগ করিবার তারিখে বা উহার পূর্বে এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইনের অধীন কোন কার্যধারা রুজু করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এই ধারার কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

¹অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৩(ঙ) দ্বারা উপ-ধারা (৩২) সন্নিবেশিত।

²অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা ১৯ক এ “কোম্পানী আইন, ১৯৯৪.....” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত তবে ২০১০ সালের ৩৩ নং আইন দ্বারা ধারা ১৯ক বিলুপ্ত।

³অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা ধারা ১৯ক বিলুপ্ত।

⁴অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৩ দ্বারা ধারা ১৯ক এ “ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১.....” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত তবে অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা ধারা ১৯ক বিলুপ্ত।

⁵অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা ধারা ১৯কক বিলুপ্ত।

⁶অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা ধারা ১৯ককক বিলুপ্ত।

⁷ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা বিলুপ্ত ধারা ১৯ককক এর পর নতুন ধারা ১৯কককক ও ১৯ককককক সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সিকিউরিটিজ” অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং উহাতে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানির স্টক, শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট, বন্ড, ডিবেঞ্চার ও অন্যান্য সিকিউরিটি, এবং সমল সরকারি সিকিউরিটিজ ও পুঁজি-বাজারে (capital market) ট্রেডএবল বন্ডসমূহ।

১৯ককককক। **অপ্রদর্শিত সম্পত্তি, নগদ অর্থ, ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থা।**— (১) এই অধ্যাদেশ বা আপাততদ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন স্থাবর বা অস্থাবর অপ্রদর্শিত সম্পত্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না, যদি কোন ব্যক্তি করদাতা ১ জুলাই, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২১ এর মধ্যে (উভয় দিনসহ) তাহার আয়ের রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পূর্বে নিম্নোক্ত সারণিতে বর্ণিত করে পরিশোধ করেন, যথা:-

সারণি-১

ক্র.নং	সম্পত্তির বিবরণ	করের হার
(১)	(২)	(৩)
১.	ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানি, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত ভূমি	প্রতি বর্গ মিটারে বিশ হাজার টাকা
২.	ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচএস), মহাখালি, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, সিদ্ধেশ্বরী, কাওরান বাজার, বিজয় নগর, ওয়ারি, সেগুনবাগিচা ও নিকুঞ্জ এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ, খুলশি, আগ্রাবাদ ও নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত ভূমি	প্রতি বর্গ মিটারে পনের হাজার পাঁচ শত টাকা
৩.	ক্রমিক নং ১ ও ২ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ভূমি	প্রতি বর্গ মিটারে পাঁচ হাজার টাকা
৪.	কোন পৌরসভা বা জেলা সদর এলাকায় অবস্থিত ভূমি	প্রতি বর্গ মিটারে এক হাজার পাঁচ শত টাকা
৫.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ভূমি	প্রতি বর্গ মিটারে পাঁচশত টাকা

সারণি-২

ক্র.নং	সম্পত্তির অবচয়	করের হার
(১)	(২)	(৩)
১.	ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানি, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত অনধিক দুইশত বর্গমিটার পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে চার হাজার টাকা
২.	ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানি, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত দুইশত বর্গমিটারের অধিক পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ছয় হাজার টাকা
৩.	ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার হাউজিং সোসাইটি	প্রতি বর্গ মিটারে

	(ডিওএইচএস), মহাখালি, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, সিদ্ধেশ্বরী, কাওরান বাজার, বিজয় নগর, ওয়ারি, সেগুনবাগিচা ও নিকুঞ্জ এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ, খুলশি, আগ্রাবাদ ও নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত অনধিক দুইশত বর্গমিটার পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	তিন হাজার টাকা
৪.	ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচএস), মহাখালি, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, সিদ্ধেশ্বরী, কাওরান বাজার, বিজয় নগর, ওয়ারি, সেগুনবাগিচা ও নিকুঞ্জ এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইশ, খুলশি, আগ্রাবাদ ও নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত দুইশত বর্গমিটারের অধিক পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে তিন হাজার পাঁচশত টাকা
৫.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত অনধিক একশত বিশ বর্গমিটার পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে সাতশত টাকা
৬.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক দুইশত বর্গমিটার পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে আটশত পঞ্চাশ টাকা
৭.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত দুইশত বর্গমিটারের অধিক পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে এক হাজার তিনশত টাকা
৮.	কোন জেলা সদরের পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত অনধিক একশত বিশ বর্গমিটার পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে তিন শত টাকা
৯.	কোন জেলা সদরের পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক দুইশত বর্গমিটার পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে চারশত পঞ্চাশ টাকা
১০.	কোন জেলা সদরের পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত দুইশত বর্গমিটারের অধিক পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে ছয়শত টাকা
১১.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোন এলাকায় অবস্থিত অনধিক একশত বিশ বর্গমিটার পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে দুইশত টাকা
১২.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোন এলাকায় অবস্থিত একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক তবে অনধিক দুইশত বর্গমিটার পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে তিনশত টাকা
১৩.	ক্রমিক নং ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯ ও ১০ এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোন এলাকায় অবস্থিত দুইশত বর্গমিটারের অধিক পোতার আয়তন বিশিষ্ট বিল্ডিং বা এ্যাপার্টমেন্ট	প্রতি বর্গ মিটারে পাঁচশত টাকা

সারণি- ৩

ক্রমিক নং	সম্পত্তির বিবরণ	করের হার
(১)	(২)	(৩)
১.	নগদ, ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ/ব্যাংক স্থিতি, আর্থিক স্কিম ও দলিলাদি, সকল প্রকার ডিপোজিট বা সেভিং ডিপোজিট, সেভিং ইনস্ট্রুমেন্ট বা সার্টিফিকেট	মোট পরিমাণের দশ শতাংশ

(২) যেক্ষেত্রে রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার তারিখে বা উহার পূর্বে এই অধ্যাদেশ বা অন্য কোন আইনের অধীন কোন কার্যধারা রুজু করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে এই ধারার কোন বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

¹[***]

²[***]

³[***]

⁴[***]

⁵[১৯খখখখখ]। ⁶[***] ভবন, এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা।- (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি যদি কোনো ⁷[ভবন] বা এ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণের বা ক্রয়ের মাধ্যমে যে কোনো পরিমাণের অর্থ বিনিয়োগ করেন, তবে তাহার উক্তরূপ বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, যদি উক্ত করদাতা সংশ্লিষ্ট কর বৎসরে তাহার কর নির্ধারণী সম্পন্ন হইবার পূর্বে নিম্নবর্ণিত হারে কর পরিশোধ করেন-

(ক) ঢাকাস্থ গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা ও দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত কোনো ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে-

(অ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি দুইশত বর্গমিটারের কম হয়, তবে প্রতি বর্গমিটারে চার হাজার টাকা;

(আ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি দুইশত বর্গমিটারের অধিক হয়, তবে প্রতি বর্গ মিটারে পাঁচ হাজার টাকা;

¹অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা ধারা ১৯খ, ১৯খখ ও ১৯খখখ বিলুপ্ত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা ধারা ১৯খ, ১৯খখ ও ১৯খখখ বিলুপ্ত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা ধারা ১৯খ, ১৯খখ ও ১৯খখখ বিলুপ্ত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা ধারা ১৯খখখখ বিলুপ্ত।

⁵অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা ধারা ১৯খখখখ সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৯ (ক) দ্বারা “আবাসিক” শব্দটি বিলুপ্ত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৯ (খ) দ্বারা “আবাসিক ভবন” শব্দগুলির পরিবর্তে “ভবন” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

- (খ) ঢাকাস্থ খানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার্স হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচএস), মহাখালি, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট, কাওরান বাজার, বিজয়নগর, সেগুনবাগিচা, নিকুঞ্জ এবং চট্টগ্রামস্থ পাঁচলাইস, খুলশি, আগ্রাবাদ ও নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে-
- (অ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি দুইশত বর্গমিটারের কম হয়, তবে প্রতি বর্গমিটারে তিন হাজার টাকা;
- (আ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি দুইশত বর্গ মিটারের অধিক হয়, তবে প্রতি বর্গমিটারে তিন হাজার পাঁচ শত টাকা;
- (গ) দফা (ক) বা (খ) উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে-
- (অ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি একশত বিশ বর্গমিটারের কম হয়, তবে প্রতি বর্গমিটারে আটশত টাকা;
- (আ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক, তবে দুইশত বর্গমিটারের কম হয়, তবে প্রতি বর্গ মিটারে এক হাজার টাকা;
- (ই) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি দুইশত বর্গমিটারের অধিক হয়, তবে প্রতি বর্গ মিটারে এক হাজার পাঁচশত টাকা;
- (ঘ) জেলা হেডকোয়ার্টারের কোনো পৌরসভা এলাকায় অবস্থিত ভবনের ক্ষেত্রে-
- (অ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি একশত বিশ বর্গমিটারের কম হয়, তবে প্রতি বর্গমিটারে তিনশত টাকা;
- (আ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক, তবে দুইশত বর্গমিটারের কম হয়, তবে প্রতি বর্গ মিটারে পাঁচশত টাকা;
- (ই) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি দুইশত বর্গমিটারের অধিক হয়, তবে প্রতি বর্গ মিটারে সাতশত টাকা;
- (ঙ) দফা (ক) হইতে (ঘ) এ উল্লিখিত এলাকা ব্যতীত অন্য কোনো এলাকায় অবস্থিত ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে-
- (অ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি একশত বিশ বর্গমিটারের কম হয়, তবে প্রতি বর্গমিটারে দুইশত টাকা;

(আ) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি একশত বিশ বর্গমিটারের অধিক, তবে দুইশত বর্গমিটারের কম হয়, তবে প্রতি বর্গ মিটারে তিনশত টাকা;

(ই) ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের পোতার আয়তন (plinth area) যদি দুইশত বর্গমিটারের অধিক হয়, তবে প্রতি বর্গ মিটারে পাঁচশত টাকা;

(২) এইরূপ বিনিয়োগ সম্পন্নের পূর্বে করদাতা কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ইতোমধ্যে কোনো ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের মালিক হইয়া থাকিলে অথবা করদাতা দুই বা ততোধিক ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করিলে, কর হার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর হার অপেক্ষা বিশ শতাংশ অধিক হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কর হার শতকরা একশত ভাগ অধিক হইবে যেক্ষেত্রে-

(ক) উক্তরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৯৩ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করিবার বা কোনো আয় বা উহার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;

(খ) উক্তরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১১৩ এর দফা (চ) এর অধীন কোনো নোটিশ জারি করা হয়; বা

(গ) উক্তরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১৬৪, ১৬৫ বা ১৬৬ এর অধীন কোনো কার্যধারা রুজু করা হয়।

(৪) এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না যেক্ষেত্রে উক্তরূপ^১[ভবন] বা এ্যাপার্টমেন্ট ক্রয় বা নির্মাণের জন্য করদাতা কর্তৃক বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস-

(ক) আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনো অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত হয়;

(খ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ভূত না হয়।]

^২[১৯ গ। বাংলাদেশ অবকাঠামোগত আর্থিক তহবিলের অধীন ক্রয়কৃত বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা।- এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি বাংলাদেশ অবকাঠামোগত আর্থিক তহবিলের আওতায় ইস্যুকৃত কিংবা ইস্যুর প্রক্রিয়াধীন কোনো বন্ড ক্রয়ের মাধ্যমে ১ জুলাই, ২০১০ এবং ৩০ জুন, ২০১২ (উভয় দিনসহ) তারিখের মধ্যে কোনো পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিয়া থাকিলে, তাহার বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না, যদি উক্ত করদাতা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য তাহার রিটার্ন দাখিল করিবার পূর্বে উক্তরূপ বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর দশ শতাংশ হারে কর পরিশোধ করিয়া থাকেন।]

^১ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৯ (গ) দ্বারা “আবাসিক ভবন” শব্দগুলির পরিবর্তে “ভবন” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

^২ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা ধারা ১৯ গ সন্নিবেশিত।

¹[***]

²[১৯৬। স্বেচ্ছায় আয় প্রকাশ।- (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি-

- (ক) পূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসর বা বৎসরসমূহে যাহার কর নির্ধারণ করা হয় নাই এবং তিনিও উক্ত এক বা একাধিক বৎসরের জন্য কোনো আয়ের রিটার্ন দাখিল করেন নাই, তিনি কর নির্ধারণী বৎসরে বা পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে তাহার আয়কর রিটার্নে সংশ্লিষ্ট খাতসমূহে আয় হিসাবে তাহার আয় প্রকাশ করিতে পারিবেন; বা
- (খ) পূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসর বা বৎসরসমূহে যাহার কর নির্ধারণ করা হইয়াছে; তবে উক্তরূপ নির্ধারণের সময় কোনো আয় বাদ পড়িয়াছে অথবা নির্ধারণকৃত আয়ের পরিমাণ প্রকৃত আয় অপেক্ষা কম প্রদর্শিত হইয়াছে, তিনি উক্ত কর নির্ধারণী বৎসর বা পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য সংশ্লিষ্ট খাতে তাহার আয় প্রদর্শন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আয়ের রিটার্ন বৈধ হিসাবে বিবেচিত হইবে, যদি-

- (ক) করদাতা রিটার্ন দাখিলের পূর্বে-
- (অ) সংশ্লিষ্ট আয় খাতে উক্তরূপ আয়সহ মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করেন; এবং
- (আ) সংশ্লিষ্ট আয় খাতে উক্তরূপ আয়ের সমানুপাতিক করের দশ শতাংশ হারে জরিমানা কর পরিশোধ করেন;
- (খ) ধারা ৭৫ এর ³[উপ-ধারা (৫)] এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে আয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয়; এবং
- (গ) আয়ের রিটার্নের সহিত নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক একটি ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করা হয়:
- (অ) ঘোষণা প্রদানকারী ব্যক্তির নাম;
- (আ) ঘোষিত আয়ের খাত ও উহার পরিমাণ; এবং
- (ই) করের পরিমাণ ও উহার জরিমানা।

(৩) এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, যদি-

¹অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৭ (ক) দ্বারা ধারা ১৯৪ বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা ধারা ১৯৬ সংযোজিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১০(ক) দ্বারা “উপ-ধারা (৫)” শব্দটি, সংখ্যা ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[(ক) উক্তরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ৯৩ এর অধীন কোনো আয়, পরিসম্পদ বা ব্যয় গোপন করিবার বা কোনো আয় বা উহার অংশবিশেষের উপর কর ফাঁকি দেওয়ার কারণে কোনো নোটিশ জারি করা হয়;]

(খ) উক্তরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১১৩ এর দফা (চ) এর অধীন কোনো ব্যাংক কোম্পানীর উপর কোনো নোটিশ জারি করা হয়; বা

(গ) উক্তরূপ আয়ের রিটার্ন দাখিলের পূর্বে ধারা ১৬৪, ১৬৫ বা ১৬৬ এর অধীন কোনো কার্যধারা বুজু করা হয়; ²[***]

(ঘ) এই ধারার অধীন ঘোষিত কোনো আয়-

(অ) কোনো বৈধ উৎস হইতে উদ্ভূত না হয়; বা

(আ) আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন অপরাধমূলক কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত হয় ³]; বা

(ঙ) এই ধারার অধীন ঘোষিত কোনো আয় যাহা-

(অ) সংশ্লিষ্ট আয় বর্ষে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত; বা

(আ) এই অধ্যাদেশের ধারা ৪৪ অনুসারে হ্রাসকৃত হারে কর আরোপযোগ্য।]

(৪) এই ধারার অধীন প্রদর্শিত আয় নিম্নবর্ণিত কার্যক্রমসহ যে কোনো আয় মূলক কার্যক্রম বা খাতে বিনিয়োগ করা যাইবে, যথা:-

(ক) শিল্পোদ্যোগ ও উহার সম্প্রসারণ;

(খ) বিদ্যমান কোনো শিল্পের সমন্বয়, আধুনিকীকরণ, সংস্কার ও সম্প্রসারণ;

(গ) ভবন বা এপার্টমেন্ট বা ভূমি;

(ঘ) বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ; বা

(ঙ) পণ্য ও সেবা উৎপাদনকারী কোনো ব্যবসা, বাণিজ্য বা শিল্পোদ্যোগ।

⁴[১৯ঘঘ। অর্থনৈতিক অঞ্চল বা হাইটেক পার্কে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে বিশেষ কর ব্যবস্থাপনা।- এই অধ্যাদেশে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন)এর ধারা ৫ এর অধীন ঘোষিত যেকোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলে অথবা বাংলাদেশ হাইটেক পার্ক কর্তৃপক্ষ

¹অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১০(খ) দ্বারা দফা (ক) প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

²অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৪(ক) দ্বারা “অথবা” শব্দটি বিলুপ্ত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৪(খ) দ্বারা সেমিকোলন “;” এবং “অথবা” শব্দটি দাঁড়ির “।” স্থলে প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর নূতন দফা (ঙ) সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা ধারা ১৯ঘঘ সন্নিবেশিত।

আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৮ নং আইন)-এর ধারা ২২ এর অধীন ঘোষিত হাইটেক পার্কে কোনো কোম্পানী কর্তৃক শিল্প স্থাপনা যাহা ১লা জুলাই ২০১৯ তারিখ হইতে ২০২৪ সনের ৩০ শে জুন (উভয় দিনসহ) তারিখের মধ্যে কোনো পণ্য বা সেবা উৎপাদনে নিয়োজিত থাকিলে, তাহার বিনিয়োগকৃত অর্থের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা হইবে না, যদি উক্ত করদাতা সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের জন্য তাহার রিটার্ন দাখিল করিবার পূর্বে ঐরূপ বিনিয়োগকৃত অর্থের উপর দশ শতাংশ হারে কর পরিশোধ করিয়া থাকেন।

অধ্যায় ৫

আয় নির্ধারণ

২০। **আয়ের খাত।**- এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কোনো বিধান ব্যতীত, আয়কর আরোপ এবং মোট আয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, সকল প্রকার আয়কে নিম্নবর্ণিত খাতসমূহে শ্রেণিবদ্ধ এবং পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) বেতনাদি;
- (খ) সিকিউরিটির উপর সুদ;
- (গ) গৃহসম্পত্তি হইতে আয়;
- (ঘ) কৃষি আয়;
- (ঙ) ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়;
- (চ) মূলধনি আয়;
- (ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

২১। **বেতনাদি।**- (১) নিম্নবর্ণিত আয়সমূহকে করদাতার 'বেতনাদি' খাতের আওতায় আয় হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ এবং পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) পরিশোধ হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে, কোনো আয়বর্ষে নিয়োগকর্তার নিকট হইতে করদাতার প্রাপ্য বেতনাদি;
- (খ) নিয়োগকারী কর্তৃক বা তাহার পক্ষ হইতে আয়বর্ষের জন্য সংশ্লিষ্ট করদাতাকে প্রদত্ত বেতন, উহা করদাতার প্রাপ্য হউক অথবা পূর্বের প্রাপ্য হউক; এবং
- (গ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক বা তাহার পক্ষে কোনো আয়বর্ষে করদাতাকে পরিশোধিত বা অনুমোদিত বকেয়া বেতন, যদি উহাতে পূর্ববর্তী বৎসরের আয়কর আরোপ না করা হয়।

(২) করদাতার বেতনাদি বাবদ কোনো অর্থ কোনো আয়বর্ষে প্রাপ্য হইলে কিংবা অগ্রিম হিসাবে পরিশোধিত হইয়াছে মর্মে একবার তাহার মোট আয়ের আওতাভুক্ত করা হইলে, উক্ত অর্থ করদাতার অন্য কোনো বৎসরের আয়ের সহিত পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে না।

২২। **সিকিউরিটির উপর সুদ।**- নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ করদাতার ‘সিকিউরিটির উপর সুদ’ খাতের আয় হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ এবং পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

- (ক) এইরূপ সুদ যাহা ¹[সরকারি যে কোনো সিকিউরিটি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো সিকিউরিটি] হইতে করদাতা প্রাপ্য হইয়াছেন; এবং
- (খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানী কর্তৃক বা উহার পক্ষে ইস্যুকৃত যে কোনো প্রকার ডিবেঞ্চার অথবা অন্যান্য সিকিউরিটির অর্থ হইতে তৎকর্তৃক প্রাপ্য সুদ।

২৩। **সিকিউরিটির উপর সুদ হইতে বিয়োজন।**- (১) ‘সিকিউরিটির উপর সুদ’ খাতে আয় হিসাবের সময় নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো ছাড় ও বিয়োজন করিয়া আয় নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) করদাতার পক্ষে সুদ আদায়ের ক্ষেত্রে ধার্যকৃত কমিশন বা চার্জ হিসাবে সুদ হইতে ব্যাংক যে পরিমাণ অর্থ কর্তন করিয়া রাখে সেইরূপ সকল অর্থ;
- (খ) করদাতা কর্তৃক সিকিউরিটি ক্রয় খাতে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে যে পরিমাণ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে তাহার উপর ধার্য সুদ ²।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটির ক্ষেত্রে বা সিকিউরিটির জন্য বরাদ্দযোগ্য আয় করমুক্ত বলিয়া ঘোষিত হইলে, ধারা ২২ এর বিধান অনুসরণ করিয়া আয় নির্ধারণ করিবার সময় দফা (ক) বা, ক্ষেত্রমত, (খ) এর আওতাধীন উদ্ধৃত সুদের উপর কোনো ছাড় বা কর্তন পরিশোধ করা যাইবে না।]

³[(গ) ***]

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধ করিতে হইবে এইরূপ কোনো সুদের ক্ষেত্রে, সপ্তম অধ্যায় অনুসারে কোনো কর অপরিশোধিত থাকিলে বা কর্তন পরিশোধ না করা হইলে, এই ধারার অধীন কোনো প্রকার বিয়োজন প্রযোজ্য হইবে না।

২৪। **গৃহ সম্পত্তি হইতে আয়।**- (১) যদি করদাতা কোনো ভবন, ¹[আসবাবপত্র, ফিঞ্চার, ফিটিং, ইত্যাদি] ও সংলগ্ন ভূমির সমন্বয়ে গঠিত তাহার মালিকানাধীন কোনো সম্পত্তির যে অংশ নিজস্ব ব্যবসা বা পেশার জন্য ব্যবহার করেন

¹ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা “সরকার” শব্দের পরিবর্তে “সরকারি যে কোনো সিকিউরিটি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত যে কোনো সিকিউরিটি” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা সেমিকোলন “;” এর স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (গ) বিলুপ্ত।

উহা ব্যতীত অবশিষ্ট সম্পত্তি ব্যবহার করিয়া কোনো আয় অর্জন করেন, তাহা হইলে উক্ত সম্পত্তির ²[বাণিজ্যিক বা আবাসিক যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হউক না কেন,] বার্ষিক মূল্যের নিরিখে অর্জিত ঐরূপ আয়কে এই অধ্যাদেশের আওতায় কর প্রদানের লক্ষ্যে করদাতার “গৃহ সম্পত্তি হইতে আয়” খাতে শ্রেণিবদ্ধ করিয়া কর পরিশোধ করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো সম্পত্তি দুই বা ততোধিক ব্যক্তির মালিকানাধীন থাকে এবং তাহাদের স্ব-স্ব অংশ নির্দিষ্টভাবে এবং নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ একাধিক ব্যক্তিকে কোনো ব্যক্তিসংঘ আখ্যায়িত করা যাইবে না অথবা গণ্য করা যাইবে না, এবং অনুরূপক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি হইতে করদাতাগণের আয় নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, তাহাদের সংশ্লিষ্ট আনুপাতিক অংশ হইতে প্রাপ্ত আয়কে উক্ত সম্পত্তি হইতে তাহার আয় হিসাবে গণনা করা হইবে।

২৫। গৃহসম্পত্তির আয় হইতে বিয়োজন।- (১) ‘গৃহ সম্পত্তি হইতে আয়’ খাতে আয় হিসাব করিবার সময় নিম্নবর্ণিত অবস্থাসমূহ বিবেচনাক্রমে ছাড় বা বিয়োজন করা হইবে, যথা:-

- (ক) উক্ত সম্পত্তির সহিত সম্পৃক্ত ভূমির উপর ভূমি উন্নয়ন কর অথবা খাজনা বাবদ সরকারকে পরিশোধ করিতে হয় এইরূপ যে কোনো পরিমাণ অর্থ;
- (খ) গৃহ সম্পত্তি ধ্বংস বা বিনষ্ট হইবার ঝুঁকির বিপরীতে ব্যবস্থিত কোনো বিমার কিস্তি বাবদ পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ;

³[(গ) ***]

- (ঘ) যেক্ষেত্রে গৃহসম্পত্তি সম্প্রসারণ বা পুনঃনির্মাণ বা উন্নয়নের লক্ষ্যে উহা বন্ধক রাখিয়া কিংবা অন্য কোনো উপায়ে মূলধন সংগ্রহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বন্ধক বা মূলধন সংগ্রহ বাবদ প্রদেয় সুদের অর্থ;
- (ঙ) মূলধনি চার্জ ব্যতীত যে কোনো পরিমাণ বার্ষিক চার্জের জন্য যে অর্থ পরিশোধ করিতে হইয়াছে সেই পরিমাণ অর্থ;

ব্যাখ্যা।- এই দফায় ব্যবহৃত ‘বার্ষিক চার্জ’ অভিব্যক্তি অর্থে কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা সরকার কর্তৃক কোনো সম্পত্তি বা সম্পত্তির আয়ের উপর আরোপযোগ্য যে কোনো কর অন্তর্ভুক্ত হইবে; কিন্তু এই অধ্যাদেশ মোতাবেক আরোপযোগ্য কর ইহার বর্হিভূত থাকিবে;

- (চ) সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো ভূমি-ভাড়া প্রযোজ্য হইলে, উক্ত ভাড়া বাবদ প্রদত্ত অর্থ;
- (ছ) যেক্ষেত্রে ¹[ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে] মূলধন ধার করিয়া কোনো সম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার, নবায়ন বা পুনর্গঠন করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ধারকৃত মূলধনের উপর প্রদেয় যে কোনো সুদ;

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা “,বাণিজ্যিক বা আবাসিক যে কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হউক না কেন,” শব্দগুলি ও কমাগুলি সংযুক্ত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা “আসবাবপত্র, ফিস্চার, ফিটিং, ইত্যাদি” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (গ) বিলুপ্ত।

2[***]

3[(ছছ) যেক্ষেত্রে 4[ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে] ধারকৃত কোনো মূলধন দ্বারা কোনো সম্পত্তির নির্মাণ কার্য সম্পন্ন করা হয় এবং উক্ত নির্মাণ কার্য চলাকালীন উক্ত সম্পত্তি হইতে ধারা ২৪ এর অধীন কোনো প্রকার আয় উপার্জিত না হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি হইতে করযোগ্য আয় নিরূপণের পরবর্তী প্রথম তিন বৎসরের জন্য অনুরূপ মূলধনের উপর পরিশোধযোগ্য তিনটি আনুপাতিক সমান কিস্তির সুদের সমপরিমাণ অর্থ;]

5[(জ) সংস্কার, ভাড়া আদায়, পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ বিল এবং দারোয়ান, নিরাপত্তা রক্ষী, পাম্প-চালক, লিফট-ম্যান ও কেয়ারটেকারের বেতন এবং রক্ষণাবেক্ষণ এবং মৌলিক প্রকৃতির সেবা গ্রহণের সহিত সংযুক্ত অন্যান্য সকল ব্যয়ের ক্ষেত্রে:

(অ) উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের এক চতুর্থাংশের সমপরিমাণ অর্থ, যখন অনুরূপ সম্পত্তি আবাসিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;

(আ) উক্ত সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যের ত্রিশ শতাংশের সমপরিমাণ অর্থ, যখন অনুরূপ সম্পত্তি বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়;]

6[***]

(এগ) যেক্ষেত্রে ঐরূপ সম্পত্তির সম্পূর্ণ অংশ ভাড়া প্রদানযোগ্য হয় এবং বৎসরের কিছু অংশ ভাড়া না দেয়া হয়, সেইক্ষেত্রে আয় নির্ধারণের জন্য বার্ষিক মূল্য হইতে উক্ত ভাড়া না দেওয়া সময়ের আনুপাতিক অংশ; এবং

(ট) যেক্ষেত্রে সম্পত্তি আংশিকভাবে ভাড়া প্রদানযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উহার বার্ষিক মূল্য হইতে উক্ত ভাড়া না দেয়া সময়ে অংশটির আয়ের আনুপাতিক অংশ।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধ করিতে হইবে এইরূপ কোনো সুদের ক্ষেত্রে সপ্তম অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক কোনো কর অপরিশোধিত থাকিলে বা কর্তন পরিশোধ না করিয়া থাকিলে, এই ধারার অধীন কোনো প্রকার বিয়োজন প্রযোজ্য হইবে না।

(৩) [অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা বিলুপ্ত]

২৬। **কৃষি আয়।-** (১) নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ করদাতার ‘কৃষি আয়’ খাতের আওতায় শ্রেণিবদ্ধ ও পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৮(ক) দ্বারা “ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা কোলন “:” এর স্থলে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা দফা (ছছ) সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৮(খ) দ্বারা “ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা দফা (জ) প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (ঝ) বিলুপ্ত।

- (ক) ধারা ২ (১) এ সংজ্ঞায়িত 'কৃষি আয়' এর আওতায় পড়ে করদাতার অর্জিত এইরূপ যে কোনো আয়;
- (খ) ধারা ১৯ (১৭) এ উল্লিখিত কোনো অতিরিক্ত অর্থ;
- (গ) ধারা ১৯ (১৯) এ উল্লিখিত কোনো অতিরিক্ত অর্থ।

(২) করদাতা কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকরণকৃত চা বিক্রয় হইতে উপার্জিত কৃষি আয় নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিগণনা করিতে হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকরণকৃত রাবার, তামাক, চিনি অথবা অন্য যে কোনো পণ্য বিক্রয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত আয় উক্ত প্রজ্ঞাপনে নির্ধারিত পদ্ধতিতে পরিগণনা করিতে হইবে।

২৭। **কৃষি আয় হইতে বিয়োজন।-** (১) 'কৃষি আয়' খাতের আওতায় আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত ছাড় ও বিয়োজন প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

- (ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির উপর প্রদত্ত যে কোনো প্রকার ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;
- (খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জমির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো কর, স্থানীয় কর বা খাজনা বাবদ অর্থ, যদি কৃষি কর্মকাণ্ড হইতে উপচিত বা উদিত অথবা উপচিত বা উদিত বলিয়া বিবেচিত আয়ের উপর ঐরূপ কর, স্থানীয় কর বা খাজনা আরোপ করা না হয় অথবা এ ধরনের আয় সাপেক্ষে, বা আয়ের অনুপাতের উপর নির্ধারণ করা না হয়;
- (গ) (অ) উপ-দফা (আ) ও (ই) সাপেক্ষে, উৎপাদন ব্যয় বলিতে নিম্নবর্ণিত উদ্দেশ্যের অধীন ব্যয়িত খরচসমূহকে বুঝাইবে, যথা:-
 - (i) চাষাবাদ কিংবা উক্ত জমিতে গবাদি পশু পালনের জন্য খরচ;
 - (ii) উক্ত জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বাজারজাতকরণের লক্ষ্যে কৃষক কর্তৃক গৃহীত সাধারণ প্রক্রিয়াগত খরচ;
 - (iii) উক্ত জমিতে উৎপন্ন পণ্য অথবা পশুসম্পদ বাজারে নেওয়ার জন্য পরিবহন বাবদ খরচ; এবং
 - (iv) উপরি-উক্ত বর্ণনামতে, কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহন সংক্রান্ত খরচ;
- (আ) যেক্ষেত্রে উক্ত জমি হইতে কৃষি আয় নিরূপণের হিসাব বহি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয় না, সেইক্ষেত্রে বাদযোগ্য উৎপাদন ব্যয় উপরি-উক্ত উপ-দফা (অ) তে উল্লিখিত

খরচের পরিবর্তে জমি হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের বাজার দরের শতকরা ষাট ভাগ হারে নির্ধারিত হইবে;

(ই) যেক্ষেত্রে জমির মালিক কর্তৃক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশ হারে উৎপাদনের এইরূপ কোনো পদ্ধতির মাধ্যমে কোনো কৃষি আয় অর্জিত হয়, সেইক্ষেত্রে এই উপ-দফার অধীন উৎপাদন ব্যয়ের জন্য কোনো বিয়োজন প্রযোজ্য হইবে না;

(ঘ) জমির ক্ষতি বা জমি হইতে উৎপাদিত ফসলের ক্ষতি অথবা গবাদি পশু পালনের জন্য নিরাপত্তার লক্ষ্যে ব্যবস্থিত বিমা প্রিমিয়াম হিসাবে পরিশোধিত অর্থ;

(ঙ) যে কোনো সেচ কার্য অথবা সংরক্ষণ কার্যাদি বা অন্য কোনো মূলধনি সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পরিশোধিত অর্থ; এবং এইরূপ সংস্কারের মধ্যে চলতি সংস্কার অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং সংরক্ষিত কোনো কূপ ও বাঁধের ক্ষেত্রে, উহা সংরক্ষণ এবং বন্যা বা অন্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সংঘটিত ক্ষয়-ক্ষতি বৎসরের পর বৎসর সংস্কার বাবদ ব্যয়কৃত অর্থ;

(চ) যেক্ষেত্রে কৃষি আয় অর্জিত হয় এইরূপ জমিতে স্থাপিত সেচ ব্যবস্থা, সংরক্ষণমূলক কার্যাদি অথবা কোনো মূলধনি সম্পত্তি অর্জন বা নির্মাণ, ইত্যাদি সুবিধা অব্যাহত রাখিবার জন্য অথবা যেক্ষেত্রে জমি হইতে কৃষি আয় অর্জনের প্রয়োজনীয় বিবরণাদি করদাতা কর্তৃক উপস্থাপন করা হয়, সেইক্ষেত্রে অবচয় (depreciation) বাবদ তৃতীয় তপশিলে নির্ধারিত হারের সমপরিমাণ অর্থ;

(ছ) যেক্ষেত্রে জমি বন্ধক রাখা হয় অথবা পুনরুদ্ধার বা উন্নয়নের জন্য উক্ত জমি মূলধনি চার্জ বাবদ কোনো দায়ে আবদ্ধ থাকে, সেইক্ষেত্রে উক্ত বন্ধক বা দায় মুক্তির জন্য সুদ বাবদ পরিশোধ্য অর্থ;

(জ) যেক্ষেত্রে ঋণকৃত মূলধন ব্যবহার করিয়া জমি অর্জন, পুনরুদ্ধার বা উন্নয়ন করা হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ মূলধনের জন্য সুদ বাবদ পরিশোধ্য অর্থ;

(ঝ) যেক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক কেবল কৃষি কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি বা কলকজা কোনো আয়বর্ষে অকেজো, বিনষ্ট বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্ত সাপেক্ষে, করদাতা তাহার হিসাব বহিতে প্রকৃতপক্ষে যে অবলোপিত মূল্য প্রদর্শন করেন সেই অর্থ, যথা:-

(অ) যদি উক্ত যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার জন্য বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ কোনো অর্থ প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে উক্ত যন্ত্রপাতি ও প্লান্টের অবনমিত মূল্য এবং উহার পরিত্যক্ত মূল্যের পার্থক্যের সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সাপেক্ষে; এবং

(আ) যদি উক্ত যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার বিপরীতে বিমা, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে পরিত্যক্ত মূল্য এবং অবনমিত মূল্যের পার্থক্য উক্ত যন্ত্রপাতি বা স্থাপনার বিপরীতে ইন্সুরেন্স, স্যালভেজ বা ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রাপ্ত অপেক্ষা যে পরিমাণ অর্থ অধিক হয় উহার সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ সাপেক্ষে;

- (এ) যেক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক কোনো আয়বর্ষে কেবল কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি অথবা কলকজা তৎকর্তৃক বিক্রয় অথবা বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তর করা হয়, সেইক্ষেত্রে করদাতা তাহার হিসাব বহিতে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ মূল্য অবলোপন করা হইয়াছে সেই পরিমাণ মূল্য যদি যন্ত্রপাতি অথবা স্থাপনার অবনমিত মূল্য প্রকৃত বিক্রয়কৃত বা হস্তান্তরিত মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে সেই অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ; এবং
- (ট) মূলধনি ব্যয় অথবা ব্যক্তিগত ব্যয় নহে এইরূপ অন্য যে কোনো প্রকৃতির খরচ, যাহা সম্পূর্ণ এবং একান্তভাবে ভূমি হইতে কৃষি আয় অর্জনের লক্ষ্যে ব্যয় করা হইয়াছিল, সেই পরিমাণ অর্থ।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধ করিতে হইবে এইরূপ কোনো সুদের ক্ষেত্রে সপ্তম অধ্যায়ের বিধান মোতাবেক কোনো কর অপরিশোধিত থাকিলে বা কর্তন পরিশোধ করা না হইলে, এই ধারার অধীন কোনো প্রকার বিয়োজন প্রযোজ্য হইবে না।

২৮। ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়।— (১) একজন করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ খাতে শ্রেণিবদ্ধ এবং পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) আয় বর্ষের যে কোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত মর্মে গণ্য কোনো ব্যবসা বা পেশা হইতে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ (profits and gains);
- (খ) যে কোনো ব্যবসায়িক বা পেশাগত সমিতি বা অনুরূপ প্রকৃতির কোনো সমিতির সদস্যগণের কোনো বিশেষ কার্য সম্পাদন হইতে অর্জিত আয়;
- (গ) ব্যবসা হইতে বা পেশাগত কর্মকান্ড হইতে গৃহীত কোনো প্রকার সুবিধা বা বেতনপূরক, উহা অর্থে রূপান্তরিত করা সম্ভব হউক বা না হউক;
- (ঘ) ধারা ১৯ (১৫) এ উল্লিখিত যে কোনো অর্থ, সুবিধার মূল্য এবং ব্যবসায়িক দায় হিসাবে গণ্য অর্থ;
- (ঙ) ধারা ১৯ (১৬) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত অর্থ;
- (চ) ধারা ১৯ (১৮) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত অর্থ;
- (ছ) ধারা ১৯ (২০) এ উল্লিখিত বিক্রয়লব্ধ অর্থ¹;
- (জ) ধারা ১৯ (২৩) এর অধীন আয় হিসাবে প্রাপ্ত অর্থ²;
- (ঝ) ধারা ৮-২খ এর উপ-ধারা (১২) এ উল্লিখিত মূলধনের ঘাটতি।]

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দাঁড়ির “।” এর স্থলে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (জ) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত দাঁড়ির “।” এর স্থলে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ঝ) সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

ব্যাখ্যা।- যখন করদাতা কর্তৃক সম্পাদিত লেনদেনসমূহ এইরূপ ফটকা প্রকৃতির হয় যে, উহা এক ধরনের ব্যবসায় পর্যবসিত হয়, তখন এইরূপ ব্যবসাকে (অতঃপর ‘ফটকা ব্যবসা’ হিসাবে উল্লিখিত) অন্যান্য ব্যবসা হইতে পৃথক এবং স্বতন্ত্র হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(২) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

- (ক) কোনো বিমা ব্যবসা হইতে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ এবং এতদুদ্দেশ্যে পরিশোধকৃত কর চতুর্থ তপশিলের বিধান মোতাবেক পরিগণনা করা হইবে;
- (খ) পেট্রোলিয়াম পদার্থ (প্রাকৃতিক গ্যাসও ইহার অন্তর্ভুক্ত) অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে মুনাফা ও লাভ এবং উহার উপর প্রদেয় কর পঞ্চম তপশিলের অংশ-ক এর বিধান অনুসারে পরিগণনা করা হইবে;
- (গ) বর্জ্য প্রকৃতির খনিজ তলানি পদার্থ (পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যতীত) অনুসন্ধান এবং উত্তোলন সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড, যাহা সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারণ করা হইয়াছে, যদি বাংলাদেশের কোনো করদাতা কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার অংশ হয় বা ব্যবসাকে অন্তর্ভুক্ত করে, তাহা হইলে উহা হইতে উদ্ধৃত মুনাফা এবং লাভ পঞ্চম তপশিলের অংশ-খ এর বিধান অনুসারে পরিগণনা করা হইবে।

¹[(৩) এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নরূপে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ²বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড]³[ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ] ⁴[কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান] এবং বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক ও রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংকসহ যে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংকের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক শ্রেণিকরণকৃত মন্দ বা কু-ঋণের সুদ হইতে অর্জিত আয় যে বৎসর লাভ-ক্ষতির হিসাবে ক্রেডিট প্রদান করা হইবে বা, ক্ষেত্রমত, যে বৎসর উক্ত অর্থ প্রকৃতই পাওয়া যাইবে, যাহা পূর্বে ঘটে, সেই বৎসর সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের আয় হিসাবে গণ্য করিয়া কর পরিশোধযোগ্য হইবে।]

২৯। ব্যবসা বা পেশাগত আয় হইতে বিয়োজন (deductions)।- (১) ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ খাতে আয় নির্ধারণ করিবার সময় নিম্নবর্ণিত ছাড় (allowance) বা বিয়োজন অনুমোদন করা যাইবে, যথা:-

(ক) ব্যবসা বা পেশা পরিচালিত ভবনের ভাড়া হিসাবে পরিশোধিত অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ভবনের কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ (substantial part) যদি করদাতা বসবাসের স্থান হিসাবে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে অনুরূপ ব্যবহৃত অংশের বার্ষিক মূল্যের আনুপাতিক হারে ভাড়ার আনুপাতিক অংশ নির্ধারিত হইবে;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা “বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক, বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা” কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ” কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা “ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ” কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে “কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান” কমা ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

- (খ) ব্যবসা বা পেশা পরিচালনার জন্য ভাড়াকৃত ভবন সংস্কারের জন্য করদাতা কর্তৃক কোনো খরচ বহন করিবার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, উক্ত মেরামত খরচ বাবদ পরিশোধিত অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ভবনের কোনো উল্লেখযোগ্য অংশ (substantial part) যদি করদাতা বসবাসের স্থান হিসাবে ব্যবহার করেন, তাহা হইলে উক্ত ভবনের অনুরূপ ব্যবহৃত অংশের বার্ষিক মূল্যের আনুপাতিক হারের ভিত্তিতে মেরামতের আনুপাতিক অংশ নির্ধারিত হইবে;

- (গ) ইসলামি শরিয়ত মতে পরিচালিত ব্যাংকের ক্ষেত্রে, ব্যবসা বা পেশার জন্য ধারকৃত মূলধনের উপর প্রদত্ত সুদ বা ব্যাংকের মুনাফার অংশ হিসাবে পরিশোধিত পরিমাণ অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ মূলধনের কোনো অংশ যদি নগদ অর্থ কিংবা অন্য যে কোনো পরিসম্পদের শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে ¹[অন্য কোনো সত্তার নিকট হস্তান্তরিত হয়, যেক্ষেত্রে অর্থ ধার দেয়া উহার স্বাভাবিক কর্মকান্ড নয়,] তাহা হইলে সেইক্ষেত্রে বিয়োজনের পরিমাণ ঐরূপে ব্যবহৃত পুঁজির জন্য পরিশোধিত সুদের বা শেয়ার মুনাফার আনুপাতিক হারে নির্ধারিত হইবে;

- (ঘ) লাভ-ক্ষতির অংশীদারীত্বমূলক হিসাব পরিচালনাকারী কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধিত বা ক্রেডিটকৃত অর্থ অথবা ইসলামি শরীয়ত মুনাফা বণ্টন নীতিতে পরিচালিত কোনো ব্যাংক ডিপোজিটের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক উক্ত ডিপোজিটের সুত্রে বণ্টনকৃত মুনাফা;

- (ঙ) সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উহার মোট আয়ের অনধিক ²[শতকরা পাঁচ ভাগ] বিশেষ রিজার্ভে স্থানান্তরিত হইলে, উক্ত রিজার্ভ ফান্ডের মোট অঙ্ক প্রতিষ্ঠানটির পরিশোধিত শেয়ার মূলধনের অতিরিক্ত না হইলে সেই পরিমাণ অর্থ;

- (চ) ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভবনাদি, যান্ত্রিক সরঞ্জাম, স্থাপনা বা আসবাবপত্র ইত্যাদির চলতি সংস্কারের জন্য ব্যয়িত অর্থ;

- (ছ) ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে পূর্ণ বা আংশিকভাবে ব্যবহৃত হইতেছে এইরূপে ইमारত, যান্ত্রিক সরঞ্জাম, স্থাপনা বা আসবাবপত্র, স্টক বা স্টোরেজের ক্ষতি, ধ্বংস বা বিনষ্ট হইবার ঝুঁকির বিপরীতে পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়ামের সম্পূর্ণ বা আনুপাতিক হারের অর্থ;

- (জ) ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় করদাতার এইরূপ নিজস্ব পরিসম্পদের আওতাধীন তাহার ভবনাদি, যান্ত্রিক সরঞ্জাম, প্লান্ট বা আসবাবপত্র ³[অথবা ভৌত-অবকাঠামোর

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা “অন্য কোনো সত্তার নিকট হস্তান্তরিত হয়, যেক্ষেত্রে অর্থ ধার দেয়া উহার স্বাভাবিক কর্মকান্ড নয়,” কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা “শতকরা দশ ভাগ” শব্দগুলির পরিবর্তে “শতকরা পাঁচ ভাগ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা “অথবা ভৌত-অবকাঠামোর আওতাধীন ব্রীজ বা রাস্তা বা ফ্লাই-ওভার” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

আওতাধীন ব্রীজ বা রাস্তা বা ফ্লাই-ওভার], ইত্যাদির অবচয়ের জন্য তৃতীয় তপশিল অনুসারে ছাড়যোগ্য অর্থ;

¹[(জক) তৃতীয় তপশিলের অধীন অনুমোদিত লাইসেন্স ফি-এর দায়মুক্তির অর্থের ক্ষেত্রে;]

(ঝ) তৃতীয় তপশিলের অষ্টম অনুচ্ছেদ অনুসারে বিশেষ অবচয় ভাতা অনুমোদন করা হইয়াছে এইরূপ সাধারণভাবে অভ্যন্তরীণ জলসীমায় যাত্রীবাহী কোনো জলযান অথবা মাছ ধরার ট্রলারের ক্ষেত্রে, যে বৎসর সংশ্লিষ্ট জাহাজ বা ট্রলার জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রথম ব্যবহার করা হইয়াছে, সেই বৎসরে উক্ত জাহাজ বা ট্রলারের মূল খরচের শতকরা বিশ ভাগ বিনিয়োগ ভাতার সমপরিমাণ অর্থ;

²[(ঞ) ***]

³[(ঞক) ***]

(ট) কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ব্যবসার কাজে কোনো ভবন, যন্ত্রপাতি⁴, প্লান্ট বা আমদানিকৃত সফটওয়্যার ব্যতীত কোনো স্থায়ী সম্পদ] ব্যবহারের পর যে কোনো আয়বর্ষে ধ্বংস, বিধ্বস্ত অথবা বাতিল হইয়া গেলে অথবা এইরূপ কোনো সম্পত্তি বিক্রয় বা বিনিময়ের মাধ্যমে হস্তান্তরিত হইয়া থাকিলে অথবা আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে অধিগ্রহণ করা হইয়া থাকিলে, অথবা কোনো আয়বর্ষে বাংলাদেশের বাহিরে রপ্তানি করা হইয়া থাকিলে, তৃতীয় তপশিলের দশম অনুচ্ছেদ অনুসারে নির্ধারিত পরিমাণে ও পদ্ধতিতে অনুমোদিত অকেজো ভাতা (obsolescence allowance);

(ঠ) যেক্ষেত্রে করদাতার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোনো পশু ব্যবসার জন্য মজুদ অবস্থায় (stock-in-trade) ব্যতীত অন্য কোনোভাবে মারা যায় অথবা কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে স্থায়ীভাবে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, সেইক্ষেত্রে পশুটির প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট পশুটি বিক্রয়ের মাধ্যমে অথবা, ক্ষেত্রমত, উহার মাংস বিক্রয়ের মাধ্যমে কোনো অর্থ উদ্ধার করা হইলে, যদি হয়, উক্তভাবে প্রাপ্ত অর্থের পার্থক্যের সমপরিমাণ আর্থিক মূল্য;

(ড) করদাতার ব্যবসা বা পেশার কাজে ব্যবহৃত আঙিনা বা উহার অংশবিশেষের জন্য প্রদেয় যে কোনো পরিমাণ ভূমি উন্নয়ন কর অথবা খাজনা, স্থানীয় কর অথবা মিউনিসিপ্যালিটি কর বাবদ অর্থ;

(ঢ) কোনো আয়বর্ষে কোনো কর্মচারীকে তৎকর্তৃক প্রদত্ত সেবা প্রদানের জন্য বোনাস বা কমিশন হিসাবে প্রদেয় অর্থ, যেক্ষেত্রে উক্ত অর্থ তাহাকে মুনাফা বা লভ্যাংশ বাবদ প্রদান করা হইতো

¹ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা দফা (জক) সন্নিবেশিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা দফা (ঞ) বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা দফা (ঞক) বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা “বা প্লান্ট” শব্দগুলির পরিবর্তে “, প্লান্ট বা আমদানিকৃত সফটওয়্যার ব্যতীত কোনো স্থায়ী সম্পদ” কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

না যদি উহা তাহাকে বোনাস বা কমিশন হিসাবে প্রদান না করা হইতো এবং এইরূপ অর্থ পরিশোধ, উৎসব ভাতা হিসাবে প্রদানের ক্ষেত্র ব্যতীত, নিম্নবর্ণিত কারণে যুক্তিসঙ্গত, যথা:-

- (অ) এইরূপ ব্যবসা বা পেশার ক্ষেত্রে, উহা প্রদান সাধারণ নিয়ম (general practice);
- (আ) সংশ্লিষ্ট বৎসরে ব্যবসা বা পেশার লাভের অন্তর্গত; এবং
- (ই) কর্মচারীর চাকুরীর বেতন এবং অন্যান্য শর্ত:

¹[***]

- (গ) যে পরিমাণ ঋণ বা ঋণের অংশ অনাদায়ী হিসাবে চূড়ান্ত হইয়াছে এবং করদাতার হিসাবের খাতায় উহা প্রকৃত অবলোপিত হিসাবে প্রদর্শিত হয় এবং যদি কোনো আয়বর্ষে বা পূর্ববর্তী আয়বর্ষে উক্ত ঋণ বা ঋণের অংশ করদাতার আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে পরিগণনা করা হয়, তাহা হইলে উক্ত পরিমাণ অর্থ এবং যেক্ষেত্রে করদাতা ব্যাংকিং কোম্পানী বা লগ্নি ব্যবসার অংশ হিসাবে সাধারণভাবে অর্থলগ্নী করিয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক হিসাবকৃত উক্ত অনাদায়ী অর্থ;
- (ত) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে করদাতার হিসাব বহিতে যে পরিমাণ ঋণ বা উহার অংশ প্রকৃত অনাদায়ী হিসাবে অবলোপিত হইয়াছে তবে সেই আয়বর্ষে সম্পূর্ণ অনাদায়ী বিবেচিত না হওয়ায় উক্ত অবলোপন অনুমোদিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে যে পরিমাণ ঋণ বা ঋণের অংশ পরবর্তী যে কোনো আয়বর্ষে অনাদায়ী হিসাবে সাব্যস্ত হইয়া বিয়োজনযোগ্য সুবিধার আওতায় আসিবে, সেই পরিমাণ অর্থ;
- (থ) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে করদাতা তাঁহার হিসাব বহিতে অনুরূপ যে কোনো ধরনের ঋণ বা ঋণের অংশ অনাদায়ী মর্মে অবলোপন হিসাবে প্রদর্শন করেন এবং উপ কর-কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত ঋণ বা ঋণের অংশবিশেষ অব্যবহিত পূর্বের আয়বর্ষের পূর্ববর্তী কমপক্ষে ৪ (চার) বৎসর পর্যন্ত অনাদায়ী ছিল, সেইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ কর-কমিশনার উক্ত ঋণ বা উহার অংশবিশেষকে পূর্বের আয়বর্ষ হইতে বাদযোগ্য হিসাবে অনুমোদন করিতে পারিবেন যদি করদাতা উপ কর-কমিশনারের সিদ্ধান্তে সম্মত থাকেন এবং সেমতে পূর্ববর্তী আয় বৎসরের মোট আয় পুনঃনির্ধারণ এবং প্রয়োজনীয় সংশোধন করেন এবং এইক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, ধারা ১৭৩ এর বিধান প্রযোজ্য হইবে এবং উক্ত আয় নির্ধারণের জন্য উক্ত ধারার ²[উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে] উল্লিখিত ৪ (চার) বৎসর সময় গণনার ক্ষেত্রে, যে আয়বর্ষে ঋণ বা ঋণের অংশবিশেষ অবলোপিত করিয়া কর নির্ধারণ করা হইয়াছিল, সেই বৎসরের শেষ দিন হইতে হিসাব করিতে হইবে;

¹ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা শর্তাংশ বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১১ দ্বারা “উপ-ধারা (৪)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-ধারা (১) এর শর্তাংশে” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(দ) ¹[***]

²[(দক) ³[বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড] কর্তৃক অনাদায়ী কৃ ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণ নির্ণয়ের বিধান অনুসারে এইরূপ সময়োত্তীর্ণ ঋণের শতকরা পাঁচ ভাগ অথবা করদাতার হিসাব বহিতে প্রকৃত কৃ ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণের পরিমাণ, এ দুয়ের মধ্যে যাহা কম, সেই পরিমাণ অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, বিয়োজনের এই সুবিধা শুধু কর বৎসর ১৯৮৭-৮৮, ১৯৮৮-৮৯, ১৯৮৯-৯০, এবং ১৯৯০-৯১ -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, এইরূপ অনুমোদিত অর্থ হইতে যে কোনো পরিমাণ অর্থ যদি চূড়ান্ত পর্যায়ে আদায় হয়, তাহা হইলে উহা আদায়ের বৎসরের লাভ হিসাবে গণ্য হইবে;]

⁴[(দকক) বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক ও ⁵[কর্মসংস্থান ব্যাংকসহ] যে কোনো বাণিজ্যিক ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত কৃ ঋণ ও সন্দেহজনক ঋণ এবং উহার উপর সুদ সংক্রান্ত বিধানের ক্ষেত্রে, উক্ত বিধান অনুসারে হিসাবকৃত সুদসহ প্রকৃতপক্ষে অনাদায়ী সমগ্র ঋণের ⁶[শতকরা এক ভাগের] সমপরিমাণ অর্থ অথবা করদাতার হিসাব বহিতে উল্লিখিত উক্ত কৃ ঋণ বা সন্দেহজনক ঋণ ও উহার সুদের প্রকৃত পরিমাণ, এ দুয়ের মধ্যে যাহা কম, সেই পরিমাণ অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার বিধান কেবল বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, সময় সময়, শ্রেণি বিন্যাসকৃত মন্দ বা সন্দেহজনক ঋণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে:

⁷[আরও শর্ত থাকে যে, অনুরূপ বিয়োজন সুবিধা কেবল করবর্ষ ১৯৯০-৯১, ১৯৯১-৯২, ১৯৯২-৯৩, ১৯৯৩-৯৪, ১৯৯৪-৯৫, ⁸[১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯, ⁹[১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১¹⁰[, ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪, ¹¹[২০০৪-২০০৫, ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭ এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে]]]:

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (দ) বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (দক) সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৯ দ্বারা “বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক বা বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা” কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (দকক) সন্নিবেশিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা “কর্মসংস্থান ব্যাংক” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “শতকরা দুই ভাগের” শব্দগুলির পরিবর্তে “শতকরা এক ভাগের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

⁸ অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “১৯৯৫-৯৬, ১৯৯৬-৯৭, ১৯৯৭-৯৮, ১৯৯৮-৯৯” সংখ্যা ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁹ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “এবং ১৯৯৯-২০০০” শব্দটি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “১৯৯৯-২০০০, ২০০০-২০০১ এবং ২০০১-২০০২” সংখ্যাগুলি, শব্দটি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

¹⁰ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা “এবং ২০০১-২০০২” শব্দটি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “, ২০০১-২০০২, ২০০২-২০০৩, ২০০৩-২০০৪, এবং ২০০৪-২০০৫” সংখ্যাগুলি, শব্দটি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

¹¹ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “এবং ২০০৪-২০০৫” শব্দটি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “, ২০০৪-২০০৫, ২০০৫-২০০৬ এবং ২০০৬-২০০৭” সংখ্যাগুলি, শব্দটি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত অনাদায়ী অর্থের মধ্যে যদি কোনো পরিমাণ অর্থ শেষপর্যন্ত আদায় করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা সম্ভব হইবে, উহা আদায়ের বৎসরের লাভ হিসাবে গণ্য হইবে¹।:

আরও শর্ত থাকে যে, এই দফার অধীন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কোনো বিয়োজন অনুমোদন করা যাইবে না, যথা:-

(অ) সরকার কর্তৃক ১৫ বৎসর মেয়াদি বিশেষ ট্রেজারি বন্ড হিসাবে মঞ্জুরকৃত যে কোনো পরিমাণ অনুদান;

(আ) সরকারি প্রতিষ্ঠান, বডি কর্পোরেট, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানকে অগ্রিম হিসাবে প্রদত্ত যে কোনো ঋণ অথবা সরকার কর্তৃক জামানতকৃত অন্য কোনো ঋণ; এবং

(ই) ব্যাংকের পরিচালক, তাহার উত্তরপ্রাপক (nominee) বা পোষ্যকে অগ্রিম হিসাবে প্রদেয় ঋণ²।;

[***]]

(খ) বাংলাদেশের মধ্যে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত কোনো ব্যবসার সহিত সম্পৃক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে, মূলধনি প্রকৃতির ব্যয় ব্যতীত, কোনো বিনিয়োগকৃত বা ব্যয়কৃত অর্থ;

(ন) বাংলাদেশের মধ্যে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত কোনো ব্যবসার সহিত সম্পৃক্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্যে মূলধনি প্রকৃতির বিনিয়োগ বা ব্যয়কৃত অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই দফার অধীন কোনো আয়বর্ষে কোনো সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক ব্যয়ের ক্ষেত্রে বিয়োজন সুবিধা প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তির জন্য দফা (জ) বা (ঝ) এর অধীন কোনো বিয়োজন সুবিধা অনুমোদন করা হইবে না।

(প) যদি অনুরূপ প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা সংস্থা, অথবা অনুরূপ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি স্কুল বা প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক, সময় সময়, এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অনুমোদিত হয়, তাহা হইলে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত কোনো শ্রেণির ব্যবসার সহিত সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা বা কারিগরি প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সমিতি বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার লক্ষ্য রহিয়াছে এইরূপ অন্য কোনো সংস্থা অথবা বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, কারিগরি স্কুল বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে প্রদেয় অর্থ;

ব্যাখ্যা।- এই দফা এবং দফা (খ) ও (ন) এর ক্ষেত্রে-

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা সেমিকোলন “;” এর স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা কোলন “:” এর স্থলে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ বিলুপ্ত।

- (ক) “বৈজ্ঞানিক গবেষণা” অর্থ জ্ঞান বিকাশের লক্ষ্যে পরিচালিত প্রাকৃতিক বা ফলিত বিজ্ঞান বিষয়ক যে কোনো কর্মকাণ্ড;
- (খ) “বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ব্যয়” অভিব্যক্তি অর্থে বৈজ্ঞানিক গবেষণায় নিহিত বা উহা হইতে উদ্ভূত কোনো অধিকার অর্জন করিবার ব্যয় অন্তর্ভুক্ত হইবে না, তবে পূর্বোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত, বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত রাখিবার বা বৈজ্ঞানিক গবেষণা অব্যাহত রাখিবার প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (গ) “ব্যবসা বা কোনো শ্রেণির ব্যবসার সহিত সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা” অভিব্যক্তি অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-
- (অ) যে কোনো ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাহা উক্ত ব্যবসা বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত শ্রেণির সকল ব্যবসার সম্প্রসারণের জন্য ভূমিকা রাখে বা সুবিধা প্রদান করে;
- (আ) চিকিৎসা সম্পর্কিত কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা যাহা উক্ত ব্যবসা বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত শ্রেণির ব্যবসাসমূহে নিয়োজিত কর্মীবৃন্দের কল্যাণের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করে;
- (ফ) করদাতার অধীন কর্মচারীগণের বা তাহাদের পরিবারবর্গ বা পোষ্যগণের সুবিধার্থে স্থাপিত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতালের জন্য অথবা শিল্প কারখানার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য কৃত যে কোনো বিনিয়োগ বা ব্যয়কৃত অর্থ, যাহা মূলধনি প্রকৃতির ব্যয় নহে, যদি-
- (অ) ঐরূপ প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা অথবা শ্রমিকদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ বাবদ কোনো ফি আরোপ করা না হয়; এবং
- (আ) এই ধারার অন্য কোনো দফার অধীন এই ধরনের খরচের জন্য কোনো ছাড় বা বিয়োজন সুবিধা দাবি করা না হয়;
- (ব) করদাতা কর্তৃক তাহার কর্মচারীগণের, কর্মচারীগণের পরিবারবর্গ ও পোষ্যগণের সুবিধার জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ অথবা হাসপাতাল স্থাপন অথবা কারখানার শ্রমিকদের প্রশিক্ষণ, ইত্যাদির জন্য মূলধনি প্রকৃতির বিনিয়োগ বা ব্যয়কৃত অর্থ, যদি-
- (অ) ঐরূপ প্রতিষ্ঠান বা হাসপাতাল কর্তৃক প্রদত্ত সেবা অথবা শ্রমিকদের প্রদত্ত প্রশিক্ষণ বাবদ কোনো ফি আরোপ করা না হয়; এবং
- (আ) এই ধারার অন্য কোনো দফার অধীন একই আয়বর্ষে কোনো সম্পত্তি বাবদ সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কৃত খরচের জন্য কোনো ছাড় বা বিয়োজন সুবিধা দাবি করা না হয়;
- (ভ) এই দফার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত স্কীমের আওতায় বাংলাদেশি নাগরিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিনিয়োগকৃত বা ব্যয়কৃত যে কোনো অর্থ;

- (ম) সরকার কর্তৃক স্পন্সর করা হইয়াছে এইরূপ বাণিজ্য প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে বিদেশ ভ্রমণের জন্য করদাতা কর্তৃক কৃত ব্যক্তিগত ব্যয় অথবা মূলধনি প্রকৃতির ব্যয় ব্যতীত, অন্যান্য ব্যয়;
- (য) বাণিজ্য সংগঠন অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো নিবন্ধিত ব্যবসায়িক সংগঠন অথবা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক স্বীকৃত কোনো পেশাগত প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক সদস্য-চাঁদা বাবদ পরিশোধিত অর্থ;
- (র) সম্পূর্ণভাবে বা একান্তভাবে করদাতার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে বিনিয়োগকৃত ও ব্যয়কৃত অর্থ, যাহা কোনোভাবেই করদাতার মূলধন জাতীয় বা ব্যক্তিগত খরচ নয়।

(২) যেক্ষেত্রে ব্যবসা বা পেশার জন্য কোনো আঙিনা, ইমারত, যন্ত্রপাতি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহৃত হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত সকল আঙিনা, ইমারত, যন্ত্রপাতি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র পূর্ণাঙ্গভাবে ব্যবহৃত হইলে এই ধারার অধীন যে হারে ছাড় বা বিয়োজন সুবিধা প্রযোজ্য হইতো, উহার যৌক্তিক সমানুপাতিক হারে উক্তরূপ আংশিক ব্যবহারের জন্য ছাড় বা বিয়োজন সুবিধা প্রদেয় হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘প্লান্ট’ অর্থে ব্যবসা বা পেশার জন্য ব্যবহৃত হয় এইরূপ জাহাজ, মটরযান, বইপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও শৈল্য উপকরণ এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি বা কলকজা অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩০। কতিপয় পরিস্থিতিতে বিয়োজন সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না।- ধারা ২৯ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়ের উপর ছাড়ের কারণে কোনো বিয়োজন সুবিধা প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

- (ক) প্রাপকের ‘বেতনাদি’ খাতে শ্রেণিবদ্ধকৃত আয় হিসাবে পরিশোধকৃত যে কোনো পরিমাণ অর্থ, যদি সপ্তম অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে উহার উপর কর পরিশোধ করা না হয়;

¹[(কক) করদাতা কর্তৃক কোনো ব্যক্তিকে পরিশোধকৃত যে কোনো পরিমাণ অর্থ, যদি সপ্তম অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে উহার উপর কর কর্তন বা আদায় না করা হয় ²[***];

³[(ককক) কোনো কর্মচারীকে বেতনাদি হিসাবে পরিশোধকৃত যে কোনো পরিমাণ অর্থ, যদি তিনি বেতনাদি হিসাবে অর্থ পরিশোধকালে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি অনুসারে আবশ্যিক বারো ডিজিটের করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হন;]

⁴[(কককক) কোনো কর্মচারীকে বেতনাদি হিসাবে পরিশোধকৃত যে কোনো পরিমাণ অর্থ, যাহার জন্য ধারা ১০৮ক এর অধীন চাহিত বিবরণী দাখিল করা হয় নাই;]

- (খ) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক ফার্মের যে কোনো অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তিসংঘের যে কোনো সদস্যকে সুদ, বেতন, কমিশন বা পারিতোষিক হিসাবে প্রদেয় অর্থ;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (কক) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২২(ক)(অ) দ্বারা বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২২(ক)(আ) দ্বারা দফা (ককক) সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা দফা (কককক) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (গ) বাংলাদেশের অধিবাসী নন এমন কোনো ব্যক্তিকে দালালি বা কমিশন বাবদ প্রদেয় অর্থ, যাহা হইতে ধারা ৫৬ এর অধীন কর কর্তন বা আদায় হয় নাই;
- ঘ) কর্মচারীগণের সুবিধা বা কল্যাণের জন্য স্থাপিত প্রভিডেন্ট ফান্ড বা অন্য কোনো ফান্ডে জমাকৃত অর্থ, যদি ‘বেতনাদি’ খাতের আওতায় পড়ে এইরূপ তহবিল হইতে কোনো করযোগ্য অর্থ প্রদানের সময় উৎস হইতে নিয়োগ কর্তা কর্তৃক কর কর্তন করিবার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ না করা হয়;
- ¹[(ঙ) করদাতা কর্তৃক ধারা ২ এর দফা (৪৫) এ সংজ্ঞায়িত বেতনপূরক হিসাবে কোনো কর্মচারীর জন্য ²[³পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার] টাকার অধিক এবং প্রতিবন্ধি কোনো কর্মচারীর জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়কৃত অর্থ]:

তবে শর্ত থাকে যে, এই দফার বিধান সেই নিয়োগকর্তার উপর প্রযোজ্য হইবে না যিনি তৎকর্তৃক নিয়োগ দানকৃত কর্মচারীকে সরকার কর্তৃক গঠিত মজুরী বোর্ডের অনুমোদন ক্রমে সরকারি গেজেটে প্রকাশিত সরকারের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বেতনপূরক প্রদান করিয়াছেন;]

- (চ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে ব্যয়িত অর্থ যাহা এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত পরিমাণ বা হার অপেক্ষা অধিক এবং যাহা, আবগারী শুল্ক পরিশোধ করা আবশ্যিক এইরূপ বিক্রয় এবং সেবার ক্ষেত্রে, আবগারী শুল্ক স্টাম্প বা সীল দ্বারা সমর্থিত নয়, যথা:-

(অ) আপ্যায়ন;

(আ) বিনোদন বা অবকাশ যাপনের জন্য কোনো কর্মচারী ও তাঁহার পোষ্যদের বিদেশ ভ্রমণ;

⁴[***] এবং

(ঈ) বিনামূল্যে নমুনা বিতরণ;

- ⁵[(ছ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮ নং আইন) এর অধীন বাংলাদেশে নিগমিত হয় নাই এইরূপ কোনো কোম্পানীর ⁶[প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় বা আন্ত-গ্রুপ ব্যয়, যে নামেই

¹ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা দফা (ঙ) প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২২(খ) দ্বারা “চার লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার অধিক এবং প্রতিবন্ধি কোনো কর্মচারীর জন্য পঁচিশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয়কৃত অর্থ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ) দ্বারা “চার লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা উপ-দফা (ই) বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা দফা (ছ) ও (জ) সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৩(গ) দ্বারা “প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় খাতের অধীন” শব্দগুলির পরিবর্তে “প্রধান কার্যালয়ের ব্যয় বা আন্ত-গ্রুপ ব্যয়, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন,” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

অভিহিত হউক না কেন,] তাহা যদি উহার¹[হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নিট মুনাফার] শতকরা দশ ভাগ অতিক্রম করে, তাহা হইলে সেই পরিমাণ ব্যয়কৃত অর্থ;

²[(জ) কোনো করদাতা কর্তৃক রয়্যালটি, কারিগরি সেবার ফি, কারিগরি কৌশল বাবদ ফি বা কারিগরি সহায়তার ফি বা একই প্রকৃতির কোনো ফি বাবদ ব্যয় বা ব্যয়ের সমষ্টি যাহা নিম্নবর্ণিত পরিমাণের অধিক হয়, যথা:-

(অ) সংশ্লিষ্ট ব্যবসা শুরু হইবার প্রথম তিন আয়বর্ষের জন্য	হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত ব্যবসায় বা পেশা হইতে প্রাপ্ত ³ [নীট মুনাফার, অধীন বা সহযোগী বা যৌথ উদ্যোগ হইতে প্রাপ্ত কোনো মুনাফা বা আয় ব্যতীত,] দশ শতাংশ (১০%);
(আ) তৎপরবর্তী আয়বর্ষের জন্য	হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত ⁴ [নীট মুনাফার, অধীন বা সহযোগী বা যৌথ উদ্যোগ হইতে প্রাপ্ত কোনো মুনাফা বা আয় ব্যতীত,] আট শতাংশ (৮%);]

(ঝ) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার কর্মচারীকে, যাহার গ্রস বেতন পনের হাজার বা ততোধিক, বেতন বা পারিতোষিক বাবদ ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ভিন্ন অন্যভাবে পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ;

(ঞ) ⁵[হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নীট মুনাফার] শতকরা দশ শতাংশের অধিক প্রনোদনা বোনাস হিসাবে পরিশোধিত যে কোনো অর্থ;

(ট) ঘোষিত টার্গেটের এর ⁶[শতকরা ⁷[শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশের (০.৫০%)] অধিক অর্থ অর্থ ব্যয় করিয়া বিদেশ ভ্রমণ করা হইলে সেই অর্থ¹[:

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১১(খ) দ্বারা “মুনাফা” শব্দটির পরিবর্তে “হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নিট মুনাফা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৩(ঘ) দ্বারা দফা (জ) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২১ (ক) দ্বারা “নীট মুনাফার” শব্দগুলির পরিবর্তে “নীট মুনাফার, অধীন বা সহযোগী বা যৌথ উদ্যোগ হইতে প্রাপ্ত কোনো মুনাফা বা আয় ব্যতীত,” শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২১ (ক) দ্বারা “নীট মুনাফার” শব্দগুলির পরিবর্তে “নীট মুনাফার, অধীন বা সহযোগী বা যৌথ উদ্যোগ হইতে প্রাপ্ত কোনো মুনাফা বা আয় ব্যতীত,” শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১১(গ) দ্বারা “মুনাফা” শব্দটির পরিবর্তে “হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত নিট মুনাফা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২২(গ) দ্বারা “এক শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “শতকরা এক দশমিক দুই পাঁচ শতাংশের (১.২৫%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনি ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২১ (খ) দ্বারা “এক দশমিক দুই পাঁচ শতাংশের (১.২৫%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনির পরিবর্তে “শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশের (০.৫০%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারকে প্রদত্ত যে কোনো সেবার কাজে নিয়োজিত কোনো করদাতার বিদেশ ভ্রমণ ঐরূপ সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে আবশ্যিকভাবে প্রয়োজন হইলে, অনুরূপ বিদেশ ভ্রমণের ক্ষেত্রে এই দফার বিধান প্রযোজ্য হইবে না;]

- (ঠ) কোনো কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালককে প্রদত্ত কমিশন বা ডিসকাউন্ট বাবদ পরিশোধকৃত যে কোনো পরিমাণ অর্থ;
- (ড) নিম্নবর্ণিত পরিশোধ ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ভিন্ন পঞ্চাশ হাজার বা উহার অধিক পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ, যথা:-
- (অ) কাঁচামাল ক্রয় বাবদ কোনো পরিশোধ;
- (আ) দফা (ঝ) এ উল্লিখিত কোনো বাধ্যবাধকতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া কোনো কর্মচারীকে প্রদত্ত বেতন বা পারিশ্রমিক;
- (ই) সরকারি বাধ্যবাধকতা জনিত কোনো পরিশোধ²];
- (ঢ) বাবসায়িক বা আবাসিক যেভাবেই ব্যবহৃত হউক না কেন, কোনো সম্পত্তির ভাড়াবাবদ ক্রসড চেক বা ব্যাংক ট্রান্সফার ভিন্ন অন্যকোনোভাবে পরিশোধকৃত অর্থ³];
- (ণ) ধারা ১৮৪ক এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (লা), (শ) ও (য) এর অধীন বারো ডিজিটের করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর সংগ্রহ করা আবশ্যিক এইরূপ কোনো ব্যক্তির অনুকূলে পরিশোধকৃত অর্থ যদি উক্তরূপ পরিশোধকালে তিনি উক্ত নম্বর সংগ্রহ করিতে ব্যর্থ হন;]]]]
- ⁴[(ত) প্রকাশিত ব্যবসায়িক লাভের শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ (০.৫০%) এর অধিক প্রচারণা ব্যয়।

ব্যাখ্যা: এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রচারণা ব্যয় অর্থ এইরূপ কোন ব্যয় যাহা কোনো ব্যক্তিকে ব্যবসা বা পেশার প্রচারণার উদ্দেশ্যে উপহার বা নগদ অর্থ বা অন্য কোনো ফরমে প্রদানের জন্য নির্বাহ করা হয়।]

⁵[৩০ক। **বিয়োজন সুবিধা অননুমোদন সংক্রান্ত বিধান।**- ধারা ২৮, ২৯ এবং ৩০ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ কর-কমিশনার কোনো কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে কোনো বৎসর কোনো করদাতা কর্তৃক তাহার বাণিজ্যিক হিসাবে অথবা লাভ-ক্ষতির হিসাবে দাবিকৃত কোনো ছাড় বা বিয়োজন সুবিধা অননুমোদন বা কর্তন করিবেন না।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১২(খ) দ্বারা সেমিকোলন “;” এর স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১১(ঙ) দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ঢ) সংযোজিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১২(গ) দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ণ) সংযোজিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২১ (গ) দ্বারা দফা (গ)এর পর নতুন দফা (ত) সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৮ দ্বারা ধারা ৩০ক সন্নিবেশিত।

¹[৩০খ। **বিয়োজন সুবিধা অননুমোদন সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা**।- ধারা ৮২গ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অথবা ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ খাতের লাভ-ক্ষতির যে হিসাবই থাকুক না কেন, ধারা ৩০ এর অধীন অবিয়োজনকৃত অর্থ ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ খাতের অধীন পৃথকভাবে হিসাব করা হইবে এবং উহার উপর স্বাভাবিক হারে কর পরিশোধ্য হইবে।]

৩১। মূলধনি লাভ।- মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত যে কোনো মুনাফা এবং লাভের জন্য ‘মূলধনি লাভ’ খাতে করদাতা কর্তৃক কর পরিশোধ্য হইবে এবং উক্ত মুনাফা এবং লাভ যে বৎসরে হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই আয়বর্ষের আয় হিসাবে বিবেচিত হইয়া করযোগ্য মর্মে পরিগণনা করা হইবে।

²[৩১ক। **ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মূলধনি লাভ**।- সকল পরিসম্পদ ও দায়সহ সম্পূর্ণ ব্যবসা বা উদ্যোগ (undrtaking) হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত যে কোনো মুনাফা এবং লাভের জন্য ‘মূলধনি লাভ’ খাতে করদাতা কর্তৃক কর পরিশোধ্য হইবে এবং উক্ত মুনাফা এবং লাভ যে বৎসরে হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, সেই আয়বর্ষের আয় হিসাবে বিবেচিত হইয়া করযোগ্য মর্মে পরিগণনা করা হইবে।]

³[***]

৩২। মূলধনি লাভ নির্ণয়।- (১) মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা আহরিত প্রতিদানের সম্পূর্ণ মূল্য অথবা উহার ন্যায্য বাজার মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, তাহা হইতে নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সম্পন্ন করিয়া ‘মূলধনি লাভ’ খাতের আওতাধীন আয় পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

- (ক) মূলধনি সম্পত্তির কেবল হস্তান্তর জনিত কোনো ব্যয়; অথবা
- (খ) মূলধনি সম্পত্তি অর্জনের ব্যয় এবং উহার উন্নয়নের জন্য উদ্ধৃত মূলধনি ব্যয়, তবে ধারা ২৩, ২৯ এবং ৩৪ এর বিধানাবলির অধীন উদ্ধৃত ব্যয়ের উপর কোনো বিয়োজন অননুমোদিত হইলে উহার ক্ষেত্রে এই বিধান প্রযোজ্য হইবে না।

(১ক) [অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা বিলুপ্ত]।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “মূলধনি সম্পত্তির অর্জন ব্যয়” অর্থ-

- (ক) যেক্ষেত্রে উহা করদাতা কর্তৃক ক্রয়ের মাধ্যমে অর্জিত হয়, সেইক্ষেত্রে উহা অর্জনের প্রকৃত ব্যয়; এবং
- (খ) যেক্ষেত্রে উক্ত সম্পত্তি করদাতা কর্তৃক নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জিত হয়, যথা:-

⁴[***]

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা ধারা ৩০খ সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা নতুন ধারা ৩১ক সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা কোলনের “:” স্থলে দাঁড়ি “।” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১০ দ্বারা উপ-দফা (অ) এবং (আ) বিলুপ্ত।

¹[²[***]]

- (ইই) দানপত্র, অছিয়ত বা উইলের মাধ্যমে; বা
- (ইইই) বাতিলযোগ্য বা অবাতিলযোগ্য ট্রাস্টমূলে হস্তান্তরের মাধ্যমে; বা]
- (ঈ) কোম্পানী অবসায়ন হইবার সময় সংশ্লিষ্ট মূলধনি সম্পত্তি বণ্টনের মাধ্যমে; বা
- (উ) ফার্ম বা অন্যান্য ব্যক্তিসংঘ বিলুপ্তি অথবা অবিভক্ত হিন্দু পরিবার বিভক্তির ফলে মূলধনি সম্পত্তির বণ্টনের মাধ্যমে,

সেইক্ষেত্রে মূলধনি সম্পত্তির পূর্ববর্তী মালিকের অর্জন বাবদ প্রকৃত খরচ হইতে উহার অবচয় খরচ, যদি থাকে, বিয়োগের পর স্থিত অবশিষ্ট মূল্য; এবং যেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী মালিকের অর্জন বাবদ প্রকৃত খরচের কোনো হিসাব নির্ধারণ সম্ভব নহে, সেইক্ষেত্রে উক্ত পূর্ববর্তী মালিকের হাতে মূলধনি সম্পত্তি যে তারিখে ন্যস্ত হইয়াছিল সেই তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য:

তবে শর্ত থাকে যে, মূলধনি সম্পত্তির ক্ষেত্রে করদাতা উক্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে কোনো বৎসর অবচয় ভাতা প্রাপ্ত হইলে, করদাতার উক্ত মূলধনি সম্পত্তির অর্জন মূল্য হইবে ধারা ১৯ (১৬) বা (১৭) বা ধারা ২৭ (১) (এ) বা ধারা ২৯ (১) (ট) এর অধীন, ক্ষেত্রমত, বৃদ্ধি বা হ্রাসক্রমে ধার্যকৃত অবনমিত মূল্য³।:

⁴[***]]

⁵[আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উক্ত মূলধনি সম্পত্তি করদাতা উত্তরাধিকারসূত্রে, বংশানুক্রমে অথবা অধিকার বদলের (devolution) মাধ্যমে অর্জন করেন, সেইক্ষেত্রে যে সময়ে করদাতা সম্পত্তিটির মালিকানা অর্জন করিয়াছেন সেই সময়ের বিদ্যমান ন্যায্য বাজার মূল্য হইবে উক্ত মূলধনি সম্পত্তির প্রকৃত অর্জন মূল্য।]

(৩) যেক্ষেত্রে উপ কর-কমিশনারের মতে করদাতা কর্তৃক হস্তান্তরিত মূলধনি সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্য উহা যে তারিখে হস্তান্তরিত হইয়াছে সেই তারিখের প্রতিদান-মূল্য অপেক্ষা এইরূপ পরিমাণের অধিক হয় যে, উহা করদাতার ঘোষিত পূর্ণ-মূল্যের অন্যান্য শতকরা পনের ভাগ, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ মূলধনি সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্য পরিদর্শন যুগ্ম কমিশনার কর্তৃক পূর্বানুমোদনক্রমে নির্ধারণ করিতে হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ কর-কমিশনার এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, করদাতা কর্তৃক হস্তান্তর তারিখে কোনো মূলধনি সম্পত্তির ন্যায্য বাজার মূল্য করদাতা কর্তৃক ঘোষিত মূল্যের পঁচিশ শতাংশের অধিক অতিক্রম করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে সরকার নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত সম্পত্তি ক্রয় করিবার জন্য প্রস্তাব করিতে পারিবে।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-দফা (ই) এর পরিবর্তে উপ-দফা (ই), (ইই) ও (ইইই) প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা উপ-দফা (ই) বিলুপ্ত।

³ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১০ দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা শর্তাংশ বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা শর্তাংশ সন্নিবেশিত।

(৫) এই ধারা বা ধারা ৩১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো মূলধনি পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে কোনো মূলধনি লাভ অর্জিত হয়, যাহা হস্তান্তরের তারিখের অব্যবহিত পূর্বে করদাতা তাহার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করিয়া থাকেন এবং করদাতা যদি পূর্ববর্তী এক বৎসর অথবা উক্ত সময়ের মধ্যে ¹[***] ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে অনুরূপভাবে অর্জিত লাভের অর্থ দ্বারা নতুন কোনো প্লান্ট, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম, মটরযান, আসবাবপত্র, ফিক্সার ও কম্পিউটার ক্রয় করেন, তাহা হইলে উক্ত মূলধনি আয়কে হস্তান্তরিত বৎসরের আয় হিসাবে না দেখাইয়া তৎপরিবর্তে করদাতা কর নির্ধারণের পূর্বে লিখিতভাবে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে উহা এই উপ-ধারায় নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে ব্যবস্থিত হইবে, যথা:-

- (ক) যদি মূলধনি লাভের পরিমাণ নূতন সম্পত্তির অর্জন ব্যয় অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে-
- (অ) মূলধনি লাভের পরিমাণ এবং নূতন সম্পত্তির অর্জন ব্যয়ের মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যকে ধারা ৩১ এর অধীন সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের আয় হিসাবে পরিগণনা করা হইবে; এবং
- (আ) তৃতীয় তপশিল অনুসারে নূতন সম্পত্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যে কোনো বিয়োজন সুবিধা অথবা হস্তান্তরের ফলে অর্জিত মূলধনি লাভ হিসাবের জন্য অর্জিত ব্যয় বা অবনমিত মূল্য শূন্য ধরা হইবে; অথবা
- (খ) যদি মূলধনি লাভের অর্থের পরিমাণ নূতন সম্পত্তির অর্জন ব্যয়ের সমান বা কম হয়, তাহা হইলে-
- (অ) ধারা ৩১ এর অধীন মূলধনি আয়ের উপর কর আরোপযোগ্য হইবে না; এবং
- (আ) তৃতীয় তপশিল অনুসারে কোনো নূতন সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য বিয়োজন সুবিধা বা ধারা ১৯ (১৬) এর অধীন কোনো আয় বা হস্তান্তরের ফলে অর্জিত কোনো মূলধনি লাভ হিসাবের জন্য উহার অর্জন ব্যয় বা, ক্ষেত্রমত, অবনমিত মূল্য মূলধনি লাভ হইতে বাদ দিয়া পরিগণনা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, প্লান্ট বা যান্ত্রিক সরঞ্জাম সমন্বয়ে গঠিত কোনো নূতন মূলধনি সম্পত্তি ক্রয়ের ক্ষেত্রে, করদাতা যদি এইমর্মে উপ কর-কমিশনারকে সন্তুষ্ট করিতে সক্ষম হন যে, যথাযথ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও এই উপ-ধারায় বর্ণিত মেয়াদের মধ্যে উক্ত ক্রয় সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই, তাহা হইলে পরিদর্শন যুগ্ম কমিশনারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপ কর-কমিশনার যেরূপ যুক্তিসঙ্গত মনে করিবেন, সেইরূপ সময়কাল পর্যন্ত উক্ত মেয়াদ বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৬) [অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৭ দ্বারা বিলুপ্ত]

²[(৭) এই ধারা বা ধারা ৩১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো সরকারি সিকিউরিটি ¹[***], ²[***] হস্তান্তরের মাধ্যমে মূলধনি লাভ অর্জিত হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ৩১ এর অধীন কোনো কর ধার্য করা হইবে না।]

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “একই” শব্দটি বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-ধারা (৭) প্রতিস্থাপিত।

(৮) [অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৭ দ্বারা বিলুপ্ত]

(৯) [অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৭ দ্বারা বিলুপ্ত]

(১০) এই ধারা বা ধারা ৩১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো শিল্প-কারখানা স্থাপনের জন্য^৩[কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)] এর অধীন নিবন্ধিত কোনো নূতন কোম্পানীর ভবনাদি বা জমির ন্যায় মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে মূলধনি লাভ অর্জিত হয় এবং উক্ত মূলধনি লাভের সম্পূর্ণ অংশই যদি উক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মূলধনি লাভের উপর হস্তান্তর বৎসরের আয় হিসাবে কোনো কর ধার্য হইবে না।

(১১) এই ধারা বা ধারা ৩১ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে^৪[কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)] এর অধীন নিবন্ধিত কোনো নূতন কোম্পানীর নিকট কোনো ফার্মের মূলধনি সম্পদ হস্তান্তরমূলে মূলধনি লাভ অর্জিত হয় এবং উক্ত সম্পূর্ণ মূলধনি লাভ সংশ্লিষ্ট ফার্মের অংশীদারগণের দ্বারা কোম্পানীটির শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত মূলধনি লাভের উপর হস্তান্তর বৎসরের আয় হিসাবে কোনো কর ধার্য হইবে না।]

(১১ক)^৫[***]

^৬[(১২) ^৭[উপ-ধারা (৫), (৭), (১০) এবং (১১)]] এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তির কোনো মূলধনি সম্পত্তির হস্তান্তর হইতে অর্জিত মুনাফা বা লাভ উক্ত সম্পত্তির অর্জন ব্যয় অপেক্ষা অধিক হইলে, তিনি এই অধ্যাদেশের ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-খ এর অনুচ্ছেদ ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৮, ৯, ১০ ও ১১ এর অধীন বিনিয়োগ ভাতার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সুবিধাদির আওতায় কর মওকুফ সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।]

^৮[৩২ক। **ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনি লাভ পরিগণনা।**- (১) সম্পূর্ণ ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা আহরিত প্রতিদানের সম্পূর্ণ মূল্য অথবা উহার ন্যায্য বাজার মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক, তাহা হইতে নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সম্পন্ন করিয়া ‘মূলধনি লাভ’ খাতের আওতাধীন আয় পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

^১ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৩২ দ্বারা “এবং বাংলাদেশ স্টক এক্সচেঞ্জ-এ তালিকাভুক্ত পাবলিক কোম্পানীর স্টক ও শেয়ারসমূহ” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

^২ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “কোম্পানীর বোনাস শেয়ার ব্যতীত” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

^৩ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত।

^৪ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনি প্রতিস্থাপিত।

^৫ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা উপ-ধারা (১১ক) বিলুপ্ত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^৬ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (১২) সন্নিবেশিত।

^৭ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫নং আইন) এর ধারা ৫৭ দ্বারা “উপ-ধারা (৫), (৬), (৭), (৮), (৯), (১০) এবং (১১)” শব্দগুলি, বন্ধনিগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমাগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (৫), (৭), (১০) এবং (১১)” শব্দগুলি, বন্ধনিগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

^৮ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা নূতন ধারা ৩২ক সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

- (ক) সম্পূর্ণ ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) কেবল হস্তান্তর জনিত কোনো ব্যয়; এবং
- (খ) সম্পূর্ণ ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) হস্তান্তরের ফলে হস্তান্তরের তারিখ পর্যন্ত গৃহীত দায় বাদে পরিসম্পদের বহি-মূল্য (book value)।]

৩৩। **অন্যান্য উৎস হইতে আয়।**- একজন করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ‘অন্যান্য উৎস হইতে আয়’ খাতে শ্রেণিবদ্ধ ও পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) লভ্যাংশ (dividend) ও সুদ;
- (খ) কারিগরি সেবা প্রদানের জন্য রয়্যালটি ও ফি;
- (গ) কোনো করদাতার মালিকানাধীন যন্ত্রপাতি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র ভাড়া প্রদান হইতে উদ্ভূত আয় এবং তাহার মালিকানাধীন ভবনাদির ভাড়াও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, যদি উক্ত ভবনাদির ভাড়া উক্ত যন্ত্রপাতি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র ভাড়ার সহিত অবিচ্ছেদ্য হয়;
- ¹[(ঘ) ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১)-(৫), (৮)-(১৩), (২১) (২৪), (২৭), (২৯), (৩১) বা (৩২) এবং ধারা ১৯কককক এর উপ-ধারা (৩) এর বিধান প্রযোজ্য এইরূপ কোনো আয়।]

৩৪। **অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাত হইতে বিয়োজন।**- (১) কোনো কোম্পানীর শেয়ার অর্জন করিবার জন্য কোনো অর্থ ঋণ করা হইলে উক্ত ঋণকৃত অর্থের জন্য পরিশোধিত সুদ।

(২) মূলধনি প্রকৃতির কিংবা করদাতার ব্যক্তিগত খরচ নহে এইরূপ ব্যয় যাহা কেবল সংশ্লিষ্ট আয় করিবার বা অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্বাহ করা হইয়া থাকে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার মালিকানাধীন যন্ত্রপাতি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র ভাড়া প্রদান এবং তাহার মালিকানাধীন ভবনাদির ভাড়া হইতে আয় উদ্ভূত হয়, এবং উক্ত ভবনাদির ভাড়া প্রদান উক্ত যন্ত্রপাতি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র ভাড়ার সহিত অবিচ্ছেদ্য হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ২৯ (১)(চ), (ছ), (জ) ও (ঝ) এর অধীন কোনো করদাতার ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ খাতের আয়ের উপর যে বিয়োজন সুবিধা প্রযোজ্য সেই একই বিয়োজন সুবিধা, একই ধরনের শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেন উক্ত ভাড়া প্রদান হইতে আয় ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এইরূপ যন্ত্রপাতি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র বা ভবনাদির বিক্রয় মূল্য উহার অবনমিত মূল্য অপেক্ষা অধিক হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বিক্রয় হইতে লাভ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ধারা ১৯ (১৬) এর বিধানও প্রযোজ্য হইবে।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোনো বিয়োজন সুবিধা অনুমোদন করা যাইবে না, যথা:-

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

- (ক) এই অধ্যাদেশের অধীন করযোগ্য কোনো সুদ যাহা বাংলাদেশের বাহিরে পরিশোধ করিতে হয় এবং যাহার উপর কোনো কর পরিশোধ করা হয় নাই এবং যাহা হইতে ধারা ৫৬ এর অধীন উৎসে কর কর্তন করা হয় নাই; অথবা
- (খ) ‘বেতনাদি’ খাতের আওতায় করযোগ্য কোনো পরিশোধ, যদি উহার উপর কোনো কর পরিশোধ করা না হয় অথবা উহা হইতে ধারা ৫০ এর অধীন উৎসে কর কর্তন করা না হয়।

৩৫। হিসাবের পদ্ধতি।- (১) ¹[‘কৃষি আয়’,] ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ অথবা ‘অন্যান্য উৎস হইতে আয়’ খাতের অধীন শ্রেণিবদ্ধ আয় হিসাবের ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক সচরাচর ব্যবহৃত হিসাবরক্ষণ পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে।

²[(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যবসা বা পেশা অথবা কোনো শ্রেণির ব্যবসা বা পেশা অথবা অন্য যে কোনো উৎসের আয় অথবা যে কোনো শ্রেণির ব্যক্তির হিসাব এবং অন্যান্য হিসাব ও কাগজপত্র এবং পরিশোধ ও বাণিজ্যিক লেনদেনের রেকর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও ফরমে অথবা আদেশে নির্দেশিত পদ্ধতিতে ও ফরমে সংরক্ষণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং অতঃপর উক্ত সংরক্ষিত হিসাবাদি, পরিশোধ ও লেনদেনের ভিত্তিতে করদাতার আয় পরিগণনা করা হইবে।]

³[(৩) উপরোক্ত উপ-ধারাসমূহের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮নং আইন) এর অধীন সংজ্ঞায়িত প্রত্যেক কোম্পানীকে এই অধ্যাদেশ অনুসারে নির্ধারিত আয়ের রিটার্নসহ উক্ত আয়বর্ষের ব্যবসার হিসাব, লাভ-ক্ষতি হিসাব ও ব্যালেন্স সীট দাখিল করিতে হইবে, যাহা-

- (ক) একজন চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যয়নকৃত হইতে হইবে যে, উক্ত হিসাবাদি-
- (অ) বাংলাদেশ এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (BAS) এবং বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যান্ডার্ড (BFRS) অথবা বাংলাদেশের জন্য প্রযোজ্যতা অনুসারে ইন্টারন্যাশনাল এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (IAS) এবং ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (IFRS) অনুসারে প্রণীত ও বিবরণাদি প্রস্তুত এবং প্রতিবেদিত হইয়াছে; এবং
- (আ) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অন অডিটিং (BSA) অনুসারে নিরীক্ষিত হইয়াছে;
- (খ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সালের ১৮নং আইন) এর ধারা ১৮৯ এর উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধানাবলি অনুসারে নির্ধারিত সংখ্যক পরিচালকসহ উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।]

(৪) যেক্ষেত্রে -

¹ অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “‘কৃষি আয়’,” উর্ধ্ব কমা, শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৪(ক) দ্বারা উপ-ধারা (৩) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ক) নির্দিষ্ট হিসাব পদ্ধতি নিয়মিতভাবে অনুসরণ করা হয় না অথবা অনুসরণকৃত হিসাব পদ্ধতি এমন প্রকৃতির যে, উপ কর-কমিশনারের মতামত অনুসারে উহার মাধ্যমে করদাতার আয় নির্ধারণে পরিপূর্ণ অনুমান করা সম্ভব নয়; অথবা
- (খ) যে সকল ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর বিধান প্রয়োগ করা হয়, সেই সকল ক্ষেত্রে করদাতা উক্ত উপ-ধারার অধীন নির্দেশিত পদ্ধতিতে হিসাব-নিকাশ সংরক্ষণ করিতে, অর্থ পরিশোধ করিতে অথবা লেনদেন লিবিপদ্ধ করিতে ব্যর্থ হন; অথবা
- (গ) কোনো কোম্পানী ¹[***] উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রতিপালন করে না ²[অথবা হিসাব প্রত্যয়ন প্রতিপাদন হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না];

সেইক্ষেত্রে উপ কর-কমিশনার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ ভিত্তিতে ও পদ্ধতিতে করদাতার আয় পরিগণনা করা হইবে।

৩৬। **রয়্যালটি, সাহিত্য কর্ম, ইত্যাদি হইতে অর্জিত আয় বণ্টন।**- যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো লেখক (author) কর্তৃক কোনো সাহিত্য অথবা শৈল্পিক কর্ম সম্পাদনের জন্য বারো মাসের অধিক সময় ব্যয় হয়, সেইক্ষেত্রে তাহার উক্ত কর্ম সম্পাদনের জন্য দাবিকৃত রয়্যালটি বা কপিরাইট ফি হিসাবে এককালীন প্রাপ্ত বা প্রাপ্য বলিয়া গণ্য আয় নিম্নবর্ণিত আয়বর্ষের আয় হিসাবে গণ্য হইবে, যথা:-

- (ক) যে আয়বর্ষে উহা গৃহীত হইয়াছে, সেই আয়বর্ষের আয় এবং যদি অনুরূপ কর্ম সম্পাদন করিতে বারো মাসের অধিক কিন্তু চব্বিশ মাসের কম সময় লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে যে আয়বর্ষে উক্ত অর্থ গৃহীত হইয়াছে, সেই আয়বর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী আয়বর্ষের আয় হিসাবে; এবং
- (খ) যদি উক্ত কর্ম সম্পাদনে চব্বিশ মাসের অধিক সময় লাগিয়া থাকে, তাহা হইলে যে আয়বর্ষে উক্ত অর্থ গৃহীত হইয়াছে, সেই আয়বর্ষের আয় এবং উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দুই আয়বর্ষের আয় হিসাবে;

এবং এইরূপ ক্ষেত্রে বর্ণিত প্রত্যেক আয়বর্ষের জন্য সমানুপাতিক হারে উক্ত আয় বণ্টন করা হইবে এবং তদানুসারে কোনো আয়বর্ষের জন্য করদাতার আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘লেখক (author)’ অভিব্যক্তি অর্থে যুগ্ম-লেখকও (joint author) অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং রয়্যালটি অথবা ‘কপিরাইট ফি’-এর ক্ষেত্রে, ‘এককালীন অর্থ (lump sum)’ অভিব্যক্তি অর্থে রয়্যালটি অথবা কপিরাইট ফি-এর অগ্রিম হিসাবে প্রাপ্ত অফেরৎযোগ্য যে কোনো অর্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৩৭। **ক্ষতি সমন্বয়।**- যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরের সূত্রে, যে কোনো খাতে আয় পরিগণনাকালে নীট ফলাফল ক্ষতি হিসাবে প্রতিভাত হয়, সেইক্ষেত্রে করদাতা, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, তাহার উক্ত ক্ষতি সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী বৎসরের অন্য কোনো খাতের আয়ের সহিত, যদি থাকে, সমন্বয় করিতে পারিবেন:

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “অথবা কোনো নিবন্ধিত ফর্ম” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৪(খ) দ্বারা “অথবা হিসাব প্রত্যয়ন প্রতিপাদন হইয়াছে বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[তবে শর্ত থাকে যে, ফটকা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে সৃষ্ট ক্ষতি অথবা ‘মূলধনি আয়’ খাতের ক্ষতি অথবা অন্য কোনো উৎস হইতে সৃষ্ট ক্ষতি যাহার উপর কর অব্যাহতি প্রযোজ্য, সেই সকল ক্ষেত্রে এইরূপে সমন্বয় করা যাইবে না, তবে এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানের আওতায় আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত এইরূপ অন্যান্য উৎসে উদ্ভূত ক্ষতি ব্যতীত ফটকা ব্যবসায়ের আয়ের বিপরীতে অথবা ‘মূলধনি আয়’ খাতের কোনো আয়ের বিপরীতে এইরূপ কোনো ক্ষতি সমন্বয় করা যাইবে অথবা পরবর্তী কর নির্ধারণী বর্ষে বা বর্ষসমূহে জের হিসাবে টানা যাইবে:]

আরও শর্ত থাকে যে, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ কর-কমিশনার কোনো ক্ষতি গণনা করিবার সময় সরকারের নিকট হইতে নগদে অনুদান হিসাবে প্রাপ্ত যে কোনো পরিমাণ অর্থ বাদ দিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, ব্যবসা ও পেশা খাতের যে কোনো ক্ষতি এইরূপে সমন্বয় করা যাইবে না, অথবা পরবর্তী কর বৎসর বা বৎসরসমূহের গৃহসম্পত্তির আয়ের বিপরীতে সমন্বয়ের জন্য জের হিসাবে টানা যাইবে না ²[:]

³[আরও শর্ত থাকে যে, যে কোনো খাতের আয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত কোনো ক্ষতি সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, চুষিয়া খাইবার তামাক, গুল বা অন্য যে কোনো ধূমহীন তামাক বা তামাক পণ্য প্রস্তুত হইতে উদ্ভূত আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে না⁴[:]

আরও শর্ত থাকে যে, যে কোনো খাতের আয়ের ক্ষেত্রে উদ্ভূত যেকোনো ক্ষতি এইরূপে সিগারেট⁵[, বিড়ি, জর্দা, চুষিয়া খাইবার তামাক, গুল বা অন্য যে কোনো ধূমহীন তামাক বা তামাক পণ্য] প্রস্তুত হইতে উদ্ভূত আয়ের সহিত সমন্বয় করা যাইবে না]]]

৩৮। ব্যবসায়িক ক্ষতির জের টানা।- যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরে ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ খাতে আয় গণনাকালে নীট ফলাফল ক্ষতি হিসাবে প্রতিভাত হয়, যাহা ফটকা ব্যবসার ক্ষতি হিসাবে গণ্য হয় না এবং উক্ত ক্ষতিকে ধারা ৩৭ এর অধীন সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা যায় না, সেইক্ষেত্রে করদাতার অন্য কোনো খাতে আয় না থাকিবার ফলে বা কেবল ‘মূলধনি লাভ’ খাতে আয় থাকিবার ফলে যে পরিমাণ ক্ষতি সমন্বয় করা সম্ভব হইবে না, সেই পরিমাণ অসমন্বয়যোগ্য ক্ষতিকে পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের হিসাবে টানা যাইবে, এবং-

(ক) যে ব্যবসা বা পেশার জন্য মূলত এইরূপ ক্ষতি সংঘটিত হইয়াছিল, যদি সেই ব্যবসা বা পেশা করদাতা কর্তৃক পরবর্তী আয়বর্ষ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে চলমান রাখা হয়, তাহা হইলে উহার আয়ের বিপরীতে, যদি থাকে, এই ক্ষতি সমন্বয় করা যাইবে; এবং

(খ) যদি ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা না যায়, তাহা হইলে উহার যে পরিমাণ সমন্বয় করা যায় নাই তাহা পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের হিসাবে টানা যাইবে এবং এইরূপভাবে অনধিক ছয় বৎসর পর্যন্ত চলমান রাখা যাইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৯(ক) দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা শর্তাংশ সংযোজিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৯(খ) দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা “, বিড়ি, জর্দা, চুষিয়া খাইবার তামাক, গুল বা অন্য যে কোনো ধূমহীন তামাক বা তামাক পণ্য” কমাগুলি ও শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

৩৯। ফটকা ব্যবসার ক্ষতির জের টানা।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরে করদাতার পরিচালিত যে কোনো ফটকা ব্যবসা খাতে আয় গণনাকালে নীট ফলাফল ক্ষতি হিসাবে প্রতিভাত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতি তৎকর্তৃক পরিচালিত অন্য যে কোনো ফটকা ব্যবসার আয়ের বিপরীতে, যদি থাকে, সমন্বয় করা যাইবে যদি উক্ত কর নির্ধারণী বর্ষে উক্ত আয় করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হয়।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বর্ষে ফটকা ব্যবসার হিসাবকৃত কোনো ক্ষতি উপ-ধারা (১) এর আওতায় সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে করদাতার অন্য কোনো ফটকা ব্যবসা হইতে কোনো প্রকার আয় অর্জিত না হইলে, বর্ণিতভাবে সমন্বয় করা হয় নাই এইরূপ ক্ষতি অথবা সম্পূর্ণ ক্ষতি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের হিসাবে টানা যাইবে, এবং-

- (ক) উহা করদাতা কর্তৃক পরিচালিত অন্য যে কোনো ফটকা ব্যবসার আয়ের বিপরীতে, যদি থাকে, সমন্বয় করা যাইবে যদি উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরে উক্ত আয় করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হয়; এবং
- (খ) যদি ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা না যায়, তাহা হইলে উহার যে পরিমাণ সমন্বয় করা যায় নাই তাহা পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের হিসাবে টানা যাইবে এবং এইভাবে অনধিক ছয় বৎসর পর্যন্ত চলমান রাখা যাইবে।

৪০। ‘মূলধনি লাভ’ খাতে ক্ষতির জের টানা।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরে ‘মূলধনি লাভ’ খাতের আওতাধীন কোনো উৎস হইতে আয় গণনাকালে নীট ফলাফল ক্ষতি হিসাবে প্রতিভাত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতিকে উক্ত বৎসরে তাহার একই খাতের আওতাভুক্ত ও করযোগ্য অন্য কোনো উৎসের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরে ‘মূলধনি লাভ’ খাতের আওতাধীন হিসাবকৃত কোনো ক্ষতি উপ-ধারা (১) এর আওতায় সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে করদাতার উক্ত খাতের আওতাধীন অন্য কোনো উৎস হইতে কোনো প্রকার আয় অর্জিত না হইলে, বর্ণিতভাবে সমন্বয় করা হয় নাই এইরূপ ক্ষতি অথবা সম্পূর্ণ ক্ষতি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের হিসাবে টানা যাইবে, এবং-

- (ক) উহা করদাতা কর্তৃক পরিচালিত উক্ত খাতের আওতাধীন অন্য কোনো উৎস হইতে আয়ের বিপরীতে, যদি থাকে, সমন্বয় করা যাইবে যদি উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরে উক্ত আয় করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হয়; এবং
- (খ) যদি ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা না যায়, তাহা হইলে উহার যে পরিমাণ সমন্বয় করা যায় নাই তাহা পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের হিসাবে টানা যাইবে এবং এইভাবে অনধিক ছয় বৎসর পর্যন্ত চলমান রাখা যাইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরে ‘মূলধনি লাভ’ খাতে গণনাকৃত ক্ষতির পরিমাণ পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম করে না, সেইক্ষেত্রে উহার জের টানা যাইবে না এবং যেক্ষেত্রে উহা পাঁচ হাজার টাকা অতিক্রম করে, সেইক্ষেত্রে পাঁচ হাজার টাকার অতিরিক্ত ক্ষতির জের টানা যাইবে।

৪১। ‘কৃষি আয়’ খাতের অধীন ক্ষতির জের টানা।- যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণী বৎসরে কোনো ‘কৃষি আয়’ খাতের আয় গণনাকালে নীট ফলাফল ক্ষতি হিসাবে প্রতিভাত হয় এবং উক্ত ক্ষতি ধারা ৩৭ এর অধীন সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা যায় না, সেইক্ষেত্রে করদাতার অন্য কোনো খাতে আয় না থাকিবার ফলে বা কেবল ‘মূলধনি লাভ’ খাতে আয় থাকিবার ফলে যে পরিমাণ ক্ষতি সমন্বয় করা সম্ভব হইবে না, সেই পরিমাণ অসমন্বয়যোগ্য ক্ষতিকে পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের হিসাবে টানা যাইবে, এবং-

- (ক) উহা করদাতার ‘কৃষি আয়’ খাতের আয়ের বিপরীতে, যদি থাকে, সমন্বয় করা যাইবে যদি উক্ত কর নির্ধারণী বৎসরে উক্ত আয় করযোগ্য আয় হিসাবে বিবেচিত হয়; এবং
- (খ) যদি ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা না যায়, তাহা হইলে উহার যে পরিমাণ সমন্বয় করা যায় নাই তাহা পরবর্তী কর নির্ধারণী বৎসরে জের হিসাবে টানা যাইবে এবং এইভাবে অনধিক ছয় বৎসর পর্যন্ত চলমান রাখা যাইবে।

৪২। ক্ষতি ইত্যাদির জের টানার ক্ষেত্রে শর্তাদি ও সীমাবদ্ধতা।- (১) এই ধারায় বর্ণিত শর্তাদি ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, ধারা ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪১ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) [অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত]।

(৩) ¹[কোনো ফার্মের] ক্ষেত্রে,-

- (ক) যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো ফার্ম, সেইক্ষেত্রে উক্ত ফার্মের আয়ের যে কোনো খাতের ক্ষতি ধারা ৩৭ এর অধীন কেবল উক্ত ফার্মের অন্য কোনো খাতের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে, এবং ফার্মের কোনো অংশীদারের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে না; এবং
- (খ) যেক্ষেত্রে করদাতা উক্ত ফার্মের একজন অংশীদার, সেইক্ষেত্রে ফার্মের কোনো ক্ষতি তাহার নিজস্ব কোনো আয়ের বিপরীতে জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে না।

²[(৩ক) যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো ব্যক্তি সংঘ (association of persons), সেইক্ষেত্রে উহার আয়ের যে কোনো খাতের ক্ষতি ধারা ৩৭ এর অধীন কেবল উক্ত ব্যক্তি সংঘের অন্য কোনো খাতের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে, এবং উক্ত ব্যক্তি সংঘের কোনো সদস্যের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে না।

(৩খ) যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো ব্যক্তি সংঘের সদস্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি সংঘের কোনো ক্ষতি তাহার নিজস্ব কোনো আয়ের বিপরীতে জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে না।]

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যবসা বা পেশা পরিচালনাকারী ব্যক্তির উপর, উত্তরাধীকার ব্যতীত অন্য কোনোভাবে, কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে উক্ত ব্যবসা বা পেশার মালিকানা অর্পিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যবসা বা পেশা পরিচালনার কারণে যে ব্যক্তি ক্ষতি ঘটাইবেন, তিনি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তি উক্ত ক্ষতি অন্য কোনো খাতের আয়ের সহিত সমন্বয় করিতে পারিবেন না।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোনো অনিবন্ধিত ফার্মের” শব্দগুলির স্থলে “কোনো ফার্মের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা উপ-ধারা (৩) এর পর নূতন উপ-ধারা (৩ক) ও (৩খ) সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

(৫) গঠনতন্ত্র পরিবর্তিত হইয়াছে এইরূপ কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে,-

- (ক) কোনো আয়বর্ষে উক্ত ফার্ম উহার অবসরপ্রাপ্ত বা মৃত অংশীদারের শেয়ারের সমানুপাতের অতিরিক্ত অংশ, যদি থাকে, ক্ষতি হিসাবে সমন্বয় করিতে পারিবে না; এবং
- (খ) ফার্মের কোনো অংশীদারের ক্ষেত্রে উক্ত ক্ষতির কোনো অংশ যদি বন্টনযোগ্য না হয়, তাহা হইলে তিনি উক্ত ক্ষতির কোনো অংশের মুনাফা লাভের অধিকারী হইবেন না।

(৬) যেক্ষেত্রে কোনো বৎসরের কর নির্ধারণীর ক্ষেত্রে, করধার্ষযোগ্য কোনো মুনাফা বা আয় না থাকায় অথবা মুনাফা বা আয় বিয়োজনযোগ্য সুবিধা অপেক্ষা কম হওয়ায় ধারা ২৯ (১) (জ) এ উল্লিখিত পূর্ণ বিয়োজন সুবিধা কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (৭) এর বিধান সাপেক্ষে, যে বিয়োজন সুবিধা বা, ক্ষেত্রমত, উহার অংশবিশেষ কার্যকর করা সম্ভব হয় নাই, তাহা পরবর্তী বৎসরের অবচয় ভাতার সহিত যুক্ত করা যাইবে এবং উহা উক্ত বিয়োজন সুবিধার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে অথবা যদি উক্ত বৎসরের জন্য এইরূপ কোনো বিয়োজন সুবিধা না থাকে, তাহা হইলে উহা পরবর্তী বৎসরের বিয়োজনযোগ্য সুবিধা হিসাবে গণ্য হইবে এবং অনুরূপভাবে পরবর্তী বৎসরগুলোতে অব্যাহত থাকিবে।

(৭) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৬) এর অধীনও অবচয় ছাড়ের জের টানিতে হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ৩৮ ও ৩৯ (২) এর বিধানাবলি প্রথমে প্রযোজ্য হইবে।

৪৩। মোট আয় পরিগণনা।- (১) কর আরোপের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই অধ্যাদেশে বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে করদাতার মোট আয় পরিগণনা করিতে হইবে।

(২) করদাতার মোট আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-খ এ বর্ণিত যে কোনো অব্যাহতি বা বিয়োজন সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং ধারা ১৯ এর অধীন করদাতার আয় হিসাবে গণ্য আয় উক্ত ধারায় বর্ণিত সীমা, শর্ত ও যোগ্যতা অনুসারে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে করদাতা কোনো ফার্মের অংশীদার, সেইক্ষেত্রে, উক্ত ফার্ম লাভ বা ক্ষতি যাহাই করুক না কেন, তাহার অংশ বাবদ (নিট লাভ বা ক্ষতি যাহাই ঘটুক) তাহাকে পরিশোধযোগ্য যে কোনো বেতন, সুদ, কমিশন অথবা অন্য কোনো পারিতোষিক প্রদান করিবার পর, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে যে কোনো অংশীদারকে প্রদেয় যে কোনো সুদ, বেতন, কমিশন বা অন্যান্য পারিতোষিক ¹[***] বাদ দেওয়ার পর, ফার্মের লাভ কিংবা ক্ষতি যথাক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হউক বা হ্রাসপ্রাপ্ত হউক, তাহার শেয়ার নির্ধারিত হইবে এবং এইরূপ শেয়ার তাহার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ হিসাবের পর যদি তাহার শেয়ার ক্ষতি হয়, তাহা হইলে উক্ত ক্ষতি সমন্বয় বা জের টানা যাইবে এবং সমন্বয়ের ক্ষেত্রে, ধারা ৪২ এর বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।

(৪) কোনো একক ব্যক্তির কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে মোট আয় পরিগণনাকালে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “এবং কোনো নিবন্ধিত ফার্মের ক্ষেত্রে, ইহার দ্বারা পরিশোধযোগ্য করও” কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত।

(ক) অনুরূপ ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী অথবা নাবালক সন্তানের যে পরিমাণ আয়, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, নিম্নোক্ত উপায়ে উদ্ভূত হয়, যথা:-

- (অ) উক্ত ব্যক্তি যে ফার্মের অংশীদার সেই ফার্মে তাহার স্বামী বা স্ত্রীর সদস্যপদ হইতে;
- (আ) উক্ত ব্যক্তি যে ফার্মের অংশীদার সেই ফার্মের অংশীদার সুবিধা গ্রহণের জন্য তাহার কোনো নাবালক সন্তানের যোগদানের মাধ্যমে;
- (ই) ¹[দান বা পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে] অথবা পৃথকভাবে বসবাসের চুক্তি ব্যতীত, কোনো সম্পত্তি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে তাহার স্বামী বা স্ত্রীকে হস্তান্তরের মাধ্যমে; বা
- (ঈ) ²[দান বা পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে], বিবাহিতা কন্যা ব্যতিরেকে কোনো নাবালক সন্তানের নিকট উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে; এবং

(খ) কোনো ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক তাহার স্বামী বা স্ত্রী অথবা নাবালক সন্তান অথবা উভয়ের কল্যাণের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘের নিকট, ³[দান বা পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে], হস্তান্তরিত সম্পত্তি হইতে উদ্ভূত উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিসংঘের অর্জিত আয়।

(৫) ⁴[বন্দোবস্তকারী (settlor)] বা বিলিবন্দেজকারী (disponer) এর নিকট থাকা সম্পত্তির প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য বন্দোবস্তের ফলে কোনো ব্যক্তির অর্জিত সকল আয় ⁵[বন্দোবস্তকারী (settlor)] বা বিলিবন্দেজকারীর আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে এবং কোনো ব্যক্তির নিকট প্রত্যাহারযোগ্য সম্পত্তি হস্তান্তরের মাধ্যমে অর্জিত সকল আয় হস্তান্তরকারীর আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে ⁶।

[***]

(৬) উপ-ধারা (৫) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে,-

(ক) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো আয় বা সম্পত্তি ⁷[বন্দোবস্তকারী], বিলিবন্দেজকারী বা হস্তান্তরকারীর নিকট পুনরায় ফেরত প্রদানের বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকিলে, অথবা যে কোনোভাবে

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে” শব্দগুলির পরিবর্তে “দান বা পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে” শব্দগুলির পরিবর্তে “দান বা পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে” শব্দগুলির পরিবর্তে “দান বা পর্যাপ্ত প্রতিদান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “settler” শব্দের পরিবর্তে “settlor” প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “settler” শব্দের পরিবর্তে “settlor” প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা কোলনের “:” স্থলে দাঁড়ি “।” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ বিলুপ্ত।

⁷ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “settler” শব্দের পরিবর্তে “settlor” প্রতিস্থাপিত।

¹[বন্দোবস্তকারী], বিলিবন্দেজকারী বা হস্তান্তরকারীকে প্রত্যক্ষভাবে উক্ত আয় বা সম্পত্তির উপর ক্ষমতা ফেরত প্রদানের অধিকার প্রদান করা হইলে, উক্ত বন্দোবস্ত, বিলিবন্দেজ বা হস্তান্তর প্রত্যাহারযোগ্য মর্মে গণ্য হইবে;

- (খ) “বন্দোবস্ত বা বিলিবন্দেজ” অভিব্যক্তি অর্থে যে কোনো বিলিবন্দেজ, ট্রাস্ট, চুক্তিপত্র, ঐকমত্য অথবা ব্যবস্থাপত্র, ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং বন্দোবস্ত বা বিলিবন্দেজের সূত্রে, ²[“বন্দোবস্তকারী” বা বিলিবন্দেজকারী” অভিব্যক্তি অর্থে বন্দোবস্ত বা বিলিবন্দেজ করিয়াছেন এইরূপ যে কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

অধ্যায় ৬

অব্যাহতি ও ছাড় (Exemptions and Allowances)

৪৪। **অব্যাহতি**- (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-ক এ উল্লিখিত কোনো আয় বা কোনো শ্রেণিভুক্ত আয় অথবা কোনো ব্যক্তি বা কোনো শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিবর্গের আয় উক্ত তপশিলে বর্ণিত সীমা, শর্তাবলি ও যোগ্যতা সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য কর হইতে অব্যাহতি পাইবে এবং এই অধ্যাদেশের অধীন মোট আয় পরিগণনাকালে করযোগ্য আয়ের আওতা বহির্ভূত থাকিবে।

³[(২) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি এবং ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-খ এ বর্ণিত সীমা, শর্তাবলি ও যোগ্যতা সাপেক্ষে,-

- (ক) উক্ত খ অংশের ১৫ ও ১৬ দফায় উল্লিখিত কোনো আয় বা কোনো পরিমাণ অর্থের জন্য করদাতাকে কোনো কর পরিশোধ করিতে হইবে না; এবং

⁴[(খ) বাংলাদেশি নিবাসী বা অনিবাসী কোনো করদাতা তাহার মোট আয়ের উপর পরিশোধ্য কর হইতে নিম্নবর্ণিত সারণিতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ রেয়াত পাইবার অধিকারী হইবেন, যথা:-

⁵[

	মোট আয়	রেয়াতের পরিমাণ
অ.	মোট আয়ের পরিমাণ পনের লক্ষ টাকার অধিক না হইলে	রেয়াতযোগ্য পরিমাণ অর্থের ১৫%;
আ.	মোট আয়ের পরিমাণ পনের লক্ষ টাকার অধিক হইলে	রেয়াতযোগ্য পরিমাণ অর্থের ১০%;]

¹ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “settler” শব্দের পরিবর্তে “settlor” প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “settler” শব্দের পরিবর্তে “settlor” প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২৫(ক) দ্বারা দফা (খ) ও (গ) প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা সারণিটি প্রতিস্থাপিত।

(গ) দফা (খ) এ উল্লিখিত রেয়াতযোগ্য পরিমাণ (eligible amount) নিম্নবর্ণিত হার অপেক্ষা কম হইবে, যথা:-

(অ) ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-খ এর ১৫ ও ১৬ নং দফা ব্যতীত অন্য সকল দফায় উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ; অথবা

(আ) ধারা ৪৪ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হার প্রযোজ্য এইরূপ যে কোনো আয় অথবা ধারা ৮২গ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ বর্ণিত যে কোনো উৎস বা উৎসসমূহ হইতে উদ্ভূত আয় ব্যতীত মোট আয়ের উপর ২৫%; অথবা

(ই) এক কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকা।]

¹[***]

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এর অধীন অনুমোদনযোগ্য অর্থের পরিমাণ, কোনো অবস্থাতেই করদাতার মোট আয়ের ²[ত্রিশ শতাংশের (৩০%)] অধিক হইবে না।

(৪) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপে সংযোজন, বিয়োজন, পরিবর্তন বা যোগ্যতা নির্ধারণের মাধ্যমে ষষ্ঠ তপশিলের সংশোধন করিতে পারিবে; এবং

(খ) কোনো শ্রেণির আয় বা কোনো শ্রেণির ব্যক্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক আয়ের জন্য যে কোনো প্রকার কর অব্যাহতি, করের হার হ্রাস বা অন্য যে কোনো ধরনের সংশোধন করিতে পারিবে³।

***]

⁴[(৫) উপ-ধারা (৪) এর দফা (খ) বা অধ্যায় ৬ এর অন্যান্য ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

(ক) কোনো ব্যক্তির আয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের ক্ষেত্রে-

(অ) কর হইতে অব্যাহতি পাইবে না; বা

(আ) হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য হইবে না;

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২৫(খ) দ্বারা উপ-ধারা (৩) বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা “বিশ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা কোলনের “:” স্থলে দাঁড়ি “।” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২৫(গ) দ্বারা উপ-ধারা (৫) সংযোজিত।

যদি উক্ত ব্যক্তি কোনো আয় নির্ধারণী বৎসরে ধারা ৭৫ এর অধীন আবশ্যিক আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন।

- (খ) কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুবিধাপ্রাপ্ত খাত বা ব্যক্তির আয় পরিগণনায় ধারা ৩০ এর অধীন ব্যয়জনিত বিয়োজন সুবিধা পাইতে ব্যর্থ বলিয়া প্রতিভাত হইলে, উক্ত আয় অনুরূপ খাত বা, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের জন্য নিয়মিত হারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।]

৪৫। শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয় অব্যাহতি।- (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জুলাই ১৯৭৪ হইতে ৩০ জুন ১৯৮৫ (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়, মুনাফা ও লাভ নিম্নবর্ণিত মেয়াদকালে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইবে, যথা:-

- (ক) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, “বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল” হিসাবে ঘোষিত হইতে পারে এইরূপ এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী বারো বৎসরের জন্য;
- (খ) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারিত এলাকায় স্থাপিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী নয় বৎসরের জন্য;
- (গ) অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে, শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “শিল্প প্রতিষ্ঠান” অর্থে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত হইবে যদি উক্তরূপ সম্প্রসারণ-

- (ক) একই ধরনের বা অন্য ধরনের পণ্য বা শ্রেণিভুক্ত পণ্য উৎপাদনের জন্য স্বতন্ত্র কোনো ইউনিট গঠন করে; বা
- (খ) স্বতন্ত্র শিল্প প্রক্রিয়া পরিচালনা করে এইরূপ একই ধরনের ইউনিট গঠন করে, তবে বিদ্যমান ব্যবসার বিভাজন বা উহার পুনর্গঠন দ্বারা বা বাংলাদেশে বিদ্যমান ব্যবসা হইতে মেশিনারি বা স্থাপনা হস্তান্তরের মাধ্যমে গঠিত কোনো নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান (অতঃপর “উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান” হিসাবে উল্লিখিত) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে, উহাদের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অব্যাহতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

- (ক) উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান-
- (অ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন বলে বা আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশে সদর দপ্তর অবস্থিত এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত; বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধনকৃত এইরূপ কোনো কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাইবার তারিখে যাহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল অন্যান্য এক লক্ষ টাকা;

(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত কোনো শ্রেণির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত;

(গ) উক্ত প্রতিষ্ঠানে এই ধারার অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের পুনর্বিনিয়োগ করা হইয়াছে বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হইয়াছে এবং অনুরূপ পুনর্বিনিয়োগ বা বিনিয়োগের পরিমাণ-

(অ) উক্ত আয়ের পনের শতাংশের কম নয়, যদি উহা উপ-ধারা (১) (ক) ও (খ) এ উল্লিখিত এলাকায় স্থাপিত কোনো প্রতিষ্ঠান হয়; এবং

(আ) অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে, উক্ত আয়ের ত্রিশ শতাংশের কম নয়;

(ঘ) উক্ত প্রতিষ্ঠান, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে;

(ঙ) উক্ত প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখ হইতে একশত বিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক একটি আবেদনপত্র এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপরি-উক্ত একশত বিশ দিনের মেয়াদ উত্তীর্ণের পরও বোর্ড কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করিতে পারিবে যদি উহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত মেয়াদের মধ্যে আবেদন দাখিল করিতে না পারিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

¹[(২ক) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ১৯৮৫ হইতে ৩০ জুন, ²[১৯৯৫] (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়, মুনাফা ও লাভ এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য কর প্রদান হইতে নিম্নবর্ণিত মেয়াদকালের জন্য অব্যাহতি পাইবে-

(ক) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, “বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল” হিসাবে ঘোষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী বারো বৎসরের জন্য;

¹ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (২ক) এবং (২খ) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “২০০০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “১৯৯৫” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

- (খ) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, “অধিকতর স্বল্পোন্নত এলাকা” হিসাবে ঘোষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী নয় বৎসরের জন্য;
- (গ) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, “স্বল্পোন্নত এলাকা” হিসাবে ঘোষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী ¹[সাত বৎসরের] জন্য; এবং
- (ঘ) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা, চট্টগ্রাম বা খুলনা মহানগরীতে বা নারায়ণগঞ্জ পৌরসভায় বা উহাদের বহিসীমানা হইতে দশ মাইলের অভ্যন্তরের কোনো এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী ²[পাঁচ বৎসরের] জন্য।

(২খ) উপ-ধারা (২ক) এর অধীন অব্যাহতিসমূহ এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে (অতঃপর ‘উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান’ বলিয়া উল্লিখিত) প্রযোজ্য হইবে যে সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে, যথা:-

(ক) উক্ত প্রতিষ্ঠান-

(অ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনবলে বা আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যাহার সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত; বা

(আ) ³[কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)] এর অধীন নিবন্ধনকৃত এইরূপ কোনো কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদনে যাইবার তারিখে যাহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন অনূন্য এক লক্ষ টাকা ছিল;

(খ) উক্ত প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্দিষ্টকৃত কোনো শ্রেণির শিল্পের অন্তর্ভুক্ত;

⁴[⁵[****]]

(গগ) উপ-ধারা (২ক) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের এইরূপ একটি অংশ উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত ⁶[মেয়াদের মধ্যে, অথবা উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির এক বৎসরের মধ্যে] উক্ত প্রতিষ্ঠানে বা নূতন

¹ আয়-কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা “ছয় বৎসরের” শব্দগুলির পরিবর্তে “সাত বৎসরের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² আয়-কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা “চার বৎসরের” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ বৎসরের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (গ) এর পরিবর্তে দফা (গ) ও (গগ) প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (গ) বিলুপ্ত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যে” শব্দগুলির পরিবর্তে “মেয়াদের মধ্যে, অথবা উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির এক বৎসরের মধ্যে” কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা পাবলিক কোম্পানীর স্টক ও শেয়ারের বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের ন্যায় উৎপাদনমুখী পরিসম্পদে বিনিয়োগ করা হয় যাহার পরিমাণ উক্ত আয়ের অনূন ¹[ত্রিশ শতাংশ (৩০%)], এবং উহার ব্যর্থতায়, এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কর বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই বৎসরের জন্য উক্তরূপ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে²।:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত কোম্পানী কর্তৃক কোনো লভ্যাংশ ঘোষিত হইলে, এই দফায় উল্লিখিত আবশ্যিক বিনিয়োগের পরিমাণ (quantum of investment) উক্তরূপ ডিভিডেন্ডের পরিমাণ দ্বারা, যদি থাকে, হ্রাস করা যাইবে;]]

- (ঘ) উক্ত প্রতিষ্ঠান, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে;
- (ঙ) প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখ হইতে ³[একশত আশি দিনের] মধ্যে নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক একটি আবেদনপত্র এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিয়াছে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপরি-উক্ত ⁴[একশত আশি দিনের] মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও বোর্ড কোনো আবেদনপত্র গ্রহণ করিতে পারিবে যদি উহা এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত মেয়াদের মধ্যে আবেদন দাখিল করিতে না পারিবার পর্যাপ্ত কারণ রহিয়াছে।

⁵[(২গ) বোর্ড উপ-ধারা (২খ) এর দফা (ঙ) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ⁶[তিন মাসের] মধ্যে তৎসম্পর্কে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের ব্যর্থতায় শিল্প প্রতিষ্ঠানটি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।]

(৩) এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানের আয়, মুনাফা ও লাভ ধারা ২৮ ও ২৯ এর বিধানাবলি অনুসারে পরিগণনা করিতে হইবে:

⁷[তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় বিবেচনার ক্ষেত্রে তৃতীয় তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কেবল সাধারণ অবচয়ের জন্য ছাড় সুবিধা অনুমোদিত হইবে।]

(৪) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ করদাতার অন্য আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে, যদি থাকে, পৃথকভাবে হিসাব করা হইবে এবং করদাতা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, পরবর্তী বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভের

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “পঁচিশ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা সেমিকোলন “;” এর স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১০ দ্বারা “একশত কুড়ি দিনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “একশত আশি দিনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১০ দ্বারা “একশত কুড়ি দিনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “একশত আশি দিনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (২গ) সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “ছয় মাস” শব্দগুলির পরিবর্তে “তিন মাস” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

বিপরীতে উক্ত ক্ষতির জের টানা ও সমন্বয় করা হইবে এবং এইরূপ সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব না হইলে, অসমন্বয়কৃত পরিমাণ ক্ষতি তৎপরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইভাবে সম্পূর্ণ সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত জের টানা অব্যাহত থাকিবে, তবে কোনো ক্ষতির জের এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত অব্যাহতির মেয়াদের অধিক হইতে পারিবে না।

(৫) এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে অব্যাহতি প্রদান করে মর্মে বিবেচিত হইবে না, যথা:-

- (ক) এই ধারার অধীন কোনো কোম্পানীর কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ হইতে উহার শেয়ার হোল্ডারগণকে পরিশোধকৃত, ক্রেডিট প্রদানকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা পরিশোধকৃত, ক্রেডিট প্রদানকৃত বা বণ্টনকৃত মর্মে গণ্য লভ্যাংশ; এবং
- (খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের “মূলধনি আয়” খাতে শ্রেণিভুক্তযোগ্য কোনো আয়, যাহা ধারা ৩১ এর বিধানের অধীন কর ধার্যযোগ্য।

(৬) এই ধারার অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদনের পর যদি পরবর্তীতে উপ-কর কমিশনারে নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই ধারার এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে যে অব্যাহতি প্রকৃতই অনুমোদিত হইয়াছে, তাহা ভুলক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য পুনরায় করদাতার মোট আয় এবং পরিশোধযোগ্য কর নিরূপণ করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে ধারা ৯৩ বা ৯৪ এর বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব, অনুরূপ বিধান লঙ্ঘনের তথ্য যে আয়বর্ষে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই আয়বর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট করবর্ষ সমাপ্তির পর হইতে ধারা ৯৪ এ বর্ণিত দুই বৎসর সময়কাল গণনাপূর্বক প্রযোজ্য হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উহা বাতিলের জন্য অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ছয় মাসের মধ্যে বোর্ড বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

¹[(৮) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন মঞ্জুরকৃত যে কোনো অব্যাহতি বাতিল অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিত করিতে পারিবে।]

৪৬। **পর্যটন শিল্পের আয় হইতে অব্যাহতি।-** (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জানুয়ারি, ১৯৭৬ হইতে ৩০ জুন ১৯৮৫ (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে স্থাপিত পর্যটন শিল্পের আয়, মুনাফা ও লাভ নিম্নবর্ণিত মেয়াদকালে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইবে, যথা:-

- (ক) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, “বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল” হিসাবে ঘোষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক সেবা শুরুর মাস হইতে পরবর্তী বারো বৎসরের জন্য;
- (খ) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা, চট্টগ্রাম, খুলনা ও রাজশাহী মহানগরীতে এবং উক্ত মহানগরীসমূহের বহিসীমানা হইতে পনের মাইলের অভ্যন্তরের কোনো এলাকায় অবস্থিত হয়,

¹ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (৮) সংযোজিত।

তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক সেবা শুরুর মাস হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য;
এবং

- (গ) অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে, শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক সেবা শুরুর মাস হইতে পরবর্তী সাত বৎসরের জন্য।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “পর্যটন শিল্প” অভিব্যক্তি অর্থে এইরূপ ব্যবসা, শিল্প বা শিল্প উদ্যোগকে বুঝাইবে যাহা পর্যটকদের খাদ্য সরবরাহসহ হোটেল, মোটেল, ¹[হান্টিং লজ, চিত্তবিনোদন ও থিম পার্ক, হোলিডে হোম, ট্যুরিস্ট রিসোর্ট, পারিবারিক আনন্দ ও খেলার স্থান, এনার্জি পার্ক] এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত মানের বেসরকারি পিকনিক স্পট স্থাপন অথবা পরিচালনা করিয়া থাকে।

(২) যে সকল পর্যটন শিল্প (অতঃপর “উক্ত শিল্প” বলিয়া উল্লিখিত) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে উহাদের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অব্যাহতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

- (ক) উক্ত শিল্প কোনো বাংলাদেশি কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং বাণিজ্যিক সেবায় যাইবার তারিখে উহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল অনূন্য এক লক্ষ টাকা;
- (খ) উক্ত শিল্পের বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত সেবা সুবিধাসমূহ রহিয়াছে;
- (গ) উক্ত শিল্প হইতে উদ্ভূত আয়, মুনাফা বা লাভের একটি অংশ, যাহা উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত, উক্ত শিল্পে পুনর্বিনিয়োগ করা হয় অথবা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয় এবং উক্তরূপ পুনর্বিনিয়োগ বা বিনিয়োগের পরিমাণ-
- (অ) অনুরূপ আয়ের ত্রিশ শতাংশের কম নয়, যেক্ষেত্রে উহা উপ-ধারা (১) (খ) এ উল্লিখিত এলাকায় স্থাপিত কোনো শিল্প; এবং
- (আ) অনুরূপ আয়ের পনের শতাংশের কম নয়, যেক্ষেত্রে উহা অন্যান্য এলাকায় স্থাপিত কোনো শিল্প;
- (ঘ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত শিল্প বাণিজ্যিক সেবা শুরুর তারিখ হইতে একশত বিশ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক একটি আবেদনপত্র বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করিয়াছে;
- (ঙ) উক্ত শিল্প এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে।

¹ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা “হান্টিং লজ” শব্দগুলির পরিবর্তে “হান্টিং লজ, চিত্তবিনোদন ও থিম পার্ক, হোলিডে হোম, ট্যুরিস্ট রিসোর্ট, পারিবারিক আনন্দ ও খেলার স্থান, এনার্জি পার্ক” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

¹[(২ক) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জুলাই ১৯৮৫ হইতে ৩০ জুন ²[২০০০] (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে স্থাপিত পর্যটন শিল্পের আয়, মুনাফা ও লাভ নিম্নবর্ণিত মেয়াদকালে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইবে, যথা:-

- (ক) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, “বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল” হিসাবে ঘোষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক সেবা প্রদান শুরুর মাস হইতে পরবর্তী বারো বৎসরের জন্য;
- (খ) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, “অধিকতর স্বল্পোন্নত এলাকা” হিসাবে ঘোষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক সেবা প্রদান শুরুর মাস হইতে পরবর্তী নয় বৎসরের জন্য;
- (গ) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, “স্বল্পোন্নত এলাকা” হিসাবে ঘোষিত এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক সেবা প্রদান শুরুর মাস হইতে পরবর্তী ³[সাত বৎসরের] জন্য; এবং
- (ঘ) যদি শিল্প প্রতিষ্ঠানটি ঢাকা, চট্টগ্রাম বা খুলনা মহানগরীতে বা রাজশাহী পৌরসভায় বা, উহাদের বহিসীমানা হইতে ১৫ (পনের) মাইলের অভ্যন্তরের কোনো এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে শিল্প প্রতিষ্ঠানটি বাণিজ্যিক সেবা প্রদান শুরুর মাস হইতে পরবর্তী ⁴[পাঁচ বৎসরের] জন্য।

(২খ) যে সকল পর্যটন শিল্প (অতঃপর “উক্ত শিল্প” বলিয়া উল্লিখিত) নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে উহাদের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২ক) এর অব্যাহতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

- (ক) উক্ত শিল্প কোনো বাংলাদেশি কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং বাণিজ্যিক সেবায় যাইবার তারিখে উহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল অনূন্য এক লক্ষ টাকা;
- (খ) উক্ত শিল্পের বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত সেবা সুবিধাসমূহ রহিয়াছে;

⁵[⁶[***]]

¹ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (২ক) এবং (২খ) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “১৯৯০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০০০” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

³ আয়-কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা “ছয় বৎসরের” শব্দগুলির পরিবর্তে “সাত বৎসরের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ আয়-কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৫০ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৩ দ্বারা “চার বৎসরের” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ বৎসরের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা পূর্ববর্তী দফা (গ) এর পরিবর্তে দফা (গ) ও (গগ) প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (গ) বিলুপ্ত।

(গগ) উপ-ধারা (২ক) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের এইরূপ একটি অংশ উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত¹[মেয়াদের মধ্যে, অথবা উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির এক বৎসরের মধ্যে] উক্ত প্রতিষ্ঠানে বা নূতন কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে বা পাবলিক কোম্পানীর স্টক ও শেয়ারের বা সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ডের ন্যায় উৎপাদনমুখী পরিসম্পদে বিনিয়োগ করা হয় যাহার পরিমাণ উক্ত আয়ের অন্যান্য²[পঁচিশ শতাংশ], এবং উহার ব্যর্থতায়, এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে করবর্ষের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই বৎসরের জন্য উক্তরূপ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে³।:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোম্পানী কর্তৃক কোনো লভ্যাংশ ঘোষিত হইলে, এই দফায় উল্লিখিত আবশ্যিক বিনিয়োগের পরিমাণ (quantum of investment) উক্তরূপ ডিভিডেন্ডের পরিমাণ দ্বারা, যদি থাকে, হ্রাস করা যাইবে;]

(ঘ) বাণিজ্যিক সেবা প্রদান শুরুর তারিখ হইতে⁴[একশত আশি দিনের] মধ্যে নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক একটি আবেদনপত্র এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ডের নিকট অনুমোদনের জন্য দাখিল করা হইয়াছে;

(ঙ) উক্ত শিল্প এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে।]

⁵[(২গ) বোর্ড উপ-ধারা (২খ) এর দফা (ঘ) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির⁶[তিন মাসের] মধ্যে তৎসম্পর্কে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং এইরূপ সিদ্ধান্ত প্রদানের ব্যর্থতায় শিল্পটি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।]

(৩) এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ উক্ত শিল্পের আয়, মুনাফা ও লাভ ধারা ২৮ ও ২৯ এর বিধানাবলি অনুসারে পরিগণনা করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় বিবেচনার ক্ষেত্রে তৃতীয় তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত কেবল সাধারণ অবচয়ের জন্য ছাড় সুবিধা অনুমোদিত হইবে।

(৪) উক্ত শিল্পের মুনাফা ও লাভ করদাতার অন্য আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে, যদি থাকে, পৃথকভাবে হিসাব করা হইবে এবং করদাতা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, পরবর্তী বৎসরে উক্ত শিল্পের মুনাফা ও লাভের বিপরীতে উক্ত ক্ষতির জের টানা ও সমন্বয় করা হইবে এবং এইরূপ সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব না হইলে, অসমন্বয়কৃত পরিমাণ ক্ষতি

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যে” শব্দগুলির পরিবর্তে “মেয়াদের মধ্যে, অথবা উক্ত মেয়াদ সমাপ্তির এক বৎসরের মধ্যে” কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “বিশ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঁচিশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা সেমিকোলন “;” এর স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

⁴ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১০ দ্বারা “একশত কুড়ি দিনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “একশত আশি দিনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (২গ) সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “ছয় মাস” শব্দগুলির পরিবর্তে “তিন মাস” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

তৎপরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইভাবে সম্পূর্ণ সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত জের টানা অব্যাহত থাকিবে, তবে কোনো ক্ষতির জের এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত অব্যাহতির মেয়াদের অধিক হইতে পারিবে না।

(৫) এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহকে অব্যাহতি প্রদান করে মর্মে বিবেচিত হইবে না, যথা:-

- (ক) এই ধারার অধীন কোনো কোম্পানীর কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ হইতে উহার শেয়ার হোল্ডারগণকে পরিশোধকৃত, ক্রেডিট প্রদানকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা পরিশোধকৃত, ক্রেডিট প্রদানকৃত বা বণ্টনকৃত মর্মে গণ্য লভ্যাংশ; এবং
- (খ) উক্ত শিল্পের “মূলধনি আয়” খাতে শ্রেণিভুক্তযোগ্য কোনো আয়, যাহা ধারা ৩১ এর বিধানের অধীন কর ধার্যযোগ্য।

(৬) এই ধারার অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদনের পর যদি পরবর্তীতে উপ-কর কমিশনারে নিকট প্রতীয়মান হয় যে, এই ধারার এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে যে অব্যাহতি প্রকৃতই অনুমোদিত হইয়াছে, তাহা তুলক্রমে অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য পুনরায় করদাতার মোট আয় এবং পরিশোধযোগ্য কর নিরূপণ করিবেন এবং উক্ত ক্ষেত্রে ধারা ৯৩ বা ৯৪ এর বিধানসমূহ, যতদূর সম্ভব, অনুরূপ বিধান লঙ্ঘনের তথ্য যে আয়বর্ষে প্রকাশ পাইয়াছিল, সেই আয়বর্ষের সহিত সংশ্লিষ্ট করবর্ষ সমাপ্তির পর হইতে ধারা ৯৪ এ বর্ণিত দুই বৎসর সময়কাল গণনাপূর্বক প্রযোজ্য হইবে।

(৭) এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত কোনো পর্যটন শিল্প উহা বাতিলের জন্য অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক ছয় মাসের মধ্যে বোর্ড বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে এবং তৎপরিপ্রেক্ষিতে বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

¹[(৮) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন মঞ্জুরকৃত যে কোনো অব্যাহতি বাতিল অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিত করিতে পারিবে।]

²[৪৬ক। **কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, নূতন শিল্প স্থাপনা, ইত্যাদির কর অব্যাহতি।-** (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ১৯৯৫ হইতে ৩০³ [জুন, ২০০৮] (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে স্থাপিত হইয়াছে এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প বা ভৌত-অবকাঠামো হইতে, অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত, ⁴[ধারা ২৮ এর অধীন প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ] নিম্নবর্ণিত মেয়াদকালে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য আয়কর হইতে অব্যাহতি পাইবে, যথা:-

¹ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (৮) সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা ৪৬ক সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা “জুন, ২০০৫” শব্দ, কমা ও সংখ্যার পরিবর্তে “জুন, ২০০৮” শব্দ, কমা ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা “মুনাফা ও লাভ এর” শব্দগুলির পরিবর্তে “ধারা ২৮ এর অধীন প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

- (ক) যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান পার্বত্য জেলা রাজ্যামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি ব্যতীত ¹[ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে] স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন অথবা বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড শুরু হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ²[চার] বৎসরের জন্য;
- (খ) যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান ³[রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশাল বিভাগ] এবং পার্বত্য জেলা রাজ্যামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়িতে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন বা কর্মকাণ্ড শুরু হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ⁴[ছয়] বৎসরের জন্য।

⁵[***]

⁶[(১ক) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শিল্প প্রতিষ্ঠান, পর্যটন শিল্প বা ভৌত-অবকাঠামোগত সুবিধাদি অর্থে কোনো বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত হইবে না,-

- (অ) “শিল্প প্রতিষ্ঠান” অর্থ টেক্সটাইল, টেক্সটাইল মেশিনারী, হাই ভেলু গার্মেন্টস, ফার্মাসিউটিক্যালস, মেলামাইন, প্লাস্টিকের পণ্য, সিরামিক, সেনিটারী সামগ্রী, লৌহ আকরিক হইতে ইস্পাত, সার, কীটনাশক ও বালাইনাশক, কম্পিউটার হার্ড-ওয়ার, পেট্রো-ক্যামিক্যাল, ড্রাগ, কেমিক্যালস ও ফার্মাসিউটিক্যালস এর মৌলিক উপাদান, কৃষি কাজে ব্যবহৃতব্য যন্ত্রাদি, জাহাজ নির্মাণ, বয়লার, কম্প্রসার উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত কোনো শিল্প এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠান;

ব্যাখ্যা।— “হাই ভেলু গার্মেন্টস” অর্থ ওভারকোট, জ্যাকেট ও স্যুট;

- (আ) “ভৌত-অবকাঠামো সুবিধা” অর্থ সমুদ্র বা নদী বন্দর, কন্টেইনার টার্মিনাল, অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো, কন্টেইনার ফ্রেইট স্টেশন, এলএনজি টার্মিনাল ও সঞ্চালন লাইন, সিএনজি টার্মিনাল ও সঞ্চালন লাইন, গ্যাস পাইপ লাইন, ফ্লাই-ওভার, বৃহৎ পানি শোধনাগার ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ, বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্লান্ট, ⁷[সৌর শক্তি স্থাপনা,] রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো ধরনের ভৌত অবকাঠামো;

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ঢাকা এবং চট্টগ্রাম এবং সিলেট বিভাগে” শব্দগুলির পরিবর্তে “ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা “পাঁচ” শব্দটির পরিবর্তে “চার” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “রাজশাহী, খুলনা এবং বরিশাল বিভাগে” কমা ও শব্দগুলির পরিবর্তে “রাজশাহী, খুলনা, সিলেট এবং বরিশাল বিভাগে” কমা ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা “সাত” শব্দটির পরিবর্তে “ছয়” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা ব্যাখ্যা বিলুপ্ত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা “সৌর শক্তি স্থাপনা” শব্দগুলি ও কমা সংযোজিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(ই) “পর্যটন শিল্প” অর্থ তিন তারকা বা তদূর্ধ্ব মানসম্পন্ন আবাসিক হোটেল এবং সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো ধরনের পর্যটন শিল্প সুবিধা।]

(২) উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অব্যাহতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যদি উহা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে, যথা:-

(ক) উক্ত প্রতিষ্ঠান-

(অ) সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন বলে বা আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশে সদর দপ্তর অবস্থিত এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত; বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) ও কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধনকৃত এইরূপ কোনো কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন বা কর্মকাণ্ড শুরুর তারিখে যাহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল অন্যান্য এক লক্ষ টাকা;

¹[***]

²[(গ) উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের ত্রিশ শতাংশ উক্ত প্রতিষ্ঠানে বা নব-গঠিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে অব্যাহতি প্রাপ্তির সময়ে বা উক্ত উপ-ধারার সূত্রে যে সময়ে উক্ত অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছে উক্ত সময় সমাপ্তির এক বৎসরের মধ্যে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং তদতিরিক্ত উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের আরও শতকরা দশ শতাংশ প্রত্যেক আয়বর্ষ সমাপ্তির তিন মাসের মধ্যে স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করিতে হইবে যাহার ব্যত্যয় ঘটিলে, এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে করবর্ষের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল সেই বৎসরের জন্য উক্তরূপ অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোম্পানী কর্তৃক কোনো লভ্যাংশ ঘোষিত হইলে, এই দফায় উল্লিখিত আবশ্যিক বিনিয়োগের পরিমাণ (quantum of investment) উক্তরূপ লভ্যাংশের পরিমাণ দ্বারা, যদি থাকে, হ্রাস করা যাইবে³।

তবে আরও শর্ত থাকে যে, কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ের বিষয়ে এই দফায় উল্লিখিত বিধানটি কোনো তৈরী পোষাক শিল্পের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি উক্ত অব্যাহতি প্রাপ্তির সময়সীমার মধ্যে অথবা উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত অব্যাহতি

¹ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা দফা (খ) ও ব্যাখ্যা বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা দফা (গ) প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর নতুন শর্তাংশ সংযোজিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

প্রাপ্তির সময়সীমা অতিক্রমের পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের চল্লিশ শতাংশ বর্ণিত শিল্প স্থাপনায় অথবা অন্য কোনো নতুন শিল্প স্থাপনায় পুনঃবিনিয়োগ করা হয়;]

- (ঘ) উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে চলমান কোনো ব্যবসার পুনর্গঠন বা এইরূপ ব্যবসার বিভাজন দ্বারা গঠিত হয় নাই অথবা বাংলাদেশে নতুন ব্যবসা শুরুর পূর্বে যে কোনো সময় বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসার যান্ত্রিক সরঞ্জাম অথবা স্থাপনা হস্তান্তর করিবার মাধ্যমে গঠিত হয় নাই;
- (ঙ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে এবং সংশ্লিষ্ট আয় বৎসরের জন্য উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে;
- (চ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাণিজ্যিক উৎপাদন বা কর্মকাণ্ড শুরুর ¹[মাস শেষ হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে,] নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে।

²[(২ক) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে -

- (ক) এই ধারার অধীন কর অব্যাহতি ভোগ করিতেছে এইরূপ উক্ত কোনো প্রতিষ্ঠান অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর সহিত বাণিজ্যিক লেনদেনে সম্পৃক্ত থাকে যাহার এক বা একাধিক সাধারণ স্পন্সর পরিচালক রহিয়াছে; এবং
- (খ) উপ-কর কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণকালে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠান অন্য প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোম্পানীর আয়ে ঘাটতি সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিদ্যমান বাজার দরের তুলনায় উচ্চ মূল্যে অথবা নিম্ন মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করে,

সেইক্ষেত্রে যে কর নির্ধারণী বৎসরে উক্ত লেনদেন সংঘটিত হইয়াছে, সেই বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সুবিধা প্রত্যাহার করা হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।]

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ-ধারা (২) এর দফা (চ) এর অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ³[পঁয়তাল্লিশ দিনের] মধ্যে বোর্ড উক্ত বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যাহার ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে⁴।:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন তাহার দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।]

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “উক্ত তারিখ হইতে একশত আশি দিনের মধ্যে” শব্দগুলির পরিবর্তে “মাস শেষ হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা উপ-ধারা (২ক) প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা “ত্রিশ দিনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঁয়তাল্লিশ দিনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশে সংস্কৃত কোনো ব্যক্তির অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রাপ্তির চার মাসের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে এবং এতদুদ্দেশ্যে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ খাতে করযোগ্য আয়ের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রযোজ্য এই ধারার অধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে:

¹[তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় বিবেচনার ক্ষেত্রে কেবল তৃতীয় তপশিলের অনুচ্ছেদ ও এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সাধারণ অবচয় ভাতাসমূহ অনুমোদন করা যাইবে।]

(৬) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ করদাতার অন্য আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে, যদি থাকে, পৃথকভাবে হিসাব করা হইবে এবং করদাতা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, পরবর্তী বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ ও মুনাফার বিপরীতে এই ক্ষতির জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইরূপ সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব না হইলে, অসমন্বিত পরিমাণ ক্ষতি পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইভাবে সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত জের টানা অব্যাহত থাকিবে, তবে কোনো ক্ষতির জের উপ-ধারা (৩) বা (৪) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অব্যাহতির মেয়াদের অধিক হইতে পারিবে না।

(৭) সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো কিছু নির্ধারিত না হইলে, এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে এই ধারার অধীন ধার্যযোগ্য কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে না, যথা:-

- (ক) কোনো কোম্পানী কর্তৃক উহার শেয়ার হোল্ডারগণকে উহার মুনাফা ও লাভ হইতে পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত মর্মে গণ্য লভ্যাংশ; এবং
- (খ) উক্ত শিল্পের “মূলধনি লাভ” খাতে শ্রেণিভুক্তযোগ্য কোনো আয়, যাহা ধারা ৩১ এর অধীন কর ধার্যযোগ্য²;
- (গ) ধারা ৩০ এর অধীন প্রদত্ত বিয়োজন সুবিধাপ্রাপ্ত নহে উক্ত শিল্পের এইরূপ যে কোনো আয়³।

[[***]]

(৮) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদন করা হয় এবং কর নির্ধারণ করিবার সময় উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই ধারায় বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের অব্যাহতি অকার্যকর রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উপ-কর কমিশনার অনুরূপ বৎসরের জন্য পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫১ দ্বারা সেমিকোলন “;” ও “এবং” শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (গ) সংযোজিত।

³ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা সেমিকোলন “;” এর স্থলে দাঁড়ি “।” প্রতিস্থাপিত এবং দফা (ঘ) বিলুপ্ত।

(৯) এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত যে কোনো প্রতিষ্ঠান, উক্ত অনুমোদন পাইবার তারিখ হইতে পরবর্তী অনধিক এক বৎসরের মধ্যে উহা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ড বরাবর লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং এতদ্বিষয়ে বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(১০) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোনো অব্যাহতি বাতিল অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিত রাখিতে পারিবে।

(১১) বোর্ড উপ-ধারা (৩) এর অধীন অনুমোদন মঞ্জুর, উপ-ধারা (৪) এর অধীন পুনর্বিবেচনা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যান্য কর পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাবলি দাখিল এবং এই ধারা কার্যকর সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

৪৬খ। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জুলাই, ২০১১ হইতে ¹[জুন,²[২০১৯] এর মধ্যে স্থাপিত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির কর অব্যাহতি।- ³[(১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০১১ হইতে ⁴[৩০ জুন, ⁵[২০১৯]] (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান (অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত) হইতে ধারা ২৮ এর অধীন আয়, মুনাফা ও লাভের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সময় ও হারে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে, যথা:-

যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান-

⁶[(ক) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত ⁷[ঢাকা, ময়মনসিংহ ও] চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ১০০%
তৃতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৬০%
চতুর্থ বৎসরের জন্য	আয়ের ৪০%
পঞ্চম বৎসরের জন্য	আয়ের ২০% ;

¹ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৩(ক) দ্বারা “জুন, ২০১৩” শব্দ, সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে “জুন, ২০১৫” শব্দ, সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৪(ক) দ্বারা “২০১৫” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০১৯” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা উপ-ধারা (১), (২), (৩) ও (৪) প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ)(অ) দ্বারা “ ৩০ জুন, ২০১৩” শব্দ, সংখ্যা ও কমার পরিবর্তে “ ৩০ জুন, ২০১৫” শব্দ, সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৪(খ)(অ) দ্বারা “২০১৫” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০১৯” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৩(খ)(আ) দ্বারা দফা (ক) ও (খ) প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা “ঢাকা ও” শব্দগুলির পরিবর্তে “ঢাকা, ময়মনসিংহ ও” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[(খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত) এবং রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী দশ বৎসরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ১০০%
তৃতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৭০%
চতুর্থ বৎসরের জন্য	আয়ের ৫৫%
পঞ্চম বৎসরের জন্য	আয়ের ৪০%
ষষ্ঠ বৎসরের জন্য	আয়ের ২৫%
সপ্তম হইতে দশম বৎসরের জন্য	আয়ের ২০%:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি উপ-ধারা (২) এর দফা (ঙ) বা দফা (ঠ) তে উল্লিখিত কোনো আইটেম উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ বা চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই ধারার বিধানাবলির অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।]]

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “শিল্প প্রতিষ্ঠান” অর্থ কোনো শিল্প যাহা নিম্নবর্ণিত আইটেম উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত, যথা:-

- (ক) এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্ট ইন্ডাস্ট্রি এবং রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস ইন্ডাস্ট্রি;
- ²[(কক) অটোমোবাইল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি;]
- (খ) ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপটিভ ও রাবার ল্যাটেক্স;
- (গ) বেসিক কেমিক্যাল বা ডাইস ও কেমিক্যালস;
- (ঘ) ইলেক্ট্রনিক ইন্ডাস্ট্রির মৌলিক উপাদান (অর্থাৎ রেজিস্টেপ্স, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টর, ইনটিগ্রেটর সার্কিট);
- ³[(ঘঘ) বাই-সাইকেল ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি;]
- (ঙ) জৈব-সার;
- (চ) বায়োটেকনোলজি;
- (ছ) বয়লার;

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৪(খ)(আ) দ্বারা দফা (খ) প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২০(ক)(আ) দ্বারা দফা (কক) প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২০(ক)(আ) দ্বারা দফা (ঘঘ) প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[(ছছ) অটোমেটিক হাইব্রিড হফম্যান চুল্লিতে ²[বা ট্যানেল চুল্লি] প্রযুক্তিতে ইট প্রস্তুত;]

(জ) কম্প্রসার;

(ঝা) কম্পিউটার হার্ডওয়ার;

(ঞ) জ্বালানি সাশ্রয়ী সামগ্রী;

(ট) কীটনাশক ও বালাইনাশক;

(ঠ) পেট্রোকেমিক্যালস;

(ড) ফার্মাসিউটিক্যালস;

(ঢ) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফলমূল ও শাকসব্জি প্রক্রিয়াকরণ;

(ণ) রেডিও একটিভ (ডিফিউশন) এপলিকেশন ইন্ডাস্ট্রি (অর্থাৎ পলিমারের মান উন্নয়ন বা ধ্বংস বা খাদ্য সংরক্ষণ বা চিকিৎসা সামগ্রী জীবানুমুক্তকরণ);

(ত) টেক্সটাইল মেশিনারি;

(থ) টিসু গ্রাফটিং;³

(থথ) টায়ার ম্যানুফ্যাকচারিং ইন্ডাস্ট্রি; বা]

(দ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো প্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অব্যাহতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যদি উহা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে, যথা:-

(ক) উক্ত প্রতিষ্ঠান-

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৪(গ) দ্বারা দফা (ছছ) প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২(ক)(ই) দ্বারা “হফম্যান চুল্লি” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাট্যানেল চুল্লি” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২(ক)(ঈ) দ্বারা “বা” শব্দটি বিলুপ্ত এবং উহার পর নূতন দফা (থথ) সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(অ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন বলে বা আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশে সদর দপ্তর অবস্থিত এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত; বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধনকৃত এইরূপ কোনো কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখে যাহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল অন্যান্য দুই মিলিয়ন টাকা;

(খ) উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের দ্বিশ শতাংশ অব্যাহতির মেয়াদের মধ্যে অথবা এই উপ-ধারায় বর্ণিত অব্যাহতির মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হয় এবং অধিকন্তু উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের অপর দশ শতাংশ আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী তিন মাস অতিক্রমের পূর্বে প্রত্যেক বৎসর যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়, যাহার ব্যর্থতায় এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কর বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় সেই বৎসরের করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোম্পানী কর্তৃক কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইলে, এই দফায় উল্লিখিত আবশ্যিক বিনিয়োগের পরিমাণ (quantum of investment) উক্তরূপ লভ্যাংশের পরিমাণ দ্বারা, যদি থাকে, হ্রাস করা যাইবে;

(গ) উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে চলমান কোনো ব্যবসার পুনর্গঠন বা এইরূপ ব্যবসার বিভাজন দ্বারা গঠিত হয় নাই অথবা বাংলাদেশে নূতন ব্যবসা শুরুর পূর্বে যে কোনো সময় বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসার যান্ত্রিক সরঞ্জাম অথবা স্থাপনা হস্তান্তরের মাধ্যমে গঠিত হয় নাই;

(ঘ) এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, উক্ত প্রতিষ্ঠান বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে;

(ঙ) এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে;

(চ) উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য একটি ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়াছে;

(ছ) উক্ত প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে হিসাব-বহি সংরক্ষণ করে এবং ধারা ৭৫ এর বিধান অনুসারে উহার আয়কর রিটার্ন দাখিল করে।]

(৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কর অব্যাহতি ভোগকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক সাধারণ স্পন্সর পরিচালক রহিয়াছে এইরূপ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর সহিত

বাণিজ্যিক লেনদেন থাকে এবং উপ-কর কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণকালে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অন্য প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর আয়ে ঘাটতি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান বাজার দরের তুলনায় উচ্চ মূল্যে অথবা নিম্ন মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, সেইক্ষেত্রে যে কর নির্ধারণী বৎসরে উক্ত লেনদেন সংঘটিত হইবে, সেই বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সুবিধা প্রত্যাহার করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঙ) এর অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ষয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে বোর্ড উক্ত বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে যাহার ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানটি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ কোনো ব্যক্তির অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রাপ্তির ৪ (চার) মাসের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে এবং তৎসম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতে করযোগ্য আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রযোজ্য, এই ধারার অধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়, মুনাফা ও লাভ পরিগণনার ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় বিবেচনার ক্ষেত্রে, কেবল তৃতীয় তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সাধারণ অবচয় ভাতাসমূহ অনুমোদন করা যাইবে।

(৯) এই ধারার বিধান প্রযোজ্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানের আয়, মুনাফা ও লাভ করদাতার অন্য আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে, যদি থাকে, পৃথকভাবে হিসাব করা হইবে এবং করদাতা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, পরবর্তী বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ ও মুনাফার বিপরীতে এই ক্ষতির জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইরূপ সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব না হইলে, অসমন্বিত পরিমাণ ক্ষতি পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইভাবে সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত জের টানা অব্যাহত থাকিবে, তবে কোনো ক্ষতির জের উপ-ধারা (৬) বা (৭) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অব্যাহতির মেয়াদের অধিক হইতে পারিবে না।

(১০) সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো কিছু নির্ধারিত না হইলে, এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে এই ধারার অধীন ধার্যযোগ্য কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে না, যথা:-

- (ক) কোনো কোম্পানী কর্তৃক উহার শেয়ার হোল্ডারগণকে উহার মুনাফা ও লাভ হইতে পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত মর্মে গণ্য লভ্যাংশ;
- (খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের “মূলধনি লাভ” খাতে শ্রেণিভুক্তযোগ্য কোনো আয়, যাহা ধারা ৩১ এর অধীন কর ধার্যযোগ্য;
- (গ) ধারা ৩০ এর অধীন প্রদত্ত বিয়োজন সুবিধাপ্রাপ্ত নহে উক্ত প্রতিষ্ঠানের এইরূপ যে কোনো আয়।

(১১) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদিত হয় এবং কর নির্ধারণকালে উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই ধারায় বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ হয় নাই ¹[অথবা বিনিয়োগ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, এতদুদ্দেশ্যে সরকারের কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে বা কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে,] সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের অব্যাহতি অকার্যকর রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উপ-কর কমিশনার অনুরূপ বৎসরের জন্য পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(১২) এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত যে কোনো প্রতিষ্ঠান, উক্ত অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী অনধিক এক বৎসরের মধ্যে উহা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ড বরাবর লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(১৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোনো অব্যাহতি বাতিল অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিত করিতে পারিবে।

(১৪) বোর্ড উপ-ধারা (৬) এর অধীন অনুমোদন মঞ্জুর, উপ-ধারা (৭) এর অধীন পুনর্বিবেচনা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যান্য কর পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাবলি দাখিল এবং এই ধারা কার্যকর সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

²[৪৬খখ। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, ২০১৯ সনের জুলাই মাস হইতে ২০২৪ সনের জুন মাসের মধ্যে স্থাপিত নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান, ইত্যাদির কর অব্যাহতি- (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০১৯ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে এইরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠান (অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠান বলিয়া উল্লিখিত) হইতে ধারা ২৮ এর অধীন আয়, মুনাফা ও লাভের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সময় ও হারে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে, যথা:-

(ক) যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, গাজীপুর, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত ঢাকা, ময়মনসিংহ ও চট্টগ্রাম বিভাগে স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম বৎসরের জন্য	আয়ের ৯০%
দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৮০%
তৃতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৬০%
চতুর্থ বৎসরের জন্য	আয়ের ৪০%
পঞ্চম বৎসরের জন্য	আয়ের ২০%;

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১২(খ)দ্বারা “অথবা বিনিয়োগ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, এতদুদ্দেশ্যে সরকারের কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে বা কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা ধারা ৪৬খখ সন্নিবেশিত।

- (খ) যদি উক্ত প্রতিষ্ঠান রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, বরিশাল ও রংপুর বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত) এবং রাঙামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি জেলায় স্থাপিত হয়, তাহা হইলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী দশ বৎসরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৯০%
তৃতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৮০%
চতুর্থ বৎসরের জন্য	আয়ের ৭০%
পঞ্চম বৎসরের জন্য	আয়ের ৬০%
ষষ্ঠ বৎসরের জন্য	আয়ের ৫০%
সপ্তম বৎসরের জন্য	আয়ের ৪০%
অষ্টম বৎসরের জন্য	আয়ের ৩০%
নবম বৎসরের জন্য	আয়ের ২০%
দশম বৎসরের জন্য	আয়ের ১০%:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান যদি উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ উল্লিখিত আইটেম নং (viii) বা (xii) উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান ঢাকা, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ বা চট্টগ্রাম জেলায় অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও এই ধারার বিধানাবলির অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্তির অধিকারী হইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “শিল্প প্রতিষ্ঠান” অর্থ কোনো শিল্প যাহা-

(ক) নিম্নবর্ণিত আইটেমের কারবার বা উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত, যথা:-

- (i) এ্যাকটিভ ফার্মাসিউটিক্যালস ইনগ্রেডিয়েন্ট এবং রেডিও ফার্মাসিউটিক্যালস;
- (ii) কৃষি যন্ত্রপাতি;
- (iii) স্বয়ংক্রিয় ইট প্রস্তুত;
- (iv) অটোমোবাইল;
- (v) ব্যারিয়ার কন্ট্রাসেপটিভ ও রাবার ল্যাটেক্স;
- (vi) ইলেক্ট্রনিকের মৌলিক উপাদান (অর্থাৎ রেজিস্টর, ক্যাপাসিটর, ট্রানজিস্টর, ইনটিগ্রেটেড সার্কিট, মাল্টিলেয়ার পিসিবি, ইত্যাদি);
- (vii) বাই-সাইকেল, উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ;
- (viii) জৈব-সার;

- (ix) বায়োটেকনোলজি ভিত্তিক কৃষি পণ্য;
- (x) বয়লার উহার খুচরা যন্ত্রাংশ ও ইকুইপমেন্টসহ;
- (xi) কম্প্রসার, উহার খুচরা যন্ত্রাংশসহ;
- (xii) কম্পিউটার হার্ডওয়ার;
- (xiii) আসবাবপত্র;
- (xiv) গৃহ-সামগ্রী (ব্লেন্ডার, রাইস কুকার, মাইক্রোওয়েভ ওভেন, ইলেক্ট্রিক ওভেন, ওয়াশিং মেশিন, ইনডাকশন কুকার, ওয়াটার ফিল্টার, ইত্যাদি);
- (xv) কীটনাশক ও বালাইনাশক;
- (xvi) চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য;
- (xvii) এলইডি টিভি;
- (xviii) স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফলমূল ও শাকসব্জি প্রক্রিয়াকরণ;
- (xix) মোবাইল ফোন;
- (xx) পেট্রোকেমিক্যালস;
- (xxi) ফার্মাসিউটিক্যালস;
- (xxii) প্লাস্টিক রিসাইকেলিং;
- (xxiii) টেক্সটাইল মেশিনারি;
- (xxiv) টিসু গ্রাফটিং;
- (xxv) খেলনাসামগ্রী উৎপাদন;
- (xxvi) টায়ার উৎপাদন;
- ¹[(xxvii) বৈদ্যুতিক ট্রান্সফরমার;
- (xxviii) কৃত্তিম তন্তু বা মনুষ্যসৃষ্ট তন্তু উৎপাদন;
- (xxix) অটোমোবাইল পার্টস ও কম্পোনেন্টস ম্যানুফ্যাকচারিং;

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা উপ-দফা (xxvi) এর পর নতুন উপ-দফা (xxvii), (xxviii), (xxix), (xxx), (xxxi), (xxxii) ও (xxxiii) সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

- (xxx) অটোমোশন ও রোবোটিক্স ডিজাইন, উৎপাদন, উহার পার্টস ও কম্পোনেন্টসসহ;
- (xxxii) কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা ভিত্তিক সিস্টেম ডিজাইন এবং/বা উৎপাদন;
- (xxxiii) ন্যানোটেকনোলজি ভিত্তিক পণ্য উৎপাদন;
- (xxxiii) এয়ারক্রাফট হেলি মেইনটেন্যান্স সার্ভিস, খুচরা যন্ত্রাংশ উৎপাদনসহ;]

(খ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো প্রকারের শিল্প প্রতিষ্ঠান।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শিল্প প্রতিষ্ঠান অর্থে বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্প্রসারণ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(৪) উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অব্যাহতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যদি উহা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে, যথা:-

(ক) উক্ত প্রতিষ্ঠান-

(অ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন বলে বা আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশে সদর দপ্তর অবস্থিত এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত; বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধনকৃত এইরূপ কোনো কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখে যাহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল অন্যান্য দুই মিলিয়ন টাকা;

(খ) উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের ত্রিশ শতাংশ অব্যাহতির মেয়াদের মধ্যে অথবা এই উপ-ধারায় বর্ণিত অব্যাহতির মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে উক্ত শিল্প প্রতিষ্ঠান অথবা নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ করা হয় এবং অধিকন্তু উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের অপর দশ শতাংশ আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী তিন মাস অতিক্রমের পূর্বে প্রত্যেক বৎসর যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়, যাহার ব্যর্থতায় এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কর বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় সেই বৎসরের করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোম্পানী কর্তৃক কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইলে, এই দফায় উল্লিখিত আবশ্যিক বিনিয়োগের পরিমাণ (quantum of investment) উক্তরূপ লভ্যাংশের পরিমাণ দ্বারা, যদি থাকে, হ্রাস করা যাইবে;

- (গ) উক্ত প্রতিষ্ঠান ইতোমধ্যে চলমান কোনো ব্যবসার পুনর্গঠন বা এইরূপ ব্যবসার বিভাজন দ্বারা গঠিত হয় নাই অথবা বাংলাদেশে নূতন ব্যবসা শুরুর পূর্বে যে কোনো সময় বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসার যান্ত্রিক সরঞ্জাম অথবা স্থাপনা হস্তান্তরের মাধ্যমে গঠিত হয় নাই;
- (ঘ) উক্ত প্রতিষ্ঠান এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে;
- (ঙ) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে, নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে;
- (চ) উক্ত প্রতিষ্ঠান পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য একটি ছাড়পত্র গ্রহণ করিয়াছে;
- (ছ) উক্ত প্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে হিসাব-বহি সংরক্ষণ করে এবং ধারা ৭৫ এর বিধান অনুসারে উহার আয়কর রিটার্ন দাখিল করে।

(৫) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কর অব্যাহতি ভোগকারী কোনো প্রতিষ্ঠানের এক বা একাধিক সাধারণ স্পন্সর পরিচালক রহিয়াছে এইরূপ অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর সহিত বাণিজ্যিক লেনদেন থাকে এবং উপ-কর কমিশনার উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর নির্ধারণকালে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বর্ণিত প্রতিষ্ঠানটি অন্য প্রতিষ্ঠান বা কোম্পানীর আয়ে ঘাটতি সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্যমান বাজার দরের তুলনায় উচ্চ মূল্যে অথবা নিম্ন মূল্যে কোনো পণ্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, সেইক্ষেত্রে যে কর নির্ধারণী বৎসরে উক্ত লেনদেন সংঘটিত হইবে, সেই বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কর অব্যাহতির সুবিধা প্রত্যাহার করা হইয়াছে মর্মে গণ্য করা হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর দফা (ঙ) এর অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে বোর্ড উক্ত বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে যাহার ব্যর্থতায় প্রতিষ্ঠানটি এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

(৭) উপ-ধারা (৬) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ দ্বারা সংস্কৃত কোনো ব্যক্তির অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রাপ্তির ৪ (চার) মাসের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে এবং এতৎসম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৮) 'ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়' খাতে করযোগ্য আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রযোজ্য, এই ধারার অধীন কোনো প্রতিষ্ঠানের আয়, মুনাফা ও লাভ পরিগণনার ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় বিবেচনার ক্ষেত্রে, কেবল তৃতীয় তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সাধারণ অবচয় ভাতাসমূহ অনুমোদন করা যাইবে।

(৯) এই ধারার বিধান প্রযোজ্য এইরূপ প্রতিষ্ঠানের আয়, মুনাফা ও লাভ করদাতার অন্য আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে, যদি থাকে, পৃথকভাবে হিসাব করা হইবে এবং করদাতা উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, পরবর্তী বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ ও মুনাফার বিপরীতে এই ক্ষতির জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইরূপ সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব না হইলে, অসমন্বিত পরিমাণ ক্ষতি পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইভাবে সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত জের টানা অব্যাহত থাকিবে, তবে কোনো ক্ষতির জের উপ-ধারা (৬) বা (৭) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অব্যাহতির মেয়াদের অধিক হইতে পারিবে না।

(১০) সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো কিছু নির্ধারিত না হইলে, এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে এই ধারার অধীন ধার্যযোগ্য কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে না, যথা:-

- (ক) কোনো কোম্পানী কর্তৃক উহার শেয়ার হোল্ডারগণকে উহার মুনাফা ও লাভ হইতে পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত মর্মে গণ্য লভ্যাংশ;
- (খ) উক্ত প্রতিষ্ঠানের “মূলধনি লাভ” খাতে শ্রেণিভুক্তযোগ্য কোনো আয়, যাহা ধারা ৩১ এর অধীন কর ধার্যযোগ্য;
- (গ) ধারা ৩০ এর অধীন প্রদত্ত বিয়োজন সুবিধাপ্রাপ্ত নহে উক্ত প্রতিষ্ঠানের এইরূপ যে কোনো আয়।

(১১) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদিত হয় এবং কর নির্ধারণকালে উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই ধারায় বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ হয় নাই অথবা বিনিয়োগ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, এতদুদ্দেশ্যে সরকারের কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে বা কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের অব্যাহতি অকার্যকর রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উপ-কর কমিশনার অনুরূপ বৎসরের জন্য পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(১২) এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত যে কোনো প্রতিষ্ঠান, উক্ত অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী অনধিক এক বৎসরের মধ্যে, উহা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ড বরাবর লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(১৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোনো অব্যাহতি বাতিল অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিত করিতে পারিবে।

(১৪) বোর্ড উপ-ধারা (৬) এর অধীন অনুমোদন মঞ্জুর, উপ-ধারা (৭) এর অধীন পুনর্বিবেচনা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যান্য কর পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাবলি দাখিল এবং এই ধারা কার্যকর সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “স্থাপিত (set-up)” অর্থ এই ধারায় উল্লিখিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা সংক্রান্ত সকল বিষয় সম্পন্ন করা।]

¹[৪৬গ। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে জুলাই, ২০১১ হইতে ²জুন, ³[২০১৯] এর মধ্যে স্থাপিত নূতন ভৌত-অবকাঠামো সুবিধা, ইত্যাদির কর অব্যাহতি।— ⁴[(১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০১১ হইতে ৩০ জুন, ⁵[২০১৯] (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে এইরূপ ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি (অতঃপর উক্ত সুবিধাদি বলিয়া উল্লিখিত) হইতে ধারা ২৮ এর অধীন প্রাপ্ত আয়, মুনাফা ও লাভসমূহের ক্ষেত্রে, উহা বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করিবার মাস হইতে পরবর্তী দশ বৎসর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত হারে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে, যথা:-

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ১০০%
তৃতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৮০%
চতুর্থ বৎসরের জন্য	আয়ের ৭০%
পঞ্চম বৎসরের জন্য	আয়ের ৬০%
ষষ্ঠ বৎসরের জন্য	আয়ের ৫০%
সপ্তম বৎসরের জন্য	আয়ের ৪০%
অষ্টম বৎসরের জন্য	আয়ের ৩০%
নবম বৎসরের জন্য	আয়ের ২০%
দশম বৎসরের জন্য	আয়ের ১০%।]

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি” অর্থ-

- (ক) গভীর সমুদ্র বন্দর;
- (খ) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে;
- (গ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল;
- (ঘ) ফ্লাইওভার;
- (ঙ) গ্যাস পাইপ লাইন;
- (চ) হাইটেক পার্ক;

¹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা ধারা ৪৬গ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৪(ক) দ্বারা “জুন, ২০১৩” শব্দ, সংখ্যা ও কমা পরিবর্তে “জুন, ২০১৫” শব্দ, সংখ্যা ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৫(ক) দ্বারা “২০১৫” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০১৯” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৪(খ) দ্বারা উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৫(ক) দ্বারা “২০১৫” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০১৯” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ভিলেজ বা সফটওয়্যার টেকনোলজি জোন;
- (জ) তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) পার্ক;
- (ঝ) বৃহৎ পানি শোধনাগার ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে পানি সরবরাহ;
- (ঞ) তরলকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল এবং সঞ্চালন লাইন;
- (ট) মনো-রেল;
- (ঠ) র্যাপিড ট্রানজিট;
- (ড) নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন- এনার্জি সেভিং বাব্ব, সৌর বিদ্যুৎ, উইন্ডমিল);
- (ঢ) সমুদ্র বা নদী বন্দর;
- (ণ) ¹[টোল সড়ক ও সেতু;]
- (ত) পাতাল রেল;
- (থ) বর্জ্য শোধনাগার; বা
- (দ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো প্রকারের ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি।

(৩) উক্ত সুবিধাদির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অব্যাহতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যদি উহা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে, যথা:-

(ক) উক্ত সুবিধাদি-

(অ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন বলে বা আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশে সদর দপ্তর অবস্থিত এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত; বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধনকৃত এইরূপ কোনো কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক কর্মকাণ্ড শুরুর তারিখে যাহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল অন্যান্য দুই মিলিয়ন টাকা;

(খ) উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের ত্রিশ শতাংশ অব্যাহতির মেয়াদের মধ্যে অথবা এই উপ-ধারায় বর্ণিত অব্যাহতির মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে উক্ত

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা “টোল সড়ক” শব্দগুলির পরিবর্তে “টোল সড়ক ও ব্রিজ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

সুবিধাদি অথবা নতুন ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদিতে বিনিয়োগ করা হয় এবং অধিকন্তু উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের অপর দশ শতাংশ আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী তিন মাস অতিক্রমের পূর্বে প্রত্যেক বৎসর যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়, যাহার ব্যর্থতায় এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে কর বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় সেই বৎসরের করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোম্পানী কর্তৃক কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইলে, এই দফায় উল্লিখিত আবশ্যিক বিনিয়োগের পরিমাণ (quantum of investment) উক্তরূপ লভ্যাংশের পরিমাণ দ্বারা, যদি থাকে, হ্রাস করা যাইবে;

- (গ) এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, উক্ত সুবিধাদি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে;
- (ঘ) এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বাণিজ্যিক কর্মকান্ড শুরুর মাস সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে, নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে;
- (ঙ) উক্ত সুবিধাদি নিয়মিতভাবে হিসাব-বহি সংরক্ষণ করে এবং ধারা ৭৫ এর বিধান অনুসারে উহার আয়কর রিটার্ন দাখিল করে।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) এর অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে বোর্ড উক্ত বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে যাহার ব্যর্থতায় উক্ত সুবিধাদি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন তাহার দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ দ্বারা সংস্কৃত কোনো ব্যক্তির অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রাপ্তির চার মাসের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে এবং এতৎসম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতে করযোগ্য আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রযোজ্য, এই ধারার অধীন কোনো সুবিধাদির আয়, মুনাফা ও লাভ পরিগণনার ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় বিবেচনার ক্ষেত্রে কেবল তৃতীয় তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সাধারণ অবচয় ভাটাসমূহ অনুমোদন করা যাইবে।

(৭) এই ধারার বিধান প্রযোজ্য এইরূপ সুবিধাদির আয়, মুনাফা ও লাভ করদাতার অন্য আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে, যদি থাকে, পৃথকভাবে হিসাব করা হইবে এবং করদাতা উক্ত সুবিধাদি হইতে ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, পরবর্তী

বৎসরে উক্ত সুবিধাদির লাভ ও মুনাফার বিপরীতে এই ক্ষতির জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইরূপ সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব না হইলে, অসমন্বিত পরিমাণ ক্ষতি পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইভাবে সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত জের টানা অব্যাহত থাকিবে, তবে কোনো ক্ষতির জের উপ-ধারা (৪) বা (৫) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অব্যাহতির মেয়াদের অধিক হইতে পারিবে না।

(৮) সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো কিছু নির্ধারিত না হইলে, এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে এই ধারার অধীন ধার্যযোগ্য কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে না, যথা:-

- (ক) কোনো কোম্পানী কর্তৃক উহার শেয়ার হোল্ডারগণকে উহার মুনাফা ও লাভ হইতে পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত মর্মে গণ্য লভ্যাংশ;
- (খ) উক্ত সুবিধাদির “মূলধনি লাভ” খাতে শ্রেণিভুক্তযোগ্য কোনো আয়, যাহা ধারা ৩১ এর অধীন কর ধার্যযোগ্য;
- (গ) ধারা ৩০ এর অধীন প্রদত্ত বিয়োজন সুবিধাপ্রাপ্ত নহে উক্ত সুবিধাদির এইরূপ যে কোনো আয়।

(৯) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদিত হয় এবং কর নির্ধারণকালে উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই ধারায় বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ হয় নাই¹[অথবা বিনিয়োগ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, এতদুদ্দেশ্যে সরকারের কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে বা কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে,] সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের অব্যাহতি অকার্যকর রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উপ-কর কমিশনার অনুরূপ বৎসরের জন্য পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(১০) এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত অনুরূপ কোনো সুবিধাদি, উক্ত অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী অনধিক এক বৎসরের মধ্যে উহা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ড বরাবর লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(১১) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোনো অব্যাহতি বাতিল অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিত করিতে পারিবে।

(১২) বোর্ড উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমোদন মঞ্জুর, উপ-ধারা (৫) এর অধীন পুনর্বিবেচনা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যান্য কর পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাবলি দাখিল এবং এই ধারা কার্যকর সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২০(খ)দ্বারা “অথবা বিনিয়োগ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, এতদুদ্দেশ্যে সরকারের কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে বা কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[৪৬গগ। কতিপয় সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে, ২০১৯ সনের জুলাই মাস হইতে ২০২৪ সনের জুন মাসের মধ্যে স্থাপিত নূতন ভৌত-অবকাঠামো সুবিধা, ইত্যাদির কর অব্যাহতি।- (১) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০১৯ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ (উভয় দিনসহ) সময়ের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছে এইরূপ ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি (অতঃপর উক্ত সুবিধাদি হিসাবে উল্লিখিত) হইতে ধারা ২৮ এর অধীন প্রাপ্ত আয়, মুনাফা এবং লাভসমূহের ক্ষেত্রে, উহা বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করিবার মাস হইতে পরবর্তী দশ বৎসর পর্যন্ত নিম্নবর্ণিত হারে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইবে, যথা:-

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৯০%
তৃতীয় বৎসরের জন্য	আয়ের ৮০%
চতুর্থ বৎসরের জন্য	আয়ের ৭০%
পঞ্চম বৎসরের জন্য	আয়ের ৬০%
ষষ্ঠ বৎসরের জন্য	আয়ের ৫০%
সপ্তম বৎসরের জন্য	আয়ের ৪০%
অষ্টম বৎসরের জন্য	আয়ের ৩০%
নবম বৎসরের জন্য	আয়ের ২০%
দশম বৎসরের জন্য	আয়ের ১০%।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি” অর্থ-

- (ক) গভীর সমুদ্র বন্দর;
- (খ) এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে;
- (গ) রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল;
- (ঘ) ফ্লাইওভার;
- (ঙ) গ্যাস পাইপ লাইন;
- (চ) হাইটেক পার্ক;
- (ছ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) ভিলেজ বা সফটওয়্যার টেকনোলজি জোন;
- (জ) তথ্য প্রযুক্তি (আইটি) পার্ক;
- (ঝ) বৃহৎ পানি শোধনাগার ও পাইপ লাইনের মাধ্যমে সরবরাহ;

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা ধারা ৪৬গগ সন্নিবেশিত।

- (এ) তরলকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) টার্মিনাল এবং সঞ্চালন লাইন;
- (ট) মোবাইল ফোন টাওয়ার বা টাওয়ার শেয়ারিং অবকাঠামো;
- (ঠ) মনো-রেল;
- (ড) র‍্যাপিড ট্রানজিট;
- (ঢ) নবায়নযোগ্য জ্বালানি (যেমন- এনার্জি সেভিং বাব্ব, সৌর বিদ্যুৎ, উইন্ডমিল);
- (ণ) সমুদ্র বা নদী বন্দর;
- (ত) টোল সড়ক ও সেতু;
- (থ) পাতাল রেল;
- (দ) বর্জ্য শোধনাগার; বা
- (ধ) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো প্রকারের ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদি।

(৩) উক্ত সুবিধাদির ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অব্যাহতিসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যদি উহা নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করে, যথা:-

(ক) উক্ত সুবিধাদি-

(অ) আপাতত বলবৎ কোনো আইন বলে বা আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত এবং বাংলাদেশে সদর দপ্তর অবস্থিত এইরূপ কোনো বিধিবদ্ধ সংস্থার মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত; বা

(আ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধনকৃত এইরূপ কোনো কোম্পানীর মালিকানাধীন ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত যাহার নিবন্ধিত সদর দপ্তর বাংলাদেশে অবস্থিত এবং বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর তারিখে যাহার প্রতিশ্রুত ও পরিশোধিত মূলধন ছিল অনূন দুই মিলিয়ন টাকা;

(খ) উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের ত্রিশ শতাংশ অব্যাহতির মেয়াদের মধ্যে অথবা এই উপ-ধারায় বর্ণিত অব্যাহতির মেয়াদ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী এক বৎসরের মধ্যে উক্ত সুবিধাদি অথবা নতুন ভৌত-অবকাঠামো সুবিধাদিতে বিনিয়োগ করা হয় এবং অধিকন্তু উপ-ধারা (১) এর অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়ের অপর দশ শতাংশ আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী তিন মাস অতিক্রমের পূর্বে প্রত্যেক বৎসর যে কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের অধীন তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হয়, যাহার ব্যর্থতায় এই অধ্যাদেশে যাহা

কিছুই থাকুক না কেন, যে কর বৎসরের জন্য অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছিল অব্যাহতিপাপ্ত আয় সেই বৎসরের করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন কর অব্যাহতিপাপ্ত কোম্পানী কর্তৃক কোনো লভ্যাংশ ঘোষণা করা হইলে, এই দফায় উল্লিখিত আবশ্যিক বিনিয়োগের পরিমাণ (quantum of investment) উক্তরূপ লভ্যাংশের পরিমাণ দ্বারা, যদি থাকে, হ্রাস করা যাইবে;

- (গ) এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, উক্ত সুবিধাদি বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য উক্ত অনুমোদন বহাল রহিয়াছে;
- (ঘ) এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরুর মাস সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে, নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক অনুমোদনের জন্য বোর্ডের নিকট আবেদনপত্র দাখিল করা হইয়াছে;
- (ঙ) উক্ত সুবিধাদি নিয়মিতভাবে হিসাব-বহি সংরক্ষণ করে এবং ধারা ৭৫ এর বিধান অনুসারে উহার আয়কর রিটার্ন দাখিল করে।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর দফা (ঘ) এর অধীন দাখিলকৃত কোনো আবেদন বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে বোর্ড উক্ত বিষয়ে উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যাহার ব্যর্থতায় উক্ত সুবিধাদি এই ধারার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন তাহার দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করিতে পারিবে না।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো সিদ্ধান্ত অথবা আদেশ দ্বারা সংস্কৃত কোনো ব্যক্তির অনুরূপ সিদ্ধান্ত বা আদেশ প্রাপ্তির চার মাসের মধ্যে আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত বা আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে এবং তৎসম্পর্কে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৬) “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতে করযোগ্য আয় নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি প্রযোজ্য, এই ধারার অধীন কোনো সুবিধাদির আয়, মুনাফা ও লাভ পরিগণনার ক্ষেত্রেও সেই একই পদ্ধতি প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় বিবেচনার ক্ষেত্রে কেবল তৃতীয় তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে সাধারণ অবচয় ভাতাসমূহ অনুমোদন করা যাইবে।

(৭) এই ধারার বিধান প্রযোজ্য এইরূপ সুবিধাদির আয়, মুনাফা ও লাভ করদাতার অন্য আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে, যদি থাকে, পৃথকভাবে হিসাব করা হইবে এবং করদাতা উক্ত সুবিধাদি হইতে ক্ষতির সম্মুখীন হইলে, পরবর্তী বৎসরে উক্ত সুবিধাদির লাভ ও মুনাফার বিপরীতে এই ক্ষতির জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইরূপ সম্পূর্ণ সমন্বয় সম্ভব না হইলে, অসমন্বিত পরিমাণ ক্ষতি পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং এইভাবে সমন্বয় না হওয়া পর্যন্ত জের টানা অব্যাহত থাকিবে, তবে কোনো ক্ষতির জের উপ-ধারা (৪) বা (৫) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অব্যাহতির মেয়াদের অধিক হইতে পারিবে না।

(৮) সরকার কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো কিছু নির্ধারিত না হইলে, এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নোক্ত বিষয়সমূহকে এই ধারার অধীন ধার্যযোগ্য কর হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে না, যথা:-

- (ক) কোনো কোম্পানী কর্তৃক উহার শেয়ার হোল্ডারগণকে উহার মুনাফা ও লাভ হইতে পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা পরিশোধকৃত, ক্রেডিটকৃত বা বণ্টনকৃত মর্মে গণ্য লভ্যাংশ;
- (খ) উক্ত সুবিধাদির “মূলধনি লাভ” খাতে শ্রেণিভুক্তযোগ্য কোনো আয়, যাহা ধারা ৩১ এর অধীন কর ধার্যযোগ্য;
- (গ) ধারা ৩০ এর অধীন প্রদত্ত বিয়োজন সুবিধাপ্রাপ্ত নহে উক্ত সুবিধাদির এইরূপ যে কোনো আয়।

(৯) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদিত হয় এবং কর নির্ধারণকালে উপ-কর কমিশনার যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই ধারায় বর্ণিত এক বা একাধিক শর্ত পূরণ হয় নাই অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকারের কোনো উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতীত, বাংলাদেশের নাগরিক নহে এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে নিয়োগ করা হইয়াছে বা কাজ করিবার অনুমতি প্রদান করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের অব্যাহতি অকার্যকর রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উপ-কর কমিশনার অনুরূপ বৎসরের জন্য পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন।

(১০) এই ধারার অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত অনুরূপ কোনো সুবিধাদি, উক্ত অনুমোদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী অনধিক এক বৎসরের মধ্যে উহা বাতিল করিবার লক্ষ্যে বোর্ড বরাবর লিখিত আবেদন করিতে পারিবে এবং বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(১১) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, জনস্বার্থে, এই ধারার অধীন প্রদত্ত যে কোনো অব্যাহতি বাতিল অথবা সম্পূর্ণ বা আংশিক স্থগিত করিতে পারিবে।

(১২) বোর্ড উপ-ধারা (৪) এর অধীন অনুমোদন মঞ্জুর, উপ-ধারা (৫) এর অধীন পুনর্বিবেচনা এবং উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্যান্য কর পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্যাবলি দাখিল এবং এই ধারা কার্যকর সম্পর্কিত বা আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে।]

৪৭। সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে কর অব্যাহতি।- (১) কোনো সমবায় সমিতি ¹[***] কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে কর প্রদান করিতে হইবে না, যথা:-

²[***]

- (খ) সমিতি কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসার সকল আয়, যদি উহা নিম্নোক্ত ক্ষেত্রে নিয়োজিত থাকে, যথা:-

(অ) কৃষি বা পল্লী ঋণ;

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা বিলুপ্ত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা দফা (ক) বিলুপ্ত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (আ) কুটির শিল্প;
- (ই) উহার সদস্যগণের উৎপাদিত কৃষিপণ্য বাজারজাতকরণ;
- (ঈ) উহার সদস্যগণকে সরবরাহের উদ্দেশ্যে কৃষি উপকরণ, বীজ, পশুসম্পদ বা কৃষির জন্য অন্যান্য দ্রব্য ক্রয়; বা
- (উ) এমন ধরনের কোনো প্রক্রিয়া যাহা প্রয়োগ করিয়া সমিতির সদস্যগণ সাধারণ কৃষকের ন্যায় কাজ করিবার মাধ্যমে অর্জিত সমিতির উৎপাদিত কৃষি ফসল বাজারজাতকরণের জন্য কোনো যান্ত্রিক শক্তি প্রয়োগ না করেই এইরূপ উৎপাদন কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে;

¹[***]

- (ঘ) সমিতির সদস্যগণের মালিকানাধীন পণ্য কিংবা সমিতির সদস্যগণের নিকট বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো পণ্য গুদামজাত, প্রক্রিয়াজাত বা বাজারজাত সুবিধার আওতাধীন কোনো গোড়াউন বা মজুদাগারের ভাড়া হইতে আয়।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

- (ক) “কুটির শিল্প” অর্থ এমন কোনো প্রতিষ্ঠান যাহা জয়েন্ট-স্টক কোম্পানী নয় এবং নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করে, যথা:-
- (অ) উহা মূলত এইরূপ একটি প্রতিষ্ঠান যাহার মালিক নিজেই বিনিয়োগকারী, সার্বক্ষণিক কর্মচারী ও প্রকৃত উদ্যোক্তা;
- (আ) আয়বর্ষের কোনো সময়ই উহার স্থাপনা, মেশিনপত্র এবং যান্ত্রিক সরঞ্জামের জন্য বিনিয়োগকৃত মূলধন ²[তিন লক্ষ টাকার] অধিক হয় না;
- (ই) কোনো আয়বর্ষের চব্বিশ ঘন্টার একদিনে কখনও মালিক ও তাহার পরিবারের সদস্যসহ শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক ³[পনের] জনের অধিক হয় না; এবং
- (ঈ) প্রতিষ্ঠানের মালিক বা তাহার পরিবারের কোনো সদস্য স্বনামে বা বেনামে অন্যবিধ কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক নহেন; এবং
- (খ) “তাহার পরিবারের সদস্য”, কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিক সম্পর্কিত, অর্থ মালিকের পিতামাতা, স্বামী বা স্ত্রী, মালিকের উপর নির্ভরশীল সন্তানাদি যাহারা কোনো প্রকার মজুরি, পারিতোষিক

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা দফা (গ) বিলুপ্ত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬দ্বারা “এক লক্ষ টাকার” শব্দগুলির পরিবর্তে “তিন লক্ষ টাকার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ দ্বারা “দশ” শব্দটির পরিবর্তে “পনের” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

বা কোনোরূপ ক্ষতিপূরণ ব্যতীত প্রতিষ্ঠানে, পূর্ণকালীন বা খন্ডকালীন যেভাবেই হউক, কর্মে নিয়োজিত থাকেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই মিউচুয়াল ইন্স্যুরেন্স এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিচালিত বিমা ব্যবসার ন্যায় এইরূপ কোনো সমবায় সমিতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না যাহার লাভ ও মুনাফার ক্ষেত্রে চতুর্থ তপশিলের অনুচ্ছেদ ৮ প্রযোজ্য।

অধ্যায় ৭

কর নির্ধারণির পূর্বে কর প্রদান

৪৮। উৎসে কর কর্তন ও অগ্রিম কর পরিশোধ।- (১) কোনো কর নির্ধারণি বৎসরে কোনো আয়ের উপর সাধারণভাবে পরবর্তীতে কর নির্ধারণ করা সত্ত্বেও, এবং উক্তরূপ নির্ধারণের পর এই অধ্যাদেশের অধীন কর আরোপ ও আদায়ের বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অনুরূপ আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে উৎস হইতে কর্তন, আদায় বা অগ্রিম প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য হইবে।

(২) এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে কর্তনকৃত, আদায়কৃত বা অগ্রিম প্রদানের মাধ্যমে পরিশোধকৃত যে কোনো পরিমাণ অর্থ, করদাতার আয় পরিগণনার উদ্দেশ্যে করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং করদাতা কর্তৃক যথাসময়ে উহার উপর কর পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

৪৯। উৎসে কর্তনযোগ্য আয়।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধ্য কর নিম্নবর্ণিত আয়ের ক্ষেত্রে উৎসে কর্তন বা আদায় করিতে হইবে, যথা:-

(ক) ‘বেতন’ খাতে শ্রেণিযোগ্য আয়;

¹[(কক) বাংলাদেশ ব্যাংক নোটের প্রকৃত মূল্যের উপর প্রযোজ্য বাট্টা হইতে আয়;]

(খ) ‘সিকিউরিটির উপর সুদ’ খাতে শ্রেণিযোগ্য আয়;

²[***]

(গ) পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;

³[(ঘ) পণ্য আমদানি হইতে আমদানিকারক কর্তৃক অর্জিত আয়;]

¹ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা দফা (কক) সন্নিবেশিত।

² আয়কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা দফা (খখ) বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৩(ক) দ্বারা দফা (ঘ) প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ঙ) ইন্ডেটিং কমিশন বাবদ আহরিত আয়;
- (চ) ধারা ১৯ (১৩) এ উল্লিখিত লটারি বা শব্দ সাজাইবার ধাঁধা খেলায় (crossword puzzles) বিজয়ী হিসাবে আহরিত আয়;¹[***]
- (ছ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তিকে পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য কোনো আয় যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন কর আরোপযোগ্য²;
- (জ) ‘গৃহ সম্পত্তি হইতে আয়’ খাতে শ্রেণিযোগ্য কোনো আয়;
- (ঝ) জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আহরিত আয়;
- ³[(ঝঝ) ট্রাভেল এজেন্সির কমিশন বা প্রনোদনা বোনাস বাবদ আয়;]
- (ঞ) সরকারি নিলাম ক্রয় সম্পাদনমূলে আহরিত আয়;
- (ট) চলচিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে আহরিত আয়;
- ⁴[***] ⁵[***]
- (ড) শিপিং এজেন্সি কমিশন হইতে আহরিত আয়⁶; ⁷[***]
- ⁸[(ঢে) উৎপাদিত পণ্য সরবরাহ ও বাজারজাতকরণের জন্য পরিবেশককে পরিশোধযোগ্য কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফি হইতে আহরিত আয়]⁹;
- (ণ) সেভিং ডিপোজিট, ফিক্সড ডিপোজিট বা টার্ম ডিপোজিটের সুদ, এবং টার্ম ডিপোজিটের উপর শেয়ারমূলে মুনাফা হইতে আহরিত আয়;
- ¹⁰[(ণণ) শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিল হইতে পরিশোধ বাবদ প্রাপ্ত আয়;]
- (ত) বিমা কমিশন হইতে আহরিত আয়;
- (থ) ‘মূলধনি লাভ’ খাতে শ্রেণিযোগ্য আয়;]

¹ অর্থ আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে “:” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (জ) হইতে দফা (ঢ) সংযোজিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৬(ক) দ্বারা দফা (ঝঝ) সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (ঠ) বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা দাঁড়ির “।” ও “এবং” শব্দটির পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং দফা (ঢ) সন্নিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত।

⁸ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা দফা (ঢ) প্রতিস্থাপিত।

⁹ অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (ণ), (ত) ও (থ) সন্নিবেশিত।

¹⁰ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা দফা (ণণ)সন্নিবেশিত।

- ¹[(দ) কারিগরি বা পেশাদারি সেবা প্রদানের ফি হিসাবে আহরিত আয়;
- (ধ) কোনো ধরনের যন্ত্রের সহায়তা ব্যতীত হস্তের সাহায্যে সিগারেট উৎপাদনের মাধ্যমে আহরিত আয়;
- (ন) সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ বাবদ আহরিত আয়;
- ²[***]
- ³[***]
- (ব) ইট-ভাটা পরিচালনার মাধ্যমে আহরিত আয়;
- (ভ) চিকিৎসকগণ কর্তৃক প্রদত্ত সেবাকার্য পরিচালনার মাধ্যমে আহরিত আয়;
- ⁴[***]
- (য) ঋণপত্রের (L/C) কমিশন বাবদ আহরিত আয়;]
- ⁵[(র) সাধারণ বিমা কোম্পানীর কোনো সার্ভেয়ার কর্তৃক সার্ভের মাধ্যমে আহরিত আয়;
- ⁶[***]
- (শ) বিদেশি ফ্রেতার এজেন্ট বাবদ কমিশন, পারিশ্রমিক বা চার্জ হিসাবে আহরিত আয়⁷];
- (ষ) লভ্যাংশ (dividends) হইতে আয়⁸];
- (স) নির্দিষ্ট প্রকৃতির সেবা প্রদান হইতে আহরিত আয়⁹];
- ¹[(হ) কোনো নিবাসী করদাতা কর্তৃক বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ও বাহিরে শিপিং ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে আহরিত আয়;]

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (দ), (থ), (ন), (প), (ফ), (ব), (ভ), (ম) ও (য) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৬০ দ্বারা দফা (প) বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা দফা (ফ) বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৬০ দ্বারা দফা (ম) বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৬০ দ্বারা দফা (র), (ল) ও (শ) সংযোজিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা দফা (ল) বিলুপ্ত।

⁷ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (ষ) সন্নিবেশিত।

⁸ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (স) সন্নিবেশিত।

⁹ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (হ), (ড) (ঢ) ও (য়) সন্নিবেশিত।

- (ড়) রিয়েল এস্টেট ও ভূমি উন্নয়ন ব্যবসা হইতে আহরিত আয়;
- (ঢ়) ²[যে কোনো ধরনের পণ্য] রপ্তানির মাধ্যমে কোনো রপ্তানিকারক কর্তৃক অর্জিত আয়;
- (য়) স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো সদস্য কর্তৃক শেয়ার, ডিবেঞ্চার, মিউচুয়াল ফান্ড, বন্ড বা সিকিউরিটি লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত আয়³;
- (ৎ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক কুরিয়ার সার্ভিস পরিচালনার মাধ্যমে অর্জিত আয়;
- ⁴[***]
- ⁵[(ংং) রপ্তানি বাবদ নগদ সহায়তার (export cash subsidy) মাধ্যমে আহরিত আয়;]
- ⁶[***]
- ⁷[(ঁ) ট্রেড লাইসেন্স ⁸[***] নবায়ন হইতে আহরিত আয়;
- ⁹[***]
- (ক্ষক) ফ্রাইট ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে উদ্ধৃত আয়¹⁰;
- (ক্ষখ) রেন্টাল পাওয়ার হইতে উদ্ধৃত আয়;
- (ক্ষগ) পোস্ট অফিস সেভিংস ব্যাংক এ্যাকাউন্ট এর সুদ হইতে উদ্ধৃত আয়;
- (ক্ষঘ) খালি জমি বা স্থাপনা বা যন্ত্রপাতি ভাড়া হইতে উদ্ধৃত আয়;
- (ক্ষঙ) বিজ্ঞাপন হইতে উদ্ধৃত আয়¹¹;
- (ক্ষচ) হীরা কাটা শিল্পে চাকুরিরত বিদেশি কারিগর কর্তৃক অর্জিত আয়¹;

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা দফা (হ) প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর নতুন শর্তাংশ সংযোজিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা “নীটওয়ার ও ওভেন গার্মেন্টস” শব্দগুলির পরিবর্তে “যে কোনো ধরনের পণ্য” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (ৎ), (ংং), ও (ঃঃ) সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা দফা (ংং) বিলুপ্ত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৩(খ) দ্বারা দফা (ংংং) সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২০(খ) দ্বারা দফা (ঃঃ) বিলুপ্ত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২০(গ) দ্বারা দফা (ঁঁ), (ঁঁখ) ও (ঁঁখ) সন্নিবেশিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁸ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৬(ক) দ্বারা “প্রদান বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪(ক) দ্বারা দফা (ক্ষ) বিলুপ্ত।

¹⁰ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৬(খ) দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর নতুন দফা (ক্ষখ), (ক্ষগ), (ক্ষঘ) ও (ক্ষঙ) সন্নিবেশিত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (ক্ষচ) সংযোজিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

2[***]

- (ক্ষজ) কোনো কোম্পানী, ইত্যাদির স্পন্সর শেয়ার হোল্ডার কর্তৃক সিকিউরিটি বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট হস্তান্তর হইতে আহরিত আয়³;
- (ক্ষঝ) কনভেনশন হল, সম্মেলন কেন্দ্র, কক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, হল, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন;
- (ক্ষঞ) কোনো বিদেশি নাগরিককে আবাসন সেবা প্রদান সম্পর্কিত আয়ের জন্য কর কর্তন⁴;
- (ক্ষট) ফোন কলের ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে সার্ভিস হইতে আহরিত আয়⁵;
- (ক্ষঠ) সফট ড্রিংক্স উৎপাদন হইতে কর আদায়⁶;
- (ক্ষড) বিমা পলিসি হইতে উদ্ভূত আয়;
- (ক্ষঢ) স্থানীয় ঋণপত্র (এল/সি) হইতে কর কর্তন;
- (ক্ষণ) সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটরের নিকট হইতে ফি, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি হইতে উদ্ভূত আয়;
- (ক্ষত) কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ার হস্তান্তর হইতে আয়;
- (ক্ষথ) কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর হইতে আয়;
- (ক্ষদ) সম্পত্তি লিজ হইতে উদ্ভূত আয়⁷;
- (ক্ষধ) ভূমি মালিককে রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার কর্তৃক পরিশোধিত কোনো অর্থ হইতে কর কর্তন।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আয়ের উৎসে কর্তনযোগ্য কর এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে উক্ত আয় প্রাপকের অনুকূলে পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি কর্তৃক কর্তন করিতে হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৩৪(খ) দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর নূতন দফা (ক্ষজ) ও (ক্ষজ) সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৫(ক) দ্বারা দফা (ক্ষছ) বিলুপ্ত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২২(ক) দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর নূতন দফা (ক্ষঝ) ও (ক্ষঞ) সংযোজিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৩(গ) দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর নূতন দফা (ক্ষট) সংযোজিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৫(খ) দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (ক্ষঠ) সংযোজিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ১৬(খ) দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (ক্ষড), (ক্ষঢ), (ক্ষণ), (ক্ষত), (ক্ষথ) ও (ক্ষদ) সংযোজিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা দাঁড়ির “।” পরিবর্তে সেমিকোলন “;” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (ক্ষধ) সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(৩) এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি”, উহার ব্যাকরণগত ভিন্নতা ও সমরূপ অভিব্যক্তিসহ, অর্থ-

- (ক) ‘বেতনাদি’ খাতে শ্রেণিযোগ্য আয় পরিশোধের ক্ষেত্রে,¹[***] নিয়োগকারী কর্মকর্তা স্বয়ং, অথবা যদি কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান নিয়োগকারী হয়, তবে উহার প্রধান কর্মকর্তাসহ, উক্ত কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান;
- (খ) ‘সিকিউরিটির উপর সুদ’ খাতে শ্রেণিযোগ্য আয় পরিশোধের ক্ষেত্রে, সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে পরিশোধ ব্যতীত, সিকিউরিটি ইস্যুকারি কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান অথবা উহার প্রধান কর্মকর্তা; এবং
- (গ) এই অধ্যাদেশের অধীন কর আরোপযোগ্য প্রাপকের অন্য কোনো আয় পরিশোধের ক্ষেত্রে, পরিশোধকারী ব্যক্তি স্বয়ং, অথবা পরিশোধকারী কোনো কোম্পানী বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান হইলে, উহার প্রধান কর্মকর্তাসহ উক্ত কর্তৃপক্ষ, কোম্পানী বা প্রতিষ্ঠান।

৫০। বেতনাদি হইতে উৎসে কর্তন।- (১) ‘বেতনাদি’ খাতে শ্রেণিযোগ্য প্রাপকের কোনো আয় পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্তরূপ পরিশোধের সময় এইরূপ হারে উহা হইতে কর কর্তন করিবেন, যেন উক্ত হার প্রাপকের উক্ত খাতের অধীন অনুমিত মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য গড় হারের সমান হয়।

²[(১ক) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে একজন সরকারি চাকুরিজীবী আয়ন ও ব্যয়ন কর্মকর্তার (ডিডিও-এর) দায়িত্বে থাকেন, অথবা তাহার নিজের জন্য বা, ক্ষেত্রমত, তাহার অধস্তন কর্মচারীর জন্য সরকারের নিকট হইতে বেতনাদি উত্তোলনের বিল প্রস্তুত বা স্বাক্ষর করিবার দায়িত্বে থাকেন, সেইক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ বিল প্রস্তুত বা স্বাক্ষরকালে উক্তরূপ কর্মচারীর প্রাক্কলিত সকল আয়ের উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রযোজ্য হারের গড় হারে কর কর্তন করিবেন, যদি অনুরূপ বাৎসরিক বেতনাদির পরিমাণ করযোগ্য আয়ের সীমা অতিক্রম করে।

(১খ) উপ-ধারা (১ক) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সংশ্লিষ্ট সরকারি হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা পরবর্তী অর্থ বৎসরের ৩১ জুলাই তারিখের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে কর কর্তন সংক্রান্ত একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন।]

(২) ³[উপ-ধারা (১) ও (১ক)] এর অধীন কর কর্তনের সময়, পূর্ববর্তী কর্তনের অথবা কর্তনের ব্যর্থতার কারণে সৃষ্ট সৃষ্ট কোনো অতিরিক্ত বা স্বল্প কর্তন সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে কর্তনযোগ্য অংশ হ্রাস বা বৃদ্ধি করা যাইবে।

⁴[(২ক) এতদুদ্দেশ্যে পরিশোধকারীর দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে সন্তুষ্ট হইয়া, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট অনুসারে, অনুরূপ ব্যক্তি, কর কর্তনক্রমে বা কর কর্তন ব্যতীত, ¹[উপ-ধারা (১) ও (১ক)] এর অধীন পরিশোধ সম্পন্ন করিবেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লেখ থাকিবে যে,-

¹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২২(খ) দ্বারা “সরকার কর্তৃক কোনো পরিশোধ ব্যতীত” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৪(ক) দ্বারা উপ-ধারা (১ক) ও (১খ) সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৪(খ) দ্বারা “উপ-ধারা (১)” শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-ধারা (১) ও (১ক)” শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ১৬ দ্বারা উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ক) প্রাপকের নিকট হইতে কোনো কর কর্তন করা হইবে না, যদি আয়বর্ষের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য এই অধ্যাদেশের অধীন প্রাপকের নিকট হইতে তাহার মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর ইতোমধ্যে কর্তন বা সংগ্রহ করা হইয়া থাকে;
- (খ) আয়বর্ষের অবশিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রাপকের নিকট হইতে হ্রাসকৃত হারে কর কর্তন করা হইবে, যদি এই অধ্যাদেশের অধীন প্রাপকের নিকট হইতে ইতোমধ্যে কর্তনকৃত বা সংগ্রহকৃত কর সমন্বয় করিবার পর ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, প্রাপক তাহার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য কর অপেক্ষা কম পরিমাণের কর পরিশোধের জন্য দায়ী।]

(৩) বৈদেশিক মুদ্রায় পরিশোধ্য বেতনের ক্ষেত্রে, ²[উপ-ধারা (১) ও (১ক)] এর অধীন কর কর্তনের উদ্দেশ্যে, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হারে অনুরূপ বেতনের মূল্য টাকায় হিসাব করিতে হইবে।

³[৫০ক। বাংলাদেশ ব্যাংক বিলের প্রকৃত মূল্যের উপর ডিসকাউন্ট হইতে উৎসে কর কর্তন।- বাংলাদেশ ব্যাংকের বিলের প্রকৃত মূল্যের উপর ডিসকাউন্টের ফলে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি কর্তৃক, উক্তরূপ অর্থ পরিশোধ করিবার সময় পরিশোধযোগ্য অর্থের উপর সর্বোচ্চ হারে, অথবা উক্ত পরিমাণ অর্থের উপর যে হারে কর কর্তন প্রযোজ্য সেই হারে, যাহা অধিক, কর কর্তন করিতে হইবে⁴।:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনুমোদিত সুপারএনুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড বা গ্রাচুয়িটি ফান্ড বা স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল বা ওয়াকার্স প্রফিট পার্টিসিপেশন ফান্ড দ্বারা উক্ত বিল ক্রয় করা হইলে, এই ধারার অধীন কোনো কর কর্তন করা হইবে না।]

⁵[৫০খ। সংসদ সদস্যকে পরিশোধ্য পারিশ্রমিক হইতে কর কর্তন।- কোনো সংসদ সদস্যকে পারিশ্রমিক হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধ করিবার জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্ত পরিশোধ সম্পাদনকালে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপকের প্রাক্কলিত মোট পারিশ্রমিক হিসাবে পরিশোধ্য অর্থের উপর প্রযোজ্য গড় হারে কর কর্তন করিতে হইবে।]

⁶[৫১। সিকিউরিটির উপর ডিসকাউন্ট, সুদ বা মুনাফা হইতে উৎসে কর কর্তন।- যে সকল সরকারি সিকিউরিটি অথবা সরকার বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটি হইতে উদ্ভূত আয় ‘সিকিউরিটির উপর সুদ’ খাতে শ্রেণিযোগ্য, সেই সকল সিকিউরিটি ইস্যুকরণের জন্য দায়ী ব্যক্তি সিকিউরিটির উপর ডিসকাউন্ট, সুদ বা মুনাফা পরিশোধকালে বা ক্রেডিট প্রদানকালে, যাহা পূর্বে ঘটে, উহা হইতে পাঁচ শতাংশ হারে (৫%) আয়কর কর্তন বা সংগ্রহ করিবেন।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৪(গ) দ্বারা “উপ-ধারা (১)” শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-ধারা (১) ও (১ক)” শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৪(ঘ) দ্বারা “উপ-ধারা (১)” শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-ধারা (১) ও (১ক)” শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা ধারা ৫০ক সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা ধারা ৫০খ সংযোজিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০২০ (২০১৬ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা ধারা ৫১ প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

৫১ক। ফিল্ড ডিপোজিটের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন।— [আয়কর (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ দ্বারা বিলুপ্ত]।

¹[৫২। ঠিকাদার, ইত্যাদিকে পরিশোধ হইতে কর্তন।— (১) যেক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কারণে কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো অর্থ পরিশোধ করিতে হয়, যথা:-

- (ক) অধ্যায় ৭ এর অন্য কোনো ধারায় উল্লিখিত সেবা প্রদান বা সরবরাহের জন্য সম্পাদিত কোনো চুক্তি ব্যতীত, অন্য কোনো চুক্তি সম্পাদন;
- (খ) পণ্য সরবরাহ;
- (গ) উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তরকরণ;
- (ঘ) মুদ্রণ, মোড়কবদ্ধকরণ বা বাঁধাইকরণ,

সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি পরিশোধের সময় নির্ধারিত হারে কর কর্তন করিবেন, তবে উহা মূল পরিমাণের (base amount) দশ শতাংশের (১০%) অধিক নহে:

²[তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) উক্ত পরিশোধ সম্পন্ন করিবার সময় প্রাপকের বারো সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর না থাকিলে, এই হার পঞ্চাশ শতাংশের (৫০%) অধিক হইবে;

³[***]

- (গ) যেক্ষেত্রে ধারা ৫৩ এর অধীন উৎসে কর প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো আমদানিকৃত পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত সরবরাহের উপর উৎসে কর হইবে খ-ক, যেখানে-

ক = ধারা ৫৩ এর অধীন পরিশোধকৃত করের পরিমাণ;

খ = এই ধারার অধীন করের পরিমাণ, যদি ধারা ৫৩ এর অধীন কোনো কর পরিশোধ না করা হয়;]

- ⁴[(ঘ) যেক্ষেত্রে ধারা ৫৩ঙ এর অধীন উৎসে কর প্রদান করা হইয়াছে, এইরূপ কোনো পণ্য সরবরাহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত সরবরাহের উপর উৎসে কর হইবে খ-ক, যেখানে-

ক = ধারা ৫৩ঙ এর অধীন পরিশোধকৃত করের পরিমাণ;

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা ধারা ৫২, ৫২ক ও ৫২কক প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৪ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৩(ক)(অ) দ্বারা দফা (খ) বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৩(ক)(আ) দ্বারা দফা (ঘ) সংযোজিত।

খ = এই ধারার অধীন করে পরিমাণ, যদি ধারা ৫৩৬ এর অধীন কোনো কর পরিশোধ না করা হয়¹।:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো চুক্তির অধীন ধারা ৫৩৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত কোনো পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক কোনো পণ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে, দফা (ঘ) এ উল্লিখিত “খ” এর হিসাব নিম্নবর্ণিতভাবে করিতে হইবে, যথা:-

খ = {ধারা ৫৩৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট কোম্পানির বিক্রয় মূল্য} x ৭% x ৫%।]

(২) এই ধারায়-

(ক) “নির্ধারিত ব্যক্তি” অর্থ-

- (i) সরকার, বা সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সংস্থা, উহার ইউনিটসহ, যাহাদের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা আইনের কার্যকরতা সম্পন্ন দলিল দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত;
- (ii) কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড যাহাতে সরকারের আর্থিক বা পরিচালনগত সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে;
- (iii) কোনো জয়েন্ট ভেঞ্চার বা কনসোর্টিয়াম;
- (iv) এই অধ্যাদেশের ধারা ২ এর দফা (২০) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানী;
- (v) কোনো সমবায় ব্যাংক;
- (vi) কোনো সমবায় সমিতি;
- (vii) কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান;
- (viii) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধনপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি সংস্থা² বা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা];
- (ix) কোনো স্কুল, কলেজ, ইনস্টিটিউট বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়;
- (x) কোনো হাসপাতাল, ক্লিনিক বা কোনো ডায়াগোনাস্টিক সেন্টার;
- (xi) কোনো ট্রাস্ট বা ফান্ড;

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৮(ক) দ্বারা কোলন “:” ও শর্তাংশ সংযোজিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৩(খ)(অ) দ্বারা “বা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী সংস্থা” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

(xii) কোনো ফার্ম;

¹[(xiii) কোনো ব্যক্তিসংঘ;]

(xiii) কোনো পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশীপ;

(xiv) কোনো বিদেশি ঠিকাদার, বিদেশি এন্টারপ্রাইজ বা বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত কোনো এসোসিয়েশন বা বডি; এবং

(xv) উপরে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ কোনো কৃত্রিম বিচারিক ব্যক্তি;

(খ) “চুক্তি” অর্থে কোনো উপ-চুক্তি (sub-contract), অনুষ্ণ-চুক্তি (subsequent-contract), এগ্রিমেন্ট বা, লিখিত বা অলিখিত হউক, কোনো ব্যবস্থাপনা-চুক্তি (arrangement) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) “মূল পরিমাণ (base amount)” অর্থ-

(অ) চুক্তি-মূল্যের অধিক; বা

(আ) বিল বা চালান-মূল্যের অধিক; বা

(ই) পরিশোধ-মূল্যের অধিক;

(ঘ) “পরিশোধ (payment)” অর্থে পরিশোধ হস্তান্তর, জমাদান বা সমন্বয় ²[বা পরিশোধের জন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশ] অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

৫২ক। রয়্যালটি, ইত্যাদি পরিশোধ হইতে উৎসে কর কর্তন।— (১) যেক্ষেত্রে কোনো লাইসেন্স, ব্রান্ড নাম, প্যাটেন্ট, আবিষ্কার, ফর্মুলা, প্রোসেস, মেথড, ডিজাইন, প্যাটার্ন, ব্যবহারিক জ্ঞান (know-how), কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড নাম, সাহিত্য বা সঞ্জীত বা শৈল্পিক সৃষ্টি, জরিপ, স্টাডি, পূর্বাভাষ, ইস্টিমেট, গ্রাহক তালিকা বা অদৃশ্যমান সম্পত্তি, ইত্যাদি ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো অনিবাসী ব্যক্তিকে রয়্যালটি, ফ্রানসাইজি বা ফি বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধ করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ পরিশোধের সময় নিম্নবর্ণিত হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

পরিশোধের বিবরণ	কর কর্তনের হার
(ক) মূল পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার অধিক না হইলে	১০%
(খ) মূল পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার অধিক হইলে	১২%:

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৩(খ)(আ) দ্বারা আইটেম (xiii) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৮(খ) দ্বারা “বা পরিশোধ করিবার জন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশ” শব্দগুলি সংযোজিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত পরিশোধ সম্পন্ন করিবার সময় প্রাপকের বারো সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর না থাকিলে, এই হার পঞ্চাশ শতাংশের (৫০%) অধিক হইবে।

(২) এই ধারায়-

- (ক) “নির্ধারিত ব্যক্তি” বলিতে ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;
- (খ) “চুক্তি” অর্থে কোনো উপ-চুক্তি (sub-contract), অনুষ্ণ-চুক্তি (subsequent-contract), এগ্রিমেন্ট বা, লিখিত বা অলিখিত হউক, কোনো ব্যবস্থাপনা-চুক্তি (arrangement) অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (গ) “মূল পরিমাণ (base amount)” অর্থ নিম্নবর্ণিত মূল্যের মধ্যে যাহা অধিক, যথা:-
- (অ) চুক্তি-মূল্য; বা
- (আ) বিল বা চালান-মূল্য; বা
- (ই) পরিশোধ-মূল্য;
- (ঘ) “পরিশোধ (payment)” অর্থে পরিশোধ হস্তান্তর, জমাদান বা সমন্বয়¹[বা পরিশোধের জন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশ] অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৫২কক। কতিপয় সেবা প্রদান বাবদ পরিশোধ হইতে কর কর্তন।—²[(১) যেক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক এই ধারায় বর্ণিত কোনো সেবা প্রদান বাবদ কোনো অনিবাসী ব্যক্তিকে কোনো অর্থ পরিশোধ করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ পরিশোধ করিবার সময় নিম্নবর্ণিত হারে কর কর্তন করিতে হইবে, যথা:-

টেবিল

ক্রমিক নং	সেবা ও পরিশোধের বিবরণ	কর কর্তনের হার	
		যেক্ষেত্রে মূল পরিমাণ অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা	যেক্ষেত্রে মূল পরিমাণ ২৫ লক্ষ টাকার অধিক
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	উপদেষ্টা বা পরামর্শ সেবা	১০%	১২%
২.	পেশাগত সেবা, কারিগরি সেবা ফি, বা কারিগরি সহায়তা	১০%	১২%

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা “বা পরিশোধ করিবার জন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশ” শব্দগুলি সংযোজিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৫ দ্বারা উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

	ফি		
৩.	(i) ক্যাটারিং সেবা;		
	(ii) ক্লিনিং সেবা;		
	(iii) কালেকশন ও রিকভারি সেবা;		
	(iv) বেসরকারি সিকিউরিটি সেবা;		
	(v) জনশক্তি সরবরাহ সেবা;		
	(vi) ক্রিয়েটিভ মিডিয়া সেবা;		
	(vii) পাবলিক রিলেশনস সেবা;		
	(viii) ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেবা;		
	(ix) প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কসপ ইত্যাদি সংগঠন ও ব্যবস্থাপনা সেবা;		
	¹ [(x) কুরিয়ার সার্ভিস/সেবা;		
	(xi) প্যাকিং ও সিপটিং সার্ভিস/সেবা; এবং		
	(xii) একই ধরনের অন্যান্য সেবা:]		
	(ক) কমিশন বা ফি এর উপর	১০%	১২%
(খ) মোট বিলের পরিমাণের উপর	১.৫%	২%	
৪.	মিডিয়া বাইং এজেন্সি সেবা-		
	(ক) কমিশন বা ফি এর উপর	১০%	১২%
	(খ) মোট বিলের পরিমাণের উপর	০.৫%	০.৬৫%
৫.	ইন্ডেন্টিং কমিশন	৬%	৮%
৬.	মিটিং ফি, প্রশিক্ষণ ফি বা সম্মানি ভাতা	১০%	১২%
৭.	মোবাইল নেটওয়ার্ক অপারেটর, কারিগরি সহায়তা সেবা প্রদানকারী বা মোবাইল ব্যাংকিং কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত সেবা সরবরাহ এজেন্ট	১০%	১২%
৮.	ক্রেডিট রেটিং সার্ভিস	১০%	১২%
৯.	মটর গ্যারেজ বা ওয়ার্কসপ	৬%	৮%
১০.	প্রাইভেট কন্টেইনার পোর্ট বা ডকইয়ার্ড সার্ভিস	৬%	৮%
১১.	শিপিং এজেন্সি কমিশন	৬%	৮%
১২.	জাহাজে মাল বোঝাই/বার্থ অপারেশন কমিশন	১০%	১২%
² [১৩.	(i) যানবাহন সেবা, পরিবহন সেবা, গাড়ি ভাড়া সেবা; (ii) রাইড শেয়ারিং সার্ভিস, কোওয়ার্কিং স্পেস প্রোভাইডিং সার্ভিস এবং একমোডেশন প্রোভাইডিং	৩%	৪%

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৪(ক) দ্বারা আইটেম (x) এর পরিবর্তে আইটেম (x), (xi) ও (xii) প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩০ (ক) দ্বারা SL Nos. 13 ও 13A এবং উহাদের বিপরীতে দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ কলামে উল্লিখিত এন্ট্রিগুলির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

	সার্ভিস;		
১৩ক.	বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য হইলিং চার্জ	২%	৩%]
১৪.	এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ৭ এ বর্ণিত হয় নাই এইরূপ অন্য যেকোনো সেবা এবং ব্যাংক, বিমা বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় নহে এইরূপ কোনো সেবা	১০%	১২%:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সারণির ক্রমিক নং ৩ ও ৪ এ উল্লিখিত কমিশন বা ফি এবং মোট বিলের পরিমাণ উভয়ই প্রদর্শন করে, তাহা হইলে নিম্নের দফা (অ) ও (আ) এর মধ্যে যাহা অধিক তাহা কর হিসাবে পরিশোধ করিতে হইবে, যেক্ষেত্রে-

(অ) কমিশন বা ফি এর উপর সারণির সংশ্লিষ্ট কর হার প্রয়োগ করিয়া হিসাবকৃত কর; এবং

(আ) $খ \times গ \times ঘ$, যেখানে-

খ = মোট বিলের পরিমাণ (gross bill amount),

1 গ = ক্রমিক নং ৩ এর ক্ষেত্রে ১০% এবং ক্রমিক নং ৪ এর ক্ষেত্রে ২.৫%, এবং]

ঘ = কমিশন বা ফি এর উপর কর হার:

আরও শর্ত থাকে যে, উক্ত পরিশোধ সম্পন্ন করিবার সময় প্রাপকের বারো সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর না থাকিলে, এই কর হার পঞ্চাশ শতাংশের (৫০%) অধিক হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বোর্ড এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত কোনো আবেদনের প্রেক্ষিতে এই মর্মে কোনো লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করে যে, সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানের অধীন অন্য কোনোভাবে আয়কর হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে কোনোরূপ কর্তন ব্যতীত বা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য প্রযোজ্য হ্রাসকৃত হারে এই ধারায় উল্লিখিত পরিশোধ সম্পন্ন করা যাইবে।]

(২) এই ধারায়-

(ক) “নির্ধারিত ব্যক্তি” বলিতে ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;

(খ) “চুক্তি” অর্থে কোনো উপ-চুক্তি (sub-contract), অনুযজ্ঞ-চুক্তি (subsequent-contract), এগ্রিমেন্ট বা, লিখিত বা অলিখিত হউক, কোনো ব্যবস্থাপনা-চুক্তি (arrangement) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৪(গ) দ্বারা “গ = ক্রমিক নং ৩ এর ক্ষেত্রে ১০% এবং ক্রমিক নং ৪ এর ক্ষেত্রে ৩.৫%, এবং” বর্ণ, চিহ্ন ও কমা পরিবর্তে “গ = ক্রমিক নং ৩ এর ক্ষেত্রে ১০% এবং ক্রমিক নং ৪ এর ক্ষেত্রে ২.৫%, এবং” বর্ণ, চিহ্ন ও কমা প্রতিস্থাপিত।

- (গ) “মূল পরিমাণ (base amount)” অর্থ নিম্নবর্ণিত মূল্যের মধ্যে যাহা অধিক, যথা:-
- (অ) চুক্তি-মূল্য; বা
- (আ) বিল বা চালান-মূল্য; বা
- (ই) পরিশোধ-মূল্য;
- (ঘ) “পরিশোধ (payment)” অর্থে পরিশোধ হস্তান্তর, জমাদান বা সমন্বয় ¹[বা পরিশোধের জন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশ] অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঙ) “পেশাগত সেবা” অর্থ-
- (অ) চিকিৎসকগণ কর্তৃক প্রদত্ত সেবা;
- (আ) পেশাগত জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া পেশা বা অন্য কোনো সেবা পরিচালনাকারী ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত সেবা।

²[৫২ককক। ক্লিয়ারিং ও ফরোয়াডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর আদায়।- কাস্টমস কমিশনার আমদানি বা রপ্তানিকৃত পণ্য ছাড় করিবার সময় কাস্টমস এ্যাক্ট, ১৯৬৯ এর অধীন নিবন্ধিত ক্লিয়ারিং ও ফরোয়াডিং এজেন্টগণ কর্তৃক গৃহীতব্য কমিশনের উপর ³[দশ শতাংশ (১০%)]] হারে কর আদায় করিবেন।]

⁴[৫২খ। সিগারেট প্রস্তুতকারকগণের নিকট হইতে কর আদায়।- কোনো সিগারেট প্রস্তুতকারীর নিকট ব্যান্ডরোল বিক্রয়ের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্ত ব্যান্ডরোল বিক্রয়কালে উক্তরূপ প্রস্তুতকারকের নিকট হইতে সিগারেট উৎপাদনের জন্য ব্যান্ডরোলের মূল্যের উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর আদায় করিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সিগারেট উৎপাদন” অর্থ কোনো প্রকার যান্ত্রিক সহায়তা ব্যতীত সিগারেট উৎপাদন।]

⁵[৫২গ। সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিপরীতে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন।- সরকার কর্তৃক কোনো স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণের বিপরীতে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি অনুরূপ ক্ষতিপূরণের অর্থ পরিশোধ করিবার সময় উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থের উপর নিম্নবর্ণিত হারে অগ্রিম কর কর্তন করিবেন, যথা:-

- (ক) যেক্ষেত্রে উক্ত স্থাবর সম্পত্তি কোনো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় অবস্থিত, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ ক্ষতিপূরণের উপর ¹[ছয়] শতাংশ হারে;

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩০ (খ) দ্বারা “বা পরিশোধ করিবার জন্য কোনো আদেশ বা নির্দেশ” শব্দগুলি সংযোজিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা ধারা ৫২ককক সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা “সাড়ে সাত শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “দশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা ধারা ৫২খ প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা ধারা ৫২গ প্রতিস্থাপিত।

(খ) যেক্ষেত্রে উক্ত স্থাবর সম্পত্তি কোনো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকা বহির্ভূত এলাকায় অবস্থিত, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ ক্ষতিপূরণের উপর ²[তিন] শতাংশ হারে।]

³⁴[⁵ঘ। সঞ্চয়পত্রের উপর প্রদেয় সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন।— এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানে বা অনুমোদিত সুপার এ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড বা গ্রাচুইটি ফান্ড বা স্বীকৃত কোনো ভবিষ্য তহবিল বা কোনো শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিল দ্বারা ক্রয়কৃত যে কোনো ধরনের সঞ্চয়পত্রের উপর প্রদেয় সুদের উপর কর অব্যাহতি সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরূপ সঞ্চয়পত্রের উপর প্রদেয় সুদ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি অনুরূপ পরিশোধের সময় উক্ত সুদের উপর ⁵[দশ শতাংশ (১০%)] হারে আয়কর কর্তন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আয়বর্ষের শেষে কোনো পেনশনারস সেভিং সার্টিফিকেট এ সমন্বিত বিনিয়োগের পরিমাণ পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক না হইলে, এই ধারার অধীন কোনো কর কর্তন করা হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, ওয়েজ আর্নার ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টার্লিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টার্লিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে উদ্ভূত সুদ বা মুনাফা হইতে কোনো কর কর্তন করা হইবে না।

৫২ ঘঘ। শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিলের উপকারভোগীগণের নিকট হইতে উৎসে কর কর্তন।— এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণমূলক তহবিলের (workers' participation fund) কর হইতে অব্যাহতি সম্পর্কে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরূপ তহবিলের উপকারভোগীগণের অনুকূলে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি অনুরূপ পরিশোধের সময় পরিশোধের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে আয়কর কর্তন করিবেন।]

[৫২ঙ। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]

⁶⁷[⁸৫২চ। ইট প্রস্তুতকারকগণের নিকট হইতে কর আদায়।— ইট প্রস্তুতের অনুমতিপত্র প্রদান বা উহা নবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্তরূপ অনুমতিপত্র প্রদান বা নবায়ন করিবেন না, যদি না অনুমতিপত্র প্রদান বা নবায়নের জন্য দাখিলকৃত আবেদনপত্রের সহিত পূর্ববর্তী কর নির্ধারণী বৎসরের ট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেটসহ উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত নিম্নবর্ণিত হারে কর প্রাপ্তির রসিদ জমা প্রদান করেন, যথা:-

(ক) এক সেকশন ইটভাটার জন্য, পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা;

(খ) দেড় সেকশন ইটভাটার জন্য সত্তর হাজার টাকা;

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ (ক) দ্বারা “দুই” শব্দটির পরিবর্তে “ছয়” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩১ (খ) দ্বারা “এক” শব্দটির পরিবর্তে “তিন” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা ৫২ঘ, ৫২ঙ, ৫২চ, ৫২ছ, ৫২জ ও ৫২ঝ সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা ধারা ৫২ঘ ও ৫২ঘ প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা “পাঁচ শতাংশ (৫%)” শব্দগুলি, বন্ধনী ও চিহ্নের পরিবর্তে “দশ শতাংশ (১০%)” শব্দগুলি, বন্ধনী ও চিহ্ন প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা ধারা ৫২চ প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা ধারা ৫২চ প্রতিস্থাপিত।

(গ) দুই সেকশন ইটভাটার জন্য নব্বই হাজার টাকা;

(ঘ) স্বয়ংক্রিয় মেশিনের সাহায্যে ইট প্রস্তুত করে এইরূপ ইটভাটার জন্য দেড় লক্ষ টাকা।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সেকশন” অর্থ মৌসুমী ইটভাটা মূল্য সংযোজন কর বিধিমালা, ২০০৪ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে কোনো সেকশন।]

[৫২ছ। অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা বিলুপ্ত]।

[৫২জ। অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৬৪ দ্বারা বিলুপ্ত]।

৫২ঝ। **ঋণপত্রের (L/C) কমিশন হইতে কর কর্তন।**- কোনো ব্যক্তি যিনি তাহার নিজের বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য পণ্য আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র (L/C) খুলিবার জন্য দায়ী তিনি ঋণপত্রের বিপরীতে কমিশন সংগ্রহের সময় উক্তরূপ কমিশন হিসাবে সংগৃহীত অর্থের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে আয়কর কর্তন করিবেন।]

[৫২ঞ। অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫৪ দ্বারা বিলুপ্ত]।

¹[৫২ঞঞ। **ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর আদায়।**- (১) এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো নিবাসীকে যাত্রী বহনের বা বিমানে কার্গো পরিবহনের টিকেট বিক্রয় বাবদ কমিশন বা ডিসকাউন্ট বা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অর্থে রূপান্তরযোগ্য অন্য কোনো সুবিধার মাধ্যমে যে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধে দায়ী ব্যক্তি উক্ত নিবাসীকে অনুরূপ অর্থ পরিশোধের সময় অনুরূপ যাত্রী বহন টিকেটের মোট মূল্য বা বিমানে কার্গো পরিবহনের চার্জের উপর শূন্য দশমিক তিন শূন্য শতাংশ (০.৩০%) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা আদায় করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে অনুরূপ টিকেট বিক্রয় বা বিমানে কার্গো পরিবহনের বিলের সূত্রে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত হিসাবে কোনো প্রণোদনা বোনাস, কর্মদক্ষতা বোনাস বা অন্য কোনো সুবিধা, উহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, পরিশোধ করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি (ক÷খ) ×গ এর সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিবেন, যেখানে-

‘ক’ হইল উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত প্রণোদনা বোনাস, কর্মদক্ষতা বোনাস বা অন্য কোনো সুবিধার পরিমাণ;

‘খ’ হইল উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কমিশন বা ডিসকাউন্ট বা অন্য কোনো সুবিধার পরিমাণ; এবং

‘গ’ হইল উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কমিশন বা ডিসকাউন্ট বা অন্য কোনো সুবিধার উপর প্রদেয় উৎস করের পরিমাণ।

(৩) টিকেটের মূল্য বা চার্জ হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে, টিকেটের মূল্য বা চার্জের মধ্যে এম্বার্কেশন ফি, ভ্রমণ কর, উড্ডয়ন নিরাপত্তা বিমা, নিরাপত্তা কর বা বিমান বন্দর কর বাবদ কোনো পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায়, “পরিশোধ (payment)” অর্থে পরিশোধ হস্তান্তর, জমাদান বা সমন্বয় অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা ধারা ৫২ঞঞ প্রতিস্থাপিত।

¹[৫২ট। **ড্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা কর্তৃক কর আদায়।**- ড্রেড লাইসেন্স নবায়নের জন্য দায়ী ব্যক্তি প্রত্যেক ড্রেড লাইসেন্স নবায়নের সময় নিম্নবর্ণিত হারে কর আদায় করিবে, যথা:-

- (ক) ²[ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন] বা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে, ³[তিন হাজার] টাকা;
- (খ) ⁴[অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে], ⁵[দুই হাজার টাকা];
- (গ) জেলা সদরের পৌরসভার ক্ষেত্রে, ⁶[এক হাজার] টাকা;
- (ঘ) অন্য কোনো পৌরসভার ক্ষেত্রে, ⁷[পাঁচশত] টাকা।]

⁸[***]

⁹[৫২ড। **ফ্রেইট ফরোয়ার্ড এজেন্সি কমিশনের উপর হইতে কর আদায়।**- ফ্রেইট ফরোয়ার্ড এজেন্সি কমিশনের মাধ্যমে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্তরূপ পরিশোধের সময় ¹⁰[বা উক্ত পরিশোধ প্রাপকের একাউন্টে জমা প্রদানের সময়] পরিশোধকৃত বা ক্রেডিটকৃত অর্থের ¹¹[পনের শতাংশ (১৫%)] হারে কর কর্তন করিবেন।]

¹²[৫২ঢ। **রেন্টাল পাওয়ার সূত্রে কর আদায়।**- এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড কোনো রেন্টাল পাওয়ার কোম্পানীকে উক্ত কোম্পানী হইতে ভাড়া বিদ্যুৎ ক্রয় সূত্রে কোনো অর্থ পরিশোধের সময় পরিশোধিত অর্থের উপর ¹³[***] ¹⁴[ছয় শতাংশ (৬%)] হারে কর আদায়, কর্তন বা পরিশোধ করিবে¹⁵[***]।]

¹⁶[৫২গ। **হীরা কাটা শিল্পে চাকুরিতে নিযুক্ত বিদেশি কারিগরের নিকট হইতে কর আদায়।**- বাংলাদেশের নাগরিক নহেন অথবা বাংলাদেশে আগমনের অব্যবহিত পূর্ববর্তী চার বৎসরের মধ্যে কোনো বৎসরেই বাংলাদেশের নিবাসী

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা ধারা ৫২ট প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৬(ক) দ্বারা “ঢাকা সিটি কর্পোরেশন” শব্দ গুলির পরিবর্তে “ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৭(ক) দ্বারা “পাঁচশত” শব্দগুলির পরিবর্তে “তিন হাজার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৬(খ) দ্বারা “ঢাকা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত, অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে” শব্দগুলি ও ক্রম পরিবর্তে “অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৭(খ) দ্বারা “তিনশত” শব্দগুলির পরিবর্তে “দুই হাজার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৭(গ) দ্বারা “তিনশত” শব্দগুলির পরিবর্তে “এক হাজার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৭(ঘ) দ্বারা “একশত” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচশত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁸ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা ধারা ৫২ট বিলুপ্ত।

⁹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা ধারা ৫২ড সন্নিবেশিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹⁰ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা “বা উক্ত পরিশোধ প্রাপকের একাউন্টে জমা প্রদানের সময়” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

¹¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা “সাড়ে সাত শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পনের শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

¹² আয়কর (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা ধারা ৫২ঢ সন্নিবেশিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹³ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা “বাংলাদেশে উহার অপারেশন শুরুর তারিখ হইতে অনধিক তিন বৎসর মেয়াদের জন্য” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

¹⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪২ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা “চার শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “ছয় শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹⁵ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা “যাহা উক্ত ভাড়া বিদ্যুৎ বিক্রয়ের... . . . চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে গণ্য হইবে” শব্দগুলি বিলুপ্ত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹⁶ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা ধারা ৫২গ সংযোজিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

ছিলেন না এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে তাহার বাংলাদেশে আগমনের তারিখ হইতে অনধিক তিন বৎসরের জন্য হীরা কাটা শিল্পে কারিগর হিসাবে চাকুরির চুক্তির আওতায় তৎকর্তৃক সম্পাদিত সেবার জন্য তাহার ‘বেতনাদি’ খাতে শ্রেণিযোগ্য পারিশ্রমিক হিসাবে প্রদেয় অর্থ প্রদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্তরূপ পরিশোধ করিবার সময় অথবা তাহার অনুকূলে জমা দানের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, উহার উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে কর কর্তন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, ৩০ জুন ২০১০ এর পরে নিযুক্ত কোনো বিদেশি কারিগরের ক্ষেত্রে এই দফার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।]

¹[৫২ত। **কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, কক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, হল, হোটেল, কমিউনিটি সেন্টার বা কোনো রেস্টুরেন্ট ভাড়া বা ব্যবহারের জন্য অপর কোনো ব্যক্তিকে কোনো অর্থ পরিশোধ করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রাপককে পরিশোধ করিবার সময় সেবা গ্রহণের জন্য পরিশোধ্য মোট অর্থের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে অগ্রিম কর কর্তন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ অর্থ সরাসরি সরকার বরাবর পরিশোধ করা হইলে, কোনোরূপ কর্তন করা যাইবে না।

(২) এই ধারায়-

- (ক) “নির্ধারিত ব্যক্তি” বলিতে ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;
- (খ) “পরিশোধ (payment)” বলিতে ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে।]

²[৫২খ। **কোনো সেবা প্রদান, রাজস্ব শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ অর্জিত আয় হইতে কর কর্তন।-** নিম্নবর্ণিত কার্য সম্পাদনের জন্য কোনো ব্যক্তিকে ফি, সার্ভিস চার্জ, কমিশন বা পারিশ্রমিক, যে নামেই অভিহিত হোক, বা যে কোনো নাম বা ধরনের রাজস্ব শেয়ারিং বাবদ বিদেশ হইতে আগত কোনো রেমিটেন্স প্রদান বা তাহার হিসাবে জমাদানের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্ত অর্থ পরিশোধ বা তাহার হিসাবে জমাদানের সময় উহার উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর কর্তন করিবেন, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশে সম্পাদিত কোনো সেবা প্রদান; বা
- (খ) কোনো নিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক কোনো বিদেশি ব্যক্তির পক্ষে কোনো সেবা প্রদান বা কার্য সম্পাদন; বা
- (গ) বিজ্ঞাপন বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে কোনো অনলাইন প্ল্যাটফরম ব্যবহারের অনুমতি প্রদান:

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা ধারা ৫২ত প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩২ দ্বারা ধারা ৫২খ প্রতিস্থাপিত। (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশ হইতে আগত এইরূপ কোনো রেমিটেন্সের বিপরীতে এই ধারার অধীন কোনোরূপ কর্তন করা যাইবে না যাহা-

- (অ) ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-ক এর অনুচ্ছেদ ৪৮ দ্বারা মোট আয় হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে;
- (আ) কোনো নিবাসীর সফটওয়্যার বিক্রয় বা সেবার সূত্রে বিদেশ হইতে আগত কোনো রেমিটেন্স, যদি ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-ক এর অনুচ্ছেদ ৩৩ এর অধীন উক্তরূপ বিক্রয় বা সেবা হইতে অর্জিত আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রদান করা হইয়া থাকে।]

¹[৫২দ। আন্তর্জাতিক টেলিফোন কলের রসিদ হইতে কর কর্তন।- (১) যে ব্যাংকের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) সার্ভিস বাবদ কোনো অর্থ গ্রহণ করা হয়, উক্ত ব্যাংক ফোন কলের রসিদের বিপরীতে ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে সার্ভিস অপারেটরের একাউন্টে অর্থ জমা প্রদানের সময় মোট অর্থের উপর ²[এক দশমিক পাঁচ শতাংশ (১.৫%)]] হারে কর কর্তন করিবে।

(২) যদি কোনো ইন্টারন্যাশনাল গেটওয়ে (আইজিডব্লিউ) সার্ভিস অপারেটর কর্তৃক ইন্টার কানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স), একসেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস (এএনএস)³, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিআরটিসি)] বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিআরটিসি) এর সহিত চুক্তির আওতায়, আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয় বা একাউন্টে ক্রেডিট করা হয়, তাহা হইলে উক্ত সার্ভিস অপারেটর অনুরূপ অর্থ পরিশোধ বা হিসাবে জমা প্রদানের সময় পরিশোধকৃত বা জমাকৃত মোট অর্থের উপর ⁴[সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ (৭.৫%)]] হারে কর কর্তন করিবে।

⁵[(২ক) আন্তর্জাতিক বহির্গমন কলের ক্ষেত্রে, যখন কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদান করা হয়, তখন ইন্টার কানেকশন এক্সচেঞ্জ (আইসিএক্স) সেবা বা একসেস নেটওয়ার্ক সেবা (এএনএস) প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অনুরূপ অর্থ পরিশোধ বা হিসাবে জমা প্রদানের সময় পরিশোধকৃত বা জমাকৃত মোট অর্থের উপর সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ (৭.৫%) হারে কর কর্তন করিবে।]

(৩) ⁶[উপ-ধারা (১), (২) বা (২ক)] এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে বোর্ড কোনো ব্যক্তির লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে এই মর্মে সার্টিফিকেট প্রদান করে যে, উক্ত ব্যক্তির আয়ের উপর কর অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে বা তাহাকে এই ধারায় নির্ধারিত হার অপেক্ষা হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধ করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি নিম্নবর্ণিতভাবে উক্ত অর্থ পরিশোধ করিবেন, যথা:-

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা ধারা ৫২দ সংযোজিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩২(ক) দ্বারা “এক শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “এক দশমিক পাঁচ শতাংশ (১.৫%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা “একসেস নেটওয়ার্ক সার্ভিস (এএনএস)” শব্দগুলি ও বন্ধনীর পর “, বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন (বিআরটিসি)” কমা, শব্দগুলি, ও বন্ধনী সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩২(খ) দ্বারা “পাঁচ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সাত দশমিক পাঁচ শতাংশ (৭.৫%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৭(ক) দ্বারা উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৭(খ) দ্বারা “উপ-ধারা (১) বা (২)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “উপ-ধারা (১), (২) বা (২ক)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(ক) কোনোরূপ কর কর্তন ব্যতিরেকে; বা

(খ) সার্টিফিকেটে নির্দিষ্টকৃত হারে কর কর্তনক্রমে।]

¹[***] ²[***]

³[৫২ন। **জীবন বিমা পলিসিতে প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত কোনো পরিশোধ হইতে কর কর্তন।**— কোনো জীবন বিমা কোম্পানী কর্তৃক পরিচালিত কোনো জীবন বিমা পলিসির জন্য প্রিমিয়ামের অতিরিক্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের সূত্রে কোনো নিবাসীকে অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি পলিসি হোল্ডারকে উক্ত অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের সময় উক্ত অর্থের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে আয়কর কর্তন করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ পলিসি হোল্ডার মৃত্যুবরণ করিলে, কোনোরূপ কর্তন প্রযোজ্য হইবে না।]

⁴[৫২প। **স্থানীয় ঋণপত্র, ইত্যাদি বাবদ কোনো পরিশোধ হইতে কর কর্তন।**— (১) কোনো ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উপ-ধারা (২) এর অধীন আর্থিক ব্যবস্থাপনা ব্যতীত, স্থানীয় ঋণপত্র বা অন্য কোনো আর্থিক চুক্তির আওতায়, ব্যবসা করিবার উদ্দেশ্যে বা প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তরের পর পুনর্বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তিকে (অতঃপর ‘ক’ হিসাবে অভিহিত) অপর কোনো ব্যক্তির (অতঃপর ‘খ’ হিসাবে অভিহিত) নিকট হইতে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে কোনো পণ্য ক্রয়ের জন্য ঋণ সুবিধা প্রদান করিলে, উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ‘খ’ ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ বা তাহার হিসাবে জমা প্রদানের সময় ‘ক’ ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত ক্রয়ের সূত্রে পরিশোধকৃত বা জমাকৃত অর্থের উপর তিন শতাংশ (৩%) হারে কর কর্তন করিবে।

(২) যদি কোনো ব্যাংক বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কোনো আর্থিক ব্যবস্থাপনার আওতায় কোনো পরিবেশককে ঋণ সুবিধা প্রদান করা হয়, যাহার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি (অতঃপর ‘গ’ ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত) উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে চালানের বা উহার পরিবেশককে (অতঃপর ‘ঘ’ ব্যক্তি বলিয়া অভিহিত) পণ্য বিক্রয়ের বিপরীতে পরিশোধ গ্রহণ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ‘গ’ ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ বা তাহার অনুকূলে জমা প্রদানের সময় ‘ঘ’ ব্যক্তির অনুকূলে চালানকৃত পণ্যের সূত্রে পরিশোধকৃত বা জমাকৃত অর্থের উপর এক শতাংশ (১%) হারে কর কর্তন করিবে।

(৩) স্থানীয় ঋণপত্র অথবা চাউল, গম, আলু, পেয়াজ, রসুন, মটরশুটি, মটরডাল, মশুরডাল, আদা, হলুদ, শুকনা মরিচ, ডাল, ভূট্টা, আটা, ময়দা, লবণ, ভোজ্য তৈল, চিনি, গোলমরিচ, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ, খেজুর, তেজপাতা, কম্পিউটার, বা উহার আনুষঙ্গিক দ্রব্যাদি, পাট, তুলা, সূতা, ও সকল প্রকার ফল ক্রয় বা সংগ্রহ করিবার জন্য অন্য কোনো বিদ্যমান বা সম্পাদিত অর্থায়ন চুক্তির ক্ষেত্রে ⁵[দুই শতাংশ (২%) হারে কর কর্তন করা হইবে]।

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ২৪(ক) দ্বারা ধারা ৫২খ এর উপাত্ত টীকায় “কমল পানীয়” শব্দগুলির পর “, ইত্যাদি” কমা ও শব্দটি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৭ দ্বারা ধারা ৫২খ বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা ধারা ৫২ন, ৫২প ও ৫২ফ সংযোজিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা ধারা ৫২প প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৪ (ক) দ্বারা “এই ধারার বিধান প্রযোজ্য হইবে না” শব্দগুলির পরিবর্তে “দুই শতাংশ (২%) হারে কর কর্তন করা হইবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

¹[***]

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “পরিবেশক (distributor)” অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি অপর কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত পণ্য প্রান্তিক গ্রাহকগণের নিকট সরাসরি বা অন্য কোনো মধ্যস্বত্বভোগীর মাধ্যমে সরবরাহের দায়িত্ব পালন করেন।]

৫২ফ। সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধ হইতে কর্তন।- সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা (Principal Officer), যিনি যেকোনো রেভিনিউ শেয়ারিং বা যেকোনো লাইসেন্স ফি বা, যে নামেই অভিহিত হউক, সকল প্রকার ফি বা চার্জ বাবদ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষের অনুকূলে যেকোন ধরনের পরিশোধের জন্য দায়ী, তিনি প্রাপকের অনুকূলে অর্থ পরিশোধ বা জমা প্রদানের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, উক্ত পরিশোধের উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর কর্তন করিবেন।]

৫৩। আমদানিকারকগণের ²[***] নিকট হইতে কর আদায়।— ³[(১) ⁴[কাস্টমস কমিশনার] আমদানিকারক কর্তৃক পণ্য ⁵[***] আমদানি বাবদ পরিশোধযোগ্য কর আদায় করিবেন।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর আদায়ের উদ্দেশ্যে, বোর্ড-

- (ক) যে সকল আমদানিকারকের ⁶[***] নিকট হইতে কর আদায় করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিবে; এবং
- (খ) যে পরিমাণ অর্থ আদায় করা হইবে উহা পরিগণনার নিয়ম ও হার এবং উহা আদায়ের পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর্তনকৃত কর সংশ্লিষ্ট আমদানিকারকের ⁷[***] অগ্রিম কর পরিশোধ হিসাবে গণ্য গণ্য হইবে এবং তাহার কর নির্ধারণের সময় উহা তাহার প্রদেয় করের হিসাব হইতে বাদ যাইবে।

⁸[⁹৫৩ক। গৃহ সম্পত্তির আয় হইতে উৎসে কর কর্তন।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত ব্যক্তি ভাড়াটিয়া হিসাবে হিসাবে কোনো গৃহ সম্পত্তি বা হোটেলে আবাস সুবিধার জন্য কক্ষ ভাড়া নেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ভাড়াটিয়া অনুরূপ গৃহ সম্পত্তি বা হোটেলের ভাড়া পরিশোধের সময় উহার উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে কর কর্তন করিবে।

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৪ (খ) দ্বারা উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৮(ক) দ্বারা “এবং রপ্তানিকারকগণ” শব্দগুলি বিলুপ্ত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা ধারা ৫৩ এর উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৫৫ দ্বারা “কাস্টম কালেক্টর” শব্দগুলির পরিবর্তে “কাস্টমস কমিশনার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৮(খ) দ্বারা বিলুপ্ত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৮(গ) দ্বারা “এবং রপ্তানিকারকগণ” শব্দগুলি বিলুপ্ত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ২৮(ঘ) দ্বারা “বা রপ্তানিকারক” শব্দগুলি বিলুপ্ত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁸ অর্থ আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা ধারা ৫৩ক, ৫৩খ, ৫৩গ ও ৫৩ঘ সন্নিবেশিত।

⁹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা ধারা ৫৩ক প্রতিস্থাপিত।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “ভাড়া” অর্থ, যে নামেই অভিহিত হউক, কোনো লিজ বা রায়তিস্বত্ব বা অন্য কোনো চুক্তি বা ব্যবস্থাপনার অধীন কোনো ফার্নিচার, ফিটিংস ও ভবন সংলগ্ন ভূমি ব্যবহারসহ কোনো গৃহ সম্পত্তি বা হোটেলে আবাস সুবিধা বাবদ যে কোনো পরিশোধ।

(২) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসরের কর নির্ধারণের পর পরিলক্ষিত হয় যে, গৃহ সম্পত্তির মালিক কর্তৃক কর পরিশোধযোগ্য নয়, অথবা যে পরিমাণ কর কর্তন করা হইয়াছে তাহা পরিশোধযোগ্য কর অপেক্ষা অধিক, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিতভাবে কর্তনকৃত অর্থ গৃহ সম্পত্তির মালিককে ফেরত প্রদান করিতে হইবে, যথা:-

(ক) যদি কোনো করই পরিশোধযোগ্য না হয়, তবে কর্তনকৃত সমুদয় অর্থ; বা

(খ) যদি পরিশোধ্য পরিমাণ অপেক্ষা অধিক কর্তন করা হয়, তবে অতিরিক্ত কর্তনকৃত অর্থ।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার এতদুদ্দেশ্যে প্রাপ্ত আবেদনের প্রেক্ষিতে, গৃহসম্পত্তির মালিককে এই মর্মে নির্ধারিত ফরমে সার্টিফিকেট প্রদান করেন যে, তাহার সর্বোচ্চ বিশ্বাসমতে সংশ্লিষ্ট করবর্ষে মালিকের কোনো কর ধার্যযোগ্য আয় ছিল না, অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন তিনি অন্যভাবে কর অব্যাহতি প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ সার্টিফিকেট বাতিল না হওয়া পর্যন্ত উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অর্থ কোনো কর্তন ব্যতীত পরিশোধ করিতে হইবে।

(৪) এই ধারায়-

(ক) “নির্ধারিত ব্যক্তি” বলিতে ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;

(খ) “পরিশোধ (payment)” বলিতে ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে।]]

৫৩কক। নিবাসী করদাতার শিপিং ব্যবসা হইতে কর আদায়।- কাস্টমস কমিশনার বা এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কোনো নিবাসী করদাতার মালিকানাধীন বা চার্টার্ড জাহাজে বাংলাদেশের কোনো বন্দর হইতে জাহাজীকৃত যাত্রী, গবাদিপশু, ডাক বা পণ্য পরিবহণ বাবদ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে গৃহীত বা গৃহীতব্য সম্পূর্ণ ভাড়ার উপর ¹[পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে কর পরিশোধ ²[এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এতদুদ্দেশ্যে একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ] না করা পর্যন্ত, বন্দর ছাড়পত্র (port clearance) প্রদান করিবেন না³]:

তবে শর্ত থাকে যে, দুই বা ততোধিক বিদেশি রাষ্ট্রের মধ্যে প্রদত্ত সেবা হইতে গৃহীত বা গৃহীতব্য সম্পূর্ণ পরিবহণ ভাড়ার তিন শতাংশ (৩%) হারে কর আদায় করিতে হইবে।]

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা “চার শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা “এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে নির্ধারিত পদ্ধতিতে এতদুদ্দেশ্যে একটি সার্টিফিকেট গ্রহণ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

৫৩খ। জনশক্তি রপ্তানির মাধ্যমে আহরিত আয় হইতে কর আদায়।- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর মহা-পরিচালক জনশক্তি রপ্তানির অনুমোদন প্রদানের পূর্বে সংশ্লিষ্ট রপ্তানিকারকের নিকট হইতে অনুরূপ রপ্তানি খাতের আয়ের উপর ইমিগ্রেশন অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ২৯ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১৯ (২) এর, যথাক্রমে, দফা (ঢ) ও দফা (ণ) এ উল্লিখিত সার্ভিস চার্জ বা ফি হইতে¹[নির্ধারিত হারে] অগ্রিম কর আদায় করিবেন।

²[৫৩খখ। কতিপয় পণ্য (items) রপ্তানি হইতে কর আদায়।- যে ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো নীটওয়ার ও ওভেন গার্মেন্টস, টেরি টাওয়েল, কার্টন ও গার্মেন্টস শিল্পের এক্সেসরিজ, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, শাক-সবজি, চামড়াজাত পণ্য, মোড়কজাত খাদ্য রপ্তানিকারকের রপ্তানিসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ গৃহীত হয়, সেই ব্যাংক কর্তৃক উক্ত রপ্তানিসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ রপ্তানিকারকের হিসাবে জমা করিবার সময়, সম্পূর্ণ রপ্তানি মূল্যের উপর³[⁴শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ (০.৫%)]] হারে কর কর্তন করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বোর্ড এতদুদ্দেশ্য কৃত আবেদনের প্রেক্ষিত, এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীন রপ্তানিকারকের আয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে কোনোরূপ কর কর্তন ব্যতিরেকে, অথবা উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত মেয়াদের জন্য এই ধারায় নির্দিষ্টকৃত হার অপেক্ষা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তন সাপেক্ষে, উহা রপ্তানিকারকের হিসাবে জমা করিতে হইবে।]

⁵[৫৩খখখ। স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো সদস্যের নিকট হইতে কর কর্তন।- কোনো স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লেনদেনকৃত মূল্য পরিশোধের সময়, স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো সদস্য কর্তৃক লেনদেনকৃত শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের উপর শূন্য দশমিক শূন্য পাঁচ শতাংশ (০.০৫%) হারে এবং স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো সদস্য কর্তৃক শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড ব্যতীত সিকিউরিটি লেনদেন বাবদ গৃহীত বা গৃহীতব্য কমিশনের উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর আদায় করিবেন।]

⁶[৫৩খখখখ। কতিপয় পণ্য (items) ব্যতীত যে কোনো পণ্যের রপ্তানি হইতে কর আদায়।- যে ব্যাংকের মাধ্যমে কোনো নীট ওয়ার ও ওভেন গার্মেন্টস, টেরি টাওয়েল, কার্টন ও গার্মেন্টস শিল্পের এক্সেসরিজ, পাটজাত পণ্য, হিমায়িত খাদ্য, শাক-সবজি, চামড়াজাত পণ্য, মোড়কজাত খাদ্য ব্যতীত অন্য কোনো পণ্য রপ্তানিকারকের রপ্তানিসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ গৃহীত হয়, সেই ব্যাংক কর্তৃক সম্পূর্ণ রপ্তানি মূল্যের উপর⁷[⁸শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ (০.৫%)]] হারে উক্ত রপ্তানিসূত্রে রপ্তানিসূত্রে প্রাপ্ত অর্থ রপ্তানিকারকের হিসাবে জমা করিবার সময়, কর কর্তন করিতে হইবে যাহা রপ্তানিকারক কর্তৃক অগ্রিম কর পরিশোধ হিসাবে গণ্য হইবে এবং তাহার কর নির্ধারণের সময় তাহার প্রদেয় কর হইতে উহা বাদ যাইবে:

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “ অনধিক সাড়ে সাত শতাংশ হারে” শব্দগুলির পরিবর্তে “নির্ধারিত হারে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২৩ দ্বারা ধারা ৫৩খখ প্রতিস্থাপিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা “শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ (০.২৫%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনীর পরিবর্তে “শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ (০.৫০%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা “এক শতাংশ (১%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনীর পরিবর্তে “শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ (০.৫%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা ধারা ৫৩খখখ প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা ধারা ৫৩খখখখ প্রতিস্থাপিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৪৪ দ্বারা “শূন্য দশমিক দুই পাঁচ শতাংশ (০.২৫%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনীর পরিবর্তে “শূন্য দশমিক পাঁচ শূন্য শতাংশ (০.৫০%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

⁸ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা “এক শতাংশ (১%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনীর পরিবর্তে “শূন্য দশমিক পাঁচ শতাংশ (০.৫%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বোর্ড এতদুদ্দেশ্য কৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীন রপ্তানিকারকের আয় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে লিখিত সার্টিফিকেট প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে কোনোরূপ কর কর্তন ব্যতিরেকে, অথবা উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত মেয়াদের জন্য এই ধারায় নির্দিষ্টকৃত হার অপেক্ষা হ্রাসকৃত হারে কর কর্তন সাপেক্ষে, উহা রপ্তানিকারকের হিসাবে জমা করিতে হইবে।]

৫৩গ। প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে কোনো পণ্য বা সম্পত্তির বিক্রয় মূল্য হইতে কর আদায়।- কোনো ব্যক্তি যিনি সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সংস্থা (body), উহার ইউনিটসহ, যাহাদের সাধারণ বা মূল কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা আইনের কার্যকরতাসম্পন্ন দলিল দ্বারা অনুমোদনপ্রাপ্ত অথবা ¹[²কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)] এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানী³[***] বা কোনো ব্যাংকিং কোম্পানী বা কোনো বিমা কোম্পানী অথবা আপাতত বলবৎ কোনো আইন দ্বারা বা আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো সমবায় ব্যাংকের মালিকানাধীন কোনো পণ্য বা সম্পত্তি ⁴[সীলমোহরাজিকৃত টেন্ডার বা অন্য কোনো পদ্ধতিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে] বিক্রয় করেন, তিনি উক্ত পণ্য বা সম্পত্তির স্বত্ব হস্তান্তরের পূর্বে ক্রয়কারীর নিকট হইতে উহার বিক্রয় মূল্য হইতে আয়ের উপর নির্ধারিত হারে, যাহা সাড়ে সাত শতাংশের (৭.৫%) অধিক হইবে না, অগ্রিম কর আদায় করিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “কোনো পণ্য বা সম্পত্তি বিক্রয়” অর্থে কোনো ব্যক্তিকে নগর শুল্ক (octroi duties), ফি বা অন্য কোনো লেভি, যে নামেই অভিহিত হউক, আদায় করিবার অধিকার ইজারাসহ, যে কোনো ইজারা প্রদান অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে কোনো ভূমির প্লট বিক্রয় ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

⁵[***]

⁶[৫৩গগ। অনিবাসী ব্যক্তির কুরিয়ার ব্যবসা হইতে উৎসে কর কর্তন বা আদায়।- কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন), বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধিত কোম্পানী হিসাবে, যদি কোনো ব্যক্তি অনিবাসী কুরিয়ার কোম্পানীর স্থানীয় প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন, তাহা হইলে তিনি কোনো পণ্যসামগ্রী, দলিলপত্র, পার্সেল বা অন্য কোনো বস্তু বাংলাদেশের বাহিরে প্রেরণের লক্ষ্যে জাহাজীকরণের প্রাক্কালে উহা হইতে উপচিত সার্ভিস চার্জের উপর পনের শতাংশ (১৫%) হারে অগ্রিম আয়কর কর্তন বা আদায় করিবেন।]

⁷[৫৩ঘ। অভিনেতা, অভিনেত্রী, প্রযোজক, ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর্তন।- (১) কোনো চলচ্চিত্র, নাটক অথবা টেলিভিশন বা রেডিও প্রোগ্রাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে পূর্ণ বা আংশিক অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি প্রাপককে উক্ত অর্থ

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৩(খ) দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৩(ক) দ্বারা “প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানী ব্যতীত,” শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে” শব্দগুলির পরিবর্তে “সীলমোহরাজিকৃত টেন্ডার বা অন্য কোনো কোনো পদ্ধতিতে প্রকাশ্য নিলামের মাধ্যমে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা ধারা ৫৩গগ বিলুপ্ত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা ধারা ৫৩গগগ সম্মিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা ধারা ৫৩ঘ প্রতিস্থাপিত।

পরিশোধ করিবার সময় বা তাহার একাউন্টে ক্রেডিট করিবার সময় পরিশোধিত বা পরিশোধ্য অর্থের উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) কোনো চলচ্চিত্র, নাটক, বিজ্ঞাপন অথবা টেলিভিশন বা রেডিও প্রোগ্রামে অভিনয় করিবার জন্য যে ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে পূর্ণ বা আংশিক অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী, তিনি প্রাপককে উক্ত অর্থ পরিশোধ করিবার সময় বা তাহার একাউন্টে ক্রেডিট করিবার সময় পরিশোধিত বা পরিশোধ্য অর্থের উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর কর্তন করিবেন¹[:

তবে শর্ত থাকে যে, পরিশোধ্য মোট অর্থের পরিমাণ দশ হাজার টাকার অধিক না হইলে, এই ধারার অধীন কোনো কর কর্তন করা হইবে না।]]

²[***]

³[৫৩ঘঘঘ। নগদ রপ্তানি ভর্তুকি হইতে উৎসে কর কর্তন।— রপ্তানি উন্নয়নের লক্ষ্যে নগদ রপ্তানি ভর্তুকি হিসাবে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্ত অর্থ পরিশোধ করিবার সময় বা ক্রেডিট করিবার সময় অনুরূপ পরিশোধ্য অর্থের উপর ⁴[⁵দশ] শতাংশ (১০%) হারে অগ্রিম কর কর্তন বা আদায় করিবেন।]

⁶[৫৩ঙ। কমিশন, ডিসকাউন্ট বা ফি হইতে উৎসে কর কর্তন বা আদায়।— (১) কোনো কোম্পানী যদি পণ্য বিপণন বা পরিবেশনের জন্য কোনো পরিবেশক বা অন্য কোনো ব্যক্তিকে, যে নামেই অভিহিত হউক, কোনো কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, প্রণোদনা বা পারফরম্যান্স বোনাস বা পারফরম্যান্স সংক্রান্ত অন্য কোনো প্রণোদনা বা একই প্রকৃতির পরিশোধ বা সুবিধা হিসাবে কোনো পরিশোধ সম্পন্ন করে বা কোনো পরিশোধ ছাড় করে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী উক্ত পরিশোধ সম্পন্ন বা ছাড় করিবার সময়, উক্তরূপ পরিশোধ্য বা ছাড়কৃত অর্থের বা অনুমোদিত সুবিধার অর্থমূল্যের উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর কর্তন বা আদায় করিবে।

(২) কোনো কোম্পানী যদি উক্ত কোম্পানী বা উহার পণ্যের প্রচার কার্যক্রমের সূত্রে উক্ত কোম্পানীর পণ্য পরিবেশনের বা বিপণনের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তিকে কোনো পরিশোধ সম্পন্ন করে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী উক্ত পরিশোধ সম্পন্ন করিবার সময়, উক্তরূপ পরিশোধের এক দশমিক পাঁচ শতাংশ (১.৫%) হারে কর কর্তন করিবে।

(৩) তৈল বিপণন কোম্পানী ব্যতীত, অন্য কোনো কোম্পানী যদি তৎকর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে নিম্নবর্ণিত ব্যক্তির নিকট কোনো পণ্য বিক্রয় করে, যথা:-

(ক) কোনো পরিবেশক; বা

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩২ দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা ধারা ৫৩ঘঘঘ বিলুপ্ত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা ধারা ৫৩ঘঘঘ সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা “পাঁচ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “তিন শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা “তিন” শব্দটির পরিবর্তে “দশ” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৮ দ্বারা ধারা ৫৩ঙ প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(খ) চুক্তির অধীন অপর কোনো ব্যক্তি,

তাহা হইলে উক্ত কোম্পানী উক্ত পরিবেশক বা উক্ত অপর ব্যক্তির নিকট হইতে খ×গ এর সমপরিমাণ অর্থের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে কর আদায় করিবে, যেখানে-

খ = উক্ত পরিবেশক বা উক্ত অন্য ব্যক্তির নিকট কোম্পানীর বিক্রয় মূল্য;

গ = ৫%:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সিগারেট প্রস্তুতকারী কোম্পানী অনুরূপ পরিবেশক বা অনুরূপ অন্য ব্যক্তির নিকট উহার পণ্য বিক্রয়ের সময়, অনুরূপ পরিবেশক বা অনুরূপ অন্য ব্যক্তির নিকট বিক্রয় মূল্য এবং উক্ত কোম্পানী কর্তৃক নির্ধারিত খুচরা মূল্যের মধ্যে যে পার্থক্য তাহার উপর তিন শতাংশ (৩%) হারে কর আদায় করিবে।

(৪) এই ধারায়-

(ক) “পরিশোধ (payment)” অর্থে পরিশোধ হস্তান্তর, জমাদান বা সমন্বয়¹[বা পরিশোধের আদেশ বা নির্দেশ] অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) “চুক্তি” অর্থে কোনো এগ্রিমেন্ট বা, লিখিত বা অলিখিত হউক, কোনো ব্যবস্থাপনা-চুক্তি (arrangement) অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

²[৫৩৬। বিদেশি ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হইতে কর কর্তন।- যেক্ষেত্রে ঋণপত্রের (L/C) শর্ত অনুসারে বা অন্য কোনো নির্দেশনার আওতায় কোনো ব্যাংক, যাহার মাধ্যমে রপ্তানিকারক রপ্তানি পণ্যের মূল্য গ্রহণ করেন, বিদেশি ক্রেতার কোনো এজেন্ট বা প্রতিনিধিকে রপ্তানিকৃত পণ্যের বিক্রয় মূল্যের উপর কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিক, যে নামেই অভিহিত হউক, হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধ করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যাংক অনুরূপ পরিশোধের সময় পরিশোধ্য কমিশন, চার্জ বা পারিশ্রমিকের উপর³[দশ শতাংশ (১০%)] হারে অগ্রিম কর কর্তন বা আদায় করিবে।

⁴[৫৩৮। সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত (fixed deposit), ইত্যাদির সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন।- (১) কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো সমবায় ব্যাংক বা ইসলামী নীতিতে পরিচালিত কোনো ব্যাংক বা নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো লিজিং কোম্পানী বা, ক্ষেত্রমত, গৃহ নির্মাণ অর্থায়নে নিয়োজিত কোনো কোম্পানীসহ কোনো⁵[***] ব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত সঞ্চয়ী আমানত, বা স্থায়ী আমানত বা মেয়াদি আমানতের উপর সুদ বা মুনাফার শেয়ার বাবদ কোনো অর্থ কোনো নিবাসীকে প্রদানে দায়ী, তিনি উক্তরূপ সুদ বা মুনাফার শেয়ার প্রাপকের একাউন্টে জমা করিবার সময় বা প্রাপককে পরিশোধের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, উক্ত অর্থের উপর নিম্নবর্ণিত হারে আয়কর কর্তন করিবেন, যথা:-

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৮ দ্বারা “পরিশোধ সমন্বয়” শব্দগুলির পর “বা পরিশোধের আদেশ বা নির্দেশ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত হইবে (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৬৬ দ্বারা ধারা ৫৩৬ সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা “সাড়ে সাত শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “দশ শতাংশ (১০%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা ধারা ৫৩৮ প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৯(ক) দ্বারা “তপশিলি” শব্দটি বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(ক) দশ শতাংশ (১০%) হারে, যেক্ষেত্রে উক্তরূপ সুদ বা মুনাফার শেয়ার গ্রহণকারী ব্যক্তি পরিশোধকারীর নিকট তাহার ¹[বারো সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর] (টিআইএন) দাখিল করেন;

(খ) পনের শতাংশ (১৫%) হারে, যেক্ষেত্রে উক্তরূপ সুদ বা মুনাফার শেয়ার গ্রহণকারী ব্যক্তি পরিশোধকারীর নিকট তাহার ²[বারো সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর] (টিআইএন) দাখিল করিতে ব্যর্থ হন:

তবে শর্ত থাকে যে, বৎসরের কোনো সময় সঞ্চয়ী আমানতের স্থিতির পরিমাণ এক লক্ষ টাকা অতিক্রম না করিলে, কর কর্তনের হার দশ শতাংশ (১০%) হইবে;

³[(গ) দশ শতাংশ (১০%) হারে, যেক্ষেত্রে উক্তরূপ সুদ বা মুনাফার শেয়ার গ্রহণকারী ব্যক্তি কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় বা এইরূপ কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হয় যাহার শিক্ষকগণ সরকারি কারিকুলাম অনুসারে মাসিক পে অর্ডারের অন্তর্ভুক্ত (এমপিওভুক্ত) এবং যাহার গভর্নিং বডি সরকারি বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত অথবা কোনো আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত এইরূপ কোনো পেশাগত প্রতিষ্ঠান যাহা চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টগণ, কন্স্ট এ্যান্ড ম্যাসেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্টগণ বা চার্টার্ড সেক্রেটারিগণের সমন্বয়ে গঠিত কোনো পেশাগত সংস্থা দ্বারা পরিচালিত হয়।]

⁴[(২) এই অধ্যাদেশ বা কোনো তহবিল হইতে কর অব্যাহতি সম্পর্কিত আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো সমবায় ব্যাংক বা ইসলামী নীতিতে পরিচালিত কোনো ব্যাংক বা নন-ব্যাংকিং আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা কোনো লিজিং কোম্পানী বা, ক্ষেত্রমত, গৃহ নির্মাণ অর্থায়নে নিয়োজিত কোনো কোম্পানীসহ কোনো ⁵[***] ব্যাংক কর্তৃক কোনো তহবিলের জন্য বা কোনো তহবিলের নামে পরিচালিত সঞ্চয়ী আমানত, বা স্থায়ী আমানত বা মেয়াদি আমানতের উপর সুদ বা মুনাফার শেয়ার বাবদ কোনো অর্থ কোনো নিবাসীকে প্রদানে দায়ী, তিনি উক্তরূপ সুদ বা মুনাফার শেয়ার উক্ত তহবিলের একাউন্টে ক্রেডিট করিবার সময় বা পরিশোধের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, উক্ত অর্থের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে আয়কর কর্তন করিবেন।

(৩) এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) সরকার কর্তৃক বা সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, কোনো ⁶[***] ব্যাংক কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ডিপোজিট পেনশন স্কিম হইতে উদ্ধৃত সুদ বা মুনাফার শেয়ার; বা

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ২৯(ক) দ্বারা “করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর” শব্দগুলির পরিবর্তে “বারো সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ২৯(খ) দ্বারা “করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর” শব্দগুলির পরিবর্তে “বারো সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নম্বর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৮(ক) দ্বারা দফা (গ) সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা উপ-ধারা (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৯(খ) দ্বারা “তপশিলি” শব্দটি বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ১৯(গ) দ্বারা “তপশিলি” শব্দটি বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(খ) বোর্ড কর্তৃক, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, আয়কর হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো প্রাপক বা কোনো শ্রেণির প্রাপক।]]

¹[৫৩৮। রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিত ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায়।- নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৬ নং আইন) এর অধীন কোনো ভূমি বা ইমারত বা এ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তর সংক্রান্ত দলিল নিবন্ধনের জন্য দায়ী ব্যক্তি রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট হস্তান্তরদাতা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত হারে কর পরিশোধ না করা পর্যন্ত কোনো দলিল নিবন্ধন করিবেন না, যথা:-

²[(ক) ³[আবাসনের উদ্দেশ্যে নির্মিত,] ইমারত বা এ্যাপার্টমেন্টের ক্ষেত্রে:

⁴[(অ) যদি উহা ঢাকার গুলশান মডেল টাউন, বনানী, বারিধারা, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, দিলকুশা বাণিজ্যিক এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে ⁵[এক হাজার ছয়শত] টাকা;

(আ) যদি উহা ঢাকার ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ডিফেন্স অফিসার হাউজিং সোসাইটি (ডিওএইচএস), মহাখালি, লালমাটিয়া হাউজিং সোসাইটি, উত্তরা মডেল টাউন, বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা, ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট এলাকা, কাওরান বাজার বাণিজ্যিক এলাকা, এবং চট্টগ্রামের পাঁচলাইস আবাসিক এলাকা, খুলশি আবাসিক এলাকা, আগ্রাবাদ ও নাসিরাবাদ এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে ⁶[এক হাজার পাঁচশত] টাকা;

⁷[(ই) উপ-দফা (অ) এবং (আ) তে বর্ণিত এলাকাসমূহ ব্যতীত অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে,-

- (i) যদি এলাকাটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে এক হাজার টাকা;
- (ii) যদি এলাকাটি অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে সাতশত টাকা;
- (iii) যদি অন্য কোনো এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে তিনশত টাকা;

¹ অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা ধারা ৫৩৮ সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৪৭ দ্বারা দফা (ক) প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৬(ক) দ্বারা “আবাসনের উদ্দেশ্যে নির্মিত,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৬(ক) দ্বারা উপ-দফা (অ) ও (আ) এর পরিবর্তে উপ-দফা (অ), (আ) ও (ই) প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩(ক)(অ) দ্বারা “দুই হাজার” শব্দগুলির পরিবর্তে “এক হাজার ছয়শত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩(ক)(আ) দ্বারা “এক হাজার আটশত” শব্দগুলির পরিবর্তে “এক হাজার পাঁচশত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩৮(ক) দ্বারা উপ-দফা (ই) প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) এর অধীন আবাসিক এ্যাপার্টমেন্টের উৎসে কর হার বিশ শতাংশের (২০%) কম হইবে, যদি কমন স্পেসসহ এ্যাপার্টমেন্টের আয়তন সত্তর বর্গমিটারের অধিক না হয়, এবং উৎসে কর হার চল্লিশ শতাংশের (৪০%) কম হইবে, যদি কমন স্পেসসহ এ্যাপার্টমেন্টের আয়তন ষাট বর্গমিটারের অধিক না হয়।]

¹[(কক) আবাসনের উদ্দেশ্যে ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে নির্মিত ইমারত বা এ্যাপার্টমেন্ট বা উহার কোনো স্পেসের ক্ষেত্রে:

(অ) যদি দফা (ক) এর উপ-দফা (অ) এ উল্লিখিত কোনো এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে ²[ছয় হাজার পাঁচশত] টাকা;

(আ) যদি দফা (ক) এর উপ-দফা (আ) এ উল্লিখিত কোনো এলাকায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে ³[পাঁচ হাজার] টাকা;

⁴[(ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) তে বর্ণিত এলাকাসমূহ ব্যতীত, অন্যান্য এলাকার ক্ষেত্রে,-

(i) যদি এলাকাটি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে তিন হাজার পাঁচশত টাকা;

(ii) যদি এলাকাটি অন্য কোনো সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে দুই হাজার পাঁচশত টাকা;

(iii) যদি অন্য কোনো এলাকার মধ্যে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে প্রতি বর্গ মিটারে এক হাজার দুইশত টাকা;]

⁵[(খ) কোনো ভূমির দলিলের ক্ষেত্রে, যদি উহাতে স্টাম্প আইন, ১৮৯৯ (১৮৯৯ সনের ২ নং আইন) এর অধীন স্টাম্প ডিউটি প্রযোজ্য হয়, তাহা হইলে-

(অ) ঢাকা, গাজিপুর, নারায়ণগঞ্জ, মুনশিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, নরসিংদি ও চট্টগ্রাম জেলার ক্ষেত্রে, দলিল মূল্যের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে;

(আ) অন্যান্য জেলার ক্ষেত্রে, দলিল মূল্যের উপর তিন শতাংশ (৩%) হারে।]

¹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৬(খ) দ্বারা দফা (কক) সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩(খ)(অ) দ্বারা “আট হাজার” শব্দগুলির পরিবর্তে “ছয় হাজার পাঁচশত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩(খ)(আ) দ্বারা “ছয় হাজার” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ হাজার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩৮(খ) দ্বারা উপ-দফা (ই) প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা দফা (খ) প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

৫৩ছ। বিমার কমিশন হইতে উৎসে কর্তন।- বিমার পলিসি চালু রাখা, নবায়ন বা পুনচালুকরণসহ বিমা ব্যবসার প্রকিউরিং অথবা সলিসিটিং বাবদ নিবাসী কোনো ব্যক্তিকে কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, অন্য কোনোভাবে পারিশ্রমিক বা রোয়েদাদ হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রাপকের এ্যাকাউন্টে ক্রেডিট করিবার সময়, অথবা নগদে প্রদানের বা কোনো চেক বা ড্রাফট ইস্যুর সময়, বা অন্য কোনো মাধ্যমে প্রদানের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, উক্ত অর্থের উপর ¹[পাঁচ শতাংশ (৫%)] হারে আয়কর কর্তন করিবে ²।

***]

৫৩ছছ। সাধারণ বিমা কোম্পানীর সার্ভেয়ারগণের ফি, ইত্যাদি হইতে উৎসে কর্তন।- যে ব্যক্তি কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে বিমার দাবি মিমাংসার সূত্রে পারিশ্রমিক বা ফি হিসাবে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী থাকেন, তিনি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধের সময় উহার উপর ³⁴[দশ] শতাংশ (১০%) হারে আয়কর কর্তন করিবেন।

⁵[***]

⁶[৫৩জ। সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর আদায়।- (১) নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ১৭ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (খ), (গ) বা (ঙ) এর বিধানাবলির অধীন কোনো দলিল নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোনো দলিল নিবন্ধন করিবেন না, যদি না উক্তরূপ দলিল নিবন্ধনের সময় উক্ত দলিলের মাধ্যমে যে ব্যক্তির অধিকার, স্বত্ব বা স্বার্থ হস্তান্তর, অর্পণ, সীমিত বা বিলুপ্ত হইবে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত দলিল যে সম্পত্তির সহিত সম্পর্কিত এবং যাহার ক্ষেত্রে স্টাম্প আইন, ১৮৯৯ (১৮৯৯ সনের ২ নং আইন) এর অধীন স্টাম্প ডিউটি প্রযোজ্য, উক্ত সম্পত্তির মূল্যের উপর নির্ধারিত হারে আয়কর পরিশোধ করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, করের হার ভূমির ক্ষেত্রে, কাঠা প্রতি (১.৬৫ ডেসিমেল) অনধিক দশ লক্ষ আশি হাজার টাকা, ভূমির উপরস্থ নির্মাণাদি, ভবনাদি, ফ্লাট, এ্যাপার্টমেন্ট বা ফ্লোর স্পেসের ক্ষেত্রে, যদি থাকে, প্রতি বর্গ-মিটারে ছয়শত টাকা, বা দলিল মূল্যের চার শতাংশ (৪%), উহাদের মধ্যে যাহা অধিক।

(২) এই ধারার কোনো কিছুই নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত কোনো দলিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) বন্ধকদাতা হিসাবে বিক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিক্রয় সম্পর্কিত কোনো দলিলের ক্ষেত্রে;

(খ) ঋণের বিপরীতে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট কোনো সম্পত্তি বন্ধকের ক্ষেত্রে।

⁷[***]

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা “পাঁচ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা “:” কোলনের স্থলে “।” দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ বিলুপ্ত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৪৯ দ্বারা “সাড়ে সাত শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পনের শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা “পনের” শব্দটির পরিবর্তে “দশ” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা ধারা ৫৩ছছছ বিলুপ্ত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা ধারা ৫৩জ প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা ব্যাখ্যা বিলুপ্ত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[৫৩জজ। সম্পত্তির লিজ হইতে কর আদায়।- কোনো আইনের অধীন গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ ²[বা অপর কোনো একক ব্যক্তি, কোনো ফার্ম, কোনো ব্যক্তিসংঘ, কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, কোনো কোম্পানী বা কোনো আইনি সত্তার] নিকট হইতে নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৬ নং আইন) এর অধীন ন্যূনতম দশ বৎসরের জন্য কোনো স্থাবর সম্পত্তির লিজ প্রদান সম্পর্কিত দলিল নিবন্ধনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি লিজ গ্রহীতা কর্তৃক উক্ত সম্পত্তির লিজ মূল্যের উপর চার শতাংশ (৪%) হারে কর পরিশোধ করা না হইলে উক্ত দলিল নিবন্ধন করিবেন না।

ব্যাখ্যা।— এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “কোনো কর্তৃপক্ষ” বলিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) বা জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে।]

³[৫৩ঝ। ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবে ডিপোজিটের সুদ হইতে উৎসে কর্তন।- ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংক হিসাবে ডিপোজিটের সুদ হিসাবে যে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি উক্তরূপ সুদের অর্থ প্রাপকের হিসাবে জমাদানের সময় অথবা প্রাপককে প্রদানের সময়, যাহা পূর্বে ঘটে, উক্ত অর্থের উপর দশ শতাংশ (১০%) হারে কর কর্তন করিবেন:

⁴[***]

তবে ⁵[***] শর্ত থাকে যে, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, নির্ধারিত কোনো প্রাপক বা কোনো শ্রেণির প্রাপকগণের ক্ষেত্রে এই ধারার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।]

⁶[৫৩ঞ। অব্যবহৃত ভূমি, স্থাপনা বা যন্ত্রপাতির ভাড়া মূল্য হইতে উৎসে কর্তন।— (১) যেক্ষেত্রে কোনো নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক কোনো অব্যবহৃত ভূমি, স্থাপনা বা যন্ত্রপাতি ভাড়া বা ব্যবহারের জন্য কোনো নিবাসী ব্যক্তিকে কোনো অর্থ পরিশোধ করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে নির্ধারিত ব্যক্তি উক্তরূপ অর্থ প্রাপককে পরিশোধ করিবার সময় পরিশোধ্য মোট অর্থের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে কর কর্তন করিবেন।

(২) এই ধারায়-

- (ক) “নির্ধারিত ব্যক্তি” বলিতে ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;
- (খ) “পরিশোধ (payment)” বলিতে ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ঘ) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা ধারা ৫৩জজ সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা “বা অপর কোনো একক ব্যক্তি, কোনো ফার্ম, কোনো ব্যক্তিসংঘ, কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, কোনো কোম্পানী বা কোনো আইনি সত্তার” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০৮ (২০০৮ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা ধারা ৫৩ ঝ সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা প্রথম শর্তাংশ বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা “আরও” শব্দটি বিলুপ্ত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩২ দ্বারা ধারা ৫৩ঞ প্রতিস্থাপিত।

¹[৫৩ট। সংবাদপত্র, সাময়িকী বা বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ²বা বেসরকারি বেতার কেন্দ্র, ³ইত্যাদিতে]] প্রচারিত বিজ্ঞাপন বিল হইতে কর কর্তন।- সরকার বা কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন বা সংস্থা, উহার ইউনিটসহ, যাহার সাধারণ বা মূল কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের কোনো আইন, অধ্যাদেশ, আদেশ বা আইনগত কার্যকরতা সম্পন্ন কোনো দলিল দ্বারা অনুমোদিত বা ধারা ২ এর দফা (২০) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানী, বা ব্যাংকিং কোম্পানী বা কোনো বিমা কোম্পানী বা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বা আইন দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো সমবায় ব্যাংক বা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা মেডিকেল কলেজ বা ডেন্টাল কলেজ বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ কোনো সংবাদপত্র, সাময়িকী বা বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল ⁴বা ⁵[বেসরকারি বেতার কেন্দ্র বা কোনো ওয়েব সাইট ⁶বা কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য] বা অনুরূপ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল বা বেসরকারি বেতার কেন্দ্র বা কোনো ওয়েব সাইটের এয়ার টাইম ক্রয় বাবদ] কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী হইলে, উহা উক্তরূপ অর্থ পরিশোধের সময় পরিশোধ্য অর্থের উপর ⁷[চার শতাংশ (৪%)]] হারে অগ্রিম কর কর্তন করিবে।]

⁸[⁹[***]]

৫৩ড। কোনো কোম্পানী, ইত্যাদির স্পন্সর শেয়ারহোল্ডারগণের নিকট হইতে সিকিউরিটি বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট হস্তান্তর বাবদ কর আদায়।— সিকিউরিটি এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, স্টক এক্সচেঞ্জ কোনো কোম্পানীর স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার বা ডিরেক্টর বা গ্লোসমেন্ট হোল্ডার, অথবা স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোনো মিউচুয়াল ফান্ডের স্পন্সর বা গ্লোসমেন্ট হোল্ডার কর্তৃক কোনো সিকিউরিটি বা কোনো মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট হস্তান্তর অথবা হস্তান্তর ঘোষণা বা সম্মতি অনুসারে হস্তান্তর করিবার সময়, সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের হস্তান্তর মূল্য এবং সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের সংগ্রহ মূল্যের মধ্যে পার্থক্যের উপর পাঁচ শতাংশ (৫%) হারে কর আদায় করিবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

- (১) “হস্তান্তর” অর্থে দান, ওয়াছিয়ত, ইচ্ছাপত্র বা অপত্যাহারযোগ্য ট্রাস্টের মাধ্যমে হস্তান্তর অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (২) সিকিউরিটি বা মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিটের “হস্তান্তর মূল্য” বলিতে সিকিউরিটি এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন বা, ক্ষেত্রমত, স্টক এক্সচেঞ্জ কর্তৃক সম্মতি গ্রহণের দিনে সিকিউরিটি বা মিউচুয়াল

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা ধারা ৫৩ট সন্নিবেশিত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩৮(ক) দ্বারা “বা বেসরকারি বেতার কেন্দ্র” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৩২(ক) দ্বারা “, ইত্যাদিতে” কমা ও শব্দটি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩৮(খ) দ্বারা “বা বেসরকারি বেতার কেন্দ্র” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৩২(খ) দ্বারা “বেসরকারি বেতার কেন্দ্র বা কোনো ওয়েব সাইট অনুরূপ বেসরকারি টেলিভিশন চ্যানেল চ্যানেল বা বেসরকারি বেতার কেন্দ্র বা কোনো ওয়েব সাইটের এয়ার টাইম ক্রয় বাবদ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪১(ক) দ্বারা “বা কোনো ব্যক্তিকে কোনো বিজ্ঞাপন প্রচারের জন্য” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪১(খ) দ্বারা “তিন শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “চার শতাংশ (৪%)” শব্দগুলি, সংখ্যা, চিহ্ন ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁸ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫১ দ্বারা ধারা ৫৩ঠ ও ৫৩ড সন্নিবেশিত।

⁹ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৪ দ্বারা ধারা ৫৩ঠ বিলুপ্ত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

ফান্ড ইউনিটের বিদ্যমান সর্বশেষ দরকে বুঝাইবে, অথবা যেক্ষেত্রে সম্মতি গ্রহণের দিনে উক্তরূপ কোনো সিকিউরিটিজ বা মিউচুয়াল ফান্ডের লেন-দেন না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত সিকিউরিটিজ ও মিউচুয়াল ফান্ড ইউনিট যে দিন সর্বশেষ লেন-দেন হইয়াছিল, সেই দিনের সর্বশেষ দরকে বুঝাইবে।]

¹[৫৩৮। **স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারগণের শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর আদায়।**— (১) স্টক এক্সচেঞ্জের প্রধান কর্মকর্তা (Principal Officer) ‘এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন)’ এর অধীন প্রতিষ্ঠিত স্টক এক্সচেঞ্জের কোনো শেয়ারহোল্ডারের শেয়ার হস্তান্তর বা হস্তান্তরের ঘোষণা বা শেয়ার হস্তান্তরের সম্মতি প্রদানের সময়ে, যাহা পূর্বে ঘটে, উক্তরূপ শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত মুনাফা বা লাভের উপর পনের শতাংশ (১৫%) হারে কর আদায় করিবেন।

(২) উপ-ধারা (২) এর অধীন শেয়ারের মুনাফা বা লাভ হিসাব করিবার উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, ‘এক্সচেঞ্জস ডিমিউচুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন)’ কার্যকর হইবার পূর্বে শেয়ার বাবদ অর্জন ব্যয়কে উক্ত শেয়ারের অর্জন ব্যয় হিসাবে ধরা হইবে।

²[***]

³[৫৩৯। **ভূমির মালিককে ডেভেলপার কর্তৃক পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ হইতে কর কর্তন।**— যেক্ষেত্রে যেক্ষেত্রে কোনো রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়ন ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি কোনো ভূমির মালিককে, পাওয়ার অব অ্যাটর্নি বা কোনো এগ্রিমেন্ট বা কোনো লিখিত কন্ট্রাক্ট অনুসারে, উক্ত মালিকের ভূমি উন্নয়নের উদ্দেশ্যে, সাইনিং মানি, সাবসিসটেন্স মানি, বাড়ি ভাড়া বা, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, অন্য কোনো ফরমে কোনো অর্থ পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ অর্থ পরিশোধের সময় পরিশোধকৃত অর্থের উপর পনের শতাংশ (১৫%) হারে কর কর্তন করিবেন।]

⁴[৫৪। **লভ্যাংশ (dividends) হইতে কর কর্তন।**— (১) বাংলাদেশে নিবন্ধিত কোনো কোম্পানী বা অন্য কোনো কোনো কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা (Principal Officer) কোনো শেয়ারহোল্ডারকে লভ্যাংশ প্রদানের সময়, বাংলাদেশি কোনো নিবাসী বা অনিবাসীর ক্ষেত্রে, উক্তরূপ লভ্যাংশের উপর নিম্নবর্ণিত হারে কর কর্তন করিবেন, যথা:-

(অ) শেয়ারহোল্ডার কোনো কোম্পানী হইলে, কোম্পানীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হারে;

(আ) শেয়ারহোল্ডার কোনো ব্যক্তি হইলে, দশ শতাংশ (১০%) হারে, যেক্ষেত্রে উক্তরূপ লভ্যাংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি পরিশোধকারীর নিকট তাহার বারো সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) দাখিল করেন, অথবা পনের শতাংশ (১৫%) হারে, যেক্ষেত্রে

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা ধারা ৫৩৮ ও ৫৩৯ সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা ধারা ৫৩৯ বিলুপ্ত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৩ দ্বারা ধারা ৫৩৯ সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৪ দ্বারা ধারা ৫৪ প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

উক্তরূপ লভ্যাংশ গ্রহণকারী ব্যক্তি পরিশোধকারীর নিকট তাহার বারো সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) দাখিল করিতে ব্যর্থ হন¹]:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার বিধানাবলি ²[***] কোনো কোম্পানীর করযুক্ত লভ্যাংশ বিতরণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যদি অনুরূপ করযুক্ত লভ্যাংশ ষষ্ঠ তপশিলের অংশ-ক এর দফা ৬০ এর বিধানাবলির অধীন কর অব্যাহতি সুবিধা ভোগরত থাকে।]]

৫৫। লটারি, ইত্যাদি হইতে আহরিত আয় হইতে কর্তন।- কোনো ব্যক্তি ধারা ১৯ (১৩) এ উল্লিখিত ‘জয়লাভ’ বাবদ যে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত হইলে, তিনি উক্তরূপ অর্থ পরিশোধের সময় ³[প্রদেয় অর্থের উপর বিশ শতাংশ (২০%)]] হারে কর কর্তন করিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “যে কোনো পরিমাণ অর্থ” অভিব্যক্তি অর্থ উক্ত জয়লাভ বাবদ নগদ অর্থের পরিবর্তে কোনো পণ্য বা সম্পত্তি প্রদান করা হইলে, উক্তরূপ পণ্য বা সম্পত্তির মূল্য।

⁴[৫৬। অনিবাসীর আয় হইতে কর্তন।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্ধারিত ব্যক্তি বা এই অধ্যাদেশের অধীন কর আরোপযোগ্য অনিবাসীর আয় খাতের অন্তর্ভুক্ত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি, যদি না তিনি স্বয়ং এজেন্ট হিসাবে উহার উপর কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকেন, অনুরূপ অর্থ পরিশোধের সময় উহার উপর নিম্নবর্ণিত হারে কর কর্তন করিবেন, যথা:-

ক্রমিক নং	সেবা বা পরিশোধের বিবরণ	কর কর্তনের হার
১.	উপদেষ্টা বা পরামর্শক সেবা	২০%
২.	প্রি-সিপমেন্ট পরিদর্শন সেবা	২০%
৩.	পেশাগত সেবা, কারিগরি সেবা, কারিগরি জ্ঞান (technical know-how) বা কারিগরি সহায়তা	২০%
৪.	স্থাপত্যবিদ্যা বা ইন্টেরিয়র ডিজাইন বা ল্যান্ডস্কেপ ডিজাইন, ফ্যাশন ডিজাইন বা প্রসেস ডিজাইন	২০%
৫.	সার্টিফিকেশন, রেটিং, ইত্যাদি	২০%
৬.	স্যাটেলাইট, এয়ার টাইম বা ফ্রিকোয়েন্সি বাবদ চার্জ বা ভাড়া, চ্যানেলে সম্প্রচারের জন্য ভাড়া	২০%
৭.	আইনগত সেবা	২০%
৮.	ইভেন্ট ম্যানেজমেন্টসহ ম্যানেজমেন্ট সেবা	২০%

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং শর্তাংশ সংযোজিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা “বাংলাদেশের নিবাসী” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “প্রদেয় অর্থের উপর দ্বিতীয় তপশিলের প্যারা ৩(খ) এ নির্দিষ্টকৃত হারে” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “প্রদেয় অর্থের উপর বিশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা ধারা ৫৬ প্রতিস্থাপিত।

		১০%
৯.	কমিশন	২০%
১০.	রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি বা ইন্টেনজিবেলস সংশ্লিষ্ট পরিশোধ	২০%
১১.	সুদ	২০%
১২.	বিজ্ঞাপন সম্প্রচার	২০%
১৩.	বিজ্ঞাপন তৈরি ^১ [বা ডিজিটাল মার্কেটিং]	১৫%
১৪.	^২ [ধারা ১০২ বা ১০৩ক এ উল্লিখিত পরিবহন সেবা নহে এইরূপ] বিমান পরিবহন বা জলপথে পরিবহন	৭.৫%
১৫.	উৎপাদন, প্রক্রিয়াকরণ বা রূপান্তর, পূর্ত কর্ম, রূপান্তর, প্রকৌশল বা অনুরূপ কাজে নিয়োজিত ঠিকাদার বা উপ-ঠিকাদার	৭.৫%
১৬.	সরবরাহকারী	৭.৫%
১৭.	মূলধনি অর্জন	১৫%
১৮.	বিমা প্রিমিয়াম	১০%
১৯.	যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম (machinery or equipment) ভাড়া	১৫%
২০.	^৩ [লভ্যাংশ (divident)- (ক) কোম্পানী, তহবিল বা ট্রাস্ট (খ) কোম্পানী তহবিল বা ট্রাস্ট ব্যতীত অন্যান্য ব্যক্তি]	২০% ৩০%
২১.	চিত্রকর, গায়ক বা খেলোয়াড়	৩০%
২২.	বেতনাদি বা পারিশ্রমিক	৩০%
২৩.	পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান বা খনন কার্য পরিচালনা	৫.২৫%
^৪ ২৪.	কয়লা, তৈল বা গ্যাস অনুসন্ধান সার্ভে	৫.২৫%
২৪ক.	সাধারণ বিমা কোম্পানীর সার্ভেয়ারগণের ফি, ইত্যাদি	২০%]
২৫.	তৈল বা গ্যাস ক্ষেত্র বা উহার রপ্তানি কেন্দ্রে সংযোগ স্থাপন বিষয়ক কোনো সেবা	৫.২৫%
২৬.	উপরে বর্ণিত হয় নাই এইরূপ কোনো সেবার বিপরীতে কোনো পরিশোধ	২০%
২৭.	অন্য যে কোনো ধরনের পরিশোধ	৩০%:

^৫[তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো মূলধনি লাভ উদ্ভূত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত শেয়ার হস্তান্তর কার্যকর করিবার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা, ক্ষেত্রমত, কর্তৃপক্ষ উক্ত হস্তান্তর বাবদ মূলধনি লাভের উপর কর পরিশোধ করা না হইলে, উক্ত হস্তান্তর কার্যকর করিবে না।]

^১ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ১৯ দ্বারা “বা ডিজিটাল মার্কেটিং” শব্দগুলি সংযোজিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^২ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২১(ক) দ্বারা “ধারা ১০২ বা ১০৩ক এ উল্লিখিত পরিবহন সেবা নহে এইরূপ” শব্দগুলি সংযোজিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^৩ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৯(ক) দ্বারা প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

^৪ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৪(ক)(অ) দ্বারা ক্রমিক নং ২৪ ও ২৪ক প্রতিস্থাপিত।

^৫ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৪(ক)(অ) দ্বারা শর্তাংশ সন্নিবেশিত।

¹[(২) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো পরিশোধের ক্ষেত্রে বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে কৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো কর-চুক্তি বা অন্য কোনো কারণে, কোনো অনিবাসী বাংলাদেশে কোনো কর পরিশোধে দায়ী নয়, অথবা বাংলাদেশে হ্রাসকৃত হারে কর পরিশোধে দায়ী, সেইক্ষেত্রে ²[বোর্ড, তৎকর্তৃক যাচিত সকল দলিলসহ দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ত্রিশ (৩০) দিনের মধ্যে], এই মর্মে সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবে যে, কোনোরূপ কর্তন ব্যতিরেকে বা, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেটে উল্লিখিত হ্রাসকৃত হারে কর্তনপূর্বক, উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পরিশোধ সম্পন্ন করা যাইবে।

(২ক) এই ধারার অধীন কর কর্তনের ক্ষেত্রে, যদি পরিশোধকারীর আয়ের উপর কোনো কর কর্তন করা হয়, তাহা হইলে উহা তাহার ন্যূনতম কর দায় হিসাবে গণ্য হইবে, এবং কোনো দাবির প্রেক্ষিতে প্রত্যর্পণ, জের বা সমন্বয় প্রযোজ্য হইবে না।]

³[(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

- (ক) “নির্ধারিত ব্যক্তি” বলিতে এই অধ্যাদেশের ধারা ৫২ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) এ যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে;
- (খ) “পরিশোধ (payment)” অর্থে পরিশোধ হস্তান্তর, জমাদান বা সমন্বয় বা পরিশোধের আদেশ বা নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

⁴[৫৭। কর্তন, আদায়, ইত্যাদির ব্যর্থতার ফলাফল।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি-

- (ক) এই অধ্যায়ের বিধানাবলির কর্তৃত্বে বা অধীন উৎসে কর কর্তন বা আদায় করিতে ব্যর্থ হন; বা
- (খ) হ্রাসকৃত হারে বা পরিমাণে কর কর্তন বা আদায় করেন; বা
- (গ) এই অধ্যায়ের অধীন কর কর্তন বা আদায় করিবার পর সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, অথবা কর্তন বা আদায়কৃত পরিমাণ অপেক্ষা কম পরিমাণ অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করেন,

সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যক্তি খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং তজ্জন্য তিনি, অন্য যে সকল পরিণতির জন্য দায়ী হইতে পারেন উহাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, নিম্নবর্ণিত অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন, যথা:-

- (অ) অকর্তনকৃত বা অনাদায়কৃত করের সমপরিমাণ অর্থ; বা

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২১(খ) দ্বারা উপ-ধারা (২) এর পরিবর্তে উপ-ধারা (২) ও (২ক) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৪(খ)(আ) দ্বারা “বোর্ড, তৎকর্তৃক যাচিত সকল দলিলসহ দাখিলকৃত আবেদনপত্র প্রাপ্তির ত্রিশ দিনের মধ্যে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৩৯(খ) দ্বারা উপ-ধারা (৩) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা ধারা ৫৭ প্রতিস্থাপিত।

(আ) বাস্তবে কর্তনকৃত বা আদায়কৃত অর্থ বাদ দিয়া এই অধ্যায়ের অধীন অবশিষ্ট যে পরিমাণ কর আদায় বা কর্তন করা আবশ্যিক সেই পরিমাণ অর্থ; বা

(ই) কর্তন বা আদায় করিবার পর সরকারের অনুকূলে অজমাকৃত পরিমাণ অর্থ।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিমাণের অতিরিক্ত, উক্ত ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ), (আ) এবং, ক্ষেত্রমত, উপ-দফা (ই) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের উপর নিম্নবর্ণিত মেয়াদের জন্য প্রতিমাসে দুই শতাংশ (২%) হারে অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জন্যও দায়ী থাকিবেন, যথা:-

(ক) কর কর্তন বা আদায় করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, অথবা হ্রাসকৃত হারে বা পরিমাণে কর কর্তন বা আদায় করিবার ক্ষেত্রে, কর কর্তন বা আদায়ের জন্য ধার্য তারিখ হইতে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (অ), (আ) এবং, ক্ষেত্রমত, উপ-দফা (ই) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিবার তারিখ পর্যন্ত;

(খ) কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে, কর কর্তন বা আদায়ের তারিখ হইতে উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) এর উপ-দফা (ই) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিবার তারিখ পর্যন্ত।

ব্যাখ্যা।- অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ পরিগণনার মেয়াদ চব্বিশ মাসের অধিক হইবে না।

(৩) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানের পর তাহার নিকট হইতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ এবং উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৪) যে ব্যক্তির নিকট কর কর্তন বা আদায়যোগ্য ছিল তিনি ইতোমধ্যে তাহা পরিশোধ করিয়াছেন মর্মে প্রমাণিত হইলে, তাহার নিকট হইতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ আদায় করা হইবে না।]

¹[৫৭ক। বাস্তবে কর কর্তন, আদায় বা পরিশোধ ব্যতিরেকে কর্তন বা আদায়ের সার্টিফিকেট প্রদানের পরিণতি।—
(১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি বাস্তবে কর কর্তন, আদায় বা সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান ব্যতিরেকে উৎসে কর কর্তন বা আদায়ের সার্টিফিকেট প্রদান করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি অন্য যে সকল পরিণতির জন্য দায়ী হইতে পারেন উহাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, অকর্তনকৃত বা অনাদায়কৃত বা সরকারের অনুকূলে অজমাকৃত করের সমপরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী হইবেন।

(২) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদানের পর তাহার নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা ধারা ৫৭ক সন্নিবেশিত।

¹[৫৮। **কর কর্তন, ইত্যাদির সার্টিফিকেট।**— (১) এই অধ্যায়ের অধীন যে ব্যক্তি কোনো কর কর্তন বা আদায় করিবেন তিনি যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন বা আদায় করিবেন, তাহাকে উক্তরূপ কর্তন বা আদায় সম্পর্কিত একটি সার্টিফিকেট প্রদান করিবেন যাহাতে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদির উল্লেখ থাকিবে, যথা:-

- (ক) যে ব্যক্তির নিকট হইতে কর কর্তন বা আদায় করা হইয়াছে তাহার নাম এবং করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর, যদি থাকে;
- (খ) কর্তন বা আদায়কৃত করের পরিমাণ;
- (গ) যে বা যে সকল ধারার অধীন কর কর্তন বা আদায় করা হইয়াছে;
- (ঘ) কর্তন বা আদায়কৃত কর সরকারের অনুকূলে জমাদানের বিবরণ; এবং
- (ঙ) নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয় নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথা:-

- (ক) কর কর্তন বা আদায় সম্পর্কিত সার্টিফিকেট ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বা অন্য কোনো মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল মাধ্যমে প্রস্তুত বা সরবরাহের ²[ক্ষেত্রসমূহ];
- (খ) ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বা অন্য কোনো মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল মাধ্যমে সার্টিফিকেট প্রস্তুত বা সরবরাহের পদ্ধতি।

³[(৩) এই অধ্যায়ের অধীন কর কর্তন বা আদায়কারী প্রত্যেক ব্যক্তি নির্ধারিত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।]]

৫৯। কর্তিত কর সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান।— এই অধ্যায়ের বিধানাবলির অধীন কর্তন বা আদায়কৃত সকল অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অথবা বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে কর্তন বা আদায়কারী ব্যক্তি কর্তৃক সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৬০। অননুমোদিত কর্তন নিষিদ্ধ।— কোনো ব্যক্তি, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি ব্যতীত, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, কর হিসাবে কোনো অর্থ ধার্য, স্থগিত, কর্তন বা আদায় করিতে পারিবেন না, এবং এইরূপভাবে কোনো অর্থ ধার্য, স্থগিত, কর্তন বা আদায় করা হইলে, উহা ধারা ৫৯ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে জমা করিতে হইবে।

৬১। আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া কর আরোপের ক্ষমতা।— এই অধ্যায়ের অধীন কর্তন বা আদায়ের মাধ্যমে কর আরোপের ক্ষমতা অন্যান্য পদ্ধতিতে কর আদায়ের ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া প্রযোজ্য হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা ধারা ৫৮ প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২০ দ্বারা “ক্ষেত্রসমূহ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২২ দ্বারা উপ-ধারা (৩) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

৬২। **উৎসে কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর জমা প্রদান।**- এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে কর কর্তন বা আদায় এবং সরকারের হিসাবে জমা প্রদান করা হইলে, উহা যে ব্যক্তির আয় হইতে কর্তন বা আদায় করা হইয়াছে সেই ব্যক্তির বা, ক্ষেত্রমত, সিকিউরিটির মালিক বা শেয়ারহোল্ডারের পক্ষে কর পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে এবং ¹[সরকারের হিসাবে জমা প্রদানের প্রমাণসহ] ধারা ৫৮ এর অধীন প্রদত্ত সার্টিফিকেট উপস্থাপনের প্রেক্ষিতে পরবর্তী বৎসরে এই অধ্যাদেশের অধীন কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে, যদি করা হয়, তাহার হিসাব হইতে উহা বাদ দেয়া হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি উক্ত ব্যক্তি বা মালিক এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি অনুসারে এইরূপে কর্তন বা আদায়কৃত করের কোনো অংশ ফেরত গ্রহণ করেন, তবে উক্তরূপ ফেরতপ্রাপ্ত অংশের জন্য তাহাকে কোনো রেয়াত (credit) প্রদান করা হইবে না।

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ধারা ৪৩ (৪) বা (৫) বা ধারা ১০৪ বা ১০৫ বা ১০৬ এর অধীন অনুরূপ ব্যক্তি বা মালিকের আয় অপর কোনো ব্যক্তির আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ অন্য ব্যক্তিকে, যাহার অনুকূলে কর পরিশোধ করা হইয়াছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা মালিক হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং পরবর্তী বৎসরে তাহার কর নির্ধারণের সময় তাহাকে উক্ত রেয়াত (credit) প্রদান করা হইবে।

²[***]

³[***]

৬৩। **কোনো কর্তন না করিবার ক্ষেত্রে, কর আদায়।**- করদাতা কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সরাসরি কর পরিশোধ্য হইবে, যথা:-

- (ক) এই অধ্যায়ের বিধানাবলির কর্তৃত্বে বা অনুসারে আবশ্যিক কোনো কর কর্তন বা আদায় না করা হইলে, উক্ত অকর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর;
- (খ) নিয়মিত কর নির্ধারণের পর করদাতার পরিশোধযোগ্য কর অপেক্ষা কর্তন বা আদায়কৃত করের পরিমাণ কম হইলে, ঘাটতির সমপরিমাণ কর; এবং
- (গ) এই অধ্যায়ের অধীন কোনো আয় বাবদ কর কর্তন বা আদায়ের বিধান করা না হইলে, উক্ত আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কর।

৬৪। **অগ্রিম কর পরিশোধ।**- (১) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্রে ব্যতীত, কোনো করদাতা কর্তৃক এই অধ্যায়ে অতঃপর বর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে প্রত্যেক অর্থ বৎসরের কর অগ্রিম পরিশোধ করিতে হইবে, অতঃপর ‘অগ্রিম কর’ হিসাবে উল্লিখিত, যদি এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন বা আয়কর আইন, ১৯৯২ (১৯২২ সনের ১১ নং আইন) এর

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪৩ দ্বারা “সরকারের হিসাবে জমা প্রদানের প্রমাণসহ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা তৃতীয় শর্তাংশ বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা ধারা ৬২ক বিলুপ্ত।

অধীন উক্ত করদাতার সর্বশেষ আয়বর্ষে নিয়মিত বা সাময়িক আয় নির্ধারণীর মাধ্যমে তাহার মোট আয় ¹[²ছয়] লক্ষ টাকার] অধিক নির্ধারিত হয়।

(২) উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই “কৃষি আয়” খাত এবং ³[স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো উপার্জন বহির্ভূত] “মূলধনি আয়” খাতে শ্রেণিবদ্ধযোগ্য কোনো আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৬৫। **অগ্রিম কর পরিগণনা।-** (১) কোনো অর্থ বৎসরে করদাতা কর্তৃক পরিশোধ্য ⁴[অগ্রিম করের ন্যূনতম পরিমাণ] হইবে সর্বশেষ আয়বর্ষে নিয়মিত বা, ক্ষেত্রমত, সাময়িক ভিত্তিতে নির্ধারণ করা তাহার মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর হইতে এই অধ্যায়ের পূর্বোক্ত বিধানাবলি অনুসারে উৎসে কর্তন বা আদায়কৃত করের বিয়োজিত অঙ্কের সমপরিমাণ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধযোগ্য কর উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত অর্থ বৎসরে প্রযোজ্য হারে হিসাব করিতে হইবে।

৬৬। **অগ্রিম করের কিস্তি।-** যে অর্থ বৎসরের জন্য কর পরিশোধযোগ্য হইয়াছে, সেই অর্থ বৎসরের সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর, মার্চ ও জুন মাসের পনের তারিখে চারটি সমান কিস্তিতে অগ্রিম কর পরিশোধ্য হইবে⁵।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি বৎসরের মে মাসের পনেরতম দিনের পূর্বে কোনো আয়বর্ষে করদাতার আয় নির্ধারণ সম্পন্ন হয় এবং উহার ভিত্তিতে পরবর্তীতে ধারা ৬৫ অনুসারে কর পরিগণনা করা হয়, তাহা হইলে করদাতা নির্ধারিত দিনে একক কিস্তিতে, অথবা যদি উক্ত আয় নির্ধারণের তারিখের পর একাধিক কিস্তির দিন পড়ে, তবে নির্ধারিত দিনগুলিতে সমান কিস্তিতে কর পরিশোধ করিবেন, এবং যদি উক্তরূপ কর নির্ধারণের পর পরিদৃষ্ট হয় যে, উক্ত নির্ধারণিতে কর মূল হিসাব হইতে কম হইয়াছে, তবে মূল হিসাব অনুসারে কর পরিশোধ করিতে হইবে।]

৬৭। **অগ্রিম কর প্রাক্কলন।-** (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৬৪ এর অধীন অগ্রিম কর পরিশোধকারী কোনো করদাতা প্রদেয় বকেয়া করের শেষ কিস্তি পরিশোধের পূর্বে প্রাক্কলন করেন যে, সংশ্লিষ্ট করবর্ষে তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর ধারা ৬৫ এর অধীন হিসাবকৃত কর অপেক্ষা কম হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উপ-কর কমিশনার বরাবর তৎকর্তৃক পরিশোধ্য করের একটি প্রাক্কলন দাখিলপূর্বক ধারা ৬৬ এর অধীন ইতোমধ্যে পরিশোধকৃত কর বিয়োজনপূর্বক, যদি থাকে, সমন্বয় করিয়া নির্ধারিত তারিখে সম-কিস্তিতে প্রাক্কলিত অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে পারিবেন।

(২) করদাতা অনুরূপ কোনো কিস্তি পরিশোধযোগ্য হইবার পূর্বে যে কোনো সময় একটি সংশোধিত প্রাক্কলন দাখিল করিতে পারিবেন এবং তদানুসারে এই ধারার অধীন ইতোমধ্যে পরিশোধকৃত করের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক অতিরিক্ত বা ঘাটতি কর উক্ত অর্থ বৎসরে পরিশোধ্য এক বা একাধিক কিস্তিতে সমন্বয় করিতে পারিবেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা “তিন লক্ষ টাকার” শব্দগুলির পরিবর্তে “চার লক্ষ টাকার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা “চার” শব্দটির পরিবর্তে “ছয়” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা “স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানীর শেয়ার হস্তান্তর হইতে কোনো উপার্জন বহির্ভূত” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২১ দ্বারা “অগ্রিম করের পরিমাণ” শব্দগুলির পরিবর্তে “অগ্রিম করের ন্যূনতম পরিমাণ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা -- দ্বারা দাঁড়ির “।” স্থলে কোলন “:” প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর শর্তাংশ সংযোজিত

৬৮। **নুতন করদাতা কর্তৃক অগ্রিম কর পরিশোধ।**- এই অধ্যাদেশ বা আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯৯২ সনের ১১ নং আইন) এর অধীন ইতঃপূর্বে নিয়মিত আয়কর নির্ধারণীর আওতাভুক্ত হন নাই এমন কোনো ব্যক্তির মোট আয়, ধারা ৬৪ (২) সাপেক্ষে, কর নির্ধারণী বৎসরের অব্যবহিত পরবর্তী আয়বর্ষে ¹[²ছয়] লক্ষ টাকা] অতিক্রম করিলে, তিনি প্রত্যেক অর্থ বৎসরের জুন মাসের পনেরতম দিবসের পূর্বে তাহার প্রাক্কলিত মোট আয় এবং ধারা ৬৫ তে নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য অগ্রিম কর উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং ধারা ৬৬ তে নির্ধারিত কিস্তির তারিখের মধ্যে পরিশোধ করিবেন, যেন উহা ধারা ৬৭ (২) অনুসারে সংশোধিত কিস্তির তারিখ অতিক্রম না করে।

³[৬৮ক। **কতিপয় আয়ের উপর অগ্রিম কর।**- (১) একজন সিগারেট প্রস্তুতকারক প্রতি মাসে তাহার নিট বিক্রয় মূল্যের উপর তিন শতাংশ (৩%) হারে অগ্রিম কর পরিশোধ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত অগ্রিম কর ধারা ৬৬ এর অধীন পরিশোধ্য অগ্রিম করের ত্রৈমাসিক কিস্তির সহিত সমন্বয় করা যাইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারায় “নিট বিক্রয়” বলিতে ক - খ কে বুঝাইবে, যেক্ষেত্রে ‘ক’ হইল সর্বমোট বিক্রয় এবং ‘খ’ হইল মোট বিক্রয়ের উপর মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক, যদি থাকে।

৬৮খ। **প্রাইভেট মটর গাড়ির মালিকের উপর অগ্রিম কর।**- (১) প্রাইভেট মটর গাড়ির মালিক এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির মটর গাড়িটি রক্ষণাবেক্ষণ করিবার মত আয় রহিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং তিনি উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত হারে ও পদ্ধতিতে অগ্রিম আয়কর প্রদান করিবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, মটর গাড়ির নিবন্ধন ও ফিটনেস নবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ মটর গাড়ির নিবন্ধন ও ফিটনেস নবায়নের তারিখে বা উহার পূর্বে নিম্নবর্ণিত হারে কর আদায় করিবে, যথা:-

⁴[টেবিল

ক্রমিক নং	মটর গাড়ির ধরন ও ইঞ্জিনের ক্ষমতা	করের পরিমাণ (টাকায়)
১.	১৫০০ সিসির উর্ধ্বে নয় এইরূপ কার বা জিপ	২৫,০০০/-
২.	১৫০০ সিসির উর্ধ্বে তবে ২০০০ সিসির উর্ধ্বে নয় এইরূপ কার বা জিপ	৫০,০০০/-
৩.	২০০০ সিসির উর্ধ্বে তবে ২৫০০ সিসির উর্ধ্বে নয় এইরূপ কার বা জিপ	৭৫,০০০/-
৪.	২৫০০ সিসির উর্ধ্বে তবে ৩০০০ সিসির উর্ধ্বে নয় এইরূপ কার বা জিপ	১,২৫,০০০/-
৫.	৩০০০ সিসির উর্ধ্বে তবে ৩৫০০ সিসির উর্ধ্বে নয় এইরূপ কার বা জিপ	১,৫০,০০০/-

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা “তিন লক্ষ টাকার” শব্দগুলির পরিবর্তে “চার লক্ষ টাকার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত(২০১০ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা “চার” শব্দটির পরিবর্তে “ছয়” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪৪ দ্বারা ধারা ৬৬ক ও ৬৬খ সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা উপ-ধারা (২) এর টেবিলের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

৬.	৩৫০০ সিসির উর্ধ্বে এইরূপ কার বা জিপ	২,০০,০০০/-
৭.	মাইক্রোবাস	৩০,০০০/- :

]

তবে শর্ত থাকে যে, যদি মটর গাড়ির মালিকের নিজ নামে বা অন্য কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সহিত যৌথ নামে দুই বা ততোধিক মটর গাড়ি থাকে, তাহা হইলে প্রত্যেকটি অতিরিক্ত মটর গাড়ির জন্য কর হার পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) অতিরিক্ত হইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো অগ্রিম কর আদায় করা হইবে না, যদি নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি বা সত্তা মটর গাড়ির মালিক হন, যথা:-

- (ক) সরকার বা স্থানীয় সরকার;
- (খ) সরকার বা স্থানীয় সরকারের অধীন গৃহীত কোনো প্রকল্প, কর্মসূচি বা কর্মকাণ্ড;
- (গ) বৈদেশিক কূটনৈতিক, বাংলাদেশে কূটনৈতিক মিশন, জাতিসংঘ বা উহার অফিস;
- (ঘ) বাংলাদেশের উন্নয়নের অংশীদার বা উহার অনুমোদিত অফিস বা অফিসসমূহ;
- (ঙ) সরকারের এমপিওভুক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান;
- (চ) পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়;
- (ছ) এই অধ্যাদেশের ধারা ২ এর দফা (৪৬) এ বর্ণিত কোনো ব্যক্তি নয় এইরূপ কোনো সত্তা;
- (জ) যুদ্ধে পঞ্জীবরণকারী কোনো মুক্তিযোদ্ধা যাহার নাম গেজেটে প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে;
- (ঝ) এইরূপ কোনো প্রতিষ্ঠান যাহার অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে না মর্মে বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইয়াছে।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) এর অধীন অগ্রিম কর পরিশোধ করিয়াছেন এবং উক্ত ব্যক্তির নিয়মিত উৎস হইতে সৃষ্ট আয় এইরূপ করদায়যুক্ত যাহা বর্ণিত অগ্রিম কর অপেক্ষা কম, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির আয় বর্ণিত অগ্রিম করের সমপরিমাণ করদায়যুক্ত মর্মে গণ্য হইবে।

(৫) উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিশোধকৃত অগ্রিম কর প্রত্যাপনযোগ্য নহে।

(৬) এই ধারায়-

- (ক) “মটর গাড়ি” বলিতে মটরযান অধ্যাদেশ, ১৯৮৩ (১৯৮৩ সনের ৫৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ২ এর দফা (২৫) এ সংজ্ঞায়িত মটর কারকে বুঝাইবে এবং জিপ ও মাইক্রোবাসও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) “নিয়মিত উৎস হইতে সৃষ্ট আয়” বলিতে ধারা ৮২গ এর উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত উৎসসমূহ ভিন্ন অপর যেকোনো উৎস হইতে আয়কে বুঝাইবে।]

৬৯। **অগ্রিম করের কিস্তি প্রদানে ব্যর্থতা।**— যেক্ষেত্রে অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এইরূপ কোনো করদাতা মূল হিসাব অনুসারে বা, ক্ষেত্রমত, প্রাক্কলিত হিসাব অনুসারে নির্ধারিত তারিখে উক্ত করের কোনো কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত কিস্তির ক্ষেত্রে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।

৭০। **অগ্রিম কর পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য সুদ আরোপ।**— অগ্রিম কর পরিশোধ করিতে হইবে এইরূপ কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে যদি নিয়মিত কর নির্ধারণকালে পরিলক্ষিত হয় যে, এই অধ্যায়ের বিধানাবলি অনুসারে অগ্রিম কর পরিশোধ করা হয় নাই, তাহা হইলে ধারা ৬৯ এর অধীন করদাতার খেলাপি হওয়ার বিধানকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্তরূপ কর নির্ধারণের ভিত্তিতে নিরূপিত করের সহিত ধারা ৭৩ এ নির্ধারিত হারে ও মেয়াদের জন্য উহার উপর হিসাবকৃত সরল সুদ প্রযুক্ত হইবে।

৭১। **অগ্রিম কর জমা প্রদান।**— জরিমানা বা সুদ ব্যতীত অগ্রিম কর হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত বা তাহার নিকট হইতে আদায়কৃত অর্থ যে বৎসর পরিশোধ্য ছিল উহার পরবর্তী বৎসরের আয়কর নির্ধারণের লক্ষ্যে সেই বৎসরের আয়ের উপর পরিশোধিত কর হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্তরূপ পরিশোধিত কর করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর হইতে বাদ দেয়া হইবে।

৭২। **পরিশোধিত অতিরিক্ত অগ্রিম করের উপর সরকার কর্তৃক সুদ প্রদেয়।**— (১) কোনো ব্যক্তির কোনো অর্থ বৎসরে অগ্রিম কর হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থের সমষ্টি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত করের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হইলে, উক্ত অতিরিক্ত পরিশোধকৃত করের উপর সরকার বার্ষিক ¹[দশ শতাংশ (১০%)] হারে সরল সুদ প্রদান করিবে।

(২) ²[সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী বৎসরের ১ জুলাই] হইতে উক্ত বৎসর নিয়মিত কর নির্ধারণের তারিখ পর্যন্ত অথবা উক্ত ³[১ জুলাই] হইতে পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে যাহা কম, সেই সময় পর্যন্ত উপ-ধারা (১) এর অধীন অতিরিক্ত অগ্রিম কর পরিশোধের উপর সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

⁴[৭৩। **অগ্রিম কর পরিশোধের ক্ষেত্রে ঘাটতি থাকিলে উহার উপর করদাতা কর্তৃক সুদ প্রদেয়।**— (১) যেক্ষেত্রে কোনো অর্থ বৎসরে করদাতা স্বীয় প্রাক্কলনের ভিত্তিতে অগ্রিম কর পরিশোধ করেন, এবং এই অধ্যায়ের অধীন উৎসে কর কর্তন করা হইলে, উক্ত কর্তনকৃত কর এবং উক্তরূপ অগ্রিম পরিশোধকৃত করের সমষ্টি নিয়মিত কর নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত পরিশোধযোগ্য করের শতকরা পঁচাত্তর ভাগের (৭৫%) কম হয়, সেইক্ষেত্রে করদাতা পরিশোধ্য অবশিষ্ট করের অতিরিক্ত পরিশোধকৃত মোট কর এবং নিয়মিত নির্ধারণীর মাধ্যমে উদ্ধৃত করের পঁচাত্তর শতাংশ (৭৫%) এর মধ্যে যে পার্থক্য হইবে উহার উপর বার্ষিক দশ শতাংশ (১০%) হারে সরল সুদ প্রদান করিবেন:

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “বার শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “দশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “অগ্রিম কর পরিশোধের বৎসরের ১ জুলাই” শব্দগুলির পরিবর্তে “সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী বৎসরের ১ জুলাই” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “১ এপ্রিল” শব্দগুলির পরিবর্তে “১ জুলাই” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪৫ দ্বারা ধারা ৭৩ ও ৭৩ক প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কর দিবসে বা তৎপূর্বে রিটার্ন দাখিল করা না হয়, তাহা হইলে সুদের হার পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) অধিক হইবে।

(২) যে অর্থ বৎসরে অগ্রিম কর প্রযোজ্য হইবে, উহার পরবর্তী বৎসরের জুলাই মাসের প্রথম দিবস হইতে উক্ত বৎসর নিয়মিত কর নির্ধারণের তারিখ পর্যন্ত, অথবা উক্ত ১ জুলাই হইতে পরবর্তী দুই বৎসরের মধ্যে যাহা কম, সেই সময় পর্যন্ত উপ-ধারা (১) এর অধীন অতিরিক্ত অগ্রিম কর পরিশোধের উপর সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে-

(ক) ধারা ৭৪ এর অধীন কর পরিশোধ করা হয়; বা

(খ) ধারা ৮১ এর অধীন সাময়িক কর নির্ধারণ করা হইয়াছে কিন্তু নিয়মিত কর নির্ধারণ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানাবলি অনুসারে সরল সুদ হিসাব করিতে হইবে, যথা:-

(অ) যে তারিখে ধারা ৭৪ এর অধীন বা সাময়িকভাবে নির্ধারিত কর পরিশোধ করা হইয়াছে, সেই তারিখ পর্যন্ত;

(আ) অতঃপর, কর নির্ধারণীর ভিত্তিতে হিসাবকৃত পূর্বোক্ত পঁচাত্তর শতাংশ (৭৫%) কর অপেক্ষা উক্তরূপে পরিশোধকৃত কর যে পরিমাণ ঘাটতি থাকে, তাহার উপর সরল সুদ পরিগণনা করিতে হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে আপিল, রিভিশন বা রেফারেন্স এর ফলশ্রুতিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন যে পরিমাণ অর্থের উপর সুদ প্রদেয় ছিল উহা হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে একইভাবে প্রদেয় সুদের পরিমাণও হ্রাস প্রাপ্ত হইবে এবং কোনো অতিরিক্ত সুদ পরিশোধিত হইয়া থাকিলে, উহা ফেরতযোগ্য করের সহিত ফেরত প্রদান করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।— দ্ব্যর্থকতা পরিহারকল্পে এতদ্বারা ঘোষিত হইতেছে যে, এই ধারায়, “নিয়মিত কর নির্ধারণ” অর্থে ¹[সংশোধিত রিটার্ন এর গ্রহণযোগ্যতা বা ধারা ৮২খখ (৭) এর অধীন নিরীক্ষার (audit) ফলশ্রুতিতে প্রণীত কর নির্ধারণ] অন্তর্ভুক্ত হইবে।

৭৩ক। **কর দিবসে বা তৎপূর্বে রিটার্ন দাখিল না করায় বিলম্ব সুদ।**— (১) যেক্ষেত্রে ধারা ৭৫ এর অধীন কোনো কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য কোনো করদাতার আয়কর রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক হওয়া সত্ত্বেও তিনি কর দিবস অতিক্রান্ত হইবার পূর্বে রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে করদাতার দায়ের অন্য কোনো পরিণতিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, তাকে কর নির্ধারণী বৎসরের মোট আয়ের উপর নির্ধারিত কর এবং উৎস কর কর্তন বা আদায়সহ কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য প্রযোজ্য পরিশোধিত অগ্রিম করের মধ্যকার পার্থক্যের উপর মাসিক দুই শতাংশ (২%) হারে বিলম্ব সুদ পরিশোধ করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায়, ²[***] উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত “মোট আয়ের উপর নির্ধারিত কর” অভিব্যক্তি অর্থ-

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “ধারা ৮২খখ(৩) এর অধীন করা নির্ধারণ” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “সংশোধিত রিটার্ন এর গ্রহণযোগ্যতা বা ধারা ৮২খখ (৭) এর অধীন নিরীক্ষার (audit) ফলশ্রুতিতে প্রণীত কর নির্ধারণ” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৩(ক) দ্বারা “এর দফা (ক)” শব্দগুলি, বর্ণ ও বন্ধনী বিলুপ্ত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[(ক) যেক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন ধারা ৮২খখ এর অধীন কর নির্ধারণ সাপেক্ষ হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ৮২খখ এর অন্য যেকোনো উপ-ধারার অধীন নির্ধারিত করের পরিমাণ উক্ত ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত কর অপেক্ষা অধিক হইলে, উক্ত অধিক পরিমাণ কর;]

(খ) যেক্ষেত্রে আয়কর রিটার্ন ধারা ৮২খখ এর অধীন কর নির্ধারণ সাপেক্ষ না হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার কর্তৃক মোট আয়ের উপর নির্ধারিত পরিমাণ কর।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন বিলম্ব সুদের জন্য সময় গণনা করা হইবে কর দিবসের অব্যবহিত পরের দিন হইতে নিম্নবর্ণিত তারিখ পর্যন্ত, যথা:-

(ক) রিটার্ন দাখিল করা হইলে, রিটার্ন দাখিলের তারিখ;

(খ) রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, নিয়মিত কর নির্ধারণের তারিখ:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন বিলম্ব সুদ গণনার মেয়াদ এক বৎসরের অধিক হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (২) এর শর্তাংশ প্রযোজ্য এইরূপ করদাতা কর্তৃক এই ধারার অধীন বিলম্ব সুদ পরিশোধযোগ্য হইবে না।]

৭৪। **রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধ।**— ²[(১) ধারা ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮৯(২), ৯১(৩) বা ৯৩ (১) এর অধীন যে ব্যক্তির রিটার্ন দাখিল করা আবশ্যিক, সেই ব্যক্তি রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা উহার পূর্বে এই অধ্যায়ের বিধান অনুসারে তাহার আয় হইতে কর্তনকৃত অথবা পরিশোধকৃত অংশ হাসপূর্বক সমন্বয় করিয়া দাখিলকৃত রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদানযোগ্য কর, অথবা ³[ধারা ৮২গ এর উপ-ধারা (৪)] এর বিধান অনুসারে প্রদানযোগ্য করের মধ্যে যাহা অধিক সেই পরিমাণ কর পরিশোধ করিবেন।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধকৃত অর্থ নিয়মিত কর নির্ধারণের পর তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য মর্মে নিরূপিত কর হিসাবে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৩) কোনো ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতিরেকে উপ-ধারা (১) এর অধীন কর পরিশোধে ব্যর্থ হইলে, তিনি খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৩(খ) দ্বারা দফা (ক) প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪৬ দ্বারা “ধারা ১৬গগগ” শব্দগুলির পরিবর্তে “ধারা ৮২গ এর উপ-ধারা (৪)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

অধ্যায় ৮

রিটার্ন ও বিবরণী

¹[৭৫। আয়ের রিটার্ন]- (১) প্রত্যেক ব্যক্তি, উপ-ধারা (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রত্যেক আয়বর্ষে তাহার আয় সম্পর্কিত একটি রিটার্ন দাখিল করিবেন বা দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যদি-

- (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির আয় এই অধ্যাদেশের অধীন অকরযোগ্য আয়ের সর্বোচ্চ সীমা অতিক্রম করে; বা
- (খ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসরের মধ্যে কোনো বৎসর উক্ত ব্যক্তি কর প্রদানের জন্য নির্ধারিত হন; বা
- (গ) উক্ত ব্যক্তি নিম্নরূপ কোনো ব্যক্তি বা সত্তা হন, যথা:-
 - (অ) কোনো কোম্পানী; বা
 - (আ) এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থা; বা
 - (ই) কোনো সমবায় সমিতি; বা
 - (ঈ) কোনো ফার্ম; বা
 - (উ) কোনো ব্যক্তি-সংঘ; বা
 - (ঊ) কোনো কোম্পানীর একজন শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা কর্মচারী; বা
 - (ঋ) কোনো ফার্মের অংশীদার; বা
 - (এ) সরকারের অথবা সরকার কর্তৃক বা বলবৎ কোনো আইন, আদেশ বা দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত কোনো কর্তৃপক্ষ, কর্পোরেশন, সংস্থা বা ইউনিটের কোনো কর্মচারী, যিনি আয়বর্ষের কোনো সময় মূল বেতন হিসাবে ষোল হাজার বা তদুর্ধ্ব পরিমাণ টাকা উত্তোলন করেন; বা
- ²[(ঐ) কোনো ব্যবসা বা পেশায় কোনো নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে কর্মরত একজন কর্মচারী; বা]
- ¹[(ও) ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান; বা

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪৭ দ্বারা ধারা ৭৫, ৭৫ক ও ৭৫কক সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৪(ক)(অ) দ্বারা উপ-দফা (ঐ) সংযোজিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(ঙ) বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা রহিয়াছে এইরূপ কোনো অনিবাসী;]

(ঘ) উক্ত ব্যক্তি কেবল দাতব্য উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত কোনো প্রতিষ্ঠান বা তহবিল না হন এবং সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির এইরূপ কোনো আয় থাকে যাহা ধারা ৪৪ এর অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য; বা

(ঙ) উক্ত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কোনো এক সময় নিম্নবর্ণিত শর্তাবলির কোনো একটি শর্ত পূরণ করেন, যথা:-

(অ) কোনো মটর গাড়ির মালিক হন; বা

(আ) ^২[মূল্য সংযোজন কর নিয়ন্ত্রণকারী কোনো আইনের] অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ লাভ করেন; বা

(ই) কোনো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ইউনিয়ন পরিষদ হইতে ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্ত হইয়া কোনো ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করেন; বা

(ঈ) চিকিৎসক, দন্তচিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট, কন্স্ট্রাক্শন ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী, স্থাপত্যবিদ, বা সার্ভেয়ার বা অনুরূপ কোনো পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থায় নিবন্ধিত হন; বা

(উ) বোর্ড কর্তৃক আয়কর আইনজীবী হিসাবে নিবন্ধিত হন; বা

(ঊ) চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ অথবা ট্রেড এসোসিয়েশনের সদস্য হন; বা

(ঋ) পৌরসভায়, সিটি কর্পোরেশনের কোনো পদে বা সংসদ সদস্য পদে প্রার্থী হন; ^৩[বা]

(এ) সরকারি, আধা-সরকারি, স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহত কোনো টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন; বা

(ঐ) কোনো কোম্পানী বা গ্রুপ অব কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদে চাকুরি করেন; ^৪[বা

^১[(ঙ) মটরযান, জায়গা (space), নিবাসন (accomodation) বা অন্য কোনো পরিসম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে রাইড শেয়ারিং ব্যবস্থায় অংশগ্রহণ করেন; বা

^১ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা উপ-দফা (ঙ) এবং (ঙ) সন্নিবেশিত।

^২ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৪(ক)(আ) দ্বারা “মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “মূল্য সংযোজন কর নিয়ন্ত্রণকারী কোনো আইনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^৩ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪২(ক)(অ) দ্বারা “;” সেমিকোলন এর পর “বা” শব্দটি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

^৪ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৩(ক) দ্বারা “;” কোলন এর পরিবর্তে “; বা” সেমিকোলন ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর আইটেম (ঙ) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(গু) লাইসেন্সকৃত আগ্নেয় অস্ত্রের মালিক হন; বা]

²[চ) যদি ধারা ১৮৪ক এর অধীন উক্ত ব্যক্তির বারো সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নাম্বারের আবশ্যতা থাকে:]

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো অনিবাসী বাংলাদেশি তাহার দাখিলকৃত রিটার্নের ভিত্তিতে করদায়ের, যদি থাকে, সমপরিমাণ ব্যাংক ড্রাফটসহ তাহার আয়ের রিটার্ন নিকটস্থ বাংলাদেশ মিশনে দাখিল করিতে পারিবেন, এবং মিশন উহার দাপ্তরিক সিলসহ তাহাকে অনুরূপ রিটার্নের একটি রসিদ প্রদান করিবে এবং রিটার্নটি বোর্ডের নিকট প্রেরণ করিবে।

(২) ³[উপ-ধারা (১) এর অধীন] আয়ের রিটার্ন নিম্নরূপ কোনো ব্যক্তি বা সত্তার ক্ষেত্রে বাধ্যকর হইবে না, যথা:-

(ক) মাসিক পরিশোধ আদেশ (এমপিও) এর আওতায় সরকারি সুবিধাভোগী কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; বা

(খ) কোনো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়; বা

(গ) কোনো তহবিল; বা

⁴[গক) অনিবাসী ব্যক্তিসত্তা নয় এইরূপ কোনো অনিবাসী যাহার বাংলাদেশে স্থায়ী স্থাপনা নাই;

(গখ) কোনো অনিবাসী ব্যক্তিসত্তা যাহার বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট ঠিকানা (fixed base) নাই; বা]

(ঘ) বোর্ড কর্তৃক সরকারি গেজেটে আদেশ দ্বারা রিটার্ন দাখিল হইতে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে এইরূপ কোনো শ্রেণির ব্যক্তিবর্গ⁵; বা

(ঙ) কোনো ব্যক্তি করদাতা যাহার করযোগ্য আয় নাই তবে জমি বিক্রয়ের জন্য ধারা ১৮৪ক এর অধীন বারো সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নাম্বারের আবশ্যতা রহিয়াছে; বা

(চ) কোনো ব্যক্তি করদাতা যাহার করযোগ্য আয় নাই তবে ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তির জন্য ধারা ১৮৪ক এর অধীন বারো সংখ্যার করদাতার সনাক্তকরণ নাম্বারের আবশ্যতা রহিয়াছে।]

(৩) উপ-ধারা (৪) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন-

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪২(ক)(আ) দ্বারা উপ-দফা (গ) এর পরিবর্তে উপ-দফা (গ) এবং (গু) প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪২(ক)(ই) দ্বারা দফা (চ) সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৩(খ)(অ) দ্বারা “উপ-ধারা (১) এর অধীন” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৩(খ)(আ) দ্বারা দফা (গক) ও (গখ) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪২(খ) দ্বারা দফা (ঘ) এর প্রাস্তস্থিত “.” (ফুলস্টপ) এর পরিবর্তে “; বা” সেমিকোলন ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর নূতন দফা (ঙ) এবং (চ) সংযোজিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

(ক) নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে, উক্ত ফরমে প্রয়োজনীয় বিবরণ ও তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক, নির্ধারিত তপশিল, প্রতিবেদন, হিসাবাদি, সংযুক্তি বা দলিলাদি সহযোগে দাখিল করিতে হইবে;

(খ) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরকৃত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে, যথা:-

(অ) কোনো একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, স্বয়ং উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক; তিনি বাংলাদেশে না থাকিলে সংশ্লিষ্ট কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক; এবং তিনি মানসিক অপ্রকৃতিস্থতার কারণে স্বাক্ষর করিবার যোগ্য না হইলে, তাহার অভিভাবক কর্তৃক বা তাহার পক্ষে স্বাক্ষর করিতে আইনগতভাবে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক;

(আ) অবিভক্ত কোনো হিন্দু পরিবারের ক্ষেত্রে, পরিবারের কর্তা কর্তৃক, এবং কর্তা বাংলাদেশে অবস্থান না করিলে, বা মানসিক অক্ষমতার কারণে স্বাভাবিক কার্য করিতে অপারগ হইলে, উক্ত পরিবারের কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক;

(ই) কোনো কোম্পানী বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ক্ষেত্রে, উহার প্রধান কর্মকর্তা কর্তৃক;

(ঈ) কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে, কোনো নাবালক অংশীদার ব্যতীত, উহার যে কোনো অংশীদার কর্তৃক;

(উ) অন্য কোনো সমিতির ক্ষেত্রে, সমিতির কোনো সদস্য বা প্রধান কর্মকর্তা কর্তৃক;

(ঊ) অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক বা তাহার পক্ষে উপযুক্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক;

(গ) নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র সহযোগে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(অ) কোনো একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ধারা ৮০ এর অধীন প্রয়োজনীয় পরিসম্পদ, দায় এবং জীবনযাত্রার মান সম্পর্কিত বিবরণী;

(আ) কোনো কোম্পানীর ক্ষেত্রে, নিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী, হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শিত মুনাফা বা ক্ষতির মধ্যে পার্থক্য ব্যাখ্যাপূর্বক হিসাবের কাগজ এবং রিটার্নে প্রদর্শিত আয়ের বিবরণ।

(৪) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) এই ধারার অধীন ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বা অন্য কোনো মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল মেশিন এর মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল;

(খ) উক্তরূপ মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল মেশিন এর মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল করিবার ফরম ও পদ্ধতি।

(৫) এই ধারার অধীন প্রত্যেকটি রিটার্ন কর দিবসে বা তৎপূর্বে দাখিল করিতে হইবে, যদি উপ-ধারা (৬) এর অধীন উক্ত তারিখ বর্ধিত না করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, সরকারি কর্মকর্তা হিসাবে কোনো ব্যক্তি¹[উচ্চ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্য প্রেষণে বা ছুটিতে] অথবা অন্যত্র চাকরির জন্য লিয়নে নিযুক্ত থাকিয়া বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করিলে, তাহার বাংলাদেশে প্রত্যর্পণের তিন মাসের মধ্যে তিনি অনুরূপ প্রেষণ, ছুটি বা লিয়নের মেয়াদকালীন সময়ের জন্য এক বা একাধিক রিটার্ন এক সঙ্গে দাখিল করিবেন।

(৬) উপ-কর কমিশনার কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, বর্ধিত করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-কর কমিশনার নির্ধারিত তারিখ হইতে দুই মাস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন এবং যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এর অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত সময় আরও দুই মাস বর্ধিত করিতে পারিবেন।

৭৫ক। **স্থগিত (withholding) করের রিটার্ন।**— (১) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যিনি কোনো কোম্পানী বা সমবায় সমিতি বা এনজিও বিষয়ক ব্যুরো হইতে নিবন্ধনপ্রাপ্ত কোনো বেসরকারি প্রতিষ্ঠান,²[ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান,³[বিশ্ববিদ্যালয়], বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র,⁴[আন্তর্জাতিক কারিকুলাম অনুসারে শিক্ষা প্রদানকারী কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কৃত্রিম বিচারিক ব্যক্তি (artificial juridical person), স্থানীয় কর্তৃপক্ষ,] কোনো অংশীদারি কারবার বা ব্যক্তি-সংঘ, তিনি যে উপ-কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রের অধীন করদাতা, তাহার নিকট এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ৭ এর অধীন কর কর্তন বা আদায়ের রিটার্ন দাখিল বা দাখিলের ব্যবস্থা করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন-

- (ক) নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে, উক্ত ফরমে বর্ণিত প্রয়োজনীয় বিবরণ ও তথ্যাদি উল্লেখপূর্বক, নির্ধারিত তপশিল, প্রতিবেদন, হিসাবাদি, সংযুক্তি বা দলিলাদি সহযোগে দাখিল করিতে হইবে;
- (খ) ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (৩) এর⁵[দফা (খ)] এ নির্ধারিত পদ্ধতিতে স্বাক্ষরকৃত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে;

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৪(খ) দ্বারা “প্রেষণে শিক্ষা” শব্দগুলির পরিবর্তে “উচ্চ শিক্ষা বা প্রশিক্ষণের জন্য প্রেষণে বা ছুটিতে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা “ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, বেসরকারি হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র, কোনো অংশীদারি কারবার বা ব্যক্তি-সংঘ” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৩(ক) দ্বারা “বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়” শব্দগুলির পরিবর্তে “বিশ্ববিদ্যালয়” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৩(খ) দ্বারা “ডায়াগনস্টিক কেন্দ্র,” শব্দগুলি ও চিহ্নের পর “আন্তর্জাতিক কারিকুলাম অনুসারে শিক্ষা প্রদানকারী কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল, কৃত্রিম বিচারিক ব্যক্তি (artificial juridical person), স্থানীয় কর্তৃপক্ষ,” শব্দগুলি ও চিহ্নগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫(ক) দ্বারা “দফা (গ)” শব্দ, বর্ণ ও বন্ধনীর পরিবর্তে “দফা (খ)” শব্দ, বর্ণ ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(গ) ষান্মাসিক ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত তারিখের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

(অ) প্রথম রিটার্ন: যে বৎসর কর্তন বা আদায় সম্পন্ন হইয়াছিল, সেই বৎসরের জানুয়ারি মাসের একত্রিশ তারিখের মধ্যে;

(আ) দ্বিতীয় রিটার্ন: যে বৎসর কর্তন বা আদায় সম্পন্ন হইয়াছিল, উহার পরবর্তী বৎসরের জুলাই মাসের একত্রিশ তারিখের মধ্যে:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-কর কমিশনার এই উপ-ধারায় রিটার্ন দাখিলের জন্য নির্ধারিত সর্বশেষ তারিখ উক্তরূপে নির্ধারিত তারিখ হইতে পনের দিন পর্যন্ত বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি নির্ধারণ করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) এই ধারার অধীন ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে বা অন্য কোনো মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল করিবার ¹[ক্ষেত্রসমূহ];

(খ) উক্তরূপ মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল মাধ্যমে কোনো রিটার্ন দাখিল করিবার ফরম ও পদ্ধতি।

৭৫কক। স্থগিত করের রিটার্ন নিরীক্ষাকরণ।— (১) উপ-কর কমিশনার, ²[কমিশনারের] অনুমোদনক্রমে, ধারা ৭৫ক এর অধীন দাখিলকৃত স্থগিত করের কতিপয় রিটার্ন নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করিবেন।

(২) উপ-কর কমিশনার নির্বাচিত রিটার্নসমূহের নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে নিরীক্ষা পরিচালনা করিবেন, যথা:-

(ক) এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ৭ এর বিধানাবলি এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা অনুসারে সঠিক হারে, পরিমাণে বা পদ্ধতিতে কর কর্তন বা আদায় করা হইয়াছে কিনা;

(খ) কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান করা হইয়াছে কিনা অথবা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বা সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা হইয়াছে কিনা;

(গ) এই অধ্যাদেশের বিধান অনুসারে কর কর্তন বা আদায় সংক্রান্ত সার্টিফিকেট প্রদান করা হইয়াছে কিনা।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন পরিচালিত নিরীক্ষার মাধ্যমে ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, উপ-ধারা (২) এর দফা (ক), (খ) বা (গ) এ উল্লিখিত বিষয় সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি অনুসরণ করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে নিরীক্ষা পরিচালনাকারী উপ-কর কমিশনার ধারা ৫৭, ৫৭ক ও ১২৪ এর অধীন ব্যবস্থাসহ এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৫(খ) দ্বারা “যাহাতে কোনো” শব্দগুলির পরিবর্তে “ক্ষেত্রসমূহ” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৮ দ্বারা “বোর্ডের” শব্দটির পরিবর্তে “কমিশনারের” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

(৪) কোনো রিটার্ন যে বৎসর দাখিল করা হইয়াছিল, সেই বৎসর সমাপ্তির তারিখ হইতে চার বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর নিরীক্ষার জন্য নির্বাচন করা যাইবে না।]

¹[৭৫খ। **বার্ষিক তথ্য-বিবরণী দাখিলের বাধ্যবাধকতা।**— (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন প্রযোজ্য কোনো সুনির্দিষ্ট আর্থিক লেনদেনের বিষয়ে রেকর্ড রেজিস্টারভুক্ত করিবার বা হিসাববহি বা অন্যান্য দলিল সংরক্ষণ করিবার জন্য দায়ী কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি-সংঘের নিকট উক্তরূপে নির্ধারিত আর্থিক লেনদেন বিষয়ক বার্ষিক তথ্য-বিবরণী তলব করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বার্ষিক তথ্য-বিবরণী বোর্ড বা অন্য যেকোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা এজেন্সির নিকট নির্ধারিত ফরমে, পদ্ধতিতে ও সময়ে দাখিল করিতে হইবে।]

²[৭৫গ। **যুগপৎ এখতিয়ার।**— বোর্ড, লিখিতভাবে, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে করিতে পারিবে যে, ধারা ৭৫, ৭৭, ৭৮, ৮৯(২), ৯১(৩) বা ৯৩(১) এর বিধানাবলি অনুসারে আয়কর রিটার্ন গ্রহণ এবং উহার প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ইস্যু সম্পর্কিত উপ-কর কমিশনারের সকল বা যে কোনো ক্ষমতা ও কার্যাবলি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো কর্তৃপক্ষ যুগপৎভাবে প্রয়োগ বা সম্পাদন করিতে পারিবে।]

৭৬। **রিটার্নের স্থলে সার্টিফিকেট।**— ³[***]

৭৭। **রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ।**— ⁴[(১) উপ-কর কমিশনার ধারা ৭৫ এর উল্লিখিত মেয়াদ উত্তীর্ণের পর যে কোনো সময়, লিখিত নোটিশ দ্বারা,-

- (ক) কোম্পানী ব্যতীত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত ধারায় উল্লিখিত পদ্ধতিতে তাহার মোট আয়ের রিটার্ন দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যদি তিনি মনে করেন যে, উক্ত ব্যক্তির মোট আয় সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে কর আরোপযোগ্য হইয়াছে;
- (খ) কোনো কোম্পানীকে উহার রিটার্ন দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, যদি উক্ত কোম্পানী রিটার্ন দাখিল না করে।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আয়ের রিটার্ন নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা ⁵[একুশ দিনের] কম হইবে না, অথবা উপ-কর কমিশনার যেরূপ অনুমোদন করিবে সেইরূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে, দাখিল করিতে হইবে।

৭৮। **সংশোধিত রিটার্ন দাখিল।**- ধারা ৭৫ বা ৭৭ অনুসারে রিটার্ন দাখিল করেন নাই এইরূপ কোনো ব্যক্তি, অথবা রিটার্ন দাখিলের পর উহাতে কোনো বিচ্যুতি বা অশুদ্ধি খুঁজিয়া পাইয়াছেন এইরূপ কোনো ব্যক্তি, তজ্জন্য তাহার উপর উপচিত সম্ভাব্য দায়কে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইবার পূর্বে যে কোনো সময়ে কোনো রিটার্ন বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৪৩ দ্বারা ধারা ৭৫খ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৪৪ দ্বারা ধারা ৭৫খ এর পর ধারা ৭৫গ সংযোজিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা ধারা ৭৬ বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৬২ দ্বারা উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “ত্রিশ দিন” শব্দগুলির পরিবর্তে “একুশ দিনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

¹[৭৯। হিসাবাদি ও দলিলপত্র, ইত্যাদি উপস্থাপন।— (১) উপ-কর কমিশনার, লিখিত নোটিশ প্রদানপূর্বক, অধ্যায় ৮ এর অধীন রিটার্ন দাখিল করিয়াছেন অথবা রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশ প্রদান করা হইয়াছে, এইরূপ কোনো করদাতাকে নোটিশে উল্লিখিত তারিখে কোনো আয়বর্ষের অনধিক তিন বৎসর পূর্ববর্তী সময়কালের সেই সকল হিসাব, বিবরণী, দলিলপত্র, তথ্য-উপাত্ত বা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড দাখিল করিবার বা দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন কর নির্ধারণের জন্য আবশ্যিক বলিয়া তিনি মনে করেন।

(২) উপ-কর কমিশনার উক্ত নোটিশে নির্ধারণ করিতে পারিবে যে, সংশ্লিষ্ট হিসাবাদি, বিবরণী, দলিলপত্র, তথ্য-উপাত্ত বা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড বা উহার অংশবিশেষ নোটিশে উল্লিখিত ইলেক্ট্রনিক ফরম বা ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) হিসাবাদি, বিবরণী, দলিলপত্র, তথ্য-উপাত্ত বা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড নোটিশে বর্ণিত তারিখে বা উহার পূর্বে দাখিল করিতে হইবে।

(৪) এই ধারায়,-

- (ক) “রিটার্ন” অর্থে রিভাইজড রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) “তথ্য-উপাত্ত” অর্থে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (১০) এ সংজ্ঞায়িত উপাত্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (গ) “ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড” ও “ইলেক্ট্রনিক ফরম” বলিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ২ এর দফা (৭) ও (৫) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে, যথাক্রমে, “ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড” ও “ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস” কে বুঝাইবে।]

²[৮০। পরিসম্পদ, দায়-দেনা ও জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত বিবরণী।- (১) প্রত্যেক ব্যক্তি করদাতা তাহার নিজের, স্বামী/স্ত্রীর, নাবালক সন্তানাদির ও তাহার উপর নির্ভরশীলগণের মোট পরিসম্পদ, দায়-দেনা ও ব্যয়সমূহ সম্পর্কে, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে, একটি বিবরণী আয়বর্ষের শেষ তারিখের মধ্যে দাখিল করিবেন, যদি-

- (ক) উক্ত ব্যক্তির আয়বর্ষের শেষ তারিখের মধ্যে মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ³[⁴[চল্লিশ]] লক্ষ টাকার অধিক হয়; বা
- (খ) উক্ত ব্যক্তি মটর গাড়ির মালিক হন; বা
- (গ) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গৃহ-সম্পত্তিতে বা এ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেন:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন বিবরণী দাখিল করা আবশ্যিক না হইলেও, কোনো ব্যক্তি-করদাতা স্বেচ্ছায় অনুরূপ বিবরণী দাখিল করিতে পারিবেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা ধারা ৭৯ প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৪৯ দ্বারা ধারা ৮০ প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা “বিশ” শব্দটির পরিবর্তে “পঁচিশ” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৪(ক) দ্বারা “পঁচিশ” শব্দটির পরিবর্তে “চল্লিশ” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

(২) ব্যক্তি-করদাতা হিসাবে গণ্য প্রত্যেক ব্যক্তি, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে তাহার জীবনযাত্রার মানের সহিত সম্পৃক্ত ব্যয়-বিবরণী দাখিল করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নহেন, তাহার বেতনাদি বা ব্যবসা বা পেশা হইতে আয় থাকিলে, কোনো আয়বর্ষে তাহার মোট আয় যদি ¹[চার] লক্ষ টাকা অতিক্রম না করে, তাহা হইলে তিনি অনুরূপ বিবরণী দাখিল না করিতে পারেন।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত বিবরণী কোনো ব্যক্তি-করদাতা কর্তৃক দাখিল করা না হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার, লিখিত নোটিশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে উহা স্বশরীরে দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।]

অধ্যায় ৯ কর নির্ধারণ

৮১। সাময়িক কর নির্ধারণ।- (১) উপ-কর কমিশনার যে বৎসর কর নির্ধারণ করিতে হইবে, সেই বৎসরের ১ জুলাই তারিখের পর যে কোনো সময় করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন ও উহার সহিত সংযোজিত হিসাবাদি ও অন্যান্য দলিলের ভিত্তিতে, যদি থাকে, এবং কোনো রিটার্ন দাখিল করা না হইলে, এই ধারার অধীন কর নির্ধারণসহ বিগত বৎসরের কর নির্ধারণীর ভিত্তিতে, সংক্ষিপ্ত পদ্ধতিতে করদাতার পরিশোধযোগ্য সাময়িক কর নির্ধারণ প্রক্রিয়া গ্রহণ করিবেন।

(২) এই ধারার অধীন সাময়িক কর নির্ধারণীর ক্ষেত্রে, উপ-কর কমিশনার-

(ক) রিটার্ন, হিসাবাদি ও দলিলপত্রের কোনো গাণিতিক ভুল সংশোধন করিবেন;

(খ) দাখিলকৃত রিটার্ন, হিসাবাদি ও দলিলপত্রে সরবরাহকৃত তথ্যের ভিত্তিতে তৃতীয় তপশিলের অধীন অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন এবং ধারা ৩৮ বা ৩৯ বা ৪১ এর অধীন প্রযোজ্য ক্ষতির জের অনুমোদন করিবেন।

(৩) কর পরিশোধ ও আদায় সংক্রান্ত উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সাময়িক কর নির্ধারণীর মাধ্যমে পরিশোধযোগ্য হিসাবে নিরূপিত কর নিয়মিত নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত কর হিসাবে গণ্য হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন সাময়িকভাবে নির্ধারিত কোনো আয়ের ক্ষেত্রে, অধ্যায় ৭ এর অধীন পরিশোধিত বা পরিশোধিত মর্মে বিবেচিত কর সাময়িকভাবে নির্ধারিত করের বিপরীতে পরিশোধিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৫) এই ধারার অধীন সাময়িকভাবে কর নিরূপণের বিপরীতে পরিশোধকৃত অথবা পরিশোধকৃত মর্মে গণ্য কোনো কর নিয়মিত কর নির্ধারণের বিপরীতে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং যদি সাময়িকভাবে কর নির্ধারণের বিপরীতে পরিশোধকৃত বা পরিশোধকৃত মর্মে বিবেচিত করের পরিমাণ নিয়মিত কর নির্ধারণের পর প্রাপ্ত পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়, তবে উক্ত অতিরিক্ত পরিমাণ অর্থ করদাতাকে ফেরত প্রদান করা হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৪(খ) দ্বারা “তিন” শব্দটির পরিবর্তে “চার” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

(৬) এই ধারার অধীন সাময়িক কর নির্ধারণ করিবার কারণে বা ফলশ্রুতিতে সম্পাদিত বা ক্ষতিগ্রস্ত কোনো কিছুই নিয়মিত কর নির্ধারণকালে উদ্ভূত কোনো বিষয়ের প্রেক্ষিতে কোনোরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

(৭) এই ধারার অধীন সাময়িক কর নির্ধারণীর বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাইবে না।

¹[৮২। সঠিক রিটার্নের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ।- যেক্ষেত্রে অধ্যায় ৮ এর অধীন কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হয় এবং করদাতার উপস্থিতি বা কোনো প্রকার সাক্ষ্য প্রমাণের উপস্থাপন ব্যতিরেকে উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, রিটার্নটি সঠিক ও সম্পূর্ণ, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে করদাতার মোট আয় নিরূপণ ও তাহার পরিশোধ্য করের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে করদাতাকে কর নির্ধারণী আদেশ সরবরাহ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) উক্ত রিটার্ন ধারা ৭৫ এর ²[উপ-ধারা (৫)] এ নির্দিষ্টকৃত তারিখে বা উহার পূর্বে দাখিল করিতে হইবে;
- (খ) রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা উহার পূর্বে পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধ করিতে হইবে; ³[***]
- (গ) উক্ত রিটার্নে কোনো ক্ষতি বা সর্বশেষ নির্ধারণী মতে নিরূপিত আয় অপেক্ষা স্বল্প আয় প্রদর্শন করা যাইবে না, অথবা তদানুসারে অনুরূপ রিটার্নের ভিত্তিতে কোনো ফেরত প্রদানের উদ্ভব ঘটিবে না⁴; এবং
- (ঘ) উক্ত রিটার্নে বারো সংখ্যার করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) উল্লেখ করিতে হইবে।]]

⁵[৮২ক। সহজ পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ।- যেক্ষেত্রে কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) বা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানী ব্যতীত কোনো করদাতা যাহার ১৯৯৫ সনের ৩০ জুন অথবা উহার পূর্বে সমাপ্ত পূর্ববর্তী যেকোনো বৎসরের জন্য কর নির্ধারিত হইয়াছে, তিনি ১৯৯৫ সনের ১ জুলাই বা উহার পরবর্তী তারিখ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৯৭ সনের ৩০ জুন বা তৎপূর্বে সমাপ্ত কোনো কর নির্ধারণী বৎসর সম্পর্কিত আয় বর্ষের আয় প্রদর্শনপূর্বক কোনো রিটার্ন দাখিল করেন এবং উক্ত রিটার্নে প্রদর্শিত আয় পূর্ববর্তী বৎসরের নিরূপিত আয় অপেক্ষা অনূন্য দশ শতাংশ অধিক হয় এবং যে বৎসরের জন্য কর নির্ধারণ সম্পন্ন হয় নাই উক্ত বৎসরের পূর্ববর্তী প্রত্যেক নির্ধারণী বৎসরেও নূন্যতম দশ শতাংশ হারে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়; সেইক্ষেত্রে করদাতার দাখিলকৃত রিটার্ন সত্য ও পূর্ণাঙ্গ মর্মে গণ্য করা হইবে এবং উপ-কর কমিশনার উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে করদাতার মোট আয় নির্ধারণ করিবেন

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা ধারা ৮২ প্রতিস্থাপিত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা “উপ-ধারা (২) এর দফা (গ)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-ধারা (৫)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩৭(ক) দ্বারা “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩৭(খ) দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “; এবং” সেমিকোলন ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (ঘ) সংযোজিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা ৮২ক ও ৮২খ সন্নিবেশিত।

এবং ¹[উক্ত নির্ধারণীর ভিত্তিতে তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর নিরূপণ করিবেন এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর দাতার নিকট কর নির্ধারণী আদেশ প্রেরণ করিবেন]:

তবে শর্ত থাকে যে,

- (ক) তাহাকে উক্ত রিটার্ন দাখিলের সময়, দাখিলকৃত রিটার্নের ভিত্তিতে পরিশোধ্য কর বা ১২০০ (বার শত) টাকা, যাহা অধিক, পরিশোধ করিতে হইবে, এবং উক্ত রিটার্নের ভিত্তিতে কোনো ফেরত প্রদান করিতে হইবে না; ²[***]
- ³[(খ) ⁴[ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ) এর] অধীন তাহার পরিসম্পদ ও দায়-দেনা সম্পর্কিত বিবরণী দাখিল করিতে না হইলে, তাহার প্রকাশিত পারিবারিক ব্যয় ও উক্ত বৎসর পরিশোধকৃত করসহ তাহার সম্পদের নীট প্রবৃদ্ধির সমষ্টি উক্ত বৎসর প্রকাশকৃত আয় এবং কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয় ও প্রাপ্তি, যদি থাকে, অপেক্ষা অধিক হইবে না⁵]; এবং
- (গ) উক্ত রিটার্নে বারোসংখ্যার করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) থাকিতে হইবে।]]

⁶[৮২খ। রিটার্নের ভিত্তিতে নির্ধারণ।- ***]

⁷[৮২খখ। **সর্বজনীন স্ব-নির্ধারণ।**- (১) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা ধারা ৭৫ এ নির্ধারিত শর্তাদি প্রতিপালনপূর্বক এবং উক্ত ধারায় নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বারো সংখ্যার করদাতা শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) উল্লেখ করিয়া রিটার্ন দাখিল করেন, এবং ধারা ৭৪ এর বিধানাবলি অনুসারে কর পরিশোধ করেন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক তাহাকে রিটার্নটি গ্রহণের একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র সরবরাহ করা হইবে যাহা উপ-কর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণী আদেশ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে প্রক্রিয়া করিবেন, যথা:-

- (ক) রিটার্নে বিদ্যমান গাণিতিক ত্রুটি দূর করিবার পর অথবা রিটার্নে বর্ণিত তথ্যাদি বা রিটার্নের সহিত সংযুক্ত যেকোনো বিবরণী অথবা দলিলাদির সহিত অসামঞ্জস্য রহিয়াছে এইরূপ দাবির সহিত দৃশ্যমান পার্থক্যের সমন্বয় সম্পন্ন করিবার পর আয় হিসাব করিতে হইবে;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “উক্ত নির্ধারণীর ভিত্তিতে” শব্দগুলির পরিবর্তে “উক্ত নির্ধারণীর ভিত্তিতে তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর নিরূপণ করিবেন এবং পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কর দাতার নিকট কর নির্ধারণী আদেশ প্রেরণ করিবেন” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩৮(ক) দ্বারা “এবং” শব্দটি বিলুপ্ত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা দফা (খ) প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা “ধারা ৭৫ (২) (খ)” শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৩৮(খ) দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “; এবং” সেমিকোলন ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (গ) সংযোজিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা ধারা ৮২খ বিলুপ্ত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা ধারা ৮২খখ প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (খ) দফা (ক) এর অধীন হিসাবকৃত আয়ের ভিত্তিতে এই অধ্যাদেশের অধীন কর এবং অন্য যে কান পরিশোধ্য অর্থ হিসাব করিতে হইবে; এবং
- (গ) উৎসে পরিশোধিত করসহ অগ্রিম পরিশোধিত কর এবং এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদেয় অন্যান্য কর জমাদানের পর করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর বা করদাতার প্রতি প্রত্যর্পণযোগ্য অর্থ নির্ধারণ করা হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে রিটার্ন প্রক্রিয়াকরণ পর্যায়ে আয়ের পরিমাণ, কর বা অন্যান্য বাস্তব অংকের সহিত উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নে বর্ণিত পরিমাণের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার করদাতাকে নিম্নবর্ণিতভাবে একটি নোটিশ প্রদান করিবেন, যথা:-

- (ক) রিটার্নে বর্ণিত পার্থক্যের বিষয়ে তাহাকে অবহিত করিবেন এবং রিটার্ন প্রক্রিয়াকরণ হইতে উদ্ধৃত আয়, কর, প্রত্যর্পণ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবরণ বর্ণনা করিয়া নোটিশের সহিত একটি হিসাবের শীট সংযুক্ত করিবেন;
- (খ) যেক্ষেত্রে রিটার্ন প্রক্রিয়ার ফলে অতিরিক্ত করদায় বর্তাইয়াছে অথবা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যর্পণের পরিমাণ হ্রাস পায়, সেইক্ষেত্রে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তাহার অবস্থান সম্পর্কে লিখিতভাবে ব্যাখ্যার সুযোগ প্রদান করিবেন; এবং
- (গ) তাহাকে নিম্নোক্ত সুযোগ প্রদান করিবেন, যথা:-
 - (অ) সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রসমূহে নোটিশে বর্ণিত পার্থক্য সুনির্দিষ্ট করিয়া নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিবার; এবং
 - (আ) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ উদ্ধৃত পরিশোধ্য কর এবং অন্যান্য অর্থ নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিবার।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) অনুসারে নোটিশ জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার-

- (ক) নিম্নবর্ণিত সকল শর্ত পূরণ হইলে, সংশোধিত রিটার্ন গ্রহণ সম্পর্কে ¹[নব্বই] দিনের মধ্যে একটি পত্র প্রেরণ করিবেন, যথা:-
 - (অ) উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ) এর বিধানমতে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে;
 - (আ) প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ এই অধ্যাদেশের আওতায় পরিশোধ্য কর বা অন্য যেকোনো অর্থ সংশোধিত রিটার্ন জামাদানের সময়ে বা তৎপূর্বে পরিশোধ করা হইয়াছে; এবং
 - (ই) উপ-ধারা (৩) এ বর্ণিত পার্থক্য যথাযথভাবে রিটার্নে নিষ্পত্তি করা হইয়াছে;

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৪(ক)(অ) দ্বারা “ষাট” শব্দটির পরিবর্তে “নব্বই” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(খ) যেক্ষেত্রে দফা (ক) তে বর্ণিত কোনো শর্ত পূরণ হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশে বর্ণিত করদাতার জবাব দানের তারিখ অতিক্রান্ত হইবার পর আয়, কর, প্রত্যাপণ বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিবরণ সম্বলিত একটি দাবির নোটিশ জারি করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশ প্রদানের তারিখ হইতে পরবর্তী ¹[নয়] মাসের মধ্যে দাবির নোটিশ জারি করিতে হইবে।

(৫) যেক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিলের পর করদাতার নিকট পরিলক্ষিত হয় যে, অনিচ্ছাকৃত ভুলবশত আয়ের পরিমাণ কম অথবা রেয়াত, বিয়োজন-সুবিধা বা ক্রেডিট অধিক উল্লেখ করিবার কারণে বা অন্য কোনো কারণে পরিশোধ্য কর বা এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য অন্যকোনো অর্থ কম পরিশোধ অথবা কম হিসাব করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি উপ-কর কমিশনারের নিকট নিম্নবর্ণিতভাবে একটি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) সংশোধিত রিটার্নের সহিত ভুলের প্রকৃতি এবং কারণ উল্লেখপূর্বক একটি লিখিত বিবরণ সংযুক্ত করিয়া;

(খ) সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে নিম্নোক্ত অর্থ সম্পূর্ণ পরিশোধ করিয়া, যথা:-

(অ) কর এবং অন্যান্য অর্থ যে পরিমাণ কম পরিশোধ বা কম হিসাব করা হইয়াছে সেই পরিমাণ অর্থ; এবং

(আ) উপ- দফা (অ) তে বর্ণিত পরিমাণ অর্থের উপর মাসিক দুই শতাংশ (২%) হারে সুদ;

এবং যদি উপ-কর কমিশনার এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দফা (ক) ও (খ) এর শর্তাদি প্রতিপালনপূর্বক সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি সংশোধিত রিটার্ন অনুমোদন করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো সংশোধিত রিটার্ন অনুমোদন করা যাইবে না-

(ক) উপ-ধারা (১) এর অধীন মূল রিটার্ন জমাদানের তারিখ হইতে পরবর্তী একশত আশি দিনের পর; বা

(খ) উপ- ধারা (৭) এর অধীন মূল রিটার্ন অডিটের জন্য নির্বাচিত হইবার পর।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন অথবা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (৫) এর অধীন সংশোধিত রিটার্ন জমাদানের পরবর্তী বার মাস অতিক্রান্ত হইবার পর উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোনো নোটিশ জারি করা যাইবে না।

(৭) বোর্ড বা, এতদুদ্দেশ্যে, বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত বোর্ডের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্ন বা উপ-ধারা (৪) এর দফা (ক) এর অধীন গৃহীত হইয়াছে এইরূপ

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৪(ক)(আ) দ্বারা “ছয়” শব্দটির পরিবর্তে “নয়” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

সংশোধিত রিটার্ন অথবা উপ-ধারা (৫) এর অধীন অনুমোদিত সংশোধিত রিটার্নসমূহ হইতে কিছু সংখ্যক রিটার্ন নির্বাচন করিয়া উহা অডিটের উদ্দেশ্যে উপ-কর কমিশনার এর নিকট প্রেরণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, দাখিলকৃত কোনো রিটার্ন অথবা এই ধারার অধীন গৃহীত বা অনুমোদিত কোনো সংশোধিত রিটার্ন অডিটের উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা যাইবে না, যেক্ষেত্রে-

- (ক) ¹[আর্থিক প্রতিষ্ঠান-এর আয়কর রিটার্ন ব্যতীত] অনুরূপ রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন-এর মোট আয় অব্যবহিত পূর্ববর্তী করবর্ষের নির্ধারণী অনুসারে মোট আয় অপেক্ষা ন্যূনতম পনের শতাংশ (১৫%) অধিক প্রদর্শিত হয়; এবং
- (খ) অনুরূপ রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন-
- (অ) এর সহিত কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়ের সপক্ষে সমর্থনমূলক সাক্ষ্য-প্রমাণ সংযুক্ত হয়;
- (আ) এর সহিত ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে মোট পাঁচ লক্ষ টাকার অধিক পরিমাণের ঋণ গ্রহণের সমর্থনে একটি ব্যাংক স্টেটমেন্ট বা এ্যাকাউন্ট স্টেটমেন্ট সংযুক্ত হয়;
- (ই) এ সংশ্লিষ্ট বৎসরের কোনো সময় উপহার গ্রহণের কোনো রসিদ প্রদর্শন না করে;
- (ঈ) এ এইরূপ কোনো আয় প্রদর্শন না করে যাহা ধারা ৪৪ এর অধীন কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রযোজ্য;
- (ঋ) কোনো প্রকার প্রত্যর্পণ প্রদর্শন বা উদ্ভূত না করে²; এবং
- (গ) করদাতা ধারা ৭৫ক, ১০৮ এবং ১০৮ক এর বিধানাবলি প্রতিপালন করিয়াছেন।]

(৮) যেক্ষেত্রে অডিট অনুষ্ঠানের পর উপ-কর কমিশনার এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, রিটার্ন বা উহার সহিত দাখিলকৃত বিবরণ বা দলিলাদিতে করদাতার কারবারের সকল বিষয়ের প্রতিফলন ঘটে নাই, সেইক্ষেত্রে তিনি অডিট হইতে প্রাপ্ত ফলাফল করদাতার নিকট সরবরাহ করিবেন এবং করদাতাকে অডিট-এর ফলাফলের আলোকে সংশোধিত আকারে রিটার্ন দাখিল করিবার এবং উক্তরূপ দাখিলের পূর্বে সংশোধিত রিটার্নের ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য কর ও অন্যান্য প্রযোজ্য অর্থ পরিশোধের নির্দেশ প্রদান করিয়া নোটিশ জারি করিবেন।

(৯) যেক্ষেত্রে কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হয় এবং উপ-কর কমিশনার এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উক্ত সংশোধিত রিটার্নে অডিট হইতে প্রাপ্ত ফলাফল যথাযথভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে এবং উপ-ধারা (৮) এর বিধান অনুসারে পরিশোধযোগ্য কর ও অন্যান্য প্রযোজ্য অর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে তিনি রিটার্ন গ্রহণ করিতে এবং করদাতার অনুকূলে প্রাপ্তিস্বীকারপত্র ইস্যু করিতে পারেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা “আর্থিক প্রতিষ্ঠান-এর আয়কর রিটার্ন ব্যতীত” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৪(খ) দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “; এবং” সেমিকোলন ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর দফা (গ) সংযোজিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(১০) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (৮) এর অধীন নোটিশ জারির পর কোনো সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা না হয় অথবা সংশোধিত রিটার্নে অডিট হইতে প্রাপ্ত ফলাফল যথাযথভাবে প্রতিফলিত না হয় এবং উপ-ধারা (৮) এর বিধান অনুসারে পরিশোধযোগ্য কর ও অন্যান্য প্রযোজ্য অর্থ সম্পূর্ণভাবে পরিশোধ করা না হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার প্রযোজ্যতা অনুসারে ধারা ৮৩ বা ধারা ৮৪ এর বিধানাবলি অনুসারে কর নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(১১) কোনো নতুন করদাতা কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন দাখিলকৃত রিটার্নের ক্ষেত্রে তাহার ব্যবসা বা পেশার প্রারম্ভিক মূলধনের উৎস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপিত হইবে না, যদি উক্ত করদাতা-

- (ক) এইরূপ আয় প্রদর্শন করেন যাহা আয়কর অব্যাহতি সীমা অপেক্ষা অধিক এবং ব্যবসা বা পেশায় বিনিয়োগকৃত প্রারম্ভিক মূলধনের বিশ শতাংশ (২০%) অপেক্ষা কম নয়;
- (খ) রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে অনুরূপ আয়ের উপর নিয়মিত করহার মতে করসহ অন্যান্য প্রযোজ্য পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করেন; এবং
- (গ) লিখিতভাবে উল্লেখ করেন যে, রিটার্নটি এই উপ-ধারার আওতাভুক্ত।

(১২) উপ-ধারা (১১) এর বিধান প্রযোজ্য এইরূপ কোনো রিটার্নের ক্ষেত্রে, আয়বর্ষের শেষে উক্ত ব্যবসা বা পেশায় ন্যূনতম যে পরিমাণ মূলধন রহিয়াছে পরবর্তী চার বৎসর উহার প্রারম্ভিক মূলধন একই থাকিবে; এবং কোনো আয়বর্ষে উক্ত মূলধনের যে পরিমাণ অর্থের ঘাটতি হইবে তাহা উক্ত আয়বর্ষে করদাতার ব্যবসা বা পেশা খাতের আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উহা করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(১৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

- (ক) রিটার্ন অর্থে ধারা ৮০-এর অধীন দাখিলযোগ্য যেকোনো বিবরণী অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (খ) ‘রিটার্ন অথবা উহার সহিত সংযুক্ত কোনো বিবরণী বা দলিলাদি হইতে স্পষ্টত প্রতীয়মান কোনো অসত্য দাবি’ অর্থে রিটার্ন বা রিটার্নের সহিত সংযুক্ত বিবরণী বা দলিলাদিতে নিম্নরূপ কোনো ভুক্তির ভিত্তিতে কোনো দাবি, যথা:-
 - (অ) এইরূপ কোনো বিষয়, যাহা একই বিষয়ের অন্যবিধ ভুক্তি, অথবা অনুরূপ রিটার্ন, বিবরণী বা দলিলাদিতে অন্য কোনো বিষয়ের সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ; অথবা
 - (আ) বিয়োজন, অব্যাহতি, রেয়াত বা ক্রেডিট এর ক্ষেত্রে যখন অনুরূপ বিয়োজন, অব্যাহতি, রেয়াত বা ক্রেডিট নির্ধারিত বিধিবদ্ধ সীমা অতিক্রম করে এবং যাহা অর্থ, শতকরা হার, অনুপাত বা ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশিত হতে পারে;
- (গ) ‘নিয়মিত কর হার’ অর্থ কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হার অনুমোদিত না হইলে, প্রযোজ্য কর হার;
- (ঘ) পনের শতাংশের (১৫%) অধিক মোট আয় গণনার ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে এইরূপ কর নির্ধারণী বর্ষসমূহে এবং উহার অব্যাহতি পূর্ববর্তী কর

নির্ধারণী বর্ষসমূহের মধ্যে যে সকল উৎস হইতে আয় সাধারণভাবে অর্জিত হয়, সেই সকল উৎস হইতে আয় বিবেচনা করিতে হইবে।]

¹[৮২গ।। **ন্যূনতম করা**- (১) এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারার বিধান অনুসারে একজন করদাতা কর্তৃক ন্যূনতম কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

(২) উৎসে আয়ের উপর ন্যূনতম কর, যাহা হইতে কতিপয় ধারার অধীন কর কর্তন বা আদায় করা হয়, হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) দফা (খ) এ বর্ণিত ধারাসমূহের অধীন উৎসে কর্তন বা আদায়কৃত কর হইবে সেই উৎস বা সেই সকল উৎসে আয়ের উপর ন্যূনতম কর, যাহা হইতে কর কর্তন বা আদায় করা হইয়াছে;
- (খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত কর হইবে ধারা ৫২, ৫২ক, ²[³ধারা ৫২কক এর উপ-ধারা (১) এর সারণির ক্রমিক নম্বর ১, ২ ও ১৩ক]] ৫২ককক, ৫২খ, ৫২গ, ৫২ঘ, ৫২ঙ, ৫২চ, ৫২দ, ৫৩, ৫৩কক, ৫৩খ, ৫৩খখ, ৫৩খখখ, ৫৩খখখখ, ৫২গ, ৫৩গগ, ৫৩ঘঘ, ⁴[৫৩ঙ], ৫৩ঙঙ, ৫৩চ, ৫৩চচ, ৫৩ছ, ৫৩ছছ, ৫৩জ, ৫৩ড, ৫৩ঢ, ⁵[৫৩ত] ও ৫৫ এর অধীন কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে কর্তনকৃত বা আদায়কৃত কর এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ন্যূনতম কর হিসাবে গণ্য হইবে না, যথা:-

(i) নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণের নিকট হইতে ধারা ৫২ এর অধীন আদায়কৃত কর—

- ক. নির্ধারিত তৈল কোম্পানীর ঠিকাদার বা তৈল কোম্পানীর ঠিকাদারের উপ-ঠিকাদার;
- খ. পেট্রোল পাম্প ব্যতীত কোনো তৈল বাজারজাতকারী কোম্পানী বা উহার ডিলার বা এজেন্ট;
- গ. তৈল শোধনকার্যে নিয়োজিত যেকোনো কোম্পানী;
- ঘ. গ্যাস সরবরাহ ও বিতরণ কার্যে নিয়োজিত যেকোনো কোম্পানী;

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৫১ দ্বারা ধারা ৮২গ প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪০(ক)(অ) দ্বারা “ধারা ৫২কক এর উপ-ধারা (১) এর সারণির ক্রমিক নম্বর ১,” বর্ণগুলি, শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৫(ক)(অ) দ্বারা “ধারা ৫২কক এর উপ-ধারা (১) এর সারণির ক্রমিক নম্বর ১,” বর্ণগুলি, শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমা পরিবর্তে “ধারা ৫২কক এর উপ-ধারা (১) এর সারণির ক্রমিক নম্বর ১, ২, ১৩ক” বর্ণগুলি, শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩১(ক)(অ) দ্বারা “,৫৩ঙ” কমা ও সংখ্যা সন্নিবেশিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪০(ক)(অ) দ্বারা “,৫৩ত” কমা ও সংখ্যা সন্নিবেশিত।

- (ii) ¹[সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য, ²[ফেরো এ্যালয় পণ্য] উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প স্থাপনা স্থাপনা ব্যতীত,] অন্য কোনো শিল্প স্থাপনা কর্তৃক তাহার নিজস্ব ব্যবহারের জন্য আমদানিকৃত পণ্যের উপর ধারা ৫৩ এর অধীন কর্তনকৃত কর;
- (iii) ধারা ৫৩চ এর উপ-ধারা (১) এর দফা (গ) ও উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত উৎস ব্যতীত উক্ত ধারার অধীন অন্য কোনো উৎস হইতে কর্তনকৃত কর;
- (গ) যে সকল আয়ের উৎসের ক্ষেত্রে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য, সেই সকল ক্ষেত্রে ধারা ৩৫ এর বিধান অনুসরণে নিয়মিতভাবে হিসাববহি সংরক্ষণ করিতে হইবে;
- (ঘ) এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর প্রদান করিতে হয় এইরূপ অন্যান্য উৎসের আয়ের ক্ষেত্রে, নিয়মিত ভিত্তিতে উক্ত আয় নির্ধারণ করিতে হইবে এবং অনুরূপ আয়ের উপর ³[প্রযোজ্য হারে] হারে কর পরিগণনা করিতে হইবে। যদি এইরূপে গণনাকৃত কর দফা (ক) এ বর্ণিত ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে অনুরূপ আয়ের উপর অধিক পরিমাণেরটি পরিশোধ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে কতিপয় উৎসের আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

ক্রমিক নং	নিম্নোক্ত ধারায় উল্লিখিত আয়ের উৎস	আয় হিসাবে গৃহীত অর্থের পরিমাণ	করের হার বা পরিমাণ
(১)	(২)	(৩)	(৪)
১.	ধারা ৫২গ	ধারা ৫২গ অনুসারে ক্ষতিপূরণের পরিমাণ	ধারা ৫২গ অনুসারে
২.	ধারা ৫২ঘ	ধারা ৫২ঘ অনুসারে সুদের পরিমাণ	ধারা ৫২ঘ অনুসারে
৩.	ধারা ৫৩ঘঘঘ	ধারা ৫৩ঘঘঘ অনুসারে রপ্তানি নগদ সহায়তার পরিমাণ	ধারা ৫৩ঘঘঘ অনুসারে
৪.	ধারা ৫৩চ(১)(গ)ও(২)	ধারা ৫৩চ অনুসারে সুদের পরিমাণ	ধারা ৫৩চ অনুসারে
৫.	ধারা ৫৩জ	ধারা ৫৩জ অনুসারে দলিল মূল্য ⁴ [অধিগ্রহণের খরচ বাদে]	ধারা ৫৩জ ও তদধীন প্রণীত বিধি অনুসারে
¹ [৬.	ধারা ৫৩ত	ভূমির মালিককে রিয়েল এস্টেট ডেভলপার	ধারা ৫৩ত

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪০(ক)(ই) দ্বারা “সিমেন্ট, লৌহ বা লৌহজাত পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত শিল্প স্থাপনা ব্যতীত,” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৫(ক)(আ) দ্বারা “লৌহজাত পণ্য” শব্দগুলির পর “ফেরো এ্যালয় পণ্য” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩১(ক)(আ) দ্বারা “নিয়মিত হার” শব্দগুলির পরিবর্তে “প্রযোজ্য হারে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪০(খ)(অ) দ্বারা “অধিগ্রহণের খরচ বাদে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

	কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ	অনুসারে];
--	----------------------	-----------

(ঙ) দফা (ঘ) বা দফা (ঘ)-এর শর্তাংশ অনুসারে হিসাবকৃত আয় অথবা ক্ষতি নিয়মিত উৎসের ক্ষতি বা আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতার উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ উৎস ও উৎসমূহ ছাড়াও নিয়মিত উৎস হইতে আয় রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে-

- (ক) নিয়মিত উৎসের আয়ের জন্য নিয়মিত কর গণনা করিতে হইবে;
- (খ) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত কর এবং দফা (ক) এর অধীন নিয়মিত কর সমন্বয় করিয়া করদাতার করদায় নির্ধারিত হইবে।

²[(৪) উপ-ধারা (৫) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানীর ন্যূনতম করদায় হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

- (ক) করদাতা যদি কোনো-
- (অ) ব্যক্তি হন যাহার সর্বমোট প্রাপ্তি তিন কোটি টাকা বা উহার অধিক; বা
- (আ) ফার্ম হয় যাহার সর্বমোট প্রাপ্তি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক; বা
- (ই) কোম্পানী হয়,

তাহা হইলে কোনো করবর্ষের জন্য, উক্তরূপ ব্যক্তি, ফার্ম বা কোম্পানী, কোনো আয়বর্ষে উহার মুনাফা বা ক্ষতি নির্বিশেষে, যে কারণেই হউক না কেন, অব্যাহত ক্ষতিসহ, এই অধ্যাদেশের অধীন পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে লোকসানের জের টানা অথবা বিয়োজন সুবিধা বা অব্যাহতি (অবচয়সহ) দাবিসহ, নিম্নবর্ণিত হারে ন্যূনতম কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবে, যথা:-

ক্রমিক নং	করদাতার শ্রেণি	ন্যূনতম করের হার
১.	সিগারেট, বিড়ি, চুষ্টিয়া খাইবার তামাক, ধূমহীন তামাক বা অন্য যেকোনো ধরনের তামাক পণ্য প্রস্তুতকারক	সর্বমোট প্রাপ্তির ১%
২.	মোবাইল ফোন অপারেটর	সর্বমোট প্রাপ্তির ২%
৩.	মোবাইল ফোন অপারেশন অথবা সিগারেট, বিড়ি, চুষ্টিয়া খাইবার তামাক, ধূমহীন তামাক বা অন্য যেকোনো ধরনের তামাক পণ্য প্রস্তুতে	সর্বমোট প্রাপ্তির ০.৫০%

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪০(খ)(আ) দ্বারা ক্রমিক নং ৬ এবং উহার ভুক্তি সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৫(খ) দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর প্রারম্ভিক অংশ ও দফা (ক) এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

	নিয়োজিত ব্যক্তি ব্যতীত, অন্য কোনো ব্যক্তি	
৩.	অন্য যেকোনো ক্ষেত্রে	সর্বমোট প্রাপ্তির ০.৬০%:

তবে শর্ত থাকে যে, পণ্য প্রস্তুতে নিয়োজিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, উহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পরবর্তী প্রথম তিন আয়বর্ষের জন্য কর হার হইবে অনুরূপ প্রাপ্তির উপর শূন্য দশমিক এক শূন্য শতাংশ (০.১০%);]

- (খ) যেক্ষেত্রে করদাতার এমন কোনো উৎস হইতে আয় অর্জিত হয় যাহা কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করদায় সাপেক্ষ, সেইক্ষেত্রে উক্ত উৎস বা উৎসসমূহ হইতে সর্বমোট প্রাপ্তি পৃথকভাবে প্রদর্শন করিতে হইবে এবং এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর নিম্নোক্ত পদ্ধতিতে গণনা করিতে হইবে, যথা:-
- (অ) নিয়মিত কর হার প্রযোজ্য এইরূপ উৎসসমূহ হইতে প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম কর দফা (ক) তে বর্ণিত হার প্রযুক্ত করিয়া গণনা করিতে হইবে;
- (আ) কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত কর-হার ভোগরত উৎস হইতে প্রাপ্তির জন্য ন্যূনতম কর দফা (ক) তে বর্ণিত হার প্রযুক্ত করিয়া উহা কর অব্যাহতি অথবা হ্রাসকৃত কর-হার হইতে বাদ দেয়ার পর নির্ধারণ করিতে হইবে;
- (ই) উপ-দফা (অ) ও (আ) এর অধীন নির্ধারণকৃত করের যোগফল হইবে এই উপ-ধারার অধীন ন্যূনতম কর।

ব্যাখ্যা।- এই উপ-ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সর্বমোট প্রাপ্তি” অর্থ-

- (ক) পণ্য বিক্রয় হইতে উদ্ভূত সকল প্রাপ্তি;
- (খ) সেবা প্রদান বা কমিশন বা ডিসকাউন্টসহ সুবিধা প্রদানের জন্য সকল ফি বা চার্জ;
- (গ) যে কোনো আয় খাত হইতে উদ্ভূত সকল প্রাপ্তি।

(৫) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) ও (৪) উভয়ের বিধানাবলি কোনো করদাতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়, সেইক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক পরিশোধ্য ন্যূনতম কর হইবে নিম্নবর্ণিত যেকোনোটি অপেক্ষা অধিক, যথা:-

- (ক) উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর; বা
- (খ) উপ-ধারা (৪) এর অধীন ন্যূনতম কর।

(৬) এই ধারার অধীন ন্যূনতম কর প্রত্যর্পণযোগ্য নয় কিংবা বিগত বৎসর বা বৎসরসমূহের বকেয়া প্রত্যর্পণ অথবা কর নির্ধারণী বৎসরের যেকোনো বকেয়া প্রত্যর্পণের বিপরীতে সমন্বয়যোগ্য নয়।

(৭) যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো সারচার্জ, অতিরিক্ত সুদ, অতিরিক্ত অর্থ, ইত্যাদি পরিশোধ্য, সেইক্ষেত্রে উহা ন্যূনতম করের অতিরিক্ত হিসাবে পরিশোধ্য হইবে।

(৮) যেক্ষেত্রে কোনো করবর্ষের জন্য গণনাকৃত নিয়মিত কর এই ধারার অধীন ন্যূনতম কর অপেক্ষা অধিক, সেইক্ষেত্রে নিয়মিত কর পরিশোধ্য হইবে।

¹[(৮ক) যেক্ষেত্রে ভুলবশত প্রকৃত পরিমাণের (অর্থাৎ অধ্যায় ৭ এর বিধান অনুসারে কর্তনযোগ্য বা সংগ্রহযোগ্য পরিমাণ) অধিক পরিমাণে বা ঘাটতি পরিমাণে কর কর্তন ও সংগ্রহ করা হয়, সেইক্ষেত্রে কর্তন বা সংগ্রহের প্রকৃত পরিমাণের উপর ভিত্তি করিয়া এই ধারার অধীন ন্যূনতম কর পরিগণনা করিতে হইবে এবং তদানুসারে এই ধারার বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।]

(৯) এই ধারায়-

- (ক) “নিয়মিত উৎস” অর্থ এমন কোনো উৎস যাহার ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন ন্যূনতম কর প্রযোজ্য নয়;
- (খ) “নিয়মিত কর” অর্থ নিয়মিত পদ্ধতি প্রয়োগ করিয়া নিয়মিত আয়ের উপর হিসাবকৃত কর;
- (গ) ²“নিয়মিত কর হার” অর্থ এমন কোনো কর হার, যাহা কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত করহার অনুমোদিত না হইলে, প্রযোজ্য হইতো।]

³[৮২ঘ। স্পট এসেসমেন্ট।- এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যাদেশের অধীন ইতঃপূর্বে কোনো ব্যক্তির কর নির্ধারণ করা না হইলে, তিনি যদি কোম্পানী ব্যতীত অন্য কোনো করদাতা হন এবং তাহার ব্যবসা বা পেশা যদি কোনো বিক্রয়কেন্দ্র বা বাণিজ্যিক কেন্দ্রে পরিচালিত হয় অথবা তিনি যদি কোনো ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানের মালিক হন, তাহা হইলে উপ-কর কমিশনার নির্ধারিত পদ্ধতিতে ও হারে উক্ত ব্যক্তির পরিশোধযোগ্য কর নিরূপণ করিবেন এবং অনুরূপ কর পরিশোধের রসিদ ধারা ৮২ এর অধীন কর নির্ধারণী আদেশ হিসাবে গণ্য হইবে।]

⁴[৮৩। শুনানির পর কর নির্ধারণ।- (১) যেক্ষেত্রে অধ্যায় ৮ এর অধীন কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা হয় এবং উপ-কর কমিশনার রিটার্ন দাখিলকারী ব্যক্তির উপস্থিতি অথবা প্রমাণাদি উপস্থাপন ব্যতীত উক্ত রিটার্ন সঠিক ও সম্পূর্ণ মর্মে সন্তুষ্ট না হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত তারিখে তাহার নিকট হাজির হইতে অথবা দাখিলকৃত রিটার্নের সমর্থনে তাহার নিকট বা তাহার কার্যালয়ে প্রমাণাদি দাখিল করিবার জন্য নোটিশ জারি করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ অনুসারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপ-কর কমিশনারের নিকট হাজির হইলে এবং প্রমাণাদি দাখিল করিলে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে শুনানি এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদি বিবেচনা করিয়া এবং অন্যান্য প্রমাণ, যাহা তিনি সুনির্দিষ্টভাবে তলব করিয়া থাকেন, উহাও বিবেচনা করিবার পর লিখিত আদেশের মাধ্যমে শুনানি সমাপ্তির বা, ক্ষেত্রমত, প্রমাণাদি বিবেচনা করিবার ত্রিশ দিনের মধ্যে করদাতার মোট আয় নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত নির্ধারণীর

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা উপ-ধারা (৮ক) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩১(খ) দ্বারা “নিয়মিত হার” শব্দগুলির পরিবর্তে “নিয়মিত কর হার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা ৮২ঘ সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা ৮৩ প্রতিস্থাপিত।

ভিত্তিতে তৎকর্তৃক পরিশোধ্য কর নিরূপণ করিবেন এবং পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে করদাতার নিকট আদেশটি প্রেরণ করিবেন।]

¹[৮৩ক। স্ব-নির্ধারণ।- ***]

²[৮৩কক। প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানীর স্ব-নির্ধারণ।- ***]

³[৮৩ককক। চার্টার্ড একাউন্ট্যান্টের রিপোর্টের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা কোম্পানী অধ্যায় ৮ এর অধীন উহার রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের পর, বোর্ডের নিকট রিটার্নটি সঠিক বা সম্পূর্ণ নয় মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে, সেইক্ষেত্রে বোর্ড উক্ত করদাতা কোম্পানীর হিসাব পরীক্ষার জন্য একজন নিবন্ধিত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন নিয়োগপ্রাপ্ত চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট ধারা ৭৯ এবং ধারা ১১৩ এর দফা (ক), (খ), (গ), (ঘ) ও (ঙ) এ বর্ণিত উপ-কর কমিশনারের ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্যাবলি সম্পাদন করিবেন।

(৩) চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট উক্ত করদাতার হিসাব পরীক্ষার পর বোর্ডের নিকট বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে একটি লিখিত প্রতিবেদন দাখিল করিবেন।

(৪) বোর্ড উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত প্রতিবেদন প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে উহা বিবেচনার জন্য সংশ্লিষ্ট কর-কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবে।

(৫) উপ-ধারা (৪) এর অধীন রিপোর্ট প্রাপ্তির পর উপ-কর কমিশনার ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন সংশ্লিষ্ট করদাতাকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৬) উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হাজিরার পর শুনানি গ্রহণ এবং দাখিলকৃত প্রমাণাদিসহ উপ-ধারা (৫) এর অধীন প্রাপ্ত প্রতিবেদনে বর্ণিত তথ্যাদি বিবেচনা করিয়া এবং অন্যান্য প্রমাণাদিও বিবেচনা করিবার পর লিখিত আদেশের মাধ্যমে শুনানি সমাপ্তির বা, ক্ষেত্রমত, প্রমাণাদি বিবেচনা করিবার ত্রিশ দিনের মধ্যে করদাতার মোট আয় নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত নির্ধারণের ভিত্তিতে করদাতা কর্তৃক পরিশোধ্য করের পরিমাণ নিরূপণ করিবেন এবং আদেশের তারিখ হইতে পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে আদেশটি করদাতার নিকট প্রেরণ করিবেন।]

⁴[৮৪। উত্তম বিচারভিত্তিক কর নির্ধারণ।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি-

(ক) ধারা ৭৭ এর অধীন আবশ্যিক রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন এবং ধারা ৭৮ এর অধীন কোনো রিটার্ন বা সংশোধিত রিটার্ন দাখিল না করেন; অথবা

(খ) ধারা ৭৯ বা ৮০ এর অধীন প্রদত্ত নোটিশের শর্তাদি প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন; অথবা

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা ধারা ৮৩ক বিলুপ্ত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা ধারা ৮৩কক বিলুপ্ত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৭৩ দ্বারা ধারা ৮৩ককক সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ দ্বারা ধারা ৮৪ প্রতিস্থাপিত।

(গ) ধারা ৮৩ (১) এর অধীন প্রদত্ত নোটিশ অনুসারে কার্যসম্পাদনে ব্যর্থ হন;

সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার, লিখিত আদেশ দ্বারা, তাহার সর্বোত্তম বিচার বিবেচনার মাধ্যমে করদাতার মোট আয় নির্ধারণ করিবেন এবং উক্ত নির্ধারণের ভিত্তিতে করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর নিরূপণ করিবেন ¹[***] এবং পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত আদেশ সংশ্লিষ্ট করদাতার নিকট প্রেরণ করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে বোর্ড মনে করে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন উপ-কর কমিশনার কর্তৃক উত্তম বিচার ভিত্তিক কর নির্ধারণীর ক্ষেত্রে আইনগত ও ঘটনাগত মূল্যায়নের এইরূপ অপরিপূর্ণতা পরিলক্ষিত হয় যাহার ফলস্বরূপ স্বেচ্ছাচারী ও অবিবেচনাপ্রসূত কর নির্ধারণীর উদ্ভব হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের এইরূপ কর নির্ধারণী সংক্রান্ত কার্যক্রমকে তাহার অসদাচরণ হিসাবে গণ্য করা হইবে।]

[৮৪ক। **অনুমান ভিত্তিক নির্ধারণ।**— অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৮৫। **ফার্মের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।**— (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে করদাতা একটি ফার্ম এবং ধারা ৮২, ৮৩ বা, ক্ষেত্রমত, ধারা ৮৪ এর অধীন উক্ত ফার্মের মোট আয় নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে—

²[***]

(খ) ³[কোনো ফার্মের] ক্ষেত্রে, উক্ত ফার্মের মোট আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া উহার পরিশোধযোগ্য কর নিরূপিত হইবে।

(২) যখনই উপ-ধারা (১) এর বিধান অনুসারে কোনো কর নির্ধারণী কার্য সম্পাদন হইবে, তখনই উপ-কর কমিশনার লিখিত আদেশের মাধ্যমে উক্ত ফার্মকে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অবহিত করিবেন, যথা:—

(ক) তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ, যদি থাকে;

(খ) মোট আয়ের পরিমাণ, যাহার ভিত্তিতে উক্তরূপ কর নির্ধারণ করা হইয়াছে; এবং

(গ) বিভিন্ন অংশীদারের মধ্যে বণ্টনকৃত ⁴[আয়ের] পরিমাণ।

৮৬। **ফার্মের গঠনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।**— (১) কোনো ফার্মের কর নির্ধারণের সময় যদি উক্ত ফার্মের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনা হইয়াছে মর্মে পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে কর নির্ধারণের সময় ফার্মটি যে গঠনতন্ত্র অনুসারে কার্যকর রহিয়াছে, সেই গঠনতন্ত্র মোতাবেক কর নির্ধারণ করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে,

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৯ দ্বারা “; এবং ফার্মের ক্ষেত্রে, উহা নিবন্ধন করিতে অস্বীকার করিতে বা ইতোমধ্যে নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে, নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে” সেমিকোলন, কমা ও শব্দগুলি বিলুপ্ত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (ক) বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোনো নিবন্ধিত ফার্মের” শব্দগুলির পরিবর্তে “কোনো ফার্মের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কর” শব্দটির পরিবর্তে “আয়” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

- (ক) সংশ্লিষ্ট বৎসরের আয় অংশীদারগণের মোট আয়ের অর্গভুক্ত করিবার লক্ষ্যে, যেসকল অংশীদার আয়ের অংশ পাইবার অধিকারী, সেইসকল অংশীদারগণের মধ্যে আয় বণ্টন করিতে হইবে; এবং
- (খ) কোনো অংশীদারের উপর আরোপকৃত কর তাহার নিকট হইতে আদায় করা সম্ভব না হইলে, কর নির্ধারণকালে ফার্ম যে গঠনতন্ত্রের অধীন কার্যকর ছিল সেই গঠনতন্ত্র অনুসারে গঠিত ফার্ম হইতে উহা আদায় করা হইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো ফার্মের গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন আনা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে-

- (ক) যেক্ষেত্রে সকল অংশীদার তাহাদের স্ব-স্ব শেয়ার বা তাহাদের কয়েক জনের শেয়ারে পরিবর্তন হইলেও অংশীদার হিসাবে বিদ্যমান থাকেন; অথবা
- (খ) যেক্ষেত্রে এক বা একাধিক অংশীদারের মালিকানার বিলোপন ঘটিলেও অথবা এক বা একাধিক অংশীদার যুক্ত হইলেও পূর্বের এক বা একাধিক অংশীদার বিদ্যমান থাকেন।

৮৭। **নূতন উত্তরাধিকারী ফার্ম গঠনের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।**- যেক্ষেত্রে কোনো ফার্মের কর নির্ধারণকালে এইরূপ পরিলক্ষিত হয় যে, যে ফার্মের ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ কার্য চলমান রহিয়াছে উহার উত্তরসূরিতায় অন্য নূতন একটি ফার্ম গঠিত হইয়াছে এবং উহা ধারা ৮৬ এর আওতাভুক্ত করা সম্ভব নয়, সেইক্ষেত্রে ব্যবসায় উত্তরাধিকারের কর নির্ধারণ সম্পর্কিত ধারা ৮৮ এর বিধানাবলি অনুসারে, পূর্বসূরী ফার্মের ও উত্তরসূরী ফার্মের জন্য স্বতন্ত্র কর নির্ধারণ করিতে হইবে।

৮৮। **মৃত্যু ব্যতীত অন্যভাবে ব্যবসার উত্তরাধিকারীর ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।**- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা পেশায় (এই ধারায় অতঃপর পূর্বসূরী বলিয়া উল্লিখিত) মৃত্যু ব্যতীত অন্য কোনোভাবে অন্য কোনো ব্যক্তি (এই ধারায় অতঃপর উত্তরসূরী বলিয়া উল্লিখিত) কোনো আয়বর্ষে স্থলাভিষিক্ত হন এবং উক্ত উত্তরসূরী এই ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা বজায় রাখেন, সেইক্ষেত্রে-

- (ক) যে আয় বৎসরে উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই আয় বৎসরে উত্তরাধিকারিত্বের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য পূর্বসূরীর আয়ের কর নির্ধারণ করা হইবে; এবং
- (খ) উত্তরাধিকারিত্ব প্রাপ্তির তারিখের পরবর্তী সময়ের আয়বর্ষের আয়ের জন্য উত্তরসূরীর কর নির্ধারণ করা হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে পূর্বসূরীকে পাওয়া যাইবে না, সেইক্ষেত্রে উত্তরসূরী যে আয়বর্ষে উত্তরাধিকারী হইয়াছেন, সেই আয়বর্ষে উত্তরাধিকারী হওয়ার পূর্ববর্তী সময় পর্যন্ত এবং তাহার পূর্ববর্তী আয়বর্ষ বা বর্ষসমূহের জন্য পূর্বসূরীর উপর যে পদ্ধতিতে কর নির্ধারণ করা হইতো সেইভাবে উত্তরসূরীর উপর নির্ধারণ করা হইবে, এবং এইক্ষেত্রে যত দূর সম্ভব এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি একইভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন ব্যবসা বা পেশার আয়ের উপর কোনো পরিমাণ পরিশোধযোগ্য অর্থ পূর্বসূরীর নিকট হইতে আদায় করা না যায়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার তৎসম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিবেন এবং অতঃপর

পূর্বসূরীর পরিশোধযোগ্য অর্থ উত্তরসূরী কর্তৃক পরিশোধযোগ্য হইবে এবং তাহার নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে এবং উত্তরসূরী পূর্বসূরীর নিকট হইতে উক্ত অর্থ আদায় করিবার অধিকারী হইবেন।

৮৯। বন্ধ হওয়া ব্যবসার কর নির্ধারণ।- (১) ধারা ৮৭ এর বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, যেক্ষেত্রে কোনো অর্থ বৎসরে কোনো ব্যবসা বা পেশা বন্ধ হইয়া যায়, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের কর নির্ধারণের, যদি করা হয়, অতিরিক্ত হিসাবে উক্ত আয়বর্ষ সমাপ্ত এবং উক্ত ব্যবসা বা পেশা বন্ধ হইবার তারিখের মধ্যবর্তী সময়কালে অর্জিত মোট আয়ের ভিত্তিতে উক্ত আয়বর্ষের জন্য কর নির্ধারণ করা যাইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি কোনো অর্থ বৎসরে কোনো ব্যবসা বা পেশা বন্ধ করিলে, তিনি উপ-কর কমিশনারকে উক্ত বন্ধের পনের দিনের মধ্যে তৎবিষয়ে অবগত করিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন; এবং উক্ত নোটিশের সহিত আয়বর্ষের সমাপ্তি হইতে উক্ত ব্যবসা বা পেশা বন্ধের তারিখ পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কালের জন্য মোট আয়ের রিটার্ন দাখিল করিবেন, এবং উক্ত সময়কালের আয়ের জন্য উক্ত অর্থ বৎসরকে কর নির্ধারণী বৎসর হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (২) অনুসারে আবশ্যিক নোটিশ প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার তাহার নিকট জরিমানা হিসাবে এইরূপ অর্থ আদায়ের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত জরিমানার পরিমাণ উহা বন্ধের পূর্ব পর্যন্ত ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়ের উপর ইতোমধ্যে নির্ধারণকৃত কর অপেক্ষা অধিক হইবে না।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কর নির্ধারণ করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার-

- (ক) যাহার আয় নির্ধারণ করা হইবে, সেই ব্যক্তিকে;
- (খ) ফার্মের ক্ষেত্রে, ব্যবসা বা পেশা বন্ধ হইবার সময় ফার্মের অংশীদার ছিলেন এইরূপ ব্যক্তিকে; এবং
- (গ) কোম্পানীর ক্ষেত্রে, কোম্পানীর মুখ্য কর্মকর্তাকে,

নোটিশ জারি করিয়া এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, নোটিশে নির্ধারিত সময়ে, যাহা সাত দিনের কম নহে, এবং উহাতে উল্লিখিত বিষয়াদি, দলিলাদি, রেকর্ডপত্র সংযুক্তক্রমে ধারা ৭৫ এর অধীন যে সকল বিবরণ ও তথ্য আবশ্যিক সেই সকল বিবরণ ও তথ্যসহ তাহার মোট আয় সম্পর্কিত একটি রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

(৫) কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (৪) এর অধীন নোটিশের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি যতদূর সম্ভব এইরূপে প্রযোজ্য হইবে, যেন উহা ধারা ৭৭ এর অধীন জারিকৃত কোনো নোটিশ।

৯০। হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভক্তির ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ।- (১) যে হিন্দু পরিবারকে এযাবৎকাল অবিভক্ত হিন্দু পরিবার হিসাবে কর নির্ধারণ করা হইয়া থাকে, সেই পরিবার কর্তৃক এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ধারার অধীন সম্পত্তি বিভাজনের সিদ্ধান্ত দাখিল না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উহাকে অবিভক্ত হিন্দু পরিবার হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের কর নির্ধারণকালে যে কোনো সদস্য কর্তৃক এই মর্মে দাবি উত্থাপিত হয় যে, পরিবারের সদস্যগণের মধ্যে ইতোমধ্যে বিভাজন সম্পন্ন হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার পরিবারের সকল সদস্যকে নোটিশ করিবার পর এতদবিষয়ে তদন্ত কার্যক্রম গ্রহণ করিবেন।

(৩) তদন্ত সমাপ্ত হইবার পর উপ-কর কমিশনার যৌথ পরিবারটির সম্পত্তি বণ্টন হইয়াছে কিনা তৎমর্মে তাহার সিদ্ধান্ত নথিবদ্ধ করিবেন, এবং যদি এইরূপ বণ্টন হয়, তবে যে তারিখে উক্তরূপ বণ্টন সম্পন্ন হইয়াছে সেই তারিখও লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) অধীন সিদ্ধান্ত অনুসারে যদি ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, আয়বর্ষ সমাপ্তির পর উক্ত অবিভক্ত পরিবার বিভাজিত হইয়াছিল, তবে উক্ত আয়বর্ষে পরিবারটির মোট আয় এইরূপে নির্ধারণ করিতে হইবে যেন, উক্ত পরিবারটি এখনও বিভক্ত হয় নাই এবং পরিবারটির প্রত্যেক সদস্য বা বিভক্ত সদস্য দল তাহার নিজের বা দলের উপর আরোপিত কর-দায়ের অতিরিক্ত হিসাবে অনুরূপে নিরূপিত পারিবারিক মোট আয়ের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর পরিশোধে একক বা যৌথভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৫) উপ-ধারা (৩) এর অধীন গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুসারে অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বিভাজন আয়বর্ষের মধ্যেই সম্পন্ন হইয়াছে মর্মে পরিলক্ষিত হইলে, সম্পত্তি বিভাজনের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য পরিবারটির মোট আয় এইরূপভাবে নিরূপিত হইবে যেন, সম্পত্তিটি বিভাজিত হয় নাই, এবং পরিবারের প্রত্যেক সদস্য বা বিভক্ত সদস্য দল তাহার নিজের বা দলের উপর আরোপিত কর দায়ের অতিরিক্ত হিসাবে অনুরূপভাবে নিরূপিত পরিবারটির মোট আয়ের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত মেয়াদের জন্য নির্ধারিত কর পরিশোধের প্রক্ষেপে যৌথভাবে ও এককভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৬) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি উপ-কর কমিশনারের নিকট কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিবার পর ইহা পরিলক্ষিত হয় যে, পরিবারটি ইতোমধ্যে বিভাজন সম্পন্ন করিয়াছে, তাহা হইলে উক্তরূপ বিভাজনের পূর্বে পরিবারের সদস্য ছিলেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নিকট হইতে কর আদায়যোগ্য হইবে; এবং অনুরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি পরিবারের নির্ধারিত আয়ের উপর কর প্রদানের জন্য যৌথভাবে বা এককভাবে দায়বদ্ধ থাকিবেন।

(৭) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সম্পত্তি যে আনুপাতিক অংশে কোনো সদস্য বা বিভক্ত সদস্য দলকে বণ্টন করা হইবে, সেই বণ্টকৃত অংশের উপর ভিত্তি করিয়া উক্ত সদস্য বা সদস্য দলের কর দায় নিরূপিত হইবে।

(৮) হিন্দু অবিভক্ত পরিবার বিভাজনের পূর্ব পর্যন্ত কোনো সময়ে উহার উপর কোনো অর্ধদণ্ড, সুদ, জরিমানা বা অন্য কোনো অর্থ আরোপ বা আদায়ের ক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, এইরূপে প্রযোজ্য হইবে যেরূপে উহা উক্ত সময়ে কর আরোপ ও আদায়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইতো।

৯১। **বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তিবর্গের কর নির্ধারণ।-** (১) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, কোনো ব্যক্তি চলতি অর্থ বৎসরের মধ্যে অথবা উক্ত অর্থ বৎসর সমাপ্ত হইবার কিছু দিনের মধ্যে বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে পারেন এবং তাহার দেশে ফিরিয়া আসিবার ইচ্ছা নাই, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অনুরূপ ব্যক্তির মোট আয়ের ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত সময়ের জন্য কর নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা:-

(ক) যদি ইতঃপূর্বে তাহার কর নির্ধারণ করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে আয়বর্ষের জন্য তাহার কর নির্ধারণ করা হইয়াছে, উক্ত আয় কর বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে তাহার সম্ভাব্য বাংলাদেশ ত্যাগের তারিখ পর্যন্ত; এবং

(খ) যদি ইতঃপূর্বে তাহার কর নির্ধারণ করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বাংলাদেশ ত্যাগ করিবার সম্ভাব্য তারিখ পর্যন্ত, বাংলাদেশে তাহার অবস্থানরত সমগ্র মেয়াদ।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কর নির্ধারণ করিতে হইবে-

(ক) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত সময়ের আওতাধীন প্রতিটি পূর্ণ আয়বর্ষের ক্ষেত্রে, উক্ত আয় সম্পূর্ণরূপে নির্ধারিত হইলে, যে হারে কর ধার্য হইতো সেই হারই প্রযোজ্য হইবে; এবং

(খ) সর্বশেষ পূর্ণ আয়বর্ষ অতিক্রান্ত হইবার পর হইতে সম্ভাব্য দেশ ত্যাগের তারিখ পর্যন্ত মেয়াদের জন্য যে অর্থ বৎসরের কর নির্ধারণ করা হইয়াছে, সেই অর্থ বৎসরে কার্যকর হারে এবং উক্ত সময়কালের আয়ের জন্য উক্ত অর্থ বৎসরকে কর নির্ধারণী বৎসর হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে নোটিশ জারি করিয়া নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা সাত দিনের কম নহে,-

(ক) ধারা ৭৫ এর অধীন যে ফরম ও পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক রিটার্ন দাখিল করা হয়, সেই একই ফরমে ও পদ্ধতিতে প্রতিপাদকপূর্বক উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সংশ্লিষ্ট মেয়াদে প্রত্যেক সম্পূর্ণ বর্ষে তাহার মোট আয় উল্লেখক্রমে একটি রিটার্ন, নোটিশে উল্লিখিত অন্যান্য বিবরণসহ, দাখিল করিবার; এবং

(খ) অনুরূপ পর্ববর্তী পূর্ণ আয়বর্ষ উত্তীর্ণ হইবার পর হইতে তাহার বাংলাদেশ ত্যাগ করিবার সম্ভাব্য তারিখ পর্যন্ত মেয়াদে মোট আয়ের একটি প্রাক্কলন দাখিলের;

নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৪) কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে উপ-ধারা (৩) এর অধীন নোটিশের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের সকল বিধান যতদূর সম্ভব এইরূপে প্রযোজ্য হইবে, যেন উহা ধারা ৭৭ এর অধীন জারিকৃত কোনো নোটিশ।

(৫) এই ধারার কোনো কিছুই, উপ-কর কমিশনারকে কর নির্ধারণ এড়ানো হইয়াছে বা কর নির্ধারণীর প্রক্রিয়াধীন বা অত্যন্ত নিম্ন হারে কর নির্ধারণকৃত বা এই অধ্যাদেশের অধীন অতিরিক্ত অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো আয়ের ক্ষেত্রে, ধারা ৯৩ এর অধীন যে সকল ক্ষেত্রে তাহাকে নোটিশ প্রদানে নিবৃত্ত করা হইয়াছে সেইক্ষেত্রে ব্যতীত, কর নির্ধারণের ক্ষমতা প্রদান করে মর্মে গণ্য হইবে না।

৯২। মৃত ব্যক্তির আয়ের কর নির্ধারণ।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেন, সেইক্ষেত্রে তিনি মৃত্যুবরণ না করিলে যে পরিমাণ কর বা এই অধ্যাদেশের আওতায় অন্য কোনো পরিশোধযোগ্য অর্থ পরিশোধের জন্য দায়বদ্ধ থাকিতেন, তাহার আইনগত প্রতিনিধি উক্ত পরিমাণ কর বা অন্য কোনো দাবি একই উপায়ে পরিশোধের জন্য দায়ী থাকিবেন, এবং মৃত ব্যক্তির আইনগত প্রতিনিধি এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে করদাতা হিসাবে বিবেচিত হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, মৃত ব্যক্তির আইনানুগ প্রতিনিধিকে করদাতা বিবেচনা করিবার পূর্বে, উপ-কর কমিশনার তাহার প্রতি এতদ্বিষয়ে নোটিশ জারি করিবেন।

(২) মৃত ব্যক্তির আয় নির্ধারণ এবং কর আদায়ের লক্ষ্যে-

- (ক) মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পূর্বে তাহার বিরুদ্ধে কোনো কার্যক্রম নেওয়া হইলে, তাহা তাহার আইনানুগ প্রতিনিধির বিরুদ্ধে নেওয়া হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে এবং মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর তারিখে উক্ত কার্যক্রম যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায়ে হইতে পরিচালনা করিতে হইবে; এবং
- (খ) মৃত ব্যক্তি জীবিত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে যে কার্যক্রম নেওয়া যাইত আইনানুগ প্রতিনিধির বিরুদ্ধেও একই কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে;

এবং এইক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, এই অধ্যাদেশের সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যে পরিমাণ দায় পূরণে সক্ষম, এই অধ্যাদেশের আওতায় আইনানুগ প্রতিনিধির দায়ও সেই পরিমাণেই সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৪) এই ধারা এবং এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানাবলির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, মৃত ব্যক্তির অধিকার, স্বার্থ এবং দায়-দায়িত্ব সম্পর্কযুক্ত “আইনানুগ প্রতিনিধি” অর্থে নির্বাহক, প্রশাসক এবং মৃত ব্যক্তির সম্পত্তির পরিচালকও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

¹[৯৩। কর, ইত্যাদি পরিশোধ এড়ানো।- (১) যদি কোনো অডিট, কর নির্ধারণী বা এই অধ্যাদেশের অধীন অন্য কোনো কার্যধারা বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, উপ-কর কমিশনারের এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, করদাতা কর্তৃক কোনো কর বৎসরে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধ্য যে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হইতে বাদ পড়িয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার, বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে করদাতাকে-

- (ক) সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের জন্য নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে প্রযোজ্য বিবরণী ও দলিলাদিসহ তাহার আয়ের রিটার্ন দাখিল করিবার; এবং
- (খ) রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে পরিশোধ হইতে বাদ পড়া অর্থ পরিশোধ করিবার;

নির্দেশনা প্রদানপূর্বক নোটিশ জারি করিতে পারিবেন।

(২) উপ-কর কমিশনার-

- (ক) নিম্নবর্ণিত সকল শর্ত পূরণ করা হইলে, রিটার্ন গ্রহণের একটি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রেরণ করিবেন, যথা:-
- (অ) উপ-ধার (১) এর অধীন নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত উপ-ধারার বিধান প্রতিপালন করা হইয়াছে;
- (আ) রিটার্ন দাখিলের তারিখে বা তৎপূর্বে পরিশোধ হইতে বাদ পড়া অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে; এবং

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩২ দ্বারা ধারা ৯৩ প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(ই) রিটার্নে অর্থাৎ পরিশোধ হইতে বাদ পড়িবার কারণ সঠিকভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে;

(খ) দফা (ক) এর কোনো একটি শর্ত পূরণ করা না হইলে, ক্ষেত্রমত, ধারা ৮৩ বা ৮৪ এর অধীন কর নির্ধারণ করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(৩) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো নোটিশ জারির পূর্বে, লিখিতভাবে যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন- এর নিকট হইতে অনুমোদন গ্রহণ করিবেন, যেক্ষেত্রে-

(ক) ধারা ৮২খখ এর উপ-ধারা (১) এর বিধান প্রতিপালনপূর্বক সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের রিটার্ন দাখিল করা হয়; বা

(খ) এই অধ্যাদেশের অন্য যে কোনো বিধানের অধীন সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের জন্য কর নির্ধারণী সম্পন্ন হয়।

(৪) উপ-কর কমিশনার কর্তৃক উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো নোটিশ জারি করা যাইবে-

(ক) যেকোনো সময়, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের জন্য কোনো রিটার্ন দাখিল না করা হয় বা কোনো কর নির্ধারণী সম্পন্ন করা না হয়;

(খ) সংশ্লিষ্ট কর বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী ছয় বৎসরের মধ্যে, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর বৎসরের জন্য কোনো রিটার্ন দাখিল করা না হয়, তবে কর নির্ধারণী সম্পন্ন হয়;

(গ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর বৎসর সমাপ্তির পরবর্তী ¹[ছয়] বৎসরের মধ্যে:
²[***]

তবে ³[***] শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন কোনো কর বৎসরে নূতন কর নির্ধারণী করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারায় বর্ণিত সময়-সীমা যে বৎসর নূতন কর নির্ধারণী সম্পন্ন হইয়াছে, সেই বৎসর সমাপ্তির দিন হইতে গণনা শুরু হইবে।

(৫) কর নির্ধারণী সম্পাদন বা এই ধারার অধীন অন্য কোনো কার্যধারা গ্রহণের উদ্দেশ্যে তামাদি মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, অনুরূপ কর নির্ধারণী বা অন্যান্য কার্যধারা আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্থগিত রাখা হইলে, এইরূপ ব্যয়িত সময়, যদি থাকে, গণনা হইতে বাদ যাইবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণ বা কোনো আদেশ নাকচ, খারিজ, বাতিল বা সংশোধন করা হয়, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কার্যধারার যে স্তরে এইরূপ নাকচ, খারিজ, বাতিল বা সংশোধন করা হয়, উহার পরবর্তী স্তর হইতে কার্যধারা শুরু করিতে পারিবেন এবং এই অধ্যাদেশে বর্ণিত কোনো

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪১(ক)(অ) দ্বারা “পাঁচ” শব্দটির পরিবর্তে “ছয়” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪১(ক)(আ) দ্বারা প্রথম শর্তাংশ বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪১(ক)(আ) দ্বারা “আরও” শব্দটি বিলুপ্ত।

বিধান অনুসারে ইতোমধ্যে জারিকৃত নোটিশ পুনর্জারি বা কোনো রিটার্ন, বিবরণ বা অন্যান্য তথ্য-উপাত্ত যাহা ইতোমধ্যে দাখিল বা সরবরাহ করা হইয়াছে তাহা পুনর্দাখিল বা, ক্ষেত্রমত, সরবরাহ করিবার প্রয়োজন হইবে না।

(৭) উপ-ধারা (২) এর অধীন ইতোমধ্যে কর নির্ধারণী হইয়াছে এইরূপ করদাতার সংশ্লিষ্ট বৎসরের কোনো কর নির্ধারণীর ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন সরবরাহকৃত নোটিশে যেভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিবে।

(৮) কোনো করবর্ষের জন্য উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো কার্যধারা ইতঃপূর্বে সমাপ্ত হইয়াছে এই কারণে, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক এই ধারার অধীন উক্ত কর বৎসরের জন্য কোনো কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনোরূপ বাধাগ্রস্ত হইবেন না।

(৯) এই ধারায়-

- (ক) এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধ্য কোনো অর্থ করদাতা কর্তৃক পরিশোধ হইতে বাদ পড়িয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, যদি-
- (অ) কোনো আয় বা উহার অংশবিশেষ কর নির্ধারণী হইতে বাদ যায়; বা
- (আ) আয় সীমিত আকারে প্রদর্শিত হয়; বা
- (ই) রিটার্নে ক্ষতি, কর কর্তন, বিয়োজন-সুবিধা বা কর লাঘব অতিরিক্ত দাবি করা হয়; বা
- (ঈ) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো করদায় বা অন্য কোনো পরিশোধযোগ্য অর্থ গোপন করিয়া বা ভুলভাবে উপস্থাপন করিয়া কোনো আয় কম প্রদর্শিত হয়, বা কোনো পরিসম্পদ, নির্বাহিত ব্যয় বা অন্য কোনো বিবরণ ধারা ৮০-এর অধীন জমাকৃত বিবরণে গোপন করা হয় বা ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়; বা
- (উ) করদায়যুক্ত আয় কম অংকে নির্ধারিত হয় বা কোনো আয়ের উপর প্রকৃত কর-হার অপেক্ষা হ্রাসকৃত হারে কর নির্ধারণী হয়; বা
- (ঊ) করদায় সাপেক্ষ কোনো আয়কে কর অব্যাহতিযোগ্য আয় হিসাবে প্রদর্শিত হয়; বা
- (ঋ) আয় এমনভাবে হিসাব করা হয় যাহার ফলে এই অধ্যাদেশের অধীন অতিরিক্ত রেয়াত, অতিরিক্ত ক্ষতি বা অবচয় ভাতা বা অন্য কোনো বিয়োজন সুবিধা প্রাপ্য হয়; বা
- (এ) এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য কোনো কর বা পরিশোধ্য অর্থ, নিম্নতম স্তরভিত্তিক হিসাবের কারণে, প্রকৃত পরিমাণ অপেক্ষা কম হিসাব বা পরিশোধ করা হয়।

- (খ) ‘সংশ্লিষ্ট করবর্ষ’ অর্থ এইরূপ কর বৎসর যাহার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধ্য যে কোনো পরিমাণ অর্থ করদাতা কর্তৃক পরিশোধ হইতে বাদ পড়িয়াছে।

৯৪। কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে তামাদি-সীমা।— ¹[(১) উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই অধ্যায়ের বিধানাবলির অধীন কোনো আয়ের উপর কর নির্ধারণী আদেশ জারি করা যাইবে না-

- (ক) যে করবর্ষে সংশ্লিষ্ট আয় প্রথম কর আরোপযোগ্য হইয়াছিল, সেই করবর্ষ সমাপ্তির দুই বৎসর অতিক্রান্তের পর, যদি ধারা ৮২খখ এর অধীন অডিটের ফলাফলের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করিতে হয়;
- (খ) যে করবর্ষে সংশ্লিষ্ট আয় প্রথম কর আরোপযোগ্য হইয়াছিল, সেই করবর্ষ সমাপ্তির তিন বৎসর অতিক্রান্তের পর, যদি ধারা ১০৭গ এর অধীন কর নির্ধারণ করিতে হয়; বা
- (গ) যে করবর্ষে উক্ত আয় প্রথমবার কর আরোপযোগ্য হইয়াছিল, সেই করবর্ষ সমাপ্তির ছয় মাস অতিক্রান্তের পর, যদি দফা (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে কর নির্ধারণ করিতে হয়।

(২) যে বৎসর ধারা ৯৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ জারি করা হয়, সেই বৎসর সমাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যে ধারা ৯৩ এর অধীন কর নির্ধারণ করা যাইবে।]

(৩) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আদেশ প্রদান বা কর নির্ধারণ সম্পন্নের তামাদি সীমা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, ধারা ১২০, ১২১, ²[***] ১৫৬, ১৫৯, ১৬১ বা ১৬২ এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশের ফলশ্রুতিতে বা উহাতে বিধৃত কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশনা কার্যকর করিবার জন্য কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্য করদাতা বা, ক্ষেত্রমত, অন্য কোনো ব্যক্তিকে আদেশ প্রদানের বা তাহার কর নির্ধারণের জন্য, অথবা কোনো ফার্মের ক্ষেত্রে, ফার্মের কর নির্ধারণের ভিত্তিতে উহার কোনো অংশীদারের কর নির্ধারণ সম্পন্ন করিবার জন্য তামাদি সীমা হইবে, ³[সংশ্লিষ্ট আদেশ অবহিত করিবার তারিখ হইতে ⁴[পরবর্তী ত্রিশ দিন], ⁵[এবং কোনো সংশোধিত আদেশ অবহিত করিবার পরবর্তী ত্রিশ দিন]⁶]:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো কর নির্ধারণী আদেশ রদ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত আদেশ তাহাকে অবহিত করিবার তারিখ হইতে ⁷[ষাট] দিনের মধ্যে কর নির্ধারণ করিতে হইবে।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা উপ-ধারা (১), (১ক), (১খ) ও (২) এর পরিবর্তে উপ-ধারা (১) ও (২) প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫৬ দ্বারা “১৫২৬,” সংখ্যাটি, বর্ণ ও কমা বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “আদেশ দানের বৎসর সমাপ্তির দুই বৎসরের মধ্যে” শব্দগুলির পরিবর্তে “সংশ্লিষ্ট আদেশ অবহিত করিবার তারিখ হইতে পরবর্তী ষাট দিন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫৬ দ্বারা “ষাট দিনের মধ্যে করা যাইবে” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ দিনের মধ্যে করিতে হইবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “এবং কোনো সংশোধিত আদেশ অবহিত করিবার পরবর্তী ত্রিশ দিন” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর শর্তাংশ সংযোজিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৬ দ্বারা “পঁয়তাল্লিশ” শব্দটির পরিবর্তে “ষাট” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

ব্যাখ্যা ১।- যেক্ষেত্রে ধারা ¹[১২০, ১২১ক, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১ বা ১৬২] এর অধীন জারিকৃত আদেশের মাধ্যমে করদাতার কোনো আয়কে তাহার মোট আয়ের বহির্ভূত করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে অন্য কোনো কর বৎসরে অনুরূপ কোনো আয়ের কর নির্ধারণ উক্ত আদেশের অন্তর্গত কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশের ফলে বা উহা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা ২।- যেক্ষেত্রে ধারা ²[১২০, ১২১ক, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১ বা ১৬২] এর অধীন প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা কোনো ব্যক্তির মোট আয় হইতে কোনো আয় বাদ দিয়া উহা অন্য কোনো ব্যক্তির আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে শেষোক্ত ব্যক্তির অনুরূপ আয়ের কর নির্ধারণ উক্ত আদেশের সিদ্ধান্ত বা নির্দেশের ফলে বা উহা কার্যকর করিবার লক্ষ্যে করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

³[(৪) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত আদেশের অন্তর্গত কোনো সিদ্ধান্ত বা নির্দেশ উহাতে উহাতে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে কার্যকর করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের উক্তরূপ ব্যর্থতা তাহার অসদাচরণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।]

[৯৪ক। অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা বিলুপ্ত।]

অধ্যায় ১০ বিশেষ ক্ষেত্রে দায়-দায়িত্ব

৯৫। কতিপয় ক্ষেত্রে প্রতিনিধির দায়-দায়িত্ব।- (১) কোনো আয়ের বিষয়ে অন্য কোনো ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি, এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত আয়ের বিষয়ে -

- (ক) এইরূপ কর্তব্য, দায়িত্ব ও দায়ের অধীন হইবেন, যেন উক্ত আয় তাহার সুবিধা ভোগের জন্য তৎকর্তৃক গৃহীত হইয়াছে, বা তাহার অনুকূলে বা পক্ষে জমা হইয়াছে;
- (খ) তাহার নিজ নামে কর নির্ধারণযোগ্য হইবে; এবং
- (গ) এই অধ্যায়ের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের সকল উদ্দেশ্যে করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।

(২) এই ধারার বিধানাবলির অধীন কোনো ব্যক্তির উপর কোনো আয়ের প্রতিনিধি হিসাবে কর নির্ধারণ করা হইলে, উক্ত আয়ের সূত্রে এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধান অনুসারে তাহার কর নির্ধারণ করা যাইবে না।

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা “ধারা ১২০, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১ বা ১৬২” শব্দ, সংখ্যাগুলি ও কমার পরিবর্তে “ধারা ১২০, ১২১ক, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১ বা ১৬২” শব্দ, সংখ্যাগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা “ধারা ১২০, ১৫৬, ১৫৯, ১৬১ বা ১৬২” শব্দ, সংখ্যাগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫৬ দ্বারা উপ-ধারা (৪) সংযোজিত।

(৩) যে ব্যক্তির জন্য বা পক্ষে বা স্বার্থে উক্ত প্রতিনিধি কোনো আয় গ্রহণের প্রাধিকার লাভ করিয়াছেন, সেই ব্যক্তির আয়ের প্রত্যক্ষ কর নির্ধারণ বা তাহার নিকট হইতে উক্ত আয়ের উপর পরিশোধ্য কর আদায় করিবার ক্ষেত্রে, এই ধারার কোনো কিছুই বারিত করিবে না।

(৪) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

- (ক) কোনো নাবালক, উন্মাদ বা নির্বোধ ব্যক্তির জন্য বা পক্ষে বা কল্যাণে আয় গ্রহণ করেন বা গ্রহণের অধিকার রাখেন এইরূপ অভিভাবক, ব্যবস্থাপক, বা ট্রাস্টি উক্ত আয়ের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হইবেন;
- (খ) আদালত কর্তৃক বা আদালতের আদেশবলে নিযুক্ত এডমিনিস্ট্রেটর জেনারেল, অফিসিয়াল ট্রাস্টি, রিসিভার, ম্যানেজার বা অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য বা পক্ষে বা কল্যাণে কোনো আয় গ্রহণ করিলে বা করিবার অধিকারী হইলে, তিনি উক্ত আয়ের প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হইবেন;
- (গ) যথাযথভাবে সম্পাদিত লিখিত দলিল দ্বারা, বৈধ ওয়াকফ দলিলসহ, ইচ্ছাপত্র বা অন্য কোনোভাবে ঘোষিত কোনো ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণ কোনো ব্যক্তির জন্য, পক্ষে বা কল্যাণে কোনো আয়, শপথ গ্রহণপূর্বক বা অন্যকোনোভাবে, গ্রহণ করিলে, উক্ত আয়ের জন্য উক্তরূপ ট্রাস্টি বা ট্রাস্টিগণ প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হইবেন; এবং
- (ঘ) ধারা ৯৬ এর অধীন কোনো অনিবাসীর এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত ব্যক্তি ধারা ১৮ এর অধীন উক্ত অনিবাসী ব্যক্তির যে পরিমাণ আয় বাংলাদেশে উপচিত বা উদ্ভূত (accrue or arise) হইয়াছে সেই পরিমাণ আয়ের জন্য প্রতিনিধি হিসাবে বিবেচিত হইবেন।

৯৬। এজেন্ট হিসাবে গণ্য ব্যক্তিবর্গ।- (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ, উপ-ধারা (২) ও (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, একজন অনিবাসীর এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হইবেন, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশের কোনো ব্যক্তি-
 - (অ) যিনি অনিবাসী কর্তৃক বা তাহার পক্ষে নিয়োগপ্রাপ্ত হইয়াছেন;
 - (আ) যাহার অনিবাসীর সহিত ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে;
 - (ই) যিনি অনিবাসীর মালিকানাধীন কোনো অর্থ ধারণ করেন অথবা উহার প্রাপ্তি বা খরচ নিয়ন্ত্রণ করেন;
 - (ঈ) যিনি অনিবাসীর একজন ট্রাস্টি; বা
 - (উ) যাহার নিকট হইতে বা মাধ্যমে অনিবাসী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আয় গ্রহণ করেন;

(খ) নিবাসী বা অনিবাসী যে কোনো ব্যক্তি যিনি বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থানরত কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে হস্তান্তরের মাধ্যমে কোনো মূলধনি সম্পদ গ্রহণ করেন; এবং

(গ) কোনো ব্যক্তি যিনি, যুক্তিসঙ্গত অন্য যে কোনো কারণে, কোনো অনিবাসীর এজেন্ট ঘোষিত হইয়াছেন বা এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হন।

(২) যেক্ষেত্রে বাংলাদেশের কোনো স্বাধীন ব্রোকার যে কোনো লেনদেনের ক্ষেত্রে অনিবাসী মূল ব্যক্তির সহিত (with a non-resident principal) প্রত্যক্ষভাবে অথবা তাহার পক্ষে কোনো কারবার করেন না, তবে অনিবাসী ব্রোকারের সহিত বা মাধ্যমে কারবার করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত লেনদেনের ক্ষেত্রে উক্ত ব্রোকার কোনো অনিবাসীর এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হইবেন না, যদি-

(ক) লেনদেনটি অনিবাসী ব্রোকারের মাধ্যমে সাধারণ ব্যবসা হিসাবে পরিচালিত হয়; এবং

(খ) উক্ত অনিবাসী ব্রোকার সাধারণ ব্যবসায়িক রীতিতে উক্ত লেনদেন পরিচালনা করেন।

(৩) অনিবাসীর সহিত সম্পর্কের সূত্রে এই অধ্যাদেশের আওতায় কোনো ব্যক্তি এজেন্ট হিসাবে বিবেচিত হইবেন না, যদি না উপ-কর কমিশনার কর্তৃক তাহাকে শুনানির সুযোগ প্রদান করা হয়।

৯৭। **পরিশোধকৃত কর ফেরৎ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে প্রতিনিধির অধিকার।-** (১) ধারা ৯৫ এর অধীন কোনো প্রতিনিধি তাহার উপর অর্পিত দায়-দায়িত্বের সূত্রে কর বাবদ কোনো অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে, যাহার পক্ষে তিনি উক্ত অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে উহা উদ্ধারের ক্ষমতা রাখেন অথবা প্রতিনিধি হিসাবে তাহার নিকট গচ্ছিত অর্থ হইতে বা তাহার নিকট গচ্ছিতব্য অর্থ হইতে উক্তরূপ পরিশোধকৃত অর্থ কর্তন করিতে পারিবেন।

(২) কোনো প্রতিনিধি, বা প্রতিনিধি হিসাবে কর আরোপিত হইতে পারে এইরূপ কোনো ব্যক্তি যদি ধারা ৯৫ এর অধীন কোনো ব্যক্তির পক্ষে (অতঃপর “সুবিধাভোগী” বলিয়া উল্লিখিত) কর পরিশোধের জন্য দায়ী থাকেন, তবে তিনি উক্ত ব্যক্তিকে পরিশোধ্য অর্থ হইতে অনধিক অনুমিত দায়ের সমপরিমাণ অর্থ কর্তন করিতে পারিবেন।

(৩) সুবিধাভোগী ও প্রতিনিধির মধ্যে বা, ক্ষেত্রমত, কর দায় আরোপিত হইতে পারে এইরূপ কোনো প্রতিনিধির মধ্যে উপ-ধারা (২) অনুসারে কর্তনযোগ্য অর্থের পরিমাণ সম্পর্কে মতদ্বৈততা পরিলক্ষিত হইলে, উক্ত সুবিধাভোগী বা প্রতিনিধি উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে দায়-দেনার বিষয়টি নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত কি পরিমাণ অর্থ কর্তনযোগ্য হওয়া যুক্তিসঙ্গত, তৎমর্মে সার্টিফিকেট গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং এইরূপে সংগৃহীত সার্টিফিকেট উক্ত পরিমাণ অর্থ কর্তনের হুকুমনামা (warrant) হিসাবে গণ্য হইবে।

৯৮। **অংশীদার বা সদস্যগণের নিকট প্রাপ্য অনাদায়ী করের জন্য ফার্ম বা সমিতির দায়-দায়িত্ব।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো ফার্মের অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, কোনো সমিতির সদস্যগণের নিকট উক্ত ফার্ম বা সমিতি হইতে তাহার আয়ের শেয়ার বাবদ প্রাপ্য কর আদায় অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ফার্ম বা সমিতিকে প্রাপ্য করের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া নোটিশ প্রদান করিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন করের নোটিশ জারি করা হইলে, আপতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নোটিশপ্রাপ্ত ফার্ম বা সমিতি উক্ত কর পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন এবং উক্ত কর আদায়ের উদ্দেশ্যে, একজন করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তদানুসারে উহার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৯৯। কোনো ফার্ম, ইত্যাদির বন্ধ হওয়া ব্যবসার ক্ষেত্রে অংশীদার, ইত্যাদির দায়-দায়িত্ব।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা পেশা বন্ধ হইয়া যায় অথবা কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের বিলুপ্তি ঘটে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের মোট আয় এইরূপভাবে নির্ধারণ করা হইবে যেন, উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বন্ধ বা অবলুপ্ত হয় নাই এবং তদানুসারে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ফার্ম বা ব্যক্তি সংঘের কর নির্ধারণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের ব্যবসা বা পেশা বন্ধের বা বিলুপ্তির সময় উহার অংশীদার বা, ক্ষেত্রমত, সদস্য ছিলেন, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি এবং কোনো ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, তাহার আইনগত প্রতিনিধি অনুরূপ কর নির্ধারণ অনুসারে উক্ত ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ কর্তৃক পরিশোধ্য অর্থসহ উক্ত কর আদায়ের উদ্দেশ্যে করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তদানুসারে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১০০। প্রাইভেট কোম্পানীর অনাদায়ী করের ক্ষেত্রে পরিচালকগণের দায়।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো প্রাইভেট কোম্পানী অবসায়িত হয় এবং অবসায়নের পূর্বে বা পরে বা অবসায়নের সময়, যখনই হউক, কোনো আয়বর্ষের আয় বাবদ উক্ত কোম্পানীর উপর আরোপিত কর আদায় করা সম্ভব না হয়, সেইক্ষেত্রে ¹[কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)] এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত কোম্পানীর পরিচালক ছিলেন, এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তি যৌথভাবে বা এককভাবে অনুরূপ কর পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন এবং কর আদায়ের উদ্দেশ্যে উক্ত করের ক্ষেত্রে করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন এবং তদানুসারে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উহার অধীন কোনো ব্যক্তির কোনো প্রাইভেট কোম্পানীর আয় সম্পর্কিত দায়-দায়িত্বের সমাপ্তি ঘটিবে যদি তিনি উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রমাণ পরিতে পারেন যে, কোম্পানীর নিকট হইতে কর আদায় না হইবার জন্য কোম্পানীর কার্যক্রমে তাহার দায়িত্বে মারাত্মক অবহেলা, গাফিলতি বা কর্তব্য লঙ্ঘন দায়ী নয়।

১০১। অবসায়নাধীন প্রাইভেট কোম্পানীর করের জন্য অবসায়কের দায়বদ্ধতা।- (১) আদালতের আদেশে বা অন্য কোনোভাবে নিযুক্ত অবসায়িত প্রাইভেট কোম্পানীর অবসায়ক উক্তরূপ নিযুক্ত হইবার ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত কোম্পানীর কর নির্ধারণ করা যে উপ-কর কমিশনারের এখতিয়ারাধীন তাহাকে তাহার নিয়োগ সংক্রান্ত নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) উপ-কর কমিশনার স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় তদন্ত সম্পন্ন করিয়া অথবা আবশ্যিক তথ্যাদি তলব করিয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে কোম্পানী কর্তৃক উক্ত সময়ে বা পরবর্তীতে

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, বন্ধনী ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) অথবা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, বন্ধনী ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত।

পরিশোধযোগ্য কর পরিশোধের জন্য তাহার মতে যে পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে তৎসম্পর্কে অবসায়ককে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির পর অবসায়ক নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন এবং উক্ত অর্থ পৃথক করিবার পূর্বে তিনি, কোম্পানী কর্তৃক প্রদেয় কর প্রদানের উদ্দেশ্যে অথবা কোম্পানী অবসায়নের তারিখে আইন দ্বারা সরকারি পাওনা অপেক্ষা অগ্রাধিকার প্রাপ্ত কোনো পাওনাদারের পাওনা পরিশোধের উদ্দেশ্যে ব্যতীত, কোম্পানীর কোনো অর্থ পৃথক করিয়া রাখিবেন না।

(৪) অবসায়ক কোম্পানীর পক্ষে উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশকৃত পরিমাণ কর, যদি থাকে, পরিশোধের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী থাকিবেন, যদি তিনি-

(ক) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী প্রয়োজনীয় নোটিশ প্রদানে ব্যর্থ হন; অথবা

(খ) উপ-ধারা (৩) এর বিধান লংঘন করেন।

(৫) যেক্ষেত্রে একাধিক অবসায়ক থাকিবে, সেইক্ষেত্রে এই ধারার অধীন অবসায়কের আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং দায়সমূহ পৃথকভাবে ও যৌথভাবে সকল অবসায়কের উপর বর্তাইবে।

(৬) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই ধারা কার্যকর হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “অবসায়ক” অর্থে অবসায়নাধীন কোম্পানীর সম্পত্তির রিসিভার হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন।

¹[১০২। **অনিবাসীর শিপিং ব্যবসার ক্ষেত্রে কর দায়।-** (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে মালিক বা চার্টারার হিসাবে কোনো অনিবাসী (অতঃপর এই ধারায় প্রিন্সিপাল বলিয়া উল্লিখিত) জাহাজ চলাচলের ব্যবসা পরিচালনা করেন, সেইক্ষেত্রে এই ধারার বিধানাবলি অনুসারে অনুবূপ ব্যবসার ক্ষেত্রে কর আরোপ ও আদায় করা যাইবে।

(২) বাংলাদেশের কোনো বন্দর হইতে কোনো জাহাজ ছাড়িবার পূর্বে উক্ত জাহাজের মাস্টার নিম্নবর্ণিত তথ্যাদিসহ রিটার্ন প্রস্তুত করিয়া উপ-কর কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন, যথা:-

(ক) জাহাজটি সর্বশেষ বন্দরে আগমনের পর হইতে উহাতে যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা পণ্য সামগ্রী পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপালকে বা তাহার পক্ষে কোনো ব্যক্তিকে, বাংলাদেশের ভিতরে বা বাহিরে, পরিশোধকৃত বা পরিশোধতব্য অর্থের পরিমাণ; এবং

(খ) বাংলাদেশের বাহিরে ²[কোনো বন্দরে জাহাজীকরণকৃত] যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা পণ্য সামগ্রী পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপাল বা তাহার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের ভিতরে গৃহীত বা গৃহীত মর্মে গণ্য অর্থের পরিমাণ।

¹ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা ধারা ১০২ প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা “কোনো বন্দরে” শব্দগুলির পরিবর্তে “কোনো বন্দরে জাহাজীকরণকৃত” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(৩) রিটার্ন প্রাপ্তির পর উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মোট অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন, এবং এতদুদ্দেশ্যে তিনি যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন, সেইরূপ বিবরণ, হিসাব বা তথ্যাদি তলব করিতে পারিবেন এবং এইরূপে নির্ধারিত পরিমাণ অর্থ প্রিন্সিপাল কর্তৃক উক্ত ব্যবসা হইতে বাংলাদেশে অর্জিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন তাহার “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতে করযোগ্য আয় হিসাবে শ্রেণিভুক্ত হইবে এবং অনুরূপ আয়ের জন্য আট শতাংশ হারে (৮%) কর আরোপ করা হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, জাহাজের মাস্টার বা প্রিন্সিপাল কর্তৃক জাহাজটি বন্দর ত্যাগের পূর্বে উপ-ধারা (২) এর অধীন আবশ্যিক রিটার্ন দাখিল সম্ভব নয়, এবং প্রিন্সিপাল এতদুদ্দেশ্যে অন্য কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে রিটার্ন দাখিল ও কর পরিশোধের লক্ষ্যে সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে জাহাজ বন্দর ত্যাগের ত্রিশ দিনের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করা হইলে, উপ-কর কমিশনার প্রিন্সিপাল কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত অপর কোনো ব্যক্তির মাধ্যমে উপ-ধারা (২) এর বিধান যথাযথ প্রতিপালন সাপেক্ষে, রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে মর্মে গণ্য করিতে পারিবেন¹।

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উক্ত ত্রিশ দিনের মধ্যে উপ-ধারা (৮) এ উল্লিখিত কোনো চার্জ উপচিত হয়, সেইক্ষেত্রে এই উপ-ধারায় উল্লিখিত অপর কোনো ব্যক্তি উক্ত চার্জ সম্পর্কে একটি সম্পূর্ণক রিটার্ন দাখিল করিবেন এইরূপ চার্জ যে মাসে উপচিত হইবে সেই মাস সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ত্রিশ দিনের মধ্যে উহার উপর প্রযোজ্য কর পরিশোধ করিবেন।]

(৫) উক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে কোনো বন্দর ছাড়পত্র মঞ্জুর করা হইবে না যতক্ষণ না²[কাস্টম কমিশনার] বা ছাড়পত্র প্রদানের জন্য যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রযোজ্য কর সম্পূর্ণ পরিশোধ করা হইয়াছে অথবা উহা পরিশোধের জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

(৬) এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানে উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত মোট প্রাপ্ত অর্থের বিপরীতে কোনো অনুমোদনযোগ্য খরচ মঞ্জুর হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে না।

(৭) এই ধারার অধীন কর পরিশোধিত হইলে, এই অধ্যাদেশের অধীন চূড়ান্ত করদায় মুক্ত হইয়াছে মর্মে গৃহীত হইবে এবং করদাতা কর্তৃক ধারা ৭৫ এর অধীন মোট আয়ের রিটার্ন দাখিল আবশ্যিক হইবে না, অথবা তিনি এই ধারার অধীন রিটার্নের ভিত্তিতে কোনো ফেরত বা সমন্বয় দাবি করিতে পারিবেন না।]

³[(৮) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত পরিমাণ অর্থের মধ্যে ডিমারেজ চার্জ বা হ্যান্ডেলিং চার্জ বা অনুরূপ প্রকৃতির অন্য কোনো চার্জ হিসাবে পরিশোধকৃত বা পরিশোধ্য অর্থ অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

[১০৩।শিপিং এর ক্ষেত্রে করদায় সমন্বয়।— অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা বিলুপ্ত।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৪(ক) দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর শর্তাংশ সংযোজিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কাস্টম কালেক্টর” শব্দগুলির পরিবর্তে “কাস্টম কমিশনার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৪(খ) দ্বারা উপ-ধারা (৮) সংযোজিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[১০৩ক। **অনিবাসীর বিমান ব্যবসায় ক্ষেত্রে করদায়।**- (১) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে মালিক বা চার্টারার হিসাবে কোনো অনিবাসী (অতঃপর এই ধারায় প্রিন্সিপাল বলিয়া উল্লিখিত) বিমান পরিবহন ব্যবসা পরিচালনা করেন, এবং তাহার নিজস্ব বা ভাড়া করা বিমান বাংলাদেশের কোনো বিমান বন্দরে আগমনের পর ঐ বিমানবন্দর হইতে বিমানটিতে যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা অন্যান্য পণ্য সামগ্রী পরিবহণ করেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা অন্যান্য পণ্য সামগ্রী পরিবহণ বাবদ গৃহীত অর্থের সমষ্টি প্রিন্সিপাল কর্তৃক বাংলাদেশ হইতে অর্জিত আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আয়ের উপর তিন শতাংশ হারে (৩%) আয়কর ধার্য হইবে।

(২) প্রিন্সিপাল বা এতদুদ্দেশ্যে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো এজেন্ট প্রত্যেক অর্থ বৎসরের এক চতুর্থাংশ সমাপ্তির ঐয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে অর্থাৎ, যথাক্রমে, ৩০ সেপ্টেম্বর, ৩১ ডিসেম্বর, ৩১ মার্চ ও ৩০ জুন, তারিখের মধ্যে নিম্নবর্ণিত তথ্য প্রদর্শন করিয়া পূর্বোক্তভাবে রিটার্ন প্রস্তুত ও উপ-কর কমিশনারের নিকট পেশ করিবেন, যথা:-

- (ক) উক্ত বিমান বন্দরে যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা পণ্য পরিবহন বাবদ প্রিন্সিপালকে বা তাহার পক্ষে কোনো ব্যক্তিকে, বাংলাদেশের ভিতরে বা বাহিরে, পরিশোধকৃত বা পরিশোধতব্য অর্থের পরিমাণ; এবং
- (খ) বাংলাদেশের বাহিরের কোনো বিমান বন্দর হইতে যাত্রী, গবাদি পশু, ডাক বা পণ্য পরিবহণ বাবদ প্রিন্সিপাল বা তাহার পক্ষে বাংলাদেশে গৃহীত বা গৃহীত মর্মে গণ্যকৃত অর্থের পরিমাণ।

(৩) রিটার্ন প্রাপ্তির পর উপ-কর কমিশনার যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করিবেন সেইরূপ তথ্যাদি, হিসাবপত্র বা দলিলাদি তলবক্রমে উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত মোট অর্থের পরিমাণ হিসাব করিবেন এবং উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে কর আরোপ করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে প্রিন্সিপাল উপ-ধারা (১) এর অধীন পরিশোধ্য কর তিন মাসের অধিক সময়ের মধ্যে পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে কর কমিশনার উক্ত বিমানের ছাড়পত্র মঞ্জুর করিবার এখতিয়ারসম্পন্ন কর্তৃপক্ষের বরাবর প্রিন্সিপালের নাম ও তৎকর্তৃক পরিশোধ্য করের পরিমাণ উল্লেখক্রমে একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিবেন এবং উক্ত কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর উক্ত প্রিন্সিপালের নিজস্ব বা ভাড়া করা বিমানকে পরিশোধ্য কর পরিশোধ না করা পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো বিমান বন্দর ত্যাগের ছাড়পত্র মঞ্জুর করিবে না।

(৫) এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানে উপ-ধারা (৩) এর অধীন নির্ধারিত মোট প্রাপ্ত অর্থের বিপরীতে কোনো অনুমোদনযোগ্য খরচ মঞ্জুর হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে না।

(৬) এই ধারার অধীন কর পরিশোধিত হইলে, এই অধ্যাদেশের অধীন চূড়ান্ত কর দায় মুক্ত হইয়াছে মর্মে গৃহীত হইবে এবং করদাতা কর্তৃক ধারা ৭৫ এর অধীন মোট আয়ের রিটার্ন দাখিল আবশ্যিক হইবে না, অথবা তিনি এই ধারার অধীন রিটার্নের ভিত্তিতে কোনো ফেরত বা সমন্বয় দাবি করিতে পারিবেন না।]

¹ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১৩ দ্বারা ধারা ১০৩ক সন্নিবেশিত।

অধ্যায় ১১
কর ফাঁকি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান

১০৪। **অনিবাসীর সহিত লেনদেনের মাধ্যমে কর ফাঁকি।**- যেক্ষেত্রে একজন নিবাসী ও একজন অনিবাসীর মধ্যে কোনো ব্যবসা পরিচালিত হয় এবং উপ-কর কমিশনারের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, তাহাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ফলে ব্যবসায়ের কার্যক্রম এইরূপভাবে ব্যবস্থিত হইয়াছে যে, উক্ত ব্যবসায়িক সূত্রে নিবাসী ব্যক্তির কোনো মুনাফা অর্জিত হয় না, অথবা হইলেও উহা উক্ত ব্যবসার ঙ্গিত মুনাফা অপেক্ষা কম, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যবসা হইতে নিবাসী ব্যক্তির উপচিত হইতে পারে এইরূপ যুক্তিসঙ্গত আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ এবং উক্তরূপ নির্ধারিত আয় নিবাসীর মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।

১০৫। **সম্পদ হস্তান্তরের মাধ্যমে কর ফাঁকি।**- (১) কোনো সম্পদ হস্তান্তরের কারণে বা একক বা যৌথ কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে যদি কোনো আয় কোনো অনিবাসী ব্যক্তিকে পরিশোধযোগ্য হয়, তবে উক্ত আয় এইরূপ কোনো ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য হইবে যিনি-

- (ক) অনুরূপ হস্তান্তর বা যৌথ কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে এইরূপ কোনো অধিকার অর্জন করেন যাহার সুবাদে বা ফলশ্রুতিতে তিনি উক্ত অনিবাসীকে পরিশোধযোগ্য আয় তাৎক্ষণিকভাবে বা ভবিষ্যতে ভোগ করিবার ক্ষমতা রাখেন; বা
- (খ) অনুরূপ লেনদেন বা যৌথ কর্মকাণ্ডের সুবাদে যে কোনো সময় এইরূপ কোনো অর্থ প্রাপ্ত হন বা প্রাপ্য হইবার অধিকারপ্রাপ্ত হন যাহা পরিশোধিত ঋণ বা পরিশোধ্য ঋণ বা ঋণের পুনঃপরিশোধ বা অন্য কোনো অর্থ, তবে আয় হিসাবে বা পূর্ণ আর্থিক মূল্য হিসাবে পরিশোধিত বা পরিশোধযোগ্য হিসাবে গণ্য নহে।

(২) যদি কোনো আয় একজন অনিবাসীর আয় হিসাবে পরিশোধযোগ্য এবং উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য হয়, তাহা হইলে উহা, এই ধারার বিধান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে করযোগ্য হউক বা না হউক, এই অধ্যাদেশের সকল উদ্দেশ্যে বর্ণিত আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) এই ধারার বিধানাবলি প্রয়োগ করা যাইবে না, যদি উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,-

- (ক) অনুরূপ হস্তান্তর বা যৌথ কর্মকাণ্ডের মধ্যে কর ফাঁকির এক বা একাধিক উদ্দেশ্য নিহিত ছিল না; বা
- (খ) অনুরূপ হস্তান্তর বা যৌথ সকল কর্মকাণ্ডে প্রকৃত ব্যবসায়িক লেনদেন নিহিত ছিল এবং করদায় এড়াইবার পরিকল্পনা নিহিত ছিল না।

(৪) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো ব্যক্তির কোনো আয়ের উপর কোনো সময় কর আরোপিত হয়, সেইক্ষেত্রে পরবর্তীতে আয় হিসাবে বা অন্য কোনোভাবে তিনি কোনো আয় অর্জন করিয়া থাকিলে এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে উক্ত আয় পুনর্বীর তাহার আয়ের অংশ হিসাবে গণ্য করা যাইবে না।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো ব্যক্তির কোনো অনিবাসীকে পরিশোধ্য আয় ভোগের ক্ষমতা রহিয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে, যদি-

- (ক) অনুরূপ আয় কোনো সময় প্রকৃতপক্ষে উক্ত ব্যক্তির কোনো সুবিধা (benefit) নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে কোনোভাবে ব্যবহৃত হয়; বা
- (খ) অনুরূপ আয়ের প্রাপ্তি বা আয় উদ্ভবের ফলশ্রুতিতে উক্ত ব্যক্তির দখলাধীন বা সুবিধাধীন কোনো সম্পদের মূল্য বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখে; বা
- (গ) উক্ত ব্যক্তির প্রদানকৃত বা প্রদেয় সুবিধা নিম্নবর্ণিতভাবে কোনো সময় প্রাপ্ত হন বা প্রাপ্তির অধিকারী হন, যথা:-
 - (অ) অনুরূপ আয় হইতে; বা
 - (আ) এইরূ অর্থ হইতে, যাহা উক্তরূপ আয় এবং উক্তরূপ আয়ের প্রতিনিধিত্ব করে এইরূপ সম্পদের উপর যৌথ কর্মকাণ্ডের উদ্দেশ্য নির্ভর ফলাফল বা অনুক্রমিক ফলাফল হিসাবে উদ্ধৃত হয়; বা
- (ঘ) ক্ষমতা অর্পণ, হরণ বা অন্য কোনোভাবে কোনো ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে অনুরূপ আয়ের সুবিধা ভোগের ক্ষমতা সংরক্ষণ করেন; বা
- (ঙ) অনুরূপ ব্যক্তি যিনি যে কোনো পদ্ধতিতেই হোক পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে উক্তরূপ আয়ের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করিতে সক্ষম হন।

(৬) কোনো ব্যক্তির আয় ভোগের ক্ষমতা রহিয়াছে কিনা উহা নির্ধারণের উদ্দেশ্যে যে কোনো হস্তান্তর ও যৌথ কর্মকাণ্ডের ফলাফল ও প্রভাব এবং অনুরূপ হস্তান্তর বা যৌথ কর্মকাণ্ডের ফলশ্রুতিতে কোনো সময়ে অনুরূপ ব্যক্তির উপর উপচিত যে কোনো প্রকৃতির বা ফরমের সুবিধা বিবেচনা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

- (ক) “সম্পদ” অর্থে যে কোনো ধরনের সম্পত্তি বা অধিকার অন্তর্ভুক্ত হইবে এবং “হস্তান্তরিত” অর্থে উক্তরূপ অধিকার সৃষ্টিও অন্তর্ভুক্ত হইবে, যেক্ষেত্রে হস্তান্তরিত সম্পদ কোনো অধিকার;
- (খ) “যৌথ কর্মকান্ড”, কোনো হস্তান্তর সম্পর্কিত, অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিষয় সম্পর্কিত কোনো কর্মকান্ড, যথা:
 - (অ) হস্তান্তরিত কোনো সম্পদ; বা
 - (আ) উক্তরূপ সম্পদ হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়; বা
 - (ই) প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো হস্তান্তরিত পরিসম্পদের প্রতিনিধিত্বকারী কোনো সম্পদ, বা উক্ত পরিসম্পদ হইতে উদ্ধৃত পুঞ্জীভূত আয়;

- (গ) “সুবিধা (benifit)” অর্থে যে কোনো ধরনের পরিশোধ অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঘ) কোনো কোম্পানী বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট অন্য কোনো কোম্পানীর শেয়ার বা দায়-দেনা প্রদেয় থাকিলে যদি উক্ত সম্পদ বা আয় বা পুঞ্জীভূত আয় উক্ত কোম্পানী বা ব্যক্তির নিকট হস্তান্তর করা হয়, তাহা হইলে হস্তান্তরিত পরিসম্পদের প্রতিনিধিত্বকারী পরিসম্পদের সূত্রে উহা উদ্ধৃত বা পুঞ্জীভূত আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং
- (ঙ) বাংলাদেশের বাহিরে নিগমবদ্ধ কোনো সংবিধিবদ্ধ সংস্থা (body corporate) অনিবাসী হিসাবে গণ্য হইবে।

১০৬। সিকিউরিটি লেনদেনের মাধ্যমে কর ফাঁকি।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো সিকিউরিটির মালিক তাহার সিকিউরিটি বিক্রয় বা হস্তান্তর করিবার পর পুনরায় উহা ক্রয় বা অর্জন করেন, অথবা একই ধরনের সিকিউরিটি ক্রয় বা অর্জন করেন, এবং উক্তরূপ লেনদেনের ফলশ্রুতিতে যে মূল সিকিউরিটি মালিক কর্তৃক বিক্রয় বা হস্তান্তর করা হইয়াছে উহার সুদ বাবদ পরিশোধযোগ্য অর্থ মালিক কর্তৃক প্রাপ্য না হয়, সেইক্ষেত্রে পূর্বে উল্লিখিত পরিশোধযোগ্য সুদ এই অধ্যাদেশের সকল উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অন্য কোনো ব্যক্তির আয় না হইয়া উহা, উক্তরূপভাবে পরিশোধযোগ্য সুদ হইতে উদ্ধৃত আয়ের উপর এই উপ-ধারার বিধান ব্যতীত অন্য কোনোভাবে কর আরোপ হউক বা না হউক, উক্ত মালিকের আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে আয়বর্ষের কোনো সময় কোনো সিকিউরিটিতে কোনো ব্যক্তির লাভভোগী হইবার স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা থাকে এবং সংশ্লিষ্ট বৎসরের মধ্যে অনুরূপ সিকিউরিটিসমূহ লেনদেনের কারণে উদ্ধৃত কোনো আয় তৎকর্তৃক গৃহীত না হয় অথবা আয় হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ তিনি গ্রহণ করেন উহা যদি উক্ত সিকিউরিটি হইতে উল্লিখিত সময়ের আনুপাতিক হারে দিনের পর দিন যে পরিমাণে পুঞ্জীভূত ও অংশানুপাতে জমাকৃত হইতে পারিতো উহা অপেক্ষা কম জমা হয়, তাহা হইলে উক্ত সময়ে অনুরূপ সিকিউরিটি হইতে উদ্ধৃত সকল আয় উক্ত ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) যেক্ষেত্রে আংশিক বা সম্পূর্ণ সিকিউরিটি লেনদেন সংক্রান্ত ব্যবসায় নিয়োজিত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে সিকিউরিটি অর্জন করেন এবং উক্ত সিকিউরিটি উক্ত অপর ব্যক্তির নিকট পুনরায় বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন অথবা তাহার নিকট একই ধরনের সিকিউরিটি বিক্রয় বা হস্তান্তর করেন এবং উক্ত লেনদেনের ফলশ্রুতিতে তৎকর্তৃক ক্রয়কৃত বা অর্জিত সিকিউরিটির জন্য পরিশোধযোগ্য সুদ তিনি প্রাপ্য হওয়া সত্ত্বেও উক্ত আয় উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলির কারণে তাহার আয় হিসাবে গণ্য হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত লেনদেন সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের যে কোনো উদ্দেশ্য পূরণকল্পে কোনো ধরনের আয় গণনাকল্পে উক্তরূপ ব্যবসা হইতে উদ্ধৃত কোনো আয় বা ক্ষতি বিবেচিত হইবে না।

(৪) উপ-কর কমিশনার লিখিত নোটিশের মাধ্যমে, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, যাহা আঠাশ দিনের কম নহে, কোনো ব্যক্তিকে তাহার মালিকানাধীন সকল সিকিউরিটির বিবরণ বা নোটিশে বর্ণিত সময়কালে যে সকল সিকিউরিটিতে অনুরূপ ব্যক্তির সুবিধাভোগী হিসাবে স্বার্থ সংশ্লিষ্টতা ছিল, সেইরূপ সিকিউরিটিসমূহের বর্ণনা দাখিলের জন্য এবং এই ধারার অন্যান্য উদ্দেশ্যে ও সিকিউরিটি বাবদ প্রাপ্ত সুদের কর সংক্রান্ত হিসাব চূড়ান্ত করিবার লক্ষ্যে উপ-কর কমিশনার যেরূপ প্রয়োজনীয় মনে করেন, সেইরূপ অন্যান্য তথ্য সরবরাহ করিবার নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

- (ক) “সুদ” অর্থে লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) “সিকিউরিটি” অর্থে স্টক ও শেয়ার অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

(গ) সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটির মোট নামমাত্র মূল্য অথবা উহার ধারণ করিবার ফরম বা হস্তান্তরের পদ্ধতিতে যে পার্থক্যই থাকুক না কেন, অনুরূপ সিকিউরিটি বলিতে সেই সকল সিকিউরিটিকে বুঝানো হইবে, যাহা তাহার মালিককে একই ব্যক্তির সুদ ও মুনাফার ক্ষেত্রে একই প্রকার অধিকার প্রদান করে এবং উক্ত অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একইরূপ সুযোগ প্রদান করে।

১০৭। **বাংলাদেশ ত্যাগকারী ব্যক্তির কর পরিশোধের সার্টিফিকেট**।- (১) বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ব্যতিক্রম ব্যতীত, যে ব্যক্তি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে নিবাসী নন অথবা যে ব্যক্তি বাংলাদেশে স্থায়ীভাবে নিবাসী কিন্তু বাংলাদেশ ত্যাগের সময় আয়কর কর্তৃপক্ষের এইরূপ অভিমত হয় যে, তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিবেন না, সেইক্ষেত্রে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে তৎমর্মে নিম্নবর্ণিত সার্টিফিকেট ব্যতীত তিনি বাংলাদেশ ত্যাগ করিতে পারিবেন না, যথা:-

(ক) কর পরিশোধের সার্টিফিকেট; বা

(খ) তিনি বাংলাদেশে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছুক থাকিলে, কর অব্যাহতি সার্টিফিকেট, যাহা কেবল তখনই ইস্যু করা যাইবে যখন উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুরূপ ইচ্ছা রহিয়াছে এবং এইরূপ অব্যাহতি সার্টিফিকেট একবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে বা সার্টিফিকেটে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে একাধিকবার ভ্রমণের ক্ষেত্রে, প্রদান করা যাইবে।

(২) যদি কোনো বিমান বা জাহাজের মালিক বা ভাড়াকারী (charterer) উপ-ধারা (১) এর অধীন বর্ণিত কোনো ব্যক্তিকে উক্ত উপ-ধারায় বর্ণিত সার্টিফিকেট ব্যতীত অনুরূপ বিমান বা জাহাজে বাংলাদেশের যে কোনো স্থান হইতে বাংলাদেশের বাহিরে যে কোনো স্থানে ভ্রমণের অনুমতি প্রদান করেন, তাহা হইলে তাকে-

(ক) উক্ত ব্যক্তির পাওনা কর বা তাহার নিকট যে পরিমাণ কর পাওনা হইবে তাহা পরিশোধ করিতে হইবে এবং সর্বোচ্চ দুই হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা হিসাবে অর্থ পরিশোধ করিতে হইবে; এবং

(খ) সেইরূপ কর এবং জরিমানা পুনঃউদ্ধারের উদ্দেশ্যে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং তদানুসারে এই অধ্যাদেশের সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) “অব্যাহতি সার্টিফিকেট”, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অর্থ সার্টিফিকেটে উল্লিখিত এক বা একাধিকবার ভ্রমণের জন্য কোনো ব্যক্তিকে কর পরিশোধ সার্টিফিকেট হইতে অব্যাহতি প্রদান করিবার উদ্দেশ্যে প্রদানকৃত সার্টিফিকেট;

(খ) “মালিক” অথবা “ভাড়াকারী (charterer)” অর্থে কোনো জাহাজ বা বিমানের মালিক অথবা ভাড়াকারী কর্তৃক উক্ত জাহাজ বা বিমানে ভ্রমণের অধিকার ইস্যু করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো প্রতিনিধি, এজেন্ট অথবা কর্মচারী অন্তর্ভুক্ত হইবে; এবং

- (গ) “কর পরিশোধ সার্টিফিকেট”, কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে, অর্থ এই অধ্যাদেশ, আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১নং আইন), ¹[দান-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৪ নং আইন) বা দান-কর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন)], বা সম্পদ-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোনো দায়-দেনা নাই, অথবা উক্ত ব্যক্তির সকল বা যে কোনো প্রকার কর পরিশোধের বা তাহার নিকট প্রাপ্য বা প্রাপ্য হইতে পারে এমন যে কোনো প্রকার কর পরিশোধের উদ্দেশ্যে সন্তোষজনক ব্যবস্থা গৃহীত হইয়াছে মর্মে প্রদত্ত কোনো সার্টিফিকেট।

২। অধ্যায় ১১ক হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণ

১০৭ক। সংজ্ঞা।- বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যায়ে-

- (১) “আরমস্ লেন্থ প্রাইস (arm’s length price)” অর্থ কোনো লেনদেনের মূল্য যাহার শর্তাদি (অর্থাৎ মূল্য, মারজিন বা অর্জিত মুনাফা) যাহা তুলনীয় পরিস্থিতির অধীন স্বাধীন সত্তাসমূহের মধ্যে পরিচালিত কোনো তুলনীয় অনিয়ন্ত্রিত লেনদেনের ক্ষেত্রে বিদ্যমান শর্তাদি হইতে ভিন্ন হয় না;
- (২) “সহযোগী প্রতিষ্ঠান (associated enterprise)”, অন্য প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত, অর্থ এমন প্রতিষ্ঠান, যাহার আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানের সহিত নিম্নলিখিত সম্পর্ক থাকে, যথা:-
- (ক) একটি প্রতিষ্ঠান, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা এক বা একাধিক মধ্যবর্তী মাধ্যমে, অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে অংশগ্রহণ করে; বা
- (খ) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে বা এক বা একাধিক মধ্যবর্তী মাধ্যমে উভয় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা বা নিয়ন্ত্রণ বা মূলধনে অংশগ্রহণ করে; বা
- (গ) এক প্রতিষ্ঠান প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অন্য প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ শতাংশ (২৫%) ভোটের ক্ষমতাসম্পন্ন শেয়ার ধারণ করে; বা
- (ঘ) একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে উভয় প্রতিষ্ঠানের পঁচিশ শতাংশ (২৫%) ভোটের ক্ষমতাসম্পন্ন শেয়ার নিয়ন্ত্রণ করে; বা
- (ঙ) এক প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে অন্য প্রতিষ্ঠানের ক্রমবর্ধমান দেনার পরিমাণ অন্য প্রতিষ্ঠানের মোট সম্পদের বহি-মূল্যের পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%) এর অধিক হয়; বা

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “দান-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৪ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, বন্ধনী ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “দান-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৪ নং আইন) বা দান-কর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, বন্ধনী ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৪৫ দ্বারা অধ্যায় ১১ক সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ঢ) এক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষে প্রদত্ত গ্যারান্টির ক্রমবর্ধমান পরিমাণ অন্য প্রতিষ্ঠানের মোট দেনার বহি-মূল্যের দশ শতাংশ (১০%) এর অধিক হয়; বা
- (ছ) এক প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদ বা গভর্নিং বোর্ডের মোট সদস্যের অর্ধেকের অধিক সদস্য অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন; বা
- (জ) এক প্রতিষ্ঠানের কোনো নির্বাহী পরিচালক বা গভর্নিং বোর্ডের নির্বাহী সদস্য অন্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত বা উভয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে একই ব্যক্তি হন; বা
- (ঝ) উভয় প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষদ বা গভর্নিং বোর্ডের মোট সদস্যের অর্ধেকের অধিক সদস্য একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন; বা
- (ঞ) উভয় প্রতিষ্ঠানের নির্বাহী পরিচালক বা নির্বাহী সদস্য একই ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক নিয়োগপ্রাপ্ত হন; বা
- (ট) এক প্রতিষ্ঠানের অন্য প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্তকে নিয়ন্ত্রণ করিবার বাস্তব ক্ষমতা থাকে; বা
- (ঠ) উভয় প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পর্কের ভিত্তিতে সম্বন্ধযুক্ত থাকে।
- (৩) “প্রতিষ্ঠান (enterprise)” অর্থ কোনো ব্যক্তি বা যে কোনো প্রকারের উদ্যোগ (venture) (উক্ত ব্যক্তি বা উদ্যোগের কোনো স্থায়ী প্রতিষ্ঠানসহ);
- (৪) “স্বাধীন প্রতিষ্ঠান” অর্থ সহযোগী প্রতিষ্ঠান নয় এমন প্রতিষ্ঠান;
- (৫) “আন্তর্জাতিক লেনদেন” অর্থ কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মধ্যে, যাহার কোনো একটি বা উভয়ই অনিবাসী, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান সম্পত্তি ক্রয়, বিক্রয়, লিজ অথবা সেবা বিনিময়, বা অর্থ ধার দেওয়া বা নেওয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো লেনদেন, অথবা উক্ত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের মুনাফা, আয়, ক্ষতি, পরিসম্পদ, আর্থিক অবস্থান বা অর্থনৈতিক মূল্যের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোনো লেনদেন, এবং ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে-
- (ক) দুই বা ততোধিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এক বা একাধিক প্রতিষ্ঠানকে প্রদানকৃত বা প্রদেয় সুবিধা, সেবা বা সুযোগের সূত্রে সৃষ্ট বা সম্ভাব্য ব্যয় বা খরচের বরাদ্দ, অংশানুপাতে বণ্টন বা চাঁদা প্রদানের জন্য সম্পাদিত চুক্তি বা সমঝোতা (agreement or arrangement);
- (খ) কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সহযোগী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো ব্যক্তির সহিত, ¹[উক্ত ব্যক্তি নিবাসী বা অনিবাসী হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে,] সম্পাদিত কোনো লেনদেন, যদি উক্ত ব্যক্তি এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সংশ্লিষ্ট লেনদেন সম্পর্কে

¹অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা “উক্ত ব্যক্তি নিবাসী বা অনিবাসী হওয়া বা না হওয়া নির্বিশেষে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

কোনো পূর্বচুক্তি বিদ্যমান থাকে, অথবা উক্ত ব্যক্তি বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট লেনদেনের শর্ত নির্ধারিত হয়।

¹[***]

- (৭) “সম্পত্তি” অর্থ পণ্য, স্বতন্ত্র বস্তু, সামগ্রী বা আইটেম, পেটেন্ট, আবিষ্কার, ফর্মুলা, প্রক্রিয়া, নকশা, প্যাটার্ন, ব্যবহারিক জ্ঞান (know-how), কপিরাইট, ট্রেডমার্ক, ট্রেড নাম, ব্রান্ড নাম, সাহিত্য, সংগীত বা শৈল্পিক বর্ণনা, বিশেষ অধিকার, লাইসেন্স বা চুক্তি, পদ্ধতি, প্রোগ্রাম, সফটওয়্যার, ডাটাবেজ, সিস্টেম, পদ্ধতি, প্রচারাভিযান, জরিপ, সমীক্ষা, পূর্বাভাষ, প্রাক্কলন, ক্রেতা তালিকা, কারিগরি উপাত্ত, যে কোনো ধরনের বিজ্ঞাপন বা বিপণন, উল্লেখযোগ্য মূল্য রহিয়াছে এমন আইটেম বা অন্য কোনো অস্পর্শনীয় সম্পত্তি;
- (৮) “রেকর্ড” অর্থে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে ধারণকৃত তথ্য, দলিল ও রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (৯) “হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা (Transfer Pricing Officer)” অর্থ হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা হিসাবে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ;
- (১০) “লেনদেন” অর্থে দুই বা ততোধিক পক্ষের মধ্যকার কোনো ব্যবস্থা, সমঝোতা বা কার্য, উহা আনুষ্ঠানিক বা লিখিত হউক বা না হউক, বা যাহা কোনো আইনি কার্যধারার মাধ্যমে বলবৎযোগ্য করিবার ইচ্ছা পোষণ করা হউক বা না হউক;
- (১১) “অনিয়ন্ত্রিত লেনদেন” অর্থ সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কোনো লেনদেন।

১০৭খ। আরমস্ লেঙ্ প্রাইস বিবেচনায় রাখিয়া আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে আয় নির্ধারণ।- এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ১১ তে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আন্তর্জাতিক লেনদেন হইতে উদ্ধৃত কোনো আয় বা ব্যয়ের পরিমাণ আরমস্ লেঙ্ প্রাইস বিবেচনায় রাখিয়া নির্ধারণ করিতে হইবে।

১০৭গ। আরমস্ লেনথ প্রাইস পরিগণনা।- (১) লেনদেনের প্রকৃতি, নির্ভরযোগ্য তথ্যের প্রাপ্যতা, সম্পাদিত কার্যাদি, নিযুক্ত সম্পদ, পরিগৃহীত ঝুঁকি বা নির্ধারিত অন্যান্য বিষয়ের (factors) ভিত্তিতে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিসমূহের (methods) মধ্যে সর্বোত্তম পদ্ধতি অনুসারে আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত আরমস্ লেনথ প্রাইস নির্ধারণ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) তুলনীয় অনিয়ন্ত্রিত মূল্য পদ্ধতি;
- (খ) পুনর্বিক্রয় মূল্য পদ্ধতি;
- (গ) ব্যয়যুক্ত পদ্ধতি;
- (ঘ) মুনাফা বিভাজন পদ্ধতি;

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা দফা (৬) বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(ঙ) লেনদেনকালীন নিট মার্জিন পদ্ধতি;

(ট) অন্য যে কোনো পদ্ধতি, যেক্ষেত্রে ধারণা করা হয় যে,-

(অ) আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত আরমস্ লেনথ প্রাইস নির্ধারণ করিবার ক্ষেত্রে দফা (ক) হইতে (ঙ) এ উল্লিখিত কোনো পদ্ধতি যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োগ করা সম্ভবপর নহে; এবং

(আ) উক্ত পদ্ধতি আরমস্ লেনথ প্রাইসের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ ফলাফল প্রদান করে।

¹[(১ক) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর দফা (ঘ) বা দফা (চ) এ উল্লিখিত পদ্ধতি ব্যতীত অন্য কোনো পদ্ধতি প্রয়োগকৃত সর্বোত্তম পদ্ধতি হয় এবং আরমস্ লেনথ প্রাইস এর ডাটাসেট ছয় বা ততোধিক এন্ড্রির সমন্বয়ে গঠিত হয়, সেইক্ষেত্রে আরমস্ লেনথ এর সীমা ডাটাসেটের শতকরা ত্রিশ ভাগ হইতে শুরু করিয়া শতকরা সত্তর ভাগের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে মর্মে নির্ধারিত হইবে এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে আরমস্ লেনথ প্রাইস হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) যদি যে মূল্যে প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেন হইয়াছে, উহা উপরি-উল্লিখিত সীমার মধ্যে থাকে, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে লেনদেনকৃত মূল্য আরমস্ লেনথ প্রাইস হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) যদি যে মূল্যে প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক লেনদেন হইয়াছে, উহা উপরি-উল্লিখিত সীমার মধ্যে না থাকে, তাহা হইলে প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিকভাবে লেনদেনকৃত মূল্য ডাটাসেটের মধ্যমা হিসাবে গণ্য হইবে।

যদি কোনোক্ষেত্রে ডাটাসেট ছয়টি এন্ড্রির কম হয়, তাহা হইলে আরমস্ লেনথ প্রাইস হইবে ডাটাসেটের সকল ভ্যালুর গাণিতিক মান এর সমান।]]

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সর্বোত্তম পদ্ধতি আরমস্ লেনথ প্রাইস নিরূপণের জন্য যেরূপ নির্ধারিত হয় সেইরূপ পদ্ধতিতে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীন আরমস্ লেনথ প্রাইস নির্ধারণের মাধ্যমে নিরূপিত মোট আয় প্রকৃতপক্ষে যে মূল্যে আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পন্ন হইয়াছিল সেই মূল্যে ধার্য বা পরিশোধ করা হইলে যে মোট আয় পাওয়া যাইতো উহা অপেক্ষা কম হইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ৯ এর অধীন কর নির্ধারণকালে উপ-কর কমিশনার এইরূপ অভিমত পোষণ করেন যে,-

(ক) করদাতা কর্তৃক আন্তর্জাতিক লেনদেনে ধার্যকৃত বা পরিশোধকৃত মূল্য উপ-ধারা (১) ও (২) অনুসারে নির্ধারণ করা হয় নাই; বা

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৩ দ্বারা উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত।

- (খ) করদাতা ধারা ১০৭ঙ অনুসারে তথ্য, দলিলাদি বা রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা
- (গ) করদাতা কর্তৃক যে তথ্য বা উপাত্তের ভিত্তিতে আরমস্ লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করা হইয়াছে উহা নির্ভরযোগ্য বা সঠিক নয়;

সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার তাহার নিকট প্রাপ্য তথ্য বা দলিলপত্র বা প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে উপ-ধারা (১) ও (২) এর বিধানাবলি অনুসারে উক্ত আন্তর্জাতিক লেনদেনের আরমস্ লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন আরমস্ লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণের ক্ষেত্রে, উপ-কর কমিশনার, নোটিশ দ্বারা, তাহার নিকটে থাকা তথ্য, দলিলাদি ও প্রমাণপত্রের ভিত্তিতে কেন আরমস্ লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করা হইবে না তৎমর্মে করদাতাকে নোটিশে উল্লিখিত তারিখের মধ্যে কারণ দর্শাইবার সুযোগ প্রদান করিবেন।

(৫) যেক্ষেত্রে এই ধারার উপ-ধারা (৩) ও ধারা ১০৭ঘ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন আরমস্ লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার, লিখিত আদেশ দ্বারা, উক্তরূপে নির্ধারিত আরমস্ লেঙ্ প্রাইসের উপর ভিত্তি করিয়া করদাতার মোট আয় নির্ধারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০৭ঘ। হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ।- (১) এই অধ্যাদেশের ধারা ১০৭গ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,-

- (ক) উপ-কর কমিশনার, বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, ধারা ১০৭গ এর অধীন আরমস্ লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণের বিষয়টি হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করিতে পরিবেন;
- (খ) হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা, বোর্ডের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, কোনো আন্তর্জাতিক লেনদেনে সম্পর্কিত আরমস্ লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণের পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রেরণ ও কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা করদাতাকে তর্কিত আন্তর্জাতিক লেনদেনের আরমস্ লেঙ্ প্রাইস হিসাব করিবার জন্য তিনি যে সকল সাক্ষ্য প্রমাণের উপর নির্ভর করেন উহা নোটিশে উল্লিখিত তারিখে উপস্থাপন করিবার বা উপস্থাপন করাইবার জন্য নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৩) হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা তাহার নিকট উপস্থাপিত সাক্ষ্য-প্রমাণ বা তিনি কোনো বিশেষ পয়েন্টে করদাতার নিকট বা অন্য কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে কোনো প্রমাণপত্র যাচনা করিলে তৎসহ তাহার নিকট প্রাপ্য সাক্ষ্য প্রমাণ বিবেচনা করিয়া অথবা তাহার সংগৃহীত সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র বিবেচনাক্রমে লিখিত আদেশ দ্বারা ধারা ১০৭গ অনুসারে আন্তর্জাতিক লেনদেন সংক্রান্ত আরমস্ লেঙ্ প্রাইস নির্ধারণ করিবেন এবং উপ-কর কমিশনারের নিকট উহার একটি কপি প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (৩) এর অধীন আদেশের কপি প্রাপ্তির পর হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আরমস্ লেঙ্ প্রাইস অনুসারে করদাতার মোট আয় হিসাব করিবার পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন¹[এবং কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত কর হার ভোগকারী কোনো ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আরমস্ লেঙ্ প্রাইস এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সমন্বয়কৃত আয় উক্ত ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য হইবে যাহার উপর স্বাভাবিক হারে কর প্রদেয় হইবে।]

(৫) হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা স্বউদ্যোগে অথবা করদাতা বা কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক রেকর্ডের কোনো ভুল তাহার গোচরীভূত করিবার প্রেক্ষিতে, উপ-ধারা (৩) এর অধীন তৎকর্তৃক প্রদত্ত আদেশ সংশোধন করিতে পারিবেন এবং তদানুসারে এইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের ধারা ১৭৩ এর বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য হইবে।

(৬) উপ-ধারা (৫) এর অধীন কোনো সংশোধন করা হইলে, হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা তাহার আদেশের একটি কপি উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিবেন যিনি উক্ত আদেশ অনুসারে অতঃপর কর নির্ধারণী আদেশ সংশোধন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

১০৭৬। **তথ্য, দলিলাদি ও রেকর্ডপত্র রাখা ও সংরক্ষণ করা।-** (১) আন্তর্জাতিক লেনদেনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্ধারিত তথ্য, দলিল ও রেকর্ড রাখিতে এবং সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, বোর্ড তথ্য, দলিল ও রেকর্ড রাখিবার ও সংরক্ষণ করিবার মেয়াদ নির্ধারণ করিতে পারিবে।

(৩) উপ-কর কমিশনার লিখিত নোটিশ দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত তথ্য, দলিল ও রেকর্ডপত্র সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

²[১০৭৬৬। **আন্তর্জাতিক লেনদেনের বিবরণী দাখিল করিতে হইবে।-** আন্তর্জাতিক লেনদেনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাহার আয়ের রিটার্নসহ, নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে আন্তর্জাতিক লেনদেনের বিবরণী দাখিল করিতে হইবে।]

³[১০৭৮। **এ্যাকাউন্টেন্ট এর নিকট হইতে প্রাপ্ত রিপোর্ট সরবরাহ করিতে হইবে।-** উপ-কর কমিশনার লিখিত নোটিশ দ্বারা, আন্তর্জাতিক লেনদেন করেন অথবা হিসাব বহিতে সংরক্ষিত রেকর্ড অনুসারে, কোনো আয়বর্ষে তিন কোটি টাকার অধিক মূল্যমানের লেন-দেন করেন এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে, নোটিশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, একজন চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টেন্ট এর নিকট হইতে ধারা ১০৭৬ এর অধীন সরবরাহকৃত সকল তথ্য, দলিল ও রেকর্ডপত্র বা উহার কোনো অংশ সম্পর্কিত একটি রিপোর্ট নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।]

১০৭৯। **তথ্য, দলিল বা রেকর্ড রাখিবার ও সংরক্ষণের বা উপ-কর কমিশনারকে উহা সরবরাহের ব্যর্থতার জরিমানা।-** যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ১০৭৬ অনুসারে কোনো তথ্য বা দলিল বা রেকর্ড রাখিতে ও

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৪ দ্বারা “এবং কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত কর হার ভোগকারী কোনো ব্যক্তির আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, হস্তান্তর মূল্য নির্ধারণকারী কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত আরমস্ লেঙ্ প্রাইস এর সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া সমন্বয়কৃত আয় উক্ত ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য হইবে যাহার উপর স্বাভাবিক হারে কর প্রদেয় হইবে” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা ধারা ১০৭৬৬ সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা ধারা ১০৭৮ প্রতিস্থাপিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

সংরক্ষণ করিতে বা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার, এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ১৫ এর বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্ত ব্যক্তির উপর তৎকর্তৃক সম্পাদিত আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক এক শতাংশ (১%) পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

১০৭জ। ধারা ১০৭গ এর অধীন নোটিশ বা তলব প্রতিপালনে ব্যর্থতার জরিমানা।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ১০৭গ এর অধীন জারিকৃত নোটিশ বা নির্দেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর তৎকর্তৃক সম্পাদিত আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক এক শতাংশ (১%) পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

¹[১০৭জজ। ধারা ১০৭গ্গ এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থতার জরিমানা।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ১০৭জজ এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর তৎকর্তৃক সম্পাদিত আন্তর্জাতিক লেনদেনের মূল্যমানের অনধিক দুই শতাংশ (২%) পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।]

১০৭ঝ। ধারা ১০৭চ এর অধীন রিপোর্ট সরবরাহে ব্যর্থতার জরিমানা।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ১০৭চ অনুসারে ²[***] কোনো রিপোর্ট সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক তিন লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

১০৭ঞ। এই অধ্যায়ের প্রযোজ্যতা।- বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখ হইতে এই অধ্যায়ের বিধানাবলি কার্যকর হইবে।]

অধ্যায় ১২

কতিপয় তথ্য সরবরাহের আবশ্যিকতা

১০৮। বেতন প্রদান সংক্রান্ত তথ্য।- সরকার কর্তৃক পরিশোধের ক্ষেত্র ব্যতীত, “বেতনাদি” খাতের অধীন শ্রেণিযোগ্য যে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি কর্তৃক, এবং সরকার কর্তৃক পরিশোধের ক্ষেত্রে, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত কর্মকর্তা কর্তৃক, প্রত্যেক বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখের পূর্বে নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সহযোগে নির্ধারিত ফরমে ও পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক একটি বিবরণী উপ-কর কমিশনারকে সরবরাহ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা যাহাদেরকে অনুরূপ অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে বা পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে যাহারা অনুরূপ অর্থ প্রাপ্য ছিলেন, যদি উক্তরূপ অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়;
- (খ) পরিশোধিত বা প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ;
- (গ) অনুরূপ পরিশোধ হইতে কর হিসাবে কর্তনকৃত অর্থের পরিমাণ; এবং
- (ঘ) নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ:

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫১ দ্বারা ধারা ১০৭জজ সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা “কোনো চার্টার্ড এ্যাকাউন্টের নিকট হইতে” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

তবে শর্ত থাকে যে, উপ-কর কমিশনার উক্ত বিবরণী প্রদানের তারিখ বর্ধিত করিতে পারিবেন।

¹[১০৮ক। কর্মচারীগণ কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের তথ্য।- (১) প্রত্যেক কর্মচারী প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্বে নিয়োগকারীর নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহ করিবেন, যথা:-

- (ক) করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর;
- (খ) আয়ের রিটার্ন দাখিলের তারিখ; এবং
- (গ) আয়ের রিটার্ন দাখিলের প্রেক্ষিতে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিরিয়াল নম্বর।

(২) প্রাপকের “বেতনাদি” খাতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য যেকোনো আয় পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি প্রতি বৎসর এপ্রিল মাসের ১৩ তারিখের পূর্বে নির্ধারিত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রাপক সম্পর্কিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সম্বলিত একটি বিবরণী সরবরাহ করিবেন, যথা:-

- (ক) নাম, পদবি ও করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর;
- (খ) আয়ের রিটার্ন দাখিলের তারিখ; এবং
- (গ) আয়ের রিটার্ন দাখিলের প্রেক্ষিতে আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সিরিয়াল নম্বর।

(৩) এই ধারার কোনো কিছুই সরকার কর্তৃক সম্পাদিত কোনো পরিশোধের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।]

১০৯। সুদ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য।- “সিকিউরিটির উপর সুদ” খাতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য নহে এইরূপ আয়ের উপর সুদ হিসাবে কোনো অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী ব্যক্তি, যদি উক্তরূপ পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ ²[পনের হাজার টাকার] অধিক হয়, তাহা হইলে নিম্নবর্ণিত তথ্য সম্বলিত একটি বিবরণী নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুত এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক প্রত্যেক বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখের পূর্বে নির্ধারিত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করিবেন, যথা:-

- (ক) এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা যাহাদেরকে অনুরূপ অর্থ পরিশোধ করা হইয়াছে বা পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরে যাহারা অনুরূপ অর্থ প্রাপ্য ছিলেন;
- (খ) পরিশোধিত বা প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ; এবং
- (গ) নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ।

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা ধারা ১০৮ক সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৬ (১৯৮৬ সনের ৪৫ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ১০ দ্বারা “পাঁচ হাজার টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “পনের হাজার টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

১১০। লভ্যাংশ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য।- প্রত্যেক কোম্পানীর প্রধান কর্মকর্তা (Principal Officer) নিম্নবর্ণিত তথ্য সম্বলিত একটি বিবরণী নির্ধারিত ফরমে প্রস্তুত এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক প্রত্যেক বৎসর সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখের পূর্বে নির্ধারিত কর্মকর্তার নিকট সরবরাহ করিবেন, যথা:-

- (ক) শেয়ার হোল্ডারগণের রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত এইরূপ প্রত্যেক শেয়ার হোল্ডারের নাম ও ঠিকানা যাহাকে কোনো লভ্যাংশ বা পূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের লভ্যাংশের সমষ্টি পরিশোধ করা হইয়াছে বা বণ্টন করা হইয়াছে, যদি উক্তরূপ পরিশোধকৃত অর্থ নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক হয়;
- (খ) এইরূপ পরিশোধকৃত বা বণ্টনকৃত লভ্যাংশ বা লভ্যাংশের সমষ্টির পরিমাণ; এবং
- (গ) নির্ধারিত অন্যান্য বিবরণ।

অধ্যায় ১৩

[ফার্মের নিবন্ধন- বিলুপ্ত]

[১১১। ফার্মের নিবন্ধন।- অর্থ আইন ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

অধ্যায় ১৪

আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা

১১২। এই অধ্যায়ের অধীন ক্ষমতাসমূহ অন্যান্য ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।- এই অধ্যায়ের অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতা, উহার বিধানে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানের অধীন প্রয়োগযোগ্য ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

১১৩। তথ্য তলবের ক্ষমতা।- উপ-কর কমিশনার, যুগ্ম কমিশনার, পরিদর্শন, ¹[কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল] অথবা কমিশনার বা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তা, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, লিখিত নোটিশ দ্বারা, তাহার নিকট নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি সরবরাহের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) কোনো ফার্মকে উহার অংশীদারগণের নাম ও ঠিকানা এবং উহাদের স্ব স্ব শেয়ার সম্পর্কিত একটি বিবরণ;
- (খ) কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবারকে উহার ম্যানেজারের নাম ও ঠিকানা এবং পরিবারের সদস্যগণ সম্পর্কিত একটি বিবরণ;

¹ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা “কমিশনার” শব্দটির পরিবর্তে “কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

- (গ) কোনো ব্যক্তিকে যাহাকে একজন ট্রাস্টি, অভিভাবক বা এজেন্ট হিসাবে তাহার বিশ্বাস করিবার কারণ রহিয়াছে, তাহাকে তিনি যে ব্যক্তিবর্গের ট্রাস্টি, অভিভাবক বা এজেন্ট তাহাদের নাম ও ঠিকানা সম্বলিত একটি বিবরণ;
- (ঘ) কোনো করদাতাকে কোনো আয়বর্ষে তিনি যে সকল ব্যক্তিবর্গকে কোনো ভাড়া, সুদ, কমিশন, রয়্যালটি বা দালালি, বা বার্ষিকবৃত্তি (annuity), যাহা “বেতনাদি” খাতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য কোনো বৃত্তি নয়, হিসাবে তিন হাজার টাকার অধিক অর্থ পরিশোধ করিয়াছেন, তাহাদের সকলের নাম ও ঠিকানাসহ পরিশোধকৃত অর্থের বর্ণনা সম্বলিত একটি বিবরণ;
- (ঙ) কোনো ডিলার, ব্রোকার বা এজেন্ট, অথবা স্টক এক্সচেঞ্জের ব্যবস্থাপনার সহিত জড়িত কোনো ব্যক্তিকে তিনি বা এক্সচেঞ্জ যে সকল ব্যক্তিকে মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তরের সহিত সম্পর্কিত কোনো অর্থ পরিশোধ করিয়াছে, অথবা যাহাদের পক্ষে অথবা যাহাদের নিকট হইতে তিনি বা এক্সচেঞ্জ অনুরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছে, সেই সকল ব্যক্তিগণের নাম ও ঠিকানা; বা
- (চ) কোনো ব্যক্তিকে, ব্যাংকিং কোম্পানীও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, নোটিশে উল্লিখিত পয়েন্ট বা বিষয় সংক্রান্ত তথ্য, অথবা নোটিশে উল্লিখিত বিষয়াদি বর্ণনাক্রমে বিবৃতি বা হিসাব:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনারের ¹[***] পূর্বানুমোদন ব্যতীত, উপ-কর কমিশনার বা পরিদর্শক কর্তৃক কোনো ব্যাংকিং কোম্পানীকে এইরূপ নোটিশ প্রদান করা যাইবে না।

²[১১৩ক। স্বয়ংক্রিয়ভাবে তথ্যাদি দাখিল।— (১) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো কর্তৃপক্ষ, ব্যক্তি বা সত্তাকে তাহার সম্পদ, দায়-দেনা, আয়, ব্যয় ও কোনো শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের সহিত লেনদেন সংক্রান্ত তথ্যসহ যে কোনো তথ্য ডিজিটাল পদ্ধতিতে বোর্ডের বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত যে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের অনুকূলে দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত তথ্যাদি নোটিশে বর্ণিত ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ডিজিটাল পদ্ধতিতে দাখিল অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইবে, যথা:-

- (ক) বোর্ডের সিস্টেমে ডাটা আপলোড;
- (খ) বোর্ডের ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক সিস্টেমের সহিত ডাটা শেয়ারিং; এবং
- (গ) ঙ্কিত সিস্টেমে ডিজিটাল বা ইলেক্ট্রনিক প্রবেশের সক্ষমতা প্রদান।]

১১৪। কোম্পানীর রেজিস্টার পরিদর্শনের ক্ষমতা।- উপ-কর কমিশনার, যুগ্ম-কর কমিশনার বা উহাদের যে কোনো একজন কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি কোনো কোম্পানীর সদস্য, ডিবেঞ্চার-হোল্ডার বা বন্ধক

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৫ দ্বারা “মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল, এবং অন্য কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক, বোর্ডের অনুমোদন ব্যতীত” শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩০ দ্বারা ধারা ১১৩ক সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

গ্রহীতাগণ সম্পর্কিত যে কোনো রেজিস্টার পরিদর্শন, অথবা প্রয়োজনে, উক্তরূপ রেজিস্টারের অনুলিপি গ্রহণ বা গ্রহণের ব্যবস্থা করিতে বা কোনো ভুক্তির অনুলিপি গ্রহণ করিতে পারিবেন।

১১৫। **জরিপের (survey) ক্ষমতা**- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো ব্যক্তির কর সংক্রান্ত দায় জরিপ করিবার জন্য কোনো কর কর্তৃপক্ষ, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে জারিকৃত আদেশ বা নির্দেশনা সাপেক্ষে, উহার অধিক্ষেত্রের আওতাভুক্ত যে কোনো স্থানে বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং-

- (ক) যে কোনো হিসাবপত্র বা দলিলাদি পরিদর্শন এবং কোনো দ্রব্য বা বস্তু (article or thing) পরীক্ষা বা যাচাই করিতে পারিবেন;
- (খ) তৎকর্তৃক যাচাই বা পরীক্ষিত নগদ অর্থ, স্টক বা অন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তুর তালিকা তৈরি করিতে পারিবেন;
- (গ) তৎকর্তৃক পরিদর্শনকৃত দলিলাদি বা হিসাব বহিতে পরিচয় চিহ্ন বা স্টাম্প যুক্ত করিয়া উহার সার-সংক্ষেপ বা অনুলিপি তৈরি করিতে বা করিবার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন;
- (ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যধারায় আবশ্যিক বা প্রাসঙ্গিক হইতে পারে এইরূপ কোনো ব্যক্তির বক্তব্য রেকর্ড করিতে পারিবেন; এবং
- (ঙ) প্রয়োজনীয় অন্যান্য অনুসন্ধান (enquiries) করিতে পারিবেন।

(২) ধারা ১১৭ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোনো কর্তৃপক্ষ যে স্থানে বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবেন, সেই স্থান হইতে কোনো হিসাববহি, দলিলপত্র বা কোনো নগদ অর্থ, স্টক বা অন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু অপসারণ করিতে বা করাইতে পারিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ যে স্থানে বা প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিবেন উহার মালিক, কর্মচারী বা অন্য কোনো ব্যক্তি, যিনি উক্ত স্থানে উপস্থিত থাকেন অথবা ব্যবসা বা পেশা পরিচালনায় সহযোগিতা করেন বা উক্ত স্থানে বা প্রাঙ্গণে বসবাস করেন, উক্তরূপ ক্ষমতা প্রয়োগকালে নিম্নবর্ণিতভাবে সহায়তা প্রদান করিবেন, যথা:-

- (ক) উক্ত স্থানে বা প্রাঙ্গণে প্রাপ্ত হিসাব বহি বা অন্যান্য দলিলপত্র পরিদর্শন করিবার বা নগদ অর্থ, স্টক বা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু পরীক্ষা বা যাচাই করিবার প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদান করিবেন; এবং
- (খ) কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যক্রমে আবশ্যিক বা প্রাসঙ্গিক কোনো তথ্য সরবরাহ করিতে বলিলে, উক্ত তথ্য সরবরাহ করিবেন।

১১৬। **দলিলপত্র অনুসন্ধান ও উপস্থাপনের অতিরিক্ত ক্ষমতা**- (১) ¹[***] ¹[মহা-পরিচালক, পরিদর্শন,] ²[কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেলা] এবং যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কমিশনার, দ্য” শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত।

তাহাদের অন্যান্য ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কোনো ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশের অধীন কর নির্ধারণযোগ্য মনে করিলে বা বিশ্বাস করিলে তৎসম্পর্কে তাহাদের বিবেচনামতে প্রয়োজনীয় অনুসন্ধান করিতে পারিবেন, অথবা ³[উক্ত অনুসন্ধানের সহিত সম্পৃক্ত কোনো ব্যক্তি বা অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে তৎকর্তৃক নির্দেশিত স্থানে ও সময়ে উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবার, এবং ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেমসহ অনুরূপ ব্যক্তি বা অন্য ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় যে সকল দলিল বা হিসাবপত্র রহিয়াছে উহা উপস্থাপনের বা উপস্থাপন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।]

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ⁴[***] ⁵[পরিদর্শন মহা-পরিচালক,] ⁶[কমিশনার, মহাপরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল] এবং যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এর এই অধ্যাদেশের অধীন উপ-কর কমিশনারের ধারা ১১৭ (২) এর অধীন ক্ষমতাসহ অনুসন্ধান বা কোনো হিসাবপত্র বা দলিলাদি উপস্থাপন করিবার নির্দেশ প্রদানের জন্য যে ক্ষমতা রহিয়াছে সেই একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) ⁷[কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল,] যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন, উপ-কর কমিশনার বা কোনো পরিদর্শক, এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে, কর নির্ধারণযোগ্য কোনো ব্যক্তির ব্যবসা বা পেশা পরিচালনার স্থানে বা আঞ্জিনায় তৎবিবেচনায় প্রয়োজনীয় যে কোনো অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তির হিসাবপত্র বা তাহার দখলাধীন দলিলাদি তলব করিতে বা পরিদর্শন করিতে পারিবেন, এবং উক্তরূপে পরিদর্শনকৃত হিসাবপত্র বা দলিলাদি সিলগালাসহ কোনো মামলার উদ্দেশ্যে পরীক্ষার জন্য যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ উক্ত হিসাবপত্র বা দলিলাদি আটক রাখিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার ⁸[***]-এর পূর্বানুমোদন ব্যতীত, উপ-কর কমিশনার বা কোনো পরিদর্শক কোনো তপশিলি ব্যাংকের গ্রাহকের ব্যাপারে উক্ত ব্যাংকে কোনো অনুসন্ধান করিতে পারিবেন না।

⁹[১১৬ক। সম্পত্তি অপসারণ না করিবার আদেশ প্রদানের ক্ষমতা।- (১) যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন কার্য সম্পাদনকালে, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা কমিশনারের নিকট এই মর্মে সুনির্দিষ্ট তথ্য থাকে যে, কোনো

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “পরিদর্শন পরিচালক” শব্দগুলির পরিবর্তে “পরিদর্শন মহা-পরিচালক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা “কমিশনার” শব্দটির পরিবর্তে “কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা “তাহারা যেরূপ প্রয়োজন মনে করেন, সেইরূপ হিসাব বা দলিলাদি দাখিলের বা দাখিল করা হইবার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ প্রদান করিবেন” শব্দগুলি ও কমা পরিবর্তে “উক্ত অনুসন্ধানের সহিত সম্পৃক্ত অনুরূপ যে কোনো ব্যক্তি বা অন্য যে কোনো ব্যক্তিকে তাহার সম্মুখে তৎকর্তৃক নির্দেশিত স্থানে ও সময়ে উপস্থিত হইয়া প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করিবার, এবং ধারা ১১৭ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেমসহ অনুরূপ ব্যক্তি বা অন্য ব্যক্তির দখলে বা নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় যে সকল দলিল বা হিসাবপত্র রহিয়াছে উহা উপস্থাপনের বা উপস্থাপন করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন” শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী ও কমা প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কমিশনার” শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “পরিদর্শন পরিচালক” শব্দগুলির পরিবর্তে “পরিদর্শন মহা-পরিচালক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা “কমিশনার” শব্দটির পরিবর্তে “কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা “কমিশনার” শব্দটির পরিবর্তে “কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁸ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কমিশনার বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

⁹ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৮ দ্বারা ধারা ১১৬ক সন্নিবেশিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

ব্যক্তি তাহার আয় ও বিনিয়োগ সংক্রান্ত বিবরণ গোপন করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে তিনি, লিখিত আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে যাহার অধিকারে কোনো অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার, আর্থিক দলিল, আর্থিক পরিসম্পদ, মূল্যবান দ্রব্য বা অন্য কোনো সম্পত্তি রহিয়াছে তাহাকে আদেশ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকে উহা অপসারণ, হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে বিলিবন্দেজ না করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর এইরূপ কোনো আদেশের কার্যকরতা থাকিবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত আয়কর কর্তৃপক্ষ, বোর্ডের অনুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, মেয়াদ বৃদ্ধির সময় কোনোক্রমেই সাকুল্যে এক বৎসরের অধিক হইবে না।

(৪) যদি উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ কোনো আদালত কর্তৃক কোনো মেয়াদের জন্য স্থগিত করা হয়, তাহা হইলে উপ-ধারা (২) ও (৩) এ উল্লিখিত মেয়াদ হিসাব করিবার ক্ষেত্রে, উক্ত মেয়াদ বাদ যাইবে।]

১১৭। **তল্লাশি এবং জন্ম করিবার ক্ষমতা।-** (১) যেক্ষেত্রে ¹[***] ²[পরিদর্শন মহা-পরিচালক] বা ³[কমিশনার, কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল,] বা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো কর্মকর্তার, তাহার নিকটে থাকা তথ্যের ভিত্তিতে, এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে,-

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো হিসাব বহি বা অন্যান্য দলিলাদি, ⁴[বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম] দাখিলের জন্য বা দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সমন বা নোটিশ জারি করা হইয়াছে বা হইবে এইরূপ কোনো ব্যক্তি উহা দাখিল করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন, বা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ হিসাব বহি বা অন্যান্য দলিলাদি, ⁵[বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম] দাখিল করিবার করিবার বা দাখিলের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার সম্ভাবনা নাই; অথবা

(খ) কোনো ব্যক্তির দখলাধীন কোনো অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু যাহা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে তাহার আয় বা সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয় এবং এই অধ্যাদেশের অধীন প্রকাশ করা আবশ্যিক হওয়া সত্ত্বেও উহা প্রকাশ করা হয় নাই;

সেইক্ষেত্রে তিনি ⁶[সহকারী কর-কমিশনার] এর নিম্নে নহেন এইরূপ তাহার অধস্তন কোনো কর্মকর্তাকে উপ-ধারা ধারা (২) এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগের কর্তৃত্ব প্রদান করিতে পারিবেন।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কমিশনার বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “পরিদর্শন পরিচালক” শব্দগুলির পরিবর্তে “পরিদর্শন মহা-পরিচালক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা “কমিশনার” শব্দটির পরিবর্তে “কমিশনার, মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৪৬(ক) দ্বারা “উপ-কর কমিশনার” শব্দগুলির পরিবর্তে “সহকারী কর কমিশনার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(২) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা (অতঃপর ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বলিয়া অভিহিত)-

- (ক) কোনো ইমারত, স্থান, জলযান, স্থলযান বা বিমানে প্রবেশ বা তল্লাশি করিতে পারিবেন যেক্ষেত্রে তাহার এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত স্থানে বা উহাতে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত হিসাববহি, দলিলাদি, ¹[ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,] অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু রহিয়াছে বা রাখা হইয়াছে;
- (খ) উক্তরূপ প্রবেশ বা তল্লাশির উদ্দেশ্যে যে কোনো দরজার, বাক্সের, দেবাজের (locker), সিন্দুকের, আলমারির বা অন্য কোনো প্রকার ধারকের তালা ভাঙিয়া খুলিতে পারিবেন, যদি উহার চাবি না পাওয়া যায়;
- (গ) উক্ত ভবন, স্থান, জলযান, স্থলযান বা বিমানে অবস্থানরত, প্রস্থানরত বা প্রবেশরত যে কোনো ব্যক্তিকে তল্লাশি করিতে পারিবেন, যদি তাহার সন্দেহ করিবার কারণ থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি তাহার দেহে অনুরূপ হিসাববহি, দলিলাদি, ²[ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,] অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু লুকাইয়া রাখিয়াছেন;
- (ঘ) উক্তরূপ তল্লাশির ফলে উদ্ধারকৃত অনুরূপ হিসাববহি, দলিলাদি, ³[ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,] অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু আটক করিতে পারিবেন;
- (ঙ) কোনো হিসাব বহি বা অন্যান্য দলিলে শনাক্তকরণ চিহ্ন বা সীলমোহরাঙ্কিত করিতে বা উহার সার-সংক্ষেপ বা অনুলিপি প্রস্তুত করিতে বা করাইতে পারিবেন;
- (চ) অনুরূপ অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্য কোনো মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তুর নোট রাখিতে বা তালিকা করিতে পারিবেন ⁴;
- (ছ) ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেমে রাখা, কোনো উপাত্ত, ছবি বা অন্য কোনো ইনপুটের উদ্ধৃতাংশ গ্রহণ করিতে, বা উহার পাসওয়ার্ড ভাঙিয়া সিস্টেমে প্রবেশ করিতে অথবা উক্ত উপাত্ত, হিসাব বহি, দলিলাদি, ছবি বা ইনপুটের অনুলিপি করিতে পারিবেন।]

⁵[ব্যাখ্যা]- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” অর্থে ইলেকট্রনিক ফরমে বা মাইক্রো ফিল্মে বা কম্পিউটার পরিচালিত মাইক্রো ফিল্মে রক্ষিত, গৃহীত বা প্রেরিত উপাত্ত, রেকর্ড বা জেনারেটেড উপাত্ত, ছবি বা শব্দ অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং কোনো ইলেকট্রনিক ডিভাইসও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।]

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৪৭(ক) দ্বারা দফা (চ) এর প্রান্তস্থিত “।” দাঁড়ির স্থলে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর নূতন দফা (ছ) সংযোজিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৪৬(খ) দ্বারা উপ-ধারা (২) এর পর ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(৩) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত সকল বা যে কোনো উদ্দেশ্যে তাহাকে সহায়তা প্রদানের জন্য কোনো পুলিশ কর্মকর্তা বা অন্য কোনো সরকারি কর্মকর্তা ¹[বা সরকারের বাহিরের কোনো পেশাদার বিশেষজ্ঞের] সাহায্যের জন্য অধিযাচনপত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন; এবং অনুরূপ প্রত্যেক কর্মকর্তা ²[বা পেশাদার বিশেষজ্ঞের] দায়িত্ব হইবে উক্তরূপ অধিযাচন প্রতিপালন করা।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো হিসাববহি, দলিলপত্র, ³[ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,] অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু জব্দ করা বাস্তবসম্মত নয়, সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, লিখিত আদেশ দ্বারা, উহার মালিককে বা উহা সর্বশেষ যাহার দখলে বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে তাহার অনুমতি ব্যতিরেকে, উহা অপসারণ, হস্তান্তর বা অন্য কোনোভাবে বিলিবন্দেজ করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; এবং ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা উক্তরূপ আদেশ প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন⁴:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি মালিক বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত এই উপ-ধারার বিধানাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উপ-মহা পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল বা উপ-কর কমিশনার তাহার নিকট হইতে অপসারণকৃত, হস্তান্তরিত বা বিলিবন্দেজকৃত অর্থ বা স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার, মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তুর মূল্য আদায় করিতে পারিবেন; এবং অনুরূপ ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন।]

(৫) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তল্লাশি বা জব্দ করাকালীন উক্ত হিসাব বহি, দলিলপত্র, ⁵[ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,] অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্য মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু যাহার অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে রহিয়াছে, সেই ব্যক্তিকে শপথ সহকারে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন এবং জিজ্ঞাসাবাদের সময় তিনি কোনো জবানবন্দি প্রদান করিলে, উহা পরবর্তীকালে এই অধ্যাদেশের বা আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১ নং আইন) এর অধীন কোনো কার্যক্রমে সাক্ষ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইতে পারিবে।

(৬) যেক্ষেত্রে তল্লাশিকালীন উক্ত হিসাববহি, দলিলপত্র, ⁶[ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,] অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্য মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু কোনো ব্যক্তির অধিকারে বা নিয়ন্ত্রণে পাওয়া যায়, সেইক্ষেত্রে ইহা অনুমিত হইবে যে,-

(ক) উক্ত হিসাববহি, দলিলপত্র, ⁷[ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,] অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্য মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তুর মালিক উক্ত ব্যক্তি;

(খ) ⁸[উক্ত হিসাববহি, দলিলপত্র, ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম]-এ বিধৃত বিষয়বস্তু সঠিক; এবং

¹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৪৭(খ) দ্বারা “বা সরকারের বাহিরের কোনো পেশাদার বিশেষজ্ঞের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৪৭(খ) দ্বারা “বা পেশাদার বিশেষজ্ঞের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৬ দ্বারা উপ-ধারা (৪) এর প্রাস্তস্থিত “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর শর্তাংশ সংযোজিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁸ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “হিসাববহি ও দলিলাদি” শব্দগুলির পরিবর্তে “হিসাববহি, দলিলাদি, ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

(গ) উক্ত বহি বা দলিলপত্রে যাহার স্বাক্ষর ও হস্তলিপি হিসাবে ধারণা করা হইবে উহা সেই ব্যক্তির স্বাক্ষর ও হস্তলিপি।

(৭) যে ব্যক্তির দখল হইতে উপ-ধারা (২) এর অধীন কোনো হিসাববহি বা দলিলপত্র ¹[বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম] জব্দ করা হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বা তৎকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিয়োগকৃত কোনো ব্যক্তির উপস্থিতিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে ও স্থানে উহার অনুলিপি বা উহা হইতে উদ্ধৃতাংশ গ্রহণ করিতে পারিবেন।

(৮) ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কর্তৃক উপ-ধারা (২) এর অধীন জব্দকৃত হিসাববহি বা অন্যান্য দলিলপত্র ²[বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম] জব্দ করিবার তারিখ হইতে একশত আশি দিনের অধিককাল আটক রাখা যাইবে না, যদি না³[***] কমিশনার এর নিকট হইতে লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক অনুরূপ আটক রাখিবার অনুমোদন গ্রহণ করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে ⁴[***] কমিশনার উক্ত হিসাববহি বা অন্যান্য দলিলপত্র, ⁵[বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম] যে বৎসরের সহিত সম্পর্কিত এই অধ্যাদেশের অধীন সেই বৎসরের সকল কার্যক্রম সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ত্রিশ দিনের অধিককাল সময়ের জন্য উক্তরূপ আটক রাখিবার অনুমোদন প্রদান করিবেন না।

(৯) যদি কোনো ব্যক্তি, যিনি উপ-ধারা (২) এর অধীন জব্দকৃত হিসাববহি বা অন্যান্য দলিলপত্র ⁶[বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম] এর বৈধ অধিকারী, উপ-ধারা (৮) এর অধীন কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত অনুমোদনের আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি বোর্ডের নিকট উক্ত হিসাববহি বা অন্যান্য দলিলপত্র ⁷[বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম] প্রদানের ক্ষেত্রে তাহার আপত্তির কারণ উল্লেখপূর্বক আবেদন করিতে পারিবেন; এবং বোর্ড, আবেদনকারীকে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর, যেসকল উপযুক্ত মনে করিবে, তৎসম্পর্কে সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবে।

(১০) এই অধ্যাদেশে ও বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালার, যদি প্রণীত হয়, বিধানাবলি সাপেক্ষে, উপ-ধারা (২) এর অধীন তল্লাশি ও জব্দকরণের ক্ষেত্রে, যতদূর সম্ভব, তল্লাশি ও জব্দকরণ সম্পর্কিত ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “কার্যক্রম (proceeding)” অর্থ এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো বৎসর সম্পর্কিত কার্যক্রম যাহা এই ধারার অধীন অনুমোদিত তল্লাশির তারিখে স্থগিত থাকিতে পারে, অথবা যাহা উক্ত তারিখে বা উহার পূর্বে সম্পন্ন হইতে পারে; এবং উক্ত তারিখের পর কোনো বৎসরের সূত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন শুরু হইতে পারে এইরূপ সকল কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কমিশনার বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কমিশনার বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা “ বা ইলেকট্রনিক রেকর্ড ও সিস্টেম” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

¹[১১৭ক। কর কর্তন বা আদায় যাচাই করিবার ক্ষমতা।- এই অধ্যাদেশ বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড বা এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষ, ²[ধারা ৭৫কক এর বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া,] নিম্নবর্ণিত বিষয়ের সহিত সম্পর্কিত হিসাববহি ও রেকর্ডপত্র পরীক্ষা, পরিবীক্ষণ বা যাচাই এর উদ্দেশ্যে কর্তন বা আদায়কারী কর্তৃপক্ষের আঙিনায় প্রবেশ করিতে পারিবে, যথা:-

- (ক) এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ৭ এর বিধানাবলি অনুসারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কর কর্তন বা আদায়; এবং
- (খ) বিধি মোতাবেক আদায়কৃত বা কর্তনকৃত কর সরকারের অনুকূলে জমা প্রদান।]

১১৮। **জব্দকৃত পরিসম্পদের হেফাজত (retention)**- (১) যেক্ষেত্রে ধারা ১১৭ এর অধীন কোনো অর্থ, স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট, অলংকার বা অন্যান্য মূল্যবান দ্রব্য বা বস্তু (অতঃপর পরিসম্পদ বলিয়া উল্লিখিত) জব্দ করা হয়, সেইক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্রসহ তৎসম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন উপ-কর কমিশনার বরাবর অগ্রায়ন করিবেন যদি না তিনি স্বয়ং উপ-কর কমিশনার হন।

(২) যেক্ষেত্রে ধারা ১১৭ এর অধীন উপ-কর কমিশনার কোনো পরিসম্পদ জব্দ করেন বা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো প্রতিবেদন প্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে তিনি, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিবার পর এবং ³[***] ⁴[পরিদর্শন মহা-পরিচালক] বা কমিশনার যেরূপ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রদান করেন সেইরূপ অনুসন্ধান করিবার পর, উক্ত পরিসম্পদ জব্দ করিবার নব্বই দিনের মধ্যে কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক-

- (ক) তাহার নিকট থাকা সকল তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে সর্বোচ্চ বিচারিক জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি অনুসরণের মাধ্যমে (অপ্রকাশিত সম্পত্তি হইতে প্রাপ্ত আয়সহ) অপ্রকাশিত আয়ের প্রাক্কলন প্রস্তুত করিবেন;
- (খ) উক্তরূপ প্রাক্কলিত আয়ের ভিত্তিতে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য করের পরিমাণ হিসাব করিবেন; এবং
- (গ) এই অধ্যাদেশ, আয়-কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১ নং আইন), দান-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৪ নং আইন) এবং সম্পদ-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৫ নং আইন) এর মধ্যে যাহার অধীন অনুরূপ ব্যক্তি খেলাপি বা খেলাপি করদাতা মর্মে গণ্য হন, সেই আইনের বিধান অনুসারে উক্ত ব্যক্তির অনুরূপ দায় মোচনের জন্য আবশ্যিক অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে উপ-কর কমিশনার প্রাপ্য সকল তথ্য প্রমাণ বিবেচনা করিয়া যদি এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অনুরূপ আয় বা উহার অংশবিশেষ কোন্ আয়বর্ষের বা বর্ষসমূহের সহিত সম্পর্কিত তাহা নিরূপণ করা সম্ভব নয়, তাহা

¹ অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩২ দ্বারা ধারা ১১৭ক সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৫৩ দ্বারা “ধারা ৭৫কক এর বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সিনিয়র কমিশনার বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “পরিদর্শন পরিচালক” শব্দগুলির পরিবর্তে “পরিদর্শন মহা-পরিচালক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

হইলে যে আয়বর্ষে উক্ত পরিসম্পদ জন্ম করা হইয়াছে, সেই আয়বর্ষের বলবৎযোগ্য হারে উক্ত আয় বা, ক্ষেত্রমত, উহার অংশ বিশেষের উপর আয়কর পরিগণনা করিবেন, যেন অনুরূপ আয় বা, ক্ষেত্রমত, উহার অংশবিশেষ উক্ত আয়বর্ষে উক্ত ব্যক্তির করযোগ্য মোট আয়।

ব্যাখ্যা।- উপ-ধারা (২) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নব্বই দিনের মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, আদালতের আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার মাধ্যমে কোনো কার্যক্রম কোনো নির্দিষ্ট মেয়াদে স্থগিত করা হইলে, উক্ত স্থগিতকালীন সময় নব্বই দিন হইতে বাদ যাইবে।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন কার্যক্রম সমাপ্ত হইবার পর, উপ-কর কমিশনার, কমিশনারের অনুমোদন গ্রহণপূর্বক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে উপ-ধারা (২) এর দফা (খ) ও (গ) এ বর্ণিত সকল অর্থ পরিশোধের আদেশ প্রদান করিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ অর্থ বা উহার অংশবিশেষ পরিশোধ করিলে বা পরিশোধের সন্তোষজনক পদক্ষেপ গ্রহণ করিলে, তিনি ধারা ১১৭ এর অধীন জন্মকৃত পরিসম্পদ অথবা, বিদ্যমান পরিস্থিতির নিরিখে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, উহার সেইরূপ অংশ, অবমুক্ত করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশ অনুসারে প্রয়োজনীয় সমুদয় অর্থ বা উহার অংশবিশেষ পরিশোধ করিতে বা পরিশোধের জন্য সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত অপরিশোধিত অর্থ বা উহার উহার অংশবিশেষের ক্ষেত্রে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইবেন, এবং উপ-কর কমিশনার ধারা ১১৭ এর অধীন জন্মকৃত পরিসম্পদ বা উহার এইরূপ কোনো অংশ তাহার হেফাজতে আটক রাখিতে পরিবেন যাহা তাহার মতে উক্ত অর্থ বা, ক্ষেত্রমত, উহার অপরিশোধিত অংশ আদায়ের জন্য পর্যাপ্ত হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৫) যদি উপ-কর কমিশনার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ধারা ১১৭ এর অধীন জন্মকৃত পরিসম্পদ বা উহার অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তির জন্য বা পক্ষে দখলে রাখা হইয়াছিল, সেইক্ষেত্রে তিনি এই ধারার অধীন অনুরূপ অন্য ব্যক্তির বিরুদ্ধে কার্যক্রম গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং তদানুসারে এই ধারার সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৬) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (৩) এর অধীন প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপত্তি উত্থাপন করেন, তাহা হইলে তিনি উক্ত আদেশ জারির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আপত্তির কারণ উল্লেখপূর্বক উপযুক্ত প্রতিকারের জন্য কমিশনারের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন, এবং কমিশনার, আবেদনকারীকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া, এতৎসম্পর্কে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ আদেশ জারি করিবেন।

১১৯। আটককৃত পরিসম্পদের ব্যবহার।-(১) যেক্ষেত্রে ধারা ১১৮ এর উপ-ধারা (৪) এর অধীন আটককৃত পরিসম্পদ কেবল অর্থ, অথবা আংশিক অর্থ এবং আংশিক অন্যান্য পরিসম্পদ, সেইক্ষেত্রে-

(ক) উপ-কর কমিশনার উক্ত অর্থ প্রথমত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যে পরিমাণ অর্থ পরিশোধ না করিবার কারণে উক্ত উপ-ধারার অধীন খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য হইয়াছেন, সেই পরিমাণ অর্থ পরিশোধে ব্যবহার করিবেন; এবং উহার ফলে যে পরিমাণ অর্থ এইরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে, উক্ত ব্যক্তি সেই পরিমাণ দায় হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত হইবেন; এবং

(খ) দফা (ক) এর অধীন অর্থ ব্যবহারের পর, উক্ত দফায় উল্লিখিত দেনা অপরিশোধিত থাকিলে, উপ-কর কমিশনার জব্দকৃত পরিসম্পদের যে অংশ নগদ অর্থ নয় তাহা কর উদ্ধার কর্মকর্তা (Tax Recovery Officer) কর্তৃক যে পদ্ধতিতে অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে বকেয়া কর উদ্ধার করা হয়, সেই পদ্ধতিতে বিক্রয়ের মাধ্যমে অপরিশোধিত অর্থ উদ্ধার করিতে পারিবেন; এবং এতদুদ্দেশ্যে তাহার এই অধ্যাদেশের অধীন একজন কর উদ্ধার কর্মকর্তার ন্যায় সকল ক্ষমতা থাকিবে।

(২) কোনো খেলাপি করদাতার নিকট হইতে পাওনা উদ্ধারের জন্য এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারিত অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে ধারা ১১৮(৪) এ উল্লিখিত অর্থ উদ্ধারের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর কোনো কিছুই বাধা হইবে না।

(৩) ধারা ১১৮(৪) এ উল্লিখিত দায় মোচনের পর কোনো পরিসম্পদ বা উহার বিক্রয়লব্ধ অর্থের কোনো অংশ অবশিষ্ট থাকিলে, উহা তাৎক্ষণিকভাবে যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে উক্ত পরিসম্পদ জব্দ করা হইয়াছিল, তাহার নিকট হস্তান্তর বা তাহাকে পরিশোধ করিতে হইবে।

¹[১২০। ক্রটিপূর্ণ আদেশ সংশোধনের ক্ষেত্রে কমিশনার বা যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এর ক্ষমতা।- (১) যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এই অধ্যাদেশের অধীন পরিচালিত যে কোনো কার্যক্রমের রেকর্ড তলব ও পরীক্ষা করিতে পারিবেন যদি তিনি মনে করেন যে, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ এইরূপ ক্রটিপূর্ণ যে উহা রাজস্ব স্বার্থের পক্ষে হানিকর, এবং তিনি, করদাতাকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করিয়া এবং তিনি যে রূপ প্রয়োজন মনে করেন, সেইরূপ অনুসন্ধান করিবার বা করাইবার পর পরিস্থিতির নিরিখে তাহার বিবেচনায় যে রূপ আদেশ প্রদান ন্যায়সঙ্গত হইবে, সেইরূপ আদেশ জারিসহ কর নির্ধারণ পরিবর্ধন বা সংশোধন করিয়া অথবা বাতিল করিয়া নূতনভাবে কর নির্ধারণের নির্দেশ প্রদানপূর্বক আদেশ জারি করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের ক্ষমতা ধারা ১০ এর অধীন কোনো উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রয়োগ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন কার্যক্রম কমিশনার কর্তৃক পরিচালিত হইবে।

(৩) কোনো আদেশ জারির তারিখ হইতে চার বৎসর উত্তীর্ণ হইবার পর উহা সংশোধনের জন্য উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ জারি করা যাইবে না।

(৪) ধারা ৯৩ এর কোনো কিছুই, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, এই ধারার অধীন কোনো কার্যক্রম গ্রহণকে বাধিত করিবে না।

(৫) এই ধারার অধীন কোনো আদেশ ক্রটিপূর্ণ হিসাবে গণ্য হইবে, যদি কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন মনে করেন যে,-

(ক) আদেশে কোনো আয় সঠিকভাবে শ্রেণিভুক্ত হয় নাই; অথবা

(খ) এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের ভুল ব্যাখ্যাক্রমে আদেশ জারি করা হইয়াছে; অথবা

(গ) প্রতিপাদন করা সমীচীন হওয়া সত্ত্বেও, প্রতিপাদন ব্যতিরেকে আদেশ জারি করা হইয়াছে; অথবা

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা ধারা ১২০ প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ঘ) উত্থাপিত দাবি অনুসন্ধান না করিয়া কোনো প্রতিকার মঞ্জুর করিয়া আদেশ জারি করা হইয়াছে; অথবা
- (ঙ) আদেশ জারির ক্ষেত্রে, বোর্ড কর্তৃক ধারা ৮ এর অধীন জারিকৃত আদেশ, নির্দেশ বা নির্দেশনা প্রতিপালন বা অনুসরণ করা হয় নাই; অথবা
- (চ) আদেশটি যে ত্রুটিপূর্ণ তাহা রেকর্ড হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান।]

¹[১২১। কমিশনারের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা।— ***]

²[১২১ক। কমিশনারের পুনর্বিবেচনার ক্ষমতা।- (১) কমিশনার করদাতার আবেদনের প্রেক্ষিতে, এই অধ্যাদেশের অধীন তাহার অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো কার্যক্রমের সূত্রে প্রদত্ত আদেশের রেকর্ডপত্র তলব করিতে পারিবেন এবং তিনি যেসব প্রয়োজনীয় মনে করিবেন, সেইরূপ অনুসন্ধান করিয়া বা করাইবার ব্যবস্থা গ্রহণের পর, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, তৎসম্পর্কে যেসব উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবেন, তবে করদাতার স্বার্থের হানিকর কোনো আদেশ জরি করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন কমিশনারের অধস্তন কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ পুনর্বিবেচনার আবেদন অনুরূপ আদেশ করদাতা অবহিত হইবার ষাট দিনের মধ্যে, অথবা উক্ত ষাট দিনের মধ্যে আবেদনকারী কর্তৃক আবেদন দাখিল করিতে না পারিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিল মর্মে সন্তুষ্ট হইয়া কমিশনার কর্তৃক কোনো সময় বর্ধিত করা হইলে উক্তরূপ বর্ধিত সময়ের মধ্যে দাখিল করিতে হইবে।

(৩) কমিশনার নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না, যথা:-

- (ক) যেক্ষেত্রে আপিল যুগ্ম-কমিশনার বা [কমিশনার (আপিল)] এর নিকট বা আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল করা হয় এবং অনুরূপ আপিলের সময় উত্তীর্ণ না হয় অথবা করদাতা তাহার আপিল করিবার অধিকার ত্যাগ না করেন; অথবা
- (খ) যেক্ষেত্রে আপিল যুগ্ম-কমিশনারের নিকট আপিলের বিষয়ে আদেশ অপেক্ষমান থাকে, অথবা উহা কমিশনার (আপিল) বা আপিল ট্রাইব্যুনালের আপিলের আওতাধীন হয়।

(৪) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আবেদন গৃহীত হইবে না, যদি না-

- (ক) উহার সহিত দুইশত টাকা ফি প্রদান করা হয়; এবং
- (খ) অনালিশি (undisputed) করের অংশ পরিশোধ করা হয়।

ব্যাখ্যা।— “অনালিশি (undisputed) করের অংশ” অর্থ ধারা ৭৪ এর অধীন পরিশোধযোগ্য কর।

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৭ দ্বারা ধারা ১২১ বিলুপ্ত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা ধারা ১২১ক সংযোজিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(৫) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কমিশনার কর্তৃক অসম্মতি জ্ঞাপনসূচক কোনো আদেশ জারি করা হইলে, উহা করদাতার স্বার্থের হানিকর আদেশ হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

(৬) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো পুনর্বিবেচনার আবেদন করা হইলে যদি কমিশনার উক্ত আবেদন দাখিলের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে এতদ্বিষয়ে কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে উক্ত পুনর্বিবেচনা অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, পুনর্বিবেচনাধীন আপিল-আদেশ দানকারী আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার, যে উপ-কর কমিশনারের আদেশ আপিলের বিষয়বস্তু হইয়াছিল তিনি যে কমিশনারের অধস্তন তাহার অধস্তন কর্তৃপক্ষ হিসাবে গণ্য হইবেন।]

১২২। **শপথ গ্রহণপূর্বক সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষমতা, ইত্যাদি।-** (১) দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোনো আদালতের উপর দেওয়ানি মামলার বিচারকালে নিম্নবর্ণিত যে সকল ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে, এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উপ-কর কমিশনার, যুগ্ম-কর কমিশনার, কমিশনার, ¹[মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল] এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল-এর সেই একই ক্ষমতা থাকিবে, যথা:-

- (ক) উদ্ঘাটন ও পরিদর্শন;
- (খ) কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি বাধ্যকরণ এবং শপথ গ্রহণ বা ঘোষণাপূর্বক তাহাকে পরীক্ষা করা;
- (গ) হিসাবপত্র ও দলিলাদি (সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের অব্যবহিত পূর্বের বা পরের হিসাবপত্র ও দলিলাদি সহ) উপস্থাপনে বাধ্যকরণ; এবং
- (ঘ) সাক্ষীকে পরীক্ষার জন্য কমিশন ইস্যু।

(২) উপ-কর কমিশনার, কমিশনারের পূর্বানুমোদন ব্যতীত, তপশিলি ব্যাংকের কোনো কর্মচারীকে সাক্ষ্য প্রদানের জন্য সাক্ষী হিসাবে হাজির করিবার বা উক্ত ব্যাংকের হিসাববহি উপস্থাপনে বাধ্য করিবার জন্য এই ধারার অধীন তাহার ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না।

(৩) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষ এই অধ্যাদেশের অধীন পরিচালিত কোনো কার্যক্রমের সূত্রে উহার নিকট উপস্থাপিত যে কোনো হিসাববহি বা অন্যান্য দলিল জব্দ করিতে এবং যেরূপ উপুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ মেয়াদের জন্য উহা আটক রাখিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট এই অধ্যাদেশের অধীন পরিচালিত কোনো কার্যক্রম দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ১৯৩ ও ২২৮ এ সংজ্ঞায়িত অর্থানুসারে, এবং ধারা ১৯৬ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিচারিক কার্যক্রম হিসাবে গণ্য হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬০ দ্বারা “কমিশনার” শব্দটির পর “মহা-পরিচালক, কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সেল” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

অধ্যায় ১৫
জরিমানা (penalty) আরোপ

¹[১২৩। নির্ধারিত পদ্ধতিতে হিসাব রক্ষণাবেক্ষণ না করিবার জরিমানা।- (১) যেক্ষেত্রে গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয় অর্জিত হয় না এইরূপ কোনো ব্যক্তি, যৌক্তিক কারণ ব্যতীত, ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে বা উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত কোনো আদেশ বা প্রণীত কোনো বিধিমালার বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক নিম্নোক্ত পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) তৎকর্তৃক পরিশোধযোগ্য করের দেড়গুণ পরিমাণ অর্থ; এবং

(খ) একশত টাকা, যেক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যক্তির মোট আয় করযোগ্য আয়ের সীমা অতিক্রম না করে।

(২) যেক্ষেত্রে গৃহ-সম্পত্তি হইতে আয় অর্জিত হয় এইরূপ কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ৩৫ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে বা উহার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রদত্ত কোনো আদেশ বা প্রণীত কোনো বিধিমালার বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর গৃহ-সম্পত্তি হইতে অর্জিত আয়ের বিপরীতে প্রদেয় করের পঞ্চাশ শতাংশ, অথবা পাঁচ হাজার টাকা, যাহা অধিক, জরিমানা আরোপ²[করিতে পারিবেন]।]

³[১২৪। রিটার্ন, ইত্যাদি দাখিলের ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ⁴[ধারা ৭৫, ৭৭, ৮৯, ৯১ বা ৯৩ দ্বারা বা উহার অধীন] আবশ্যিক আয়ের রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার অনুরূপ ব্যক্তির সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর ধার্যকৃত করের উপর শতকরা দশ শতাংশ, তবে ন্যূনতম ⁵[এক হাজার টাকা], জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতাকালীন মেয়াদের প্রতিদিনের জন্য অতিরিক্ত আরও ⁶[পঞ্চাশ টাকা] হারে জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন⁷[:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ জরিমানা নিম্নোক্ত পরিমাণের অধিক হইবে না, যথা:-

(ক) পূর্বে কখনও আয় নিরূপণ করা হয় নাই এইরূপ কোনো ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে, পাঁচ হাজার টাকা;

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪৪ দ্বারা ধারা ১২৩ প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা “করিবেন” শব্দটির পরিবর্তে “করিতে পারিবেন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা ধারা ১২৪ প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩২ (ক) দ্বারা “ধারা ৭৫, ৭৭, ৮৯, ৯১ বা ৯৩ দ্বারা বা উহার অধীন” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা “দুই হাজার পাঁচশত টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “এক হাজার টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা “দুইশত পঞ্চাশ টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঞ্চাশ টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা প্রাপ্তস্থিত “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর শর্তাংশ সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (খ) পূর্বে আয় নিরূপণ করা হইয়াছে এইরূপ কোনো ব্যক্তি-করদাতার ক্ষেত্রে, সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য করের উপর পঞ্চাশ শতাংশ (৫০%), অথবা এক হাজার টাকা, যাহা অধিক।]

¹[২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত,-

- (ক) ধারা ৫৮, ৭৫ক, ²[১০৩ক,] ১০৮, ১০৮ক, ১০৯ বা ১১০ এর অধীন আবশ্যিক কোনো রিটার্ন, সার্টিফিকেট, বিবরণ বা তথ্যাদি দাখিল বা সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন; অথবা
- (খ) ধারা ১৮৪গ এর অধীন করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর এর সার্টিফিকেট (টিআইএন) প্রদর্শন করিতে ব্যর্থ হন;

সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার অনুরূপ ব্যক্তির উপর নিম্নরূপ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) ধারা ৭৫ক, ১০৮ বা ১০৮ক এর অধীন আবশ্যিক কোনো রিটার্ন, বিবরণ বা তথ্যাদি দাখিল বা সরবরাহ করা না হইলে, সর্বশেষ নিরূপিত আয়ের উপর আরোপিত করের উপর দশ শতাংশ, অথবা পাঁচ হাজার টাকা, যাহা অধিক, এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতাকালীন মেয়াদের প্রতি মাসের বা উহার ভগ্নাংশের জন্য অতিরিক্ত আরও এক হাজার টাকা;
- (খ) অন্য কোনো ধরনের অপ্রতিপালনের ক্ষেত্রে, পাঁচ হাজার টাকা, এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতাকালীন মেয়াদের প্রতি মাসের অথবা উহার ভগ্নাংশের জন্য অতিরিক্ত আরও এক হাজার টাকা।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ১১৩ এর অধীন আবশ্যিক তথ্যাদি সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে ধারা ১১৩ এর অধীন তথ্যাদি যাচনাকারী আয়কর কর্তৃপক্ষ তাহার উপর পঁচিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে এবং ব্যর্থতা অব্যাহত থাকিলে, ব্যর্থতাকালীন মেয়াদের প্রতি দিনের জন্য অতিরিক্ত আরও পঁচিশত টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।]

³[১২৪ক। ভুয়া (fake) করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর ব্যবহারের জন্য জরিমানা।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, আয়ের রিটার্নে অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন টিআইএন আবশ্যিক এইরূপ অন্য কোনো দলিলে অপর কোনো ব্যক্তির করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) অথবা ভুয়া করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর ব্যবহার করেন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর অনধিক বিশ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।]

⁴[১২৪কক। করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর প্রতিপাদন, ইত্যাদির ব্যর্থতার জন্য জরিমানা।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ১৮৪ক এর উপ-ধারা (৫) বা (৬) এর বিধানাবলি প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩২ (খ) দ্বারা উপ-ধারা (২) ও শর্তাংশের পরিবর্তে উপ-ধারা (২) ও (৩) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৬ দ্বারা “৭৫ক,” সংখ্যা, অক্ষর ও কমা পর “১০৩ক,” সংখ্যা, অক্ষর ও কমা সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬১ দ্বারা ধারা ১২৪ক সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা ধারা ১২৪কক প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

উপ-কর কমিশনার বা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তির উপর নিম্নরূপ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) অনধিক দুই লক্ষ টাকা, উপ-ধারা (৫) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে;

(খ) অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা, উপ-ধারা (৬) এর বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে।]

১২৫। **অগ্রিম কর, ইত্যাদি পরিশোধে ব্যর্থতা।**- যেক্ষেত্রে অধ্যায় ৯ এর অধীন কর নির্ধারণ সম্পর্কীয় কোনো মামলার সূত্রে, উপ-কর কমিশনার এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তি-

(ক) যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ৬৪ এর বিধান মোতাবেক অগ্রিম কর প্রদানে ব্যর্থ হইয়াছেন; বা

(খ) ধারা ৬৭ এর অধীন তৎকর্তৃক পরিশোধ্য করের এইরূপ প্রাক্কলিত হিসাব দাখিল করিয়াছেন যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানিতেন বা তাহার বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ ছিলো,

সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত ব্যক্তির উপর এইরূপ পরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন যাহা উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধিত কর এবং যে পরিমাণ কর তাহার পরিশোধ করা উচিত ছিল এই দুইয়ের পার্থক্যের অধিক নহে।

১২৬। **নোটিশের নির্দেশ পালন না করিবার জন্য জরিমানা।**- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত, ধারা ৭৯, ৮০ বা^১[ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (১) বা (২)] এর অধীন জারিকৃত কোনো নোটিশের নির্দেশ পালনে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত ব্যক্তির উপর তাহার মোট আয়ের উপর ধার্যযোগ্য করের অধিক নহে এইরূপ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

১২৭। **রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধে ব্যর্থতা।**- যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যক্রমের সূত্রে, উপ-কর কমিশনার এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তি ধারা ৭৪ এর অধীন প্রয়োজনীয় কর পরিশোধ করেন নাই^২[***], সেইক্ষেত্রে তিনি অনুরূপ ব্যক্তির উপর তাহার মোট করের অনধিক পঁচিশ শতাংশ বা, ক্ষেত্রমত, অপরিশোধিত করের সমপরিমাণ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।

১২৮। **আয় গোপন করিবার জন্য জরিমানা।**- (১) যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যক্রমের সূত্রে, উপ-কর কমিশনার, আপিল যুগ্ম কমিশনার^৩[কমিশনার (আপিল)] অথবা আপিল ট্রাইব্যুনাল এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোনো ব্যক্তি অনুরূপ কার্যক্রমে অথবা সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের কর নির্ধারণী বিষয়ক পূর্ববর্তী কোনো কার্যক্রমে-

(ক) তাহার আয়ের বিবরণ গোপন করিয়াছেন অথবা অনুরূপ আয়ের অসত্য বিবরণ দাখিল করিয়াছেন; অথবা

^১ অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “৮৩” সংখ্যাটির পরিবর্তে “ধারা ৮৩ এর উপ-ধারা (১) বা (২)” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত।

^২ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫৪ দ্বারা “বা উক্ত ধারার অধীন তৎকর্তৃক পরিশোধিত কর তদধীন পরিশোধযোগ্য কর অপেক্ষা আশি শতাংশ কম” শব্দগুলি বিলুপ্ত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^৩ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

- (খ) কর ফাঁকি দেওয়ার উদ্দেশ্যে, বিক্রয় অথবা হস্তান্তরের সময় কোনো স্থাবর সম্পত্তির কম মূল্য প্রদর্শন করিয়াছেন;

সেইক্ষেত্রে ¹[তিনি বা উহা অনুরূপ ব্যক্তির উপর] তৎকর্তৃক রিটার্নের মাধ্যমে বর্ণিত আয় অথবা, ক্ষেত্রমত, স্থাবর সম্পত্তির যে মূল্য তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা হইলে, তৎদ্বারা যে পরিমাণ কর ফাঁকি দেওয়া সম্ভব হইত উহার ²[পনের শতাংশ] জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন] ³:

⁴[তবে শর্ত থাকে যে, যদি গোপনকৃত করের উপর প্রথম যে বৎসর কর নির্ধারণ করা হইয়াছিল, উহার এক বৎসরের অধিক সময়ের মধ্যে এই উপ-ধারার দফা (ক) ও (খ) বা উপ-ধারা (২) এর বর্ণিত আয়কর গোপন করিবার বিষয়টি গোচরীভূত হয়, তাহা হইলে জরিমানার পরিমাণ পূর্ববর্তী প্রতি করবর্ষের জন্য অতিরিক্ত ⁵[পনের শতাংশ] বর্ধিত হইবে।]

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, আয়ের বিবরণ গোপন করা অথবা আয়ের অসত্য বিবরণ দাখিলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (ক) পূর্ণ বা আংশিকভাবে করযোগ্য কোনো দ্রব্য গ্রহণের বিষয় গোপন করা; অথবা
(খ) বাস্তবে ব্যয় হয় নাই এইরূপ প্রদর্শিত কোনো ব্যয় বা তজ্জন্য বিয়োজন দাবি করা।

[(২ক) অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

[(৩) অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা বিলুপ্ত।]

[১২৯। নিবন্ধিত ফার্ম কর্তৃক অযথার্থ আয় বণ্টন।- অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

⁶[১২৯ক। চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক ভুল বা অসত্য নিরীক্ষা প্রতিবেদন (audit report) প্রদানের জরিমানা।- যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যক্রমের সূত্রে, উপ-কর কমিশনার, আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার, কর-কমিশনার (আপিল), অথবা আপিল ট্রাইব্যুনাল সন্দেহাতীতভাবে এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, নিরীক্ষা প্রতিবেদনটি-

- ⁷[(ক) কোনো চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক এই মর্মে প্রত্যয়ন করা হয় নাই যে, বাংলাদেশ এ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড (বিএএস) এবং বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড (বিএফআরএস) অনুসারে

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩২ দ্বারা “তিনি বা উহা উক্ত ব্যক্তির উপর উক্ত পরিমাণের অনধিক আড়াই শতাংশ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন” শব্দগুলির পরিবর্তে “তিনি বা উহা উক্ত ব্যক্তির উপর দশ শতাংশ জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪৫ দ্বারা “দশ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পনের শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “।” দাঁড়ির স্থলে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর শর্তাংশ সংযোজিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩২ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪৫ দ্বারা “দশ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পনের শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪৬ দ্বারা ধারা ১২৯ক সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৫৪ দ্বারা দফা (ক) প্রতিস্থাপিত।

হিসাবাদি সংরক্ষণ ও বিবরণী প্রস্তুত ও দাখিল করা হইয়াছে এবং বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অন অডিটিং (বিএসএ) অনুসারে নিরীক্ষা করা হইয়াছে; বা]

(খ) অসত্য বা ভুল,

সেইক্ষেত্রে তিনি উক্ত চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্টকে অনূন পঞ্চাশ হাজার টাকা এবং অনধিক দুই লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন।]

¹[১২৯খ। ভুয়া (fake) নিরীক্ষা প্রতিবেদন (audit report) দাখিলের জরিমানা।- যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যক্রমের সূত্রে, উপ-কর কমিশনার, আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার, কর কমিশনার (আপিল), অথবা আপিলাত ট্রাইব্যুনাল সন্দেহাতীতভাবে এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, করদাতা কর্তৃক আয়ের রিটার্নের সহিত দাখিলকৃত নিরীক্ষা প্রতিবেদন বা তৎপরবর্তীতে কোনো আয়বর্ষের রিটার্ন কোনো চার্টার্ড এ্যাকাউন্টেন্ট কর্তৃক স্বাক্ষরিত নহে এবং উহা অসত্য হিসাবে বিশ্বাসযোগ্য, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ বা, ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল উক্ত করদাতার উপর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জন্য এক লক্ষ টাকা জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।]

১৩০। শুনানি ব্যতীত জরিমানা আরোপে নিষেধাজ্ঞা।-কোনো ব্যক্তিকে শুনানি না করিয়া বা শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া, এই অধ্যায় ²[বা অধ্যায় ১১ক] এর অধীন তাহার উপর জরিমানা আরোপের কোনো আদেশ জারি করা যাইবে না।

১৩১। জরিমানা আরোপের জন্য যুগ্ম কমিশনার, পরিদর্শন এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ।- উপ-কর কমিশনার ধারা ১২৪ এ বর্ণিত ক্ষেত্রসমূহ ব্যতীত, অন্য কোনো ক্ষেত্রে যুগ্ম-কমিশনার, পরিদর্শন এর পূর্বানুমোদন গ্রহণ ব্যতিরেকে এই অধ্যায়ের অধীন কোনো জরিমানা আরোপ করিতে পারিবেন না³[।]

[* * *]

[১৩১ক। জরিমানা আরোপের জন্য বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণ।- অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা বিলুপ্ত।]

⁴[১৩২। জরিমানা আরোপের আদেশসমূহ উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।- যদি স্বয়ং উপ-কর কমিশনার ব্যতীত, আপিল ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন জরিমানা আরোপপূর্বক কোনো আদেশ জারি করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট আদেশের একটি কপি তাৎক্ষণিকভাবে উপ-কর কমিশনার বরাবর প্রেরণ করিতে হইবে, এবং অতঃপর জরিমানা আদায় সম্পর্কিত এই অধ্যাদেশের সকল বিধান এইরূপে প্রযোজ্য হইবে, যেন উক্ত আদেশ উপ-কর কমিশনার কর্তৃক জারি করা হইয়াছে।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫৫ দ্বারা ধারা ১২৯ক এর পর ধারা ১২৯খ সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫৬ দ্বারা “এই অধ্যায়ের” শব্দগুলির পর “ বা অধ্যায় ১১ক” শব্দগুলি ও সংখ্যা সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “:” কোলনের স্থলে “।” দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত এবং উহার পর শর্তাংশ বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা ধারা ১৩২ প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

১৩৩। জরিমানা আরোপ অন্য কোনো দায়কে ক্ষুণ্ণ করিবে না।- এই অধ্যায়ের অধীন কোনো ব্যক্তির উপর আরোপিত কোনো জরিমানা এই অধ্যাদেশ অথবা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের অধীন উক্ত ব্যক্তির উপর আরোপনীয় বা আরোপিত অন্য কোনো দায়কে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

¹[১৩৩ক। সংশোধিত আয়ের ভিত্তিতে আরোপিত জরিমানা পুনর্বিবেচনা।- (১) যেক্ষেত্রে এই অধ্যায়ের অধীন আরোপিত জরিমানা প্রত্যক্ষভাবে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন নিরূপিত আয়ের পরিমাণের সহিত সম্পর্কিত, এবং পরবর্তীতে এই অধ্যাদেশের অধীন, আদেশ দ্বারা, উক্ত আয়ের পরিমাণ সংশোধন করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার আয়ের পরিমাণ সংশোধনের সময় জরিমানার আদেশ সংশোধনপূর্বক আদেশ জারি করিবেন।

(২) জরিমানার পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া কোনো আদেশ জারি করা যাইবে না, যদি না উহার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগণকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হয়।

(৩) যদি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয় নির্ধারণ আদেশ সংশোধন করা সত্ত্বেও জরিমানার আদেশ সংশোধন করিয়া কোনো আদেশ জারি করা না হয়, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগণ জরিমানার আদেশ সংশোধন করিয়া আদেশ জারির অনুরোধ জানাইয়া উপ-কর কমিশনার বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন, এবং উপ-কর কমিশনার কর্তৃক উক্ত আবেদন প্রাপ্তির একশত আশি দিনের মধ্যে কোনো আদেশ জারি করা না হইলে, সংশোধিত আয়ের পরিমাণ অনুসারে জরিমানার পরিমাণ সংশোধিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদানুসারে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।]

অধ্যায় ১৬ কর আদায় (Recovery of Tax)

১৩৪। কর অর্থে জরিমানা, সুদ ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত।- এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “কর” অর্থে এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপিত, ধার্যকৃত বা অন্যভাবে পরিশোধযোগ্য জরিমানা, অর্থদণ্ড, সুদ ²[, বিলম্ব সুদ, অতিরিক্ত কোনো অর্থ,] ফি বা এইরূপ অন্য কোনো কিছু অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং অনুরূপ যে কোনো অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে এই অধ্যায়ের বিধানাবলি তদানুসারে প্রযোজ্য হইবে।

১৩৫। দাবির নোটিশ।- (১) কর নির্ধারণের ফলশ্রুতিতে, অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন বা অনুসরণে প্রদত্ত কোনো আদেশের মাধ্যমে, কোনো কর আদায়যোগ্য হইলে, উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট করদাতা (এই অভিব্যক্তি অর্থে কর প্রদানের জন্য দায়ী যে কোনো ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে) বরাবর নির্ধারিত ফরমে করের পরিমাণ, কর পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি, ইত্যাদি উল্লেখপূর্বক নির্ধারণী আদেশের একটি অনুলিপি সহযোগে দাবির নোটিশ (notice of demand) জারি করিবেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা ধারা ১৩৩ক সন্নিবেশিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৫৫ দ্বারা “সুদ” শব্দটির পর “, বিলম্ব সুদ, অতিরিক্ত পরিমাণ,” শব্দগুলি ও কমাগুলি সন্নিবেশিত।

¹[(১ক) যেক্ষেত্রে কোনো আদেশের পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পরিমাণ কর ফেরতযোগ্য হয়, সেইক্ষেত্রে ²[***] উপ-কর কমিশনার উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত নোটিশের সহিত কর নির্ধারী আদেশের একটি কপি ও ফেরতের রসিদ (refund voucher) সংযুক্ত করিয়া করদাতাকে ফেরতযোগ্য অর্থের পরিমাণ সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিবেন, যদি না উক্তরূপ ফেরতযোগ্য অর্থ ধারা ১৫২ এর বিধান অনুসারে করের বিপরীতে সমন্বয় করা হয়।]

³[(১খ) করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-কর কমিশনার কোনোরূপ সমন্বয় করিবেন না এবং এইরূপ ক্ষেত্রে ফেরতযোগ্য অর্থ, যদি থাকে, প্রত্যর্পণের জন্য ফেরতের রসিদ (refund voucher) কর নির্ধারীর তারিখ হইতে অনূর্ধ্ব ত্রিশ দিনের মধ্যে প্রদান করিতে হইবে।

(১গ) যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার এই ধারায় নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে কোনো করদাতাকে যে কোনো ফেরতযোগ্য অর্থ প্রদানের জন্য ফেরতের রসিদ প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, সেইক্ষেত্রে তাহার এইরূপ ব্যর্থতা অসদাচরণ হিসাবে গণ্য হইবে।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন যে করদাতার উপর দাবির নোটিশ জারি করা হইয়াছে, তিনি নোটিশে বর্ণিত পরিশোধের সময় অতিবাহিত হইবার পূর্বে এতদ্বিষয়ে উপ-কর কমিশনারের নিকট আবেদন করিলে, উপ-কর কমিশনার মামলার পরিস্থিতি মোতাবেক, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, অর্থ পরিশোধের সময় বর্ধিত করিতে অথবা, ক্ষেত্রমত, কিস্তির মাধ্যমে সুদসহ উক্ত অর্থ প্রদানের অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন জারিকৃত দাবির নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে অথবা, ক্ষেত্রমত, উপ-ধারা (২) এর অধীন বর্ধিত সময়ের মধ্যে, অর্থ পরিশোধ করা না হইলে, সংশ্লিষ্ট করদাতাকে খেলাপি হিসাবে গণ্য করা হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো করদাতা কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন আয় নির্ধারণ ও কর আরোপ বা করের পরিমাণ সম্পর্কে কোনো আপিল দাখিল করা হইলে, উক্ত আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত, ⁴[উপ-কর কমিশনার] করদাতাকে খেলাপি হিসাবে গণ্য করিবেন না।

(৪) যদি কোনো ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) অনুসারে করদাতাকে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধের অনুমতি প্রদান করা হয়, তবে সেইক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে করদাতা কোনো একটি কিস্তি প্রদানে ব্যর্থ হইলে, তাহাকে উক্ত অনাদায়ী সম্পূর্ণ অর্থের জন্য এবং অন্যান্য কিস্তি বা কিস্তিসমূহের জন্য খেলাপি হিসাবে বিবেচনা করা হইবে, এবং যে কিস্তিটি পরিশোধে তিনি ব্যর্থ হইয়াছেন, উক্ত কিস্তি পরিশোধের জন্য নির্ধারিত তারিখই অবশিষ্ট সকল কিস্তি পরিশোধ করিবার কথা ছিল বলিয়া গণ্য হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৭৪ দ্বারা উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা “এই অধ্যাদেশ অনুসারে ধারা ৮৩ক ও ৮৩কক এর অধীন জারিকৃত আদেশ ব্যতীত,” শব্দগুলি, সংখ্যা ও কমা বিলুপ্ত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা উপ-ধারা (১খ) ও (১গ) সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “উপ-কর কমিশনার তাহার বিচার-বিবেচনায়” শব্দগুলির পরিবর্তে “উপ-কর কমিশনার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(৫) যেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশ হইতে উপার্জিত আয়ের জন্য কোনো করদাতার কর নির্ধারণ করা হয় এবং দেশের বাহিরের উক্ত দেশ হইতে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বিষয়ে কোনো নিষেধাজ্ঞা বা বাধা-নিষেধ আরোপিত থাকে, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ বাধা-নিষেধ বা নিষেধাজ্ঞা আরোপের কারণে যে পরিমাণ আয় বাংলাদেশে প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই, সেই পরিমাণ আয়ের জন্য আয়করের যে অংশ পরিশোধযোগ্য, আয়করের সেই অংশের জন্য বর্ণিত নিষেধাজ্ঞা বা বাধা-নিষেধ প্রত্যাহার না হওয়া পর্যন্ত, উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট করদাতাকে খেলাপি হিসাবে গণ্য করিবেন না।

ব্যাখ্যা।- এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোনো আয় বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, যদি উক্ত আয় বাংলাদেশের বাহিরে সংশ্লিষ্ট করদাতার কোনো প্রকৃত ব্যয় নির্বাহের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথবা ব্যবহার করা যাইত অথবা উহা, মূলধন আকারে হউক বা না হউক, যে কোনো রূপে বাংলাদেশে আনয়ন করা হইয়াছে।

[১৩৬। **বিলম্ব পরিশোধের উপর সরল সুদ।-** অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১৩৭। **কর পরিশোধে খেলাপি হইবার জরিমানা।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা কর পরিশোধে খেলাপি হন বা খেলাপি হিসাবে গণ্য হন, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার করদাতার নিকট হইতে বকেয়া করের অতিরিক্ত হিসাবে উক্তরূপ বকেয়া করের অনধিক পরিমাণের জরিমানা আদায়ের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো খেলাপি করদাতার উপর জরিমানা আরোপ করা হয় এবং কোনো চূড়ান্ত আদেশের ফলে তাহার উপর আরোপিত সম্পূর্ণ কর হ্রাস করা হয়, সেইক্ষেত্রে আরোপিত জরিমানা বাতিল হইবে এবং পরিশোধকৃত জরিমানা ফেরত প্রদান করা হইবে।

১৩৮। **কর আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট।-** (১) কর পরিশোধের বিষয়ে যখন কোনো করদাতা খেলাপি হন অথবা খেলাপি বলিয়া বিবেচিত হন, তখন উপ-কর কমিশনার পরিশোধযোগ্য বকেয়া করের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক তাহার স্বাক্ষরযুক্ত একটি সার্টিফিকেট কর আদায়কারী কর্মকর্তার বরাবর কর আদায়ের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করিবেন এবং অন্য যে কোনো পদ্ধতিতে কর উদ্ধারের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত সার্টিফিকেট ইস্যু করা যাইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত কর্মকর্তাগণের বরাবর উপ-ধারা (১) এর অধীন সার্টিফিকেট প্রেরণ করা যাইবে, যথা:-

- (ক) যে কর আদায়কারী কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীনে সংশ্লিষ্ট করদাতা ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করেন অথবা করদাতার ব্যবসা বা পেশার প্রধান স্থান অবস্থিত; অথবা
- (খ) যে কর আদায়কারী কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীনে করদাতা বসবাস করেন অথবা করদাতার কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি অবস্থিত; অথবা

- (গ) উপ-কর কমিশনার যে করদাতার আয় নির্ধারণপূর্বক সার্টিফিকেট প্রদান করেন উক্ত করদাতার বিষয়ে যে কর আদায়কারী কর্মকর্তার এখতিয়ার রহিয়াছে।

১৩৯। **কর আদায়কারী কর্মকর্তা কর্তৃক আদায়ের পদ্ধতি।-** (১) আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর আদায়কারী কর্মকর্তা ধারা ১৩৮ এর অধীন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে করদাতার নিকট হইতে সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থ নিম্নবর্ণিত এক বা একাধিক পদ্ধতি অবলম্বনে আদায় করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) করদাতার যে কোনো স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক বা বিক্রয় করিয়া অথবা ক্রোক ব্যতীত বিক্রয়ের মাধ্যমে;
- (খ) করদাতাকে গ্রেফতার এবং তাকে কারাগারে আটক রাখিবার মাধ্যমে;
- (গ) করদাতার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির ব্যবস্থাপনার জন্য রিসিভার নিয়োগের মাধ্যমে।

¹[(২) কর আদায়কারী কর্মকর্তা তাহার নিকট প্রেরিত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ উপ-ধারা (১) এর অধীন আদায়কালে, খেলাপি করদাতার নিকট হইতে একই পদ্ধতিতে উক্ত অর্থের অতিরিক্ত বকেয়া কর আদায়ের নিমিত্ত কোনো নোটিশ বা গ্রেফতারী পরওয়ানা জারিমূলে ব্যয়িত অর্থসহ অনুরূপ আদায় কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট যাবতীয় খরচ ও চার্জ আদায় করিতে পারিবেন।]

(৩) যদি ধারা ১৩৮ এর অধীন সার্টিফিকেট প্রাপ্ত হইয়াছেন এইরূপ কোনো কর আদায়কারী কর্মকর্তা তাহার এখতিয়ারাধীন কোনো করদাতার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের মাধ্যমে সম্পূর্ণ অর্থ আদায় করিতে সক্ষম না হইলেও, এইমর্মে তথ্য সংগ্রহ করিতে সক্ষম হন যে, অন্য কর আদায়কারী কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন এলাকায় উক্ত করদাতার সম্পত্তি রহিয়াছে, তাহা হইলে তিনি উক্ত করদাতা যে কর আদায়কারী কর্মকর্তার এখতিয়ারাধীন এলাকার মধ্যে বসবাস করেন, তাহার নিকট সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন; এবং উক্ত সার্টিফিকেট প্রাপ্ত কর্মকর্তা এই অধ্যায়ের অধীন অবশিষ্ট অনাদায়ী অর্থ আদায়ের জন্য এমনভাবে অগ্রসর হইবেন, যেন তিনি সার্টিফিকেটটি উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

১৪০। **সার্টিফিকেট প্রত্যাহার এবং কার্যক্রম স্থগিতকরণের ক্ষমতা।-** (১) ধারা ১৩৮ এর অধীন কর আদায়ের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট জারির বিষয়ে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর আদায়কারী কর্মকর্তাকে এতৎবিষয়ে অবহিতকরণ সাপেক্ষে, উপ-কর কমিশনারের উক্ত সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করিবার বা উক্ত সার্টিফিকেটের কারণিক বা গাণিতিক ভুল সংশোধনের ক্ষমতা থাকিবে।

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(২) যেক্ষেত্রে বর্ধিত করের দাবিতে প্রদত্ত আদেশ যাহা আদায়ের জন্য সার্টিফিকেট ইস্যু করা হইয়াছে, তাহা এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো আপিল মূলে বা পরিচালিত অন্য কোনো কার্যধারার আওতায় সংশোধনের ফলশ্রুতিতে করের দাবি হ্রাস করা হয়, এবং পরবর্তীতে আদেশটি এই অধ্যাদেশের আওতায় কোনো কার্যধারার বিষয়বস্তু হয়, সেইক্ষেত্রে যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী আপিল বা মামলার অন্য কোনো কার্যধারা অসীমাসিত থাকিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত উপ-কর কমিশনার সার্টিফিকেট হইতে হ্রাসকৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ আদায় স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

(৩) যেক্ষেত্রে কর আদায়ের লক্ষ্যে কোনো সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয় এবং পরবর্তীতে আপিলমূলে বা এই অধ্যাদেশের আওতায় পরিচালিত অন্য কোনো কার্যধারার আওতায় বকেয়া দাবির পরিমাণ হ্রাস করা হয়, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার অনুরূপ আপিল বা অন্য কার্যধারার আদেশটি চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইবার পর সার্টিফিকেটটি সংশোধন বা, ক্ষেত্রমত, প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-কর কমিশনার কর আদায়কারী কর্মকর্তাকে কর আদায় সংক্রান্ত সার্টিফিকেটটির বাতিলকরণ, ভুল সংশোধন, কার্যধারা স্থগিতকরণ, প্রত্যাহার অথবা, ক্ষেত্রমত, সংশোধন সংক্রান্ত আদেশের বিষয়ে অবহিত করিবেন।

১৪১। আদায়ের সার্টিফিকেটের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।- যেক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার ধারা ১৩৮ এর অধীন কর আদায়ের নিমিত্ত কর আদায়কারী কর্মকর্তার নিকট সার্টিফিকেট প্রেরণ করেন, সেইক্ষেত্রে করদাতা কর নির্ধারণের যথার্থতার বিষয়ে কর আদায়কারী কর্মকর্তার নিকট কোনো আপত্তি উত্থাপন করিতে পারিবেন না, এবং কর আদায়কারী কর্মকর্তা সার্টিফিকেটের ব্যাপারে কোনোরূপ আপত্তি, তাহা যে কারণেই হোক, গ্রহণ করিবেন না।

১৪২। জেলা কালেক্টরের মাধ্যমে কর আদায়।- (১) উপ-কর কমিশনার যে জেলায় তাহার অফিস অবস্থিত সেই জেলার জেলা কালেক্টরের নিকট অথবা যে জেলায় করদাতা বসবাস করেন বা কোনো সম্পত্তির মালিক বা ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করেন, সেই জেলার জেলা কালেক্টরের বরাবর বকেয়া অর্থের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া তাহার স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট প্রেরণ করিতে পারিবেন, এবং জেলা কালেক্টর অনুরূপ সার্টিফিকেট প্রাপ্তির পর করদাতার নিকট হইতে উক্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা করিবেন যেন উহা ভূমি রাজস্বের বকেয়া ।

(২) জেলা কালেক্টরের এতদুদ্দেশ্যে অন্যান্য ক্ষমতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) এর বিধান মোতাবেক ডিক্রির অধীন অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে দেওয়ানি আদালতের যে সকল ক্ষমতা রহিয়াছে, জেলা কালেক্টরেরও উপ-ধারা (১) এর অধীন তাহার নিকট আদায়ের জন্য প্রেরিত সার্টিফিকেটে বর্ণিত অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে অনুরূপ ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) উপ-কর কমিশনার যে কোনো সময় উপ-ধারা (১) এর অধীন জেলা কালেক্টরের নিকট প্রেরিত সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করিতে পারিবেন এবং অনুরূপ প্রত্যাহার করিবার ফলে সার্টিফিকেট সংক্রান্ত সকল কার্যধারা বাতিল হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রত্যাহারের ফলে কালেক্টর কর্তৃক প্রত্যাহারের পূর্বের আদায় প্রভাবিত হইবে না, এবং এইরূপ বিবেচিত হইবে যেন আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থের জন্য সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করা হয় নাই; অথবা

ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট প্রত্যাহারের সময়ে যে পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য ছিল নূতন সার্টিফিকেট ইস্যুর মাধ্যমে উহা আদায়ের ক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রত্যাহার বাধা হইবে না।

¹[১৪২ক। বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে কর আদায়।- (১) ধারা ১৪২ এর বিধানাবলি ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উপ-কর কমিশনার করদাতার নিকট প্রাপ্য বকেয়া অর্থের পরিমাণ উল্লেখপূর্বক সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট, ²[***] অতঃপর “বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট” বলিয়া উল্লিখিত, এর নিকট স্বাক্ষরযুক্ত সার্টিফিকেট প্রেরণ করিবেন এবং বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট অনুরূপ সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবার পর বর্ণিত অর্থ করদাতার নিকট হইতে আদায়ের জন্য এমনভাবে অগ্রসর হইবেন যেন উহা ভূমি রাজস্বের বকেয়া, এবং বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট একজন জেলা কালেক্টর।

(২) বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট এইক্ষেত্রে জেলা কালেক্টরের যে সকল ক্ষমতা ভোগ করিতে পারিবেন তাহা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সালের ৫ নং আইন) এর অধীন ডিক্রিমুলে পাওনা অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে দেওয়ানি আদালতের যে সকল ক্ষমতা রহিয়াছে, উপ-ধারা (১) এর অধীন বকেয়া কর আদায়ের জন্য প্রেরিত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত অর্থ আদায়ের উদ্দেশ্যে তাহার সেই একই ক্ষমতা থাকিবে।

(৩) উপ-কর কমিশনার যে কোনো সময় উপ-ধারা (১) এর অধীন বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরিত সার্টিফিকেট প্রত্যাহার করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ প্রত্যাহার করিবার ফলে সার্টিফিকেট সংক্রান্ত সকল কার্যধারা বাতিল হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ প্রত্যাহার দ্বারা বিশেষ ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক প্রত্যাহারের পূর্বের আদায় প্রভাবিত হইবে না, এবং এইরূপ বিবেচিত হইবে যেন আদায়কৃত অর্থের সমপরিমাণ অর্থ সার্টিফিকেটে প্রত্যাহার করা হয় নাই; অথবা ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট প্রত্যাহারের সময়ে যে পরিমাণ অর্থ আদায়যোগ্য ছিল নূতন সার্টিফিকেট ইস্যুর মাধ্যমে উহা আদায়ের ক্ষেত্রে উক্তরূপ প্রত্যাহার বাধা হইবে না।]

১৪৩। আদায়ের অন্যান্য পদ্ধতি।- (১) ধারা ১৩৮ বা ১৪২ এর অধীন সার্টিফিকেট জারির মাধ্যমে কর আদায় সম্পর্কিত যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-কর কমিশনার ³[উপ-ধারা (১ক) বা (২)]-এ বর্ণিত পদ্ধতিতেও কর আদায় করিতে পারিবেন।

⁴[(১ক) যদি কোনো আপিল ফোরামে করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য কর আদায়ের বিষয় নিষ্পত্তাধীন না থাকে, তাহা হইলে উহা আদায়ের উদ্দেশ্যে উপ-কর কমিশনার করদাতাকে শুনানির সুযোগ প্রদানের পর, কমিশনারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, উক্ত করদাতার ব্যবসার স্থান হইতে কোনো পণ্য এবং সেবার লেনদেন নিষিদ্ধ করিতে পারিবেন

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা ধারা ১৪২ক সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “যাহার স্থানীয় অধিক্ষেত্রের মধ্যে উপ-কর কমিশনারের অফিস অবস্থিত, বা করদাতা বসবাস করেন, বা সম্পত্তির মালিক, বা ব্যবসা বা পেশা পরিচালনা করেন” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “উপ-ধারা (২) এ” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-ধারা (১ক) বা (২) এ” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-ধারা (১ক) প্রতিস্থাপিত।

এবং উপরে বর্ণিত কর আদায়ের জন্য ব্যবসার স্থান তালাবন্ধও করিতে পারিবেন অথবা অনুরূপ কর আদায়ের জন্য যে কোনো সন্তোষজনক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন।]

(২) করদাতা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য কোনো কর আদায়ের উদ্দেশ্যে উপ-কর কমিশনার লিখিত নোটিশ দ্বারা,-

¹[(ক) কোনো ব্যক্তিকে যাহার নিকট করদাতার কোনো অর্থ অথবা পণ্য পাওনা রহিয়াছে বা পাওনা হইবে বা যিনি করদাতার মালিকানাধীন কোনো অর্থ অথবা পণ্য দখলে রাখিয়াছেন বা করদাতার প্রাপ্তি ও ব্যয়ের হিসাব নিয়ন্ত্রণ করেন বা পরবর্তীকালে ধারণ বা নিয়ন্ত্রণ করিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাকে-

(অ) নোটিশে বর্ণিত সময়ের মধ্যে উপ-কর কমিশনারের নিকট বর্ণিত কর পরিশোধ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন; অথবা

(আ) উক্ত পণ্য করদাতার নিকট হস্তান্তর বা উক্ত পণ্য করদাতার নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানান্তর স্থগিত রাখিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন যতক্ষণ না নোটিশে উল্লিখিত কর পরিশোধ করা হয় অথবা পরিশোধের জন্য উপ-কর কমিশনারের সহিত যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়; অথবা]

(খ) কোনো ব্যক্তি যিনি করদাতার “বেতন” খাতের আয় হিসাবে শ্রেণিভুক্ত হইতে পারে এইরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ করদাতাকে প্রদানের জন্য দায়ী, তাহাকে নোটিশের তারিখের পর কোনো অর্থ প্রদানকালে করদাতার নিকট প্রাপ্য বকেয়া অর্থ বিয়োজন করিবার এবং কর্তনকৃত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমাদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা ২(ক) এর অধীন প্রয়োজনীয় অর্থ পরিশোধ করিলে, অনুরূপ পরিশোধ করদাতার কর্তৃত্বে তাহার দ্বারা সম্পন্ন করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত রসিদ উহাতে উল্লিখিত পরিমাণ অর্থ তৎকর্তৃক করদাতাকে পরিশোধ করিবার দায় হইতে অব্যাহতির উপযুক্ত প্রমাণ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৪) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা ২(খ) এর অধীন কোনো পরিমাণ অর্থ বিয়োজন করিলে, উহা ধারা ৫০ এর অধীন বিয়োজন হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে, এবং অধ্যায় ৭ এর সংশ্লিষ্ট বিধানাবলি এইক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

(৫) যদি উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি নোটিশ অনুসারে অর্থ পরিশোধে বা কর্তনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে নোটিশে বর্ণিত অর্থের জন্য তাহাকে খেলাপি করদাতা হিসাবে গণ্য করা হইবে, এবং অর্থ আদায়ের ব্যর্থতার জন্য তাহার বিরুদ্ধে এইরূপ আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে, যেন বকেয়া কর তাহার নিকট প্রাপ্য এবং তদানুসারে এই অধ্যায়ের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা দফা (ক) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(৬) উপ-কর কমিশনার যে কোনো সময় উপ-ধারা (২) এর অধীন ইস্যুকৃত নোটিশ সংশোধন বা বাতিল করিতে পারিবেন, অথবা অনুরূপ নোটিশ অনুসারে যে কোনো অর্থ পরিশোধের সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে কোনো এলাকা সম্পর্কে কমিশনার নির্দেশ প্রদান করেন যে, উক্ত এলাকায় বলবতযোগ্য বকেয়া পৌর কর আদায় অথবা বাংলাদেশের যে কোনো অংশে প্রযোজ্য আইন অনুসারে ধার্যকৃত স্থানীয় কর আদায়ের জন্য যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়, সেই প্রক্রিয়ায় কর আদায় করিতে হইবে, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার বকেয়া অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে অনুরূপ একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করিতে পারিবেন।

(৮) কমিশনার উপ-ধারা (৭) এর অধীন পৌর কর বা স্থানীয় কর আদায়ের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি, কর্তৃপক্ষ, ক্ষমতা বা দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে এবং বিধিবদ্ধ কোন্ আইনের বিধানাবলি অনুসরণ করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবেন।

ব্যাখ্যা।- সকল সন্দেহ দূরীকরণার্থে এই মর্মে স্পষ্টীকরণ করা যাইতেছে যে, এই অধ্যায়ে নির্ধারিত কর আদায়ের বিভিন্ন পন্থা যেমন পারস্পরিকভাবে অবিচ্ছিন্ন নহে, তেমনি সরকারের পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনের বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণও করে না, এবং করদাতার নিকট বকেয়া কর আদায়ের অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও, উপ-কর কমিশনার, কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, কর আদায়ের জন্য উল্লিখিত যে কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করিলে উহা আইনসিদ্ধ হইবে।

অধ্যায় ১৭

দ্বৈত কর লাঘব

১৪৪। **দ্বৈত কর পরিহারের লক্ষ্যে চুক্তি।-** (১) সরকার দ্বৈত কর পরিহার এবং এই অধ্যাদেশ ও অন্য কোনো দেশে বলবৎ সমরূপ আইনের অধীন আয়ের উপর কর ধার্যের প্রেক্ষিতে রাজস্ব ফাঁকি প্রতিরোধ করিবার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকারের সহিত চুক্তি করিতে পারিবে, এবং উক্ত চুক্তি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো দেশের সরকারের সহিত উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেইক্ষেত্রে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত চুক্তি এবং চুক্তি বাস্তবায়নার্থে প্রণীত বিধানাবলি নিম্নবর্ণিত বিষয়ের ক্ষেত্রে কার্যকর থাকিবে, যথা:-

- (ক) এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য কর হইতে অব্যাহতি;
- (খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরের কোনো উৎস হইতে উদিত বা উদ্ভূত অথবা উদিত বা উদ্ভূত বলিয়া বিবেচিত অনিবাসীর আয় নির্ধারণ;

- (গ) যেক্ষেত্রে ব্যবসা বা পেশার সকল কাজ বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পরিচালিত হয়, সেইক্ষেত্রে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বা বাহিরে পরিচালিত কার্য বাবদ আয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া অথবা বাংলাদেশে অবস্থিত তাহার কোনো এজেন্ট, শাখা বা প্রতিষ্ঠানসহ অনিবাসীর নিকটে থাকা বাংলাদেশে কর আরোপযোগ্য আয় নির্ধারণ;
- (ঘ) বাংলাদেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তির সহিত কোনো অনিবাসী ব্যক্তির বিশেষ সম্পর্ক থাকিলে, উক্ত নিবাসীর আয় নির্ধারণ;
- (ঙ) এই অধ্যাদেশের অধীন আরোপযোগ্য এবং উক্ত দেশে বলবৎ অনুরূপ কোনো আইনের অধীনে আরোপযোগ্য কর আদায়করণ; অথবা
- (চ) এই অধ্যাদেশের অধীন এবং উক্ত দেশে বলবৎ অনুরূপ কোনো আইনের অধীন আয়ের জন্য ধার্যকৃত রাজস্ব পরিহার বা কর ফাঁকি প্রতিরোধের লক্ষ্যে তথ্য আদান প্রদান।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রণীত চুক্তিতে এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বের অথবা এই চুক্তি প্রণয়নের পূর্বে যে কোনো সময়ের কর অব্যাহতি প্রদানের বিধানাবলি এবং যেসকল আয় স্বয়ংক্রিয়ভাবে দ্বৈত করের আওতাভুক্ত নয়, সেই সকল আয় বিষয়ক বিধানাবলি অন্তর্ভুক্ত করা যাইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন সম্পাদিত কোনো চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট দেশের আইনের অধীন প্রদেয় কর বাবদ বাংলাদেশে প্রদেয় করের বিপরীতে ক্রেডিট মঞ্জুর করিবার কোনো বিধান অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেইক্ষেত্রে সপ্তম তপশিলের বিধানাবলি কার্যকর থাকিবে।

১৪৫। বাংলাদেশের বাহিরে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে অব্যাহতি।- যদি বাংলাদেশের নিবাসী কোনো ব্যক্তি তাহার যে কোনো বৎসরের আয়ের ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত বৎসরের মধ্যে বাংলাদেশের বাহিরে উদিত বা উদ্ভূত তাহার কোনো আয়ের জন্য তিনি কর্তন বা অন্য কোনোভাবে এইরূপ কোনো দেশে কর প্রদান করিয়াছেন যে দেশের সহিত দ্বৈত কর পরিহার বা অব্যাহতির জন্য কোনো পারস্পরিক চুক্তি নাই, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার, বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, বাংলাদেশে প্রচলিত করের গড় হার অথবা সংশ্লিষ্ট দেশে প্রচলিত করের গড় হারের মধ্যে যাহা কম, সেই হারে অনুরূপ দ্বৈত কর আরোপিত আয়ের উপর নিরূপিত কর উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য কর হইতে বাদ দিবেন।

ব্যাখ্যা।- “করের গড় হার” অভিব্যক্তি অর্থ মোট আয়ের উপর নিরূপিত করকে অনুরূপ আয় দ্বারা ভাগ করিয়া যে হার পাওয়া যাইবে সেই হার।

অধ্যায় ১৮ ফেরত প্রদান

১৪৬। ফেরত পাইবার অধিকার।- (১) যদি কোনো ব্যক্তি উপ-কর কমিশনার বা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে এইমর্মে সন্তুষ্ট করিতে পারেন যে, কোনো বৎসরে তাহার দ্বারা বা তাহার পক্ষে পরিশোধিত বা তাহার দ্বারা বা তাহার পক্ষে পরিশোধিত বলিয়া বিবেচিত কর এই অধ্যাদেশের অধীন উক্ত আয় বৎসরে তাহার নিকট যথাযথভাবে দাবিযোগ্য করের পরিমাণ অপেক্ষা অধিক, সেইক্ষেত্রে উক্ত অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ তিনি ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির আয় এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীন অন্য কোনো ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে এইরূপ অন্য ব্যক্তি এককভাবে এই অধ্যায়ের অধীন এইরূপ আয় সম্পর্কিত অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী হইবেন।

১৪৭। মৃত বা অক্ষম ব্যক্তির পক্ষে অর্থ ফেরত প্রাপ্তির দাবি।- যেক্ষেত্রে মৃত্যু, অক্ষমতা, দেউলিয়াত্ব, অবসায়ন বা অন্য কোনো কারণে কোনো ব্যক্তি তাহার পাওনা অর্থ ফেরত পাইবার দাবি করিতে বা গ্রহণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়েন, সেইক্ষেত্রে ক্ষেত্রমত, তাহার আইনানুগ প্রতিনিধি বা ট্রাস্টি, অভিভাবক বা রিসিভার উক্ত ব্যক্তি বা তাহার ভূসম্পত্তির কল্যাণের স্বার্থে ফেরতযোগ্য অর্থ দাবি বা গ্রহণ করিবার অধিকারী হইবেন।

১৪৮। কর নির্ধারণের সঠিকতা, ইত্যাদি বিষয়ে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।- এই অধ্যায়ের অধীন কোনো ফেরত প্রাপ্তির দাবির ক্ষেত্রে, উক্ত দাবিদার কোনো কর নির্ধারণী আদেশের বৈধতা বা সঠিকতার বিষয়ে অথবা চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হইয়াছে এইরূপ অন্য কোনো বিষয় সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিতে পারিবেন না অথবা উক্ত বিষয় পুনর্বিবেচনার জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন না এবং দাবিদার অতিরিক্ত কর পরিশোধের কারণে অর্থ ফেরত প্রাপ্তির ক্ষেত্রে ব্যতীত উত্থাপিত অন্য কোনো বিষয়ে কোনো প্রতিকার পাইবার অধিকারী হইবেন না।

১৪৯। আপিল আদেশের ভিত্তিতে অর্থ ফেরত।- যেক্ষেত্রে কোনো আপিল আদেশবলে বা এই অধ্যায়ের অধীন গৃহীত অন্য কোনো কার্যক্রমের অধীন করদাতার নিকট কোনো অর্থ ফেরতযোগ্য হইয়া থাকে, সেইক্ষেত্রে ¹[উক্ত পরিমাণ অর্থ ধারা ১৫২ এর বিধানাবলি অনুসারে সমন্বয় বা কর প্রদানের বিপরীতে পৃথক করিয়া রাখা না হইলে,] উপ-কর কমিশনার এতদ্বিষয়ে করদাতা কর্তৃক কোনো দাবি উপস্থাপন ব্যতিরেকেই ²[যে তারিখে করদাতার উক্ত কর ফেরতযোগ্য হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে ³[ষাট দিনের মধ্যে] করদাতাকে] উহা ফেরত প্রদান করিবেন।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কোনো বিধান ব্যতীত, অর্থ ফেরত” শব্দগুলি ও কমা পরিবর্তে “উক্ত পরিমাণ অর্থ ধারা ১৫২ এর বিধানাবলি অনুসারে সমন্বয় বা কর প্রদানের বিপরীতে পৃথক করিয়া রাখা না হইলে,” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “করদাতা” শব্দটির পরিবর্তে “যে তারিখে করদাতার উক্ত কর ফেরতযোগ্য হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে করদাতাকে” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “ত্রিশ দিনের মধ্যে” শব্দগুলির পরিবর্তে “ষাট দিনের মধ্যে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

১৫০। দাবির ফরম ও তামাদি।- (১) ¹[ধারা ১৪৬ ও ১৪৭ এর অধীন] অর্থ ফেরত প্রাপ্তির সকল দাবি নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক উপস্থাপন করিতে হইবে।

[(২) অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬০ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১৫১। বিলম্বে অর্থ ফেরতের জন্য সুদ।- যেক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক প্রাপ্য অর্থ ফেরতের জন্য ²[***] ³[দাবি করিবার, অথবা আপিল আদেশ বা এই অধ্যাদেশের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে করদাতা অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী হইবার] তারিখ হইতে দুই মাসের মধ্যে উক্ত অর্থ ফেরত প্রদান করা না হয়, সেইক্ষেত্রে করদাতাকে উক্ত দুইমাস অতিবাহিত হইবার পর হইতে ফেরত প্রদানের তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য ফেরত প্রদত্ত অর্থের উপর বার্ষিক ⁴[সাড়ে সাত শতাংশ] হারে সুদ প্রদান করিতে হইবে।

১৫২। করের বিপরীতে ফেরত অর্থের সমন্বয়।- যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশ, আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১ নং আইন), দান-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৪ নং আইন) বা সম্পদ-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৫ নং আইন) এর বিধানাবলির অধীন কোনো ব্যক্তি কোনো অর্থ ফেরতপ্রাপ্য হন, সেইক্ষেত্রে উক্ত ফেরতযোগ্য অর্থ বা উহার অংশবিশেষ এই অধ্যাদেশের অধীন উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিশোধযোগ্য করের সহিত সমন্বয় করা যাইবে ⁵[অথবা অনুরূপ ব্যক্তির লিখিত অভিপ্রায় অনুসারে, ধারা ৬৪ বা ৭৪ এর অধীন পরিশোধযোগ্য কর প্রদান হিসাবে গণ্য হইবে]।

অধ্যায় ১৮ক

[মামলা নিষ্পত্তি - বিলুপ্ত]

১৫২ক, ১৫২খ, ১৫২গ, ১৫২ঘ ও ১৫২ঙ [অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬১ দ্বারা বিলুপ্ত।]

⁶[অধ্যায় ১৮খ

বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি

১৫২চ। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি।- অধ্যায় ১৯ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের পরবর্তী ধারাসমূহে এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালায় বর্ণিত পদ্ধতিতে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ, কর আপিল ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের নিকট

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “এই অধ্যায়ের অধীন” শব্দগুলির পরিবর্তে “ধারা ১৪৬ ও ১৪৭ এর অধীন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “সংশ্লিষ্ট করনির্ধারণী আদেশ বা” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা “ফেরতের জন্য দাবি” শব্দগুলির পরিবর্তে “দাবি করিবার, অথবা আপিল আদেশ বা এই অধ্যাদেশের অধীন পরিচালিত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে করদাতা অর্থ ফেরত পাইবার অধিকারী হইবার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “দশ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “সাড়ে সাত শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “অথবা অনুরূপ ব্যক্তির লিখিত অভিপ্রায় অনুসারে, ধারা ৬৪ বা ৭৪ এর অধীন পরিশোধযোগ্য কর প্রদান হিসাবে গণ্য হইবে” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও কমা সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৪৯ দ্বারা “অধ্যায় ১৮খ” সংযোজিত।

দায়েরকৃত করদাতার যে কোনো বিরোধ, বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির (অতঃপর এডিআর বলিয়া উল্লিখিত) মাধ্যমে, নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(২) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এডিআরযোগ্য করদাতার শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহ নির্ধারণ করিতে অথবা এই বিধানাবলি প্রয়োগের এক বা একাধিক ক্ষেত্র বা ক্ষেত্রসমূহে (area or areas) সম্প্রসারণ করিতে পারিবে।

১৫২ছ। **এডিআর প্রবর্তন।**— বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যে তারিখ এবং করদাতার যে শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহ নির্ধারণ করিবে, সেই তারিখে এবং সেই শ্রেণি বা শ্রেণিসমূহের ক্ষেত্রে, এই অধ্যায়ে উল্লিখিত এডিআর সম্পর্কিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

১৫২জ। **সংজ্ঞা।**— প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, -

- (ক) “ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি” অর্থ ধারা ১৭৪ এর উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি;
- (খ) “বেঞ্চ” অর্থ কর আপিল ট্রাইব্যুনালের বেঞ্চ;
- (গ) “কমিশনারের প্রতিনিধি” অর্থ এই অধ্যায়ের অধীন বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তি প্রক্রিয়ায় প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য কর কমিশনার কর্তৃক ধারা ৩ এর অধীন আয়কর কর্তৃপক্ষের মধ্য হইতে মনোনীত এক বা একাধিক কর্মকর্তা;
- (ঘ) “আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্ট;
- (ঙ) “বিরোধ” অর্থ নিম্নবর্ণিত বিষয়ে করদাতার কোনো আপত্তি, যথা:-
 - (অ) তাহার আয়ের রিটার্নে সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য তৎকর্তৃক ঘোষিত আয় অপেক্ষা অধিক আয় নির্ধারণ; অথবা
 - (আ) অধ্যায় ১৯ এর অধীন কোনো আপিল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ যাহার ফলশ্রুতিতে তাহার আয়ের রিটার্নে ঘোষিত আয় অপেক্ষা অধিক আয় নির্ধারণ হইয়াছে।

১৫২ঝ। **বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য আবেদন।**— (১) অধ্যায় ১৯ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, একজন করদাতা কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি এডিআর পদ্ধতিতে বিরোধটির নিষ্পত্তির জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) একজন করদাতা কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের নিকট নিষ্পন্নানীত কোনো বিরোধের এডিআর এর জন্য আবেদন করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন সকল মামলা, সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষ¹ [ট্রাইব্যুনাল] বা, ক্ষেত্রমত, আদালতের অনুমতি গ্রহণ সাপেক্ষে, ব্যবস্থিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, আয়কর কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের নিকট হইতে অনুরূপ অনুমতি প্রাপ্তির পর এবং অনুরূপ অনুমতি মঞ্জুর হইবার পর বিচার্য বিষয়টি এডিআর প্রক্রিয়া চলাকালে স্থগিত থাকিবে।

(৪) আবেদনপত্র নির্ধারিত ফরমে, সময়ের মধ্যে, ফি সহকারে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক দাখিল করিতে হইবে।

(৫) আবেদনপত্র, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার বা আপিলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা কর কমিশনার (আপিল) বা কর আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

²[৫ক) আবেদনপত্র বোর্ড কর্তৃক লিখিত আদেশ দ্বারা নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক, কম্পিউটার রিডেবল বা মেশিন রিডেবল ফরমে এবং পদ্ধতিতে দাখিল করা যাইবে।]

(৬) সুপ্রীম কোর্টের যে কোনো বিভাগে বিচারাধীন কোনো বিরোধের ক্ষেত্রে, করদাতা কর্তৃক উপ-ধারা (২) এর অধীন আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে উক্ত বিভাগের নিকট দরখাস্ত দাখিলের মাধ্যমে অনুমতি গ্রহণ করিতে হইবে, এবং আদালত, তৎসমীপে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, বিষয়টি এডিআর প্রক্রিয়ায় নিষ্পত্তির অনুমতি প্রদান করিতে অথবা, আদালত যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অন্য কোনো আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

³[১৫২বাব। আপিল ট্রাইব্যুনাল বা হাইকোর্ট বিভাগে নিষ্পত্তির অপেক্ষাধীন কোনো আপিল বা রেফারেন্সের কার্যধারার মূলতবি।- যেক্ষেত্রে একজন করদাতা কোনো অর্থ বৎসরের জন্য এডিআর এর উদ্দেশ্যে আবেদন দাখিল করেন এবং একই অর্থ বৎসরের জন্য উপ-কর কমিশনার আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট আপিল দায়ের করেন অথবা কমিশনার হাইকোর্ট বিভাগের নিকট রেফারেন্স মামলা দায়ের করেন এবং আপিল ট্রাইব্যুনাল বা, ক্ষেত্রমত, হাইকোর্ট বিভাগ এতৎসম্পর্কে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়, সেইক্ষেত্রে এডিআর এর আবেদন নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত আপিল বা রেফারেন্সের কার্যধারা মূলতবি থাকিবে।]

⁴[১৫২গ। এডিআর-এর জন্য আবেদনের যোগ্যতা।- যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বৎসর বা বৎসরসমূহের জন্য আয়কর রিটার্ন দাখিল করা হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে কোনো করদাতা এডিআর এর জন্য আবেদন করিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি ধারা ৭৪ এর অধীন পরিশোধযোগ্য কর প্রদান করিতে ব্যর্থ হন।]

১৫২ট। সমন্বয়ক (Facilitator) নিয়োগ এবং তাহার দায়িত্ব ও কর্তব্য।- বিকল্প পদ্ধতিতে কোনো বিরোধ নিষ্পত্তির উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে, বোর্ড সমন্বয়ক নির্বাচন বা নিয়োগ করিতে এবং বিধি দ্বারা তাহার⁵[ফি,] দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করিতে পারিবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫৮ দ্বারা “ট্রাইব্যুনাল” কমা ও শব্দটি সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৮ দ্বারা উপ-ধারা (৫ক) সন্নিবেশিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৪৭ দ্বারা ধারা ১৫২বাব সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৫৬ দ্বারা ধারা ১৫২গ প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা “ফি,” শব্দটি ও কমা সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

১৫২৪। এডিআর এর জন্য করদাতার অধিকার ও কর্তব্য।- (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, এডিআর এর জন্য আবেদনকারী কোনো করদাতা, সমন্বয়কের সহায়তা ও তত্ত্বাবধানে, সংশ্লিষ্ট বিরোধের প্রশ্নে নিজে ব্যক্তিগতভাবে অথবা ক্ষমতাপ্রাপ্ত একজন প্রতিনিধিসহ কমিশনারের প্রতিনিধির সহিত সমঝোতা (negotiate) করিতে পারিবেন।

(২) সমন্বয়ক আবেদনকারী-করদাতাকে ব্যক্তিগতভাবে সমঝোতা প্রক্রিয়ায় উপস্থিত হওয়া হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবেন এবং তাহার অনুপস্থিতির পর্যাপ্ত কারণ থাকিলে, তাকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) এডিআর এর জন্য আবেদনপত্র দাখিলের সময় আবেদনকারী-করদাতা সংশ্লিষ্ট সকল কাগজপত্র ও দলিলাদি জমা প্রদান করিবেন এবং আইনগত ও ঘটনাগত (law and facts) সকল বিষয় প্রকাশ করিবেন।

(৪) নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সমঝোতা চলাকালে আবেদনকারী-করদাতা সহযোগিতামূলক, সক্রিয়, নিরপেক্ষ এবং প্রবঞ্চনার অভিপ্রায় মুক্ত (bona fide) হইতে হইবে।

(৫) যদি আবেদনকারী-করদাতা কোনো অসত্য ঘোষণা প্রদান ও ভুয়া দলিল দাখিল করেন এবং উহার ভিত্তিতে কোনো আদেশ প্রাপ্ত হন বা কর নির্ধারণী হয়, তাহা হইলে উহা উদ্ঘাটিত হইবার পর উক্ত আদেশ বা কর নির্ধারণী বাতিল হইবে এবং তাহার বিরুদ্ধে যথাযথ আইনগত প্রক্রিয়া গ্রহণ করা হইবে।

(৬) সমঝোতার ফলাফলস্বরূপ কোনো কর বকেয়া থাকিলে, আবেদনকারী-করদাতা এডিআর এর সিদ্ধান্ত অনুসারে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে উহা পরিশোধে দায়ী থাকিবেন।

১৫২৬। এডিআর প্রক্রিয়ায় কমিশনারের প্রতিনিধি মনোনয়ন ও তাহার দায়িত্ব।- (১) সংশ্লিষ্ট কর কমিশনার তাহার অধস্তন, উপ-কর কমিশনার পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ, কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে এডিআর প্রক্রিয়ায় তাহার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মনোনয়ন প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন মনোনয়নপ্রাপ্ত প্রতিনিধি এডিআর সমঝোতা প্রক্রিয়ার সভাসমূহে অংশগ্রহণ করিবেন এবং যদি সমঝোতা প্রক্রিয়ায় কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয়, তাহা হইলে উহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

১৫২৮। বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির কার্যধারা।- (১) এডিআর এর আবেদনপত্র প্রাপ্তির পর, সমন্বয়ক আবেদনপত্রটির একটি অনুলিপি সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারের নিকট অগ্রায়ণ করিবেন এবং আবেদনের হেতু সম্পর্কে তাহার মতামত এবং ধারা ১৫২৪ ও ১৫২৫ তে বর্ণিত শর্তাদি প্রতিপালন করা হইয়াছে কিনা সেই সম্পর্কে তাহার মতামত জানিতে চাহিবেন।

(২) উপ-ধারা (৩) এর দফা (গ) তে বর্ণিত অনুলিপি গৃহীত হইবার ¹[পাঁচ কর্ম দিবসের] মধ্যে যদি উপ-কর কমিশনার শর্তাদি প্রতিপালন করা হইয়াছে কিনা তৎসম্পর্কে তাহার মতামত প্রদান করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে সমন্বয়ক ধরিয়া লইবেন যে, উক্ত শর্তাদি ইতোমধ্যে পূরণ করা হইয়াছে।

(৩) সমন্বয়ক-

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৪৯ দ্বারা “পনের দিবসের” শব্দগুলির পরিবর্তে “পাঁচ কর্ম দিবসের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ক) লিখিত নোটিশ দ্বারা, আবেদনকারী ও কর কমিশনার বা কমিশনারের প্রতিনিধিকে নোটিশে বর্ণিত তারিখে বিরোধ মীমাংসার জন্য আহত সভায় যোগদানের জন্য অবহিত করিতে পারিবেন;
- (খ) প্রয়োজন মনে করিলে, সময় সময়, সভা মূলতবি করিতে পারিবেন;
- (গ) সভার সময়ে বা তৎপূর্বে বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে উপ-কর কমিশনার বা আবেদনকারীর নিকট হইতে রেকর্ড ও সাক্ষ্য-প্রমাণ তলব করিতে পারিবেন; এবং
- (ঘ) আবেদন নিষ্পত্তির পূর্বে তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্তের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৪) সমন্বয়ক আবেদনকারী-করদাতা ও কমিশনারের প্রতিনিধিকে আলোচনা ও সভার মাধ্যমে বিরোধ বা বিরোধসমূহ নিষ্পত্তিতে ঐকমত্যে পৌঁছাইবার জন্য সহায়তা করিবেন।

১৫২গ। এডিআর এর সিদ্ধান্ত।- (১) যেক্ষেত্রে বিরোধীয় উভয় পক্ষ বিরোধটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ঘটনাগত বা আইনগত প্রশ্নে ঐকমত্যে উপনীত হয়, সেইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো বিরোধ সম্পূর্ণ বা আংশিক ঐকমত্যের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে করদাতা এবং কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যে কোনো ঐকমত্য, সম্পূর্ণ বা আংশিক, প্রতিষ্ঠা হয়, সেইক্ষেত্রে সমন্বয়ক নির্ধারিত পদ্ধতিতে লিখিতভাবে উক্ত ঐকমত্য সম্পর্কিত বিস্তারিত বিবরণ রেকর্ড করিবেন।

(৩) ঐকমত্য সম্পর্কিত অনুরূপ প্রতিটি রেকর্ডে ঐকমত্যের শর্তাদিসহ পরিশোধযোগ্য বা প্রত্যর্পণযোগ্য করের পরিমাণ এবং প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত অন্য যে কোনো বিষয় এবং ঐকমত্যের অধীন বকেয়া অর্থ পরিশোধের পদ্ধতি এবং উক্ত ঐকমত্য কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে সমন্বয়ক যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ অন্যান্য বিষয় সম্পর্কিত বিবরণ থাকিবে।

(৪) যদি পরবর্তীতে দেখা যায় যে, প্রতারণা বা ঘটনার ভুয়া উপস্থাপনার মাধ্যমে কোনো ঐকমত্য চূড়ান্ত হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত ঐকমত্য বাতিল বলিয়া গণ্য হইবে।

(৫) ঐকমত্যটি করদাতা এবং কমিশনারের প্রতিনিধি ও সমন্বয়ক কর্তৃক স্বাক্ষরযুক্ত হইতে হইবে।

(৬) যেক্ষেত্রে পক্ষগণের মধ্যে কাহারো অসহযোগিতার কারণে কোনো ঐকমত্য, আংশিক বা সম্পূর্ণ, প্রতিষ্ঠিত না হয়, অথবা আবেদনকারী-করদাতা ও সংশ্লিষ্ট কমিশনারের প্রতিনিধির মধ্যে কোনো ঐকমত্য ব্যতীতই বিরোধটির নিষ্পত্তি প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়, সেইক্ষেত্রে সমন্বয়ক উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া অনুরূপ মতানৈক্যের পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে, আবেদনকারী-করদাতাকে এবং, ক্ষেত্রমত, বোর্ড সংশ্লিষ্ট আদালত, ট্রাইব্যুনাল, আপীলাত কর্তৃপক্ষ ও আয়কর কর্তৃপক্ষকে অনুরূপ অসফল বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে অবহিত করিবেন।

(৭) যেক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য বা প্রত্যর্পণযোগ্য করের পরিমাণ, পরিশোধের সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণপূর্বক যথারীতি ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত, রেকর্ডভুক্ত ও স্বাক্ষরিত হয়, সেইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন ঐকমত্যটি প্রতিপালনের লক্ষ্যে সমন্বয়ক উহা করদাতা ও সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

(৮) আবেদন দাখিলের মাস হইতে পরবর্তী¹[দুই মাসের] মধ্যে, সমন্বয়ক কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হইলে, কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হয় নাই মর্মে গণ্য হইবে।

(৯) কোনো সফল ঐকমত্যের ক্ষেত্রে, যে তারিখে সমন্বয়ক ও পক্ষগণের মধ্যে উক্ত ঐকমত্য স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, উহার পরবর্তী পনের দিনের মধ্যে সমন্বয়ক ঐকমত্যের অনুলিপি উপ-ধারা (৬) এ বর্ণিত সকল পক্ষের নিকট সরবরাহ করিবেন।

১৫২ত। **ঐকমত্যের ফলাফল।-** (১) এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১৫২গ এর উপ-ধারা (৯) এর অধীন কোনো ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা হইলে, উহা পক্ষগণের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে বাধ্যকর হইবে এবং করদাতা বা অন্য কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা কোনো কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের নিকট চ্যালেঞ্জ করা যাইবে না।

(২) ধারা ১৫২গ এর অধীন নিষ্পত্তিকৃত প্রত্যেকটি ঐকমত্য উহাতে বর্ণিত বিষয়াদির চূড়ান্ত পরিসমাপ্তি মর্মে গণ্য হইবে এবং এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ কোনো কিছু না থাকিলে, ঐকমত্যের আওতাভুক্ত কোনো বিষয় এই অধ্যাদেশের অধীন অন্য কোনো কার্যধারায় পুনরায় উত্থাপন করা যাইবে না।

১৫২খ। **মতৈক্যে উপনীত না হওয়ার ক্ষেত্রে, আপিলের তামাদি মেয়াদ।-** (১) এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই অধ্যায়ের অধীন সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে কোনো মতৈক্যে উপনীত হওয়া সম্ভব না হইলে, করদাতা নিম্নবর্ণিত কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) বিরোধটি উপ-কর কমিশনারের আদেশ হইতে উদ্ভূত হইলে, ক্ষেত্রমত, আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার বা আপিলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা কর-কমিশনার (আপিল) এর নিকট;
- (খ) বিরোধটি, ক্ষেত্রমত, আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার বা আপিলাত অতিরিক্ত কর কমিশনার বা কর-কমিশনার (আপিল) এর আদেশ হইতে উদ্ভূত হইলে, কর আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট;
- (গ) যেক্ষেত্রে আবেদনকারী-করদাতা এডিআর এর জন্য অনুমতি প্রাপ্ত হন, সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আপিলাত কর্তৃপক্ষ বা আদালতের নিকট।

(২) আপিল দায়েরের তামাদি মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, আবেদনপত্র দাখিল এবং এডিআর এর সিদ্ধান্ত বা আদেশ জারির মধ্যবর্তী সময় বাদ যাইবে।

²[**ব্যাখ্যা।-** এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ‘আপিল দায়ের’ অর্থ সংশ্লিষ্ট আপিলাত কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে অবহিতকরণের মাধ্যমে আপিল পুনরুজ্জীবিতকরণ।]

১৫২দ। **ঐকমত্য পরবর্তী প্রতিপাদন।-** (১) বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে এডিআর এর আবেদনের নিষ্পত্তির অগ্রগতি তদারকি এবং প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান ও সমন্বয় নিশ্চিত করিতে পারিবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা “এক মাস” শব্দগুলির পরিবর্তে “দুই মাস” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা ব্যাখ্যা সন্নিবেশিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(২) ঐকমত্য আইনগতভাবে এবং ঘটনাগতভাবে সিদ্ধ কিনা উহা প্রতিপাদন ও নির্ধারণের উদ্দেশ্যে, সমন্বয়ক সংশ্লিষ্ট কমিশনার ও বোর্ডের নিকট ঐকমত্য বা মতানৈক্য সম্পর্কিত সকল বিষয়ের অনুলিপি প্রেরণ করিবেন।

(৩) ঐকমত্য বা মতানৈক্য সম্পর্কিত সকল বিষয়ের অনুলিপি প্রাপ্তির পর, বোর্ডের নিকট যদি এইমর্মে প্রতীয়মান হয়ে যে, প্রতারণা, ভুল উপস্থাপনা বা সত্য গোপন করিবার কারণে রাজস্ব ক্ষতির উদ্ভব ঘটিয়াছে, তাহা হইলে উক্তরূপ ঐকমত্য বাতিল হিসাবে প্রতিপন্ন হইবে এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ, ট্রাইব্যুনাল বা আদালতের বরাবরে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের লক্ষ্যে প্রেরণ করিতে হইবে।

১৫২খ। দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলায় বাধা।— সরল বিশ্বাসে কৃত কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ বা মতানৈক্যে উপনীত হইবার কারণে এডিআর প্রক্রিয়ায় জড়িত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা দায়ের করা যাইবে না।]

অধ্যায় ১৯

আপিল ও রেফারেন্স

¹[১৫৩। আপিলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল।- (১) কোনো ব্যক্তি আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয়ে প্রদত্ত কোনো আদেশের দ্বারা সংক্ষুব্ধ হইলে, তিনি সংশ্লিষ্ট আপিলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, যথা:-

- (ক) আয় নির্ধারণ;
- (খ) কর দায় বা ফেরতের পরিমাণ হিসাব;
- (গ) ক্ষতির সমন্বয় বা জের টানা;
- (ঘ) জরিমানা আরোপ বা সুদ;
- (ঙ) সারচার্জ বা অন্য কোনো অর্থ আরোপ বা পরিগণনা;
- (চ) করের ক্রেডিট; এবং
- (ছ) ফেরতের অর্থ পরিশোধ।

(২) উপ-ধারা (৩) সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয়ের আপিল কেবল কর কমিশনার (আপিল) এর নিকট দায়ের করা যাইবে, যথা:-

- (ক) কোনো কোম্পানী কর্তৃক আপিল;
- (খ) ধারা ১২০ এর অধীন প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল;

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা ধারা ১৫৩ প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(গ) ধারা ১০৭ক এ সংজ্ঞায়িত আন্তর্জাতিক লেনদেন সংশ্লিষ্ট কোনো সমন্বয় বা জরিমানার আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল;

(ঘ) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো বিষয়ে যুগ্ম-কর কমিশনার বা তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল।

(৩) বোর্ড-

(ক) কোনো আপিলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট কোনো আপিল অর্পণ করিতে পারিবে;

(খ) এক আপিলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অপর কোনো আপিলাত আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট আপিল বদলি করিতে পারিবে।

(৪) করযুক্ত আয়ের শেয়ার হিসাবে পরিগণনাকৃত কোনো আয়ের বিষয়ে কোনো আপিল করা যাইবে না।

(৫) নিম্নবর্ণিত কোনো বিষয় সম্পর্কিত কর নির্ধারণী আদেশের বিরুদ্ধে কোনো আপিল করা যাইবে না, যথা:-

(ক) যেক্ষেত্রে আয়ের রিটার্ন দাখিল করা হয়	যদি ধারা ৭৪ এর অধীন কর পরিশোধ করা না হয়
(খ) যেক্ষেত্রে কোনো আয়ের রিটার্ন দাখিল করা না হয়	যদি উপ-কর কমিশনার কর্তৃক নির্ধারিত করের অনূ্যন দশ শতাংশ (১০%) পরিশোধ করা না হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি আপিলকারী আপিল দায়েরের পূর্বে রিটার্নের ভিত্তিতে কর পরিশোধ করেন এবং আপিলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আপিলকারী কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের পূর্বে কর পরিশোধ করিতে না পারিবার পর্যাপ্ত কারণ ছিল, তাহা হইলে উহা আপিল শুনানির অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।— এই ধারায়, আপিলাত আয়কর কর্তৃপক্ষ অর্থ কর কমিশনার (আপিল) বা, ক্ষেত্রমত, আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার।]

১৫৪। **আপিল দায়েরের ফরম এবং তামাদি মেয়াদ।**- (১) ধারা ১৫৩ এর অধীন প্রত্যেক আপিল নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক ¹[দুইশত টাকা] ফিসহ দাখিল করিতে হইবে।

²[(১ক) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

(ক) ইলেক্ট্রনিক বা মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল পদ্ধতিতে ¹[কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল] করা যাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “একশত টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “দুইশত টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৫৮ দ্বারা উপ-ধারা (১ক) সন্নিবেশিত।

(খ) উক্তরূপ আপিল দায়েরের ফরম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

(২) উপ-ধারা (৩) সাপেক্ষে, আপিল-

(ক) কর নির্ধারণ বা জরিমানা সংক্রান্ত হইলে, ঐরূপ কর নির্ধারণ বা, ক্ষেত্রমত, জরিমানা সংশ্লিষ্ট ডিম্যান্ড নোটিশ জারির তারিখ হইতে; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হয়, উহা জারির তারিখ হইতে;

পরবর্তী ²[৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের] মধ্যে উপস্থাপন করিতে হইবে।

(৩) আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ³[বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল)] উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত মেয়াদ উত্তীর্ণ হইবার পরও আপিল গ্রহণ করিতে পারিবেন, যদি তাহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত সময়সীমার মধ্যে সংশ্লিষ্ট আপিলকারীর আপিল দায়েরে ব্যর্থ হইবার পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান ছিল।

১৫৫। আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ⁴[বা কমিশনার (আপিল)] বরাবর দাখিলকৃত আপিল সংক্রান্ত কার্যক্রম।- (১) আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ⁵[বা কমিশনার (আপিল)] আপিল শুনানির জন্য তারিখ ও স্থান নির্ধারণ করিবেন, এবং তৎসম্পর্কিত একটি নোটিশ আপিলকারী ও যে উপ-কর কমিশনারের আদেশের বিরুদ্ধে আপিল করা হইয়াছে তাহাকে প্রদান করিবেন।

(২) আপিলকারীর এবং উপ কর-কমিশনার ব্যক্তিগতভাবে বা প্রতিনিধির মাধ্যমে আপিল শুনানিতে অংশগ্রহণের অধিকার থাকিবে।

(৩) আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ⁶[বা কমিশনার (আপিল)] প্রয়োজন মনে করিলে, সময় সময়, আপিল শুনানি মূলতবি রাখিতে পারিবেন।

(৪) আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ⁷[বা কমিশনার (আপিল)] শুনানিকালে বা তৎপূর্বে যদি এইমর্মে সন্তুষ্ট হন যে, আপিলের কোনো কারণ ইতোপূর্বে আপিল আবেদন ফরমে অনিচ্ছাকৃতভাবে বাদ পড়িয়াছে এবং উহা অযৌক্তিক নহে, তাহা হইলে তিনি আবেদনে উপস্থাপিত কারণ ছাড়াও আপিলের অন্যান্য কারণ অন্তর্ভুক্ত করিবার অনুমতি প্রদান করিতে পারিবেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা “কোনো করদাতা বা কোনো শ্রেণির করদাতার আপিল” শব্দগুলির পরিবর্তে “কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৫ দ্বারা “ষাট দিন” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঁয়তাল্লিশ দিন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি, কমাগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

(৫) আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ¹[বা কমিশনার (আপিল)] আপিল নিষ্পত্তির পূর্বে যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ তদন্ত পরিচালনা করিতে পারিবেন অথবা প্রয়োজন মনে করিলে, আপিলের কারণ সম্পর্কিত তথ্যাদি তলব করিতে পারিবেন অথবা উপ-কর কমিশনার কর্তৃক বিষয়টি সম্পর্কে অধিকতর তদন্ত পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(৬) আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ²[বা কমিশনার (আপিল)] আপিল শুনানি চলাকালে এইরূপ কোনো দলিলাদি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ গ্রহণ করিতে পারিবেন না, যাহা উপ-কর কমিশনারের নিকট সময়মত উপস্থাপন করা হয় নাই, যদি না তাহার নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় যে, অনুরূপ দলিলাদি বা সাক্ষ্য-প্রমাণ পর্যাপ্ত যুক্তিসঙ্গত কারণমূলে উপ-কর কমিশনারের নিকট উপস্থাপন করা সম্ভব ছিল না।

১৫৬। আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ³[বা কমিশনার (আপিল)] কর্তৃক আপিলের সিদ্ধান্ত।- (১) কোনো আপিল নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ⁴[বা কমিশনার (আপিল)]-

- (ক) কর নির্ধারণী আদেশের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণটি চূড়ান্তকরণ, হ্রাস, বর্ধিত, নাকচ বা বাতিল করিতে পারিবেন;
- (খ) জরিমানা আরোপের আদেশ সংক্রান্ত মামলায়, অনুরূপ আদেশ চূড়ান্তকরণ, নাকচ বা বাতিল অথবা অন্যভাবে জরিমানা বৃদ্ধি বা হ্রাস করিতে পারিবেন; এবং
- (গ) অন্য যে কোনো ক্ষেত্রে, তিনি যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবেন, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন ⁵:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ১৭৮ এর বিধানাবলি অনুসারে করদাতার উপর নোটিশ জারি করা হয় নাই মর্মে আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) এর নিকট সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান না হইলে, কোনো কর নির্ধারণী বা জরিমানা আরোপের আদেশ রদ করা যাইবে না।]

(২) আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ⁶[বা কমিশনার (আপিল)] কোনো নির্ধারণীতে করের পরিমাণ বা আরোপিত জরিমানার অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি অথবা ফেরত প্রদানের ক্ষেত্রে, প্রদেয় অর্থের পরিমাণ হ্রাস করিতে পারিবেন না, যদি না আপিলকারীকে অনুরূপ বৃদ্ধি বা হ্রাসের কারণ দর্শাইবার যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান করা হয়।

(৩) আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার ⁷[বা কমিশনার (আপিল)] কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত আপিলের রায় লিখিতভাবে প্রদান করিতে হইবে এবং রায়ে নিষ্পত্তির বিষয়বস্তু, তৎসম্পর্কিত সিদ্ধান্ত ও সিদ্ধান্তের সমর্থনে কারণসমূহের উল্লেখ করিতে হইবে।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা শর্তাংশ সংযোজিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

(৪) যেক্ষেত্রে কোনো আপিল মামলার ফলে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর নির্ধারণী আদেশে কোনো পরিবর্তন আনীত হয়, সেইক্ষেত্রে আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার¹[বা কমিশনার (আপিল)] ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তিসংঘের সদস্যগণের আয়কর নির্ধারণীতে তদানুসারে সংশোধনী আনয়নের জন্য উপ-কর কমিশনারকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৫) কোনো আপিল মামলা নিষ্পত্তির পর আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার²[বা কমিশনার (আপিল)]³[অনুরূপ আদেশ জারির⁴[ত্রিশ দিনের] মধ্যে] আদেশ জারির বিষয়টি আপিলকারী, উপ-কর কমিশনার এবং কমিশনারকে অবহিত করিবেন।

(৬) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আপিল যে তারিখে আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার⁵[বা কমিশনার (আপিল)] এর বরাবর দায়ের করা হইয়াছিল, যদি সেই তারিখের⁶[সংশ্লিষ্ট মাস সমাপ্তির একশত পঞ্চাশ দিনের দিনের মধ্যে] আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার [বা কমিশনার (আপিল)] উহার উপর কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে আপিলটি অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

১৫৭। **কর আদায়কারী কর্মকর্তার আদেশের বিরুদ্ধে আপিল।**- ধারা ১৩৯ এর অধীন কর আদায়কারী কর্মকর্তার জারিকৃত আদেশে সংক্ষুদ্ধ ব্যক্তি উহা জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে উক্ত কর্মকর্তা যে পদির্শন যুগ্ম কর-কমিশনারের অধস্তন সেই পরিদর্শন যুগ্ম কমিশনারের নিকট আপিল করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ আপিলের ক্ষেত্রে, পরিদর্শন যুগ্ম কমিশনারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত গণ্য হইবে।

১৫৮। **আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল।**- (১) যদি কোনো করদাতা নিম্নবর্ণিত কোনো আদেশে সংক্ষুদ্ধ হন, তবে তিনি আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) ধারা ১২৮ বা ১৫৬ এর অধীন, আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার⁷[বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল)] কর্তৃক জারিকৃত আদেশ;

⁸[***]

⁹[(২) করদাতা, ক্ষেত্রমত, আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) এর আদেশের ভিত্তিতে ধার্যকৃত কর, কর, এবং ধারা ৭৪ অনুসারে পরিশোধযোগ্য করের মধ্যকার যে পার্থক্য হইবে, উহার¹⁰[দশ শতাংশ (১০%)]] কর

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “অনুরূপ আদেশ জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৯ দ্বারা “পনের দিন” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ দিন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা উপ-ধারা (৬) এ দুইবার “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা “সংশ্লিষ্ট মাস সমাপ্তির নব্বই দিনের মধ্যে” শব্দগুলির পরিবর্তে “সংশ্লিষ্ট মাস সমাপ্তির একশত পঞ্চাশ দিনের মধ্যে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি, কমাগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁸ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দফা (খ) ও (গ) বিলুপ্ত।

⁹ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা উপ-ধারা (২) প্রতিস্থাপিত।

¹⁰ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫০(ক) দ্বারা “পাঁচ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “দশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

পরিশোধ না করিয়া থাকিলে, আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনার (আপিল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আপিল দায়ের করিতে পারিবেন না¹।:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতা কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, কর কমিশনারের নিকট আবেদনের কারণ যুক্তিসঙ্গত প্রতীয়মান হইলে, তিনি উক্তরূপ পরিশোধের হার হ্রাস করিতে পারিবেন²[এবং উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এতৎসম্পর্কে তিনি যে রূপ উকযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন।]

³[(২ক) উপ কর-কমিশনার, ⁴[কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক,] ধারা ১৫৬ এর অধীন আপিলাত যুগ্ম-যুগ্ম-কমিশনার বা কমিশনার (আপিল) কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন।]

(৩) [অর্থ আইন ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ দ্বারা বিলুপ্ত।]

⁵[(৪) যে আদেশের বিরুদ্ধে আপিল দায়ের করা হইবে সেই আদেশ সম্পর্কে করদাতা অথবা, ক্ষেত্রমত, কমিশনারকে অবহিত করিবার পরবর্তী ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে ⁶[উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২ক)] এর অধীন প্রত্যেক আপিল ⁷[***] দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ৬০ (ষাট) দিনের মধ্যে আপিল দায়ের করিতে ব্যর্থ হইলেও, যদি আপিল ট্রাইব্যুনাল এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত ব্যর্থতার জন্য পর্যাপ্ত কারণ বিদ্যমান ছিল, তাহা হইলে উক্ত মেয়াদপূর্তীর পরও অনুরূপ আপিল গৃহীত হইবে।]

(৫) নির্ধারিত ফরমে এবং পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল দায়ের করিতে হইবে⁸[এবং উপ-ধারা (২ক)-এর অধীন আপিলের ক্ষেত্র ব্যতীত,] ⁹[***] উৎপাদিত আপিল আবেদনের সহিত ¹⁰[এক হাজার] টাকা ফি জমা প্রদান করিতে হইবে।

¹[(৬) বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা,-

¹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫০(খ) দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৭ দ্বারা “এবং উক্তরূপ আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে এতৎসম্পর্কে তিনি যে রূপ উকযুক্ত মনে করিবেন সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবেন” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা উপ-ধারা (২ক) সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা “বোর্ডের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক” শব্দগুলির পরিবর্তে “কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-ধারা (৪) প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা “উপ-ধারা (১)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “উপ-ধারা (১) বা উপ-ধারা (২ক)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ দ্বারা “ বা উপ-ধারা (৩)” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী বিলুপ্ত।

⁸ অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা “এবং..হইবে” শব্দগুলির পরিবর্তে “এবং উপ-ধারা (২ক)-এর অধীন আপিলের ক্ষেত্রে ব্যতীত” শব্দগুলি, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

⁹ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ দ্বারা “উপ-ধারা (৩)-এর অধীন আপিলের ক্ষেত্রে ব্যতীত,” শব্দগুলি, সংখ্যা, বন্ধনী ও কমা বিলুপ্ত।

¹⁰ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা “পাঁচ শত” শব্দগুলির পরিবর্তে “এক হাজার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ক) ইলেক্ট্রনিক বা মেশিন রিডেবল বা কম্পিউটার রিডেবল পদ্ধতিতে ²[কোন কোন ক্ষেত্রে উক্তরূপ আপিল] করা যাইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে;
- (খ) উক্তরূপ আপিল দায়েরের ফরম ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

১৫৯। আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক আপিল নিষ্পত্তি।- (১) আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল মামলার উভয় পক্ষকে শুনানির সুযোগ দানের পর আপিলটির ক্ষেত্রে যেরূপ যথাযথ মনে করিবে, সেইরূপ আদেশ প্রদান করিবে।

(২) কোনো আপিল নিষ্পত্তির প্রাক্কালে আপিল ট্রাইব্যুনাল আপিল সংক্রান্ত যেকোনো তথ্য তলব করিতে পারিবে অথবা উপ-কর কমিশনার কর্তৃক এতদ্বিষয়ে অধিকতর তদন্তের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে আপিল মামলার কারণে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের কর নির্ধারণী আদেশে কোনো পরিবর্তন আনীত হয়, অথবা ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের কর নির্ধারণী আদেশ নূতনভাবে করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে আপিল ট্রাইব্যুনাল আনীত উক্ত পরিবর্তন মোতাবেক উপ-কর কমিশনারকে উক্ত ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সংশ্লিষ্ট কর নির্ধারণী সংশোধনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) আপিল ট্রাইব্যুনাল কোনো আপিলের বিষয়ে আদেশ প্রদান করিলে, ³[উক্ত আদেশ জারির ⁴[৩০ (ত্রিশ) দিনের] মধ্যে উহা করদাতা ও কমিশনারকে] অবহিত করিবে।

(৫) এই অধ্যায়ে অতঃপর বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক কোনো আপিলের বিষয়ে প্রদত্ত আদেশ চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

⁵[(৬) এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো করদাতা কর্তৃক আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিল আবেদন দাখিল করা হইলে, যে মাসে উহা দাখিল করা হইয়াছে, তৎপরবর্তী ⁶[৬ (ছয়) মাস] অতিবাহিত হইবার পূর্বে আপিল ট্রাইব্যুনাল উহার উপর কোনো আদেশ প্রদানে ব্যর্থ হইলে, আপিলটি অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে ⁷[এবং যেক্ষেত্রে দুই জন সদস্য কর্তৃক কোনো মামলা শুনানি করা হয়, সেইক্ষেত্রে সদস্যদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করা হইলে, উক্ত মেয়াদ হইবে যে মাসে আপিল দায়ের করা হইয়াছে, উহা সমাপ্তির পরবর্তী ৮ (আট) মাস]]:

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৫৯ দ্বারা উপ-ধারা (৬) সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা “কোনো করদাতা বা কোনো শ্রেণির করদাতার আপিল” শব্দগুলির পরিবর্তে “কোন কোন ক্ষেত্রে আপিল” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ৪০ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “করদাতা ও কমিশনারকে” শব্দগুলির পরিবর্তে “উক্ত আদেশ জারির একশত বিশ দিনের মধ্যে উহা করদাতা ও কমিশনারকে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫১ দ্বারা “পনের দিনের” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ দিনের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা উপ-ধারা (৬) সন্নিবেশিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫১ দ্বারা “চার মাস” শব্দগুলির পরিবর্তে “ছয় মাস” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৩ দ্বারা “এবং যেক্ষেত্রে দুই জন সদস্য কর্তৃক কোনো মামলা শুনানি করা হয়, সেইক্ষেত্রে সদস্যদ্বয়ের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে একজন অতিরিক্ত সদস্য নিয়োগ করা হইলে, উক্ত মেয়াদ হইবে যে মাসে আপিল দায়ের করা হইয়াছে, উহা সমাপ্তির পরবর্তী ৮ (আট) মাস” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপ-ধারার বিধানাবলি কোনো করদাতা কর্তৃক ১ জুলাই, ১৯৯১ এর পূর্বে দায়েরকৃত কোনো আপিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না ¹।:

আরও শর্ত থাকে যে, ১ জুলাই, ১৯৯৫ এবং ৩০ জুন, ১৯৯৬ সময়ের মধ্যে (উভয় দিনসহ) কোনো করদাতা কর্তৃক আপিল আবেদন করিবার ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার বিধান এইরূপে কার্যকর হইবে যেন, যে তারিখে অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১নং আইন) এর ধারা ২১ কার্যকর হইয়াছে, সেই তারিখ হইতে “দুই বৎসর” শব্দগুলির স্থলে “তিন বৎসর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে ²।:

আরও শর্ত থাকে যে, ১ জুলাই, ১৯৯৯ তারিখে বা তৎপরবর্তীতে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত আপিলের ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার বিধান এইরূপে কার্যকর হইবে যেন, “বৎসর শেষ হইবার দুই বৎসর” শব্দগুলির স্থলে “মাস শেষ হইবার দুই বৎসর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে ³।:

আরও শর্ত থাকে যে, করদাতা কর্তৃক ১ জুলাই, ২০০২ তারিখের পূর্বে দায়েরকৃত আপিলের ক্ষেত্রে, এই উপ-ধারার বিধান এইরূপে কার্যকর হইবে যেন, “যে বৎসর আপিল দায়ের করা হইয়াছে তাহা অতিবাহিত হইবার এক বৎসর” শব্দগুলির স্থলে “যে মাসে আপিল করা হইয়াছে তাহা অতিবাহিত হইবার ছয় মাস” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইয়াছে:

আরও শর্ত থাকে যে, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক যে সকল আপিল ৩০ জুন, ২০০২ তারিখে বা তৎপূর্বে দায়ের করা হইয়াছে, সেই সকল বিষয়ে উক্ত তারিখ পর্যন্ত আপিল ট্রাইব্যুনাল কোনো আদেশ জারি না করিলে, উহা ১ জুলাই, ২০০২ তারিখ হইতে প্রত্যাহত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।]]

১৬০। হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স।- (১) ধারা ১৫৯ এর অধীন করদাতা অথবা কমিশনার কর্তৃক আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশ প্রাপ্ত হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী ⁴[৯০ (নব্বই) দিনের মধ্যে] কমিশনার বা করদাতা অনুরূপ আদেশ আদেশ হইতে উদ্ধৃত কোনো আইনি প্রশ্নে বিষয়টি হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিতে চাহিলে এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত ফরমে হাইকোর্ট বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন, তবে করদাতার ক্ষেত্রে আবেদনের সহিত ⁵[দুই হাজার টাকা] ফি সংযুক্ত করিতে হইবে ⁶।:

⁷[তবে শর্ত থাকে যে, কর আপিল ট্রাইব্যুনালের কোনো আদেশের বিরুদ্ধে উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো রেফারেন্স মামলা দায়ের করা যাইবে না, যদিনা করদাতা নিম্নবর্ণিত হারে কর পরিশোধ করেন, যথা:-

(ক) যেক্ষেত্রে কর দাবি এক মিলিয়ন টাকা অতিক্রম না করে, সেইক্ষেত্রে যদি আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর এবং ধারা ৭৪ এর অধীন পরিশোধ্য করের মধ্যকার

¹ অর্থ আইন, ----- (----- সনের --- নং আইন) এর ধারা --- দ্বারা শর্তাংশ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা শর্তাংশ সংযোজিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “ষাট দিনের মধ্যে” শব্দগুলির পরিবর্তে “নব্বই দিনের মধ্যে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬৫ দ্বারা “একশত টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “দুই হাজার টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত। (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫১ দ্বারা শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত।

পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থের ¹[পনের শতাংশ (১৫%)] করদাতা কর্তৃক পরিশোধ না করা হয়;

(খ) যেক্ষেত্রে কর দাবি এক মিলিয়ন টাকা অতিক্রম করে, সেইক্ষেত্রে যদি আপিল ট্রাইব্যুনালের আদেশের ভিত্তিতে নির্ধারিত কর এবং ধারা ৭৪ এর অধীন পরিশোধ্য করের মধ্যকার পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থের ²[পঁচিশ শতাংশ (২৫%)] করদাতা কর্তৃক পরিশোধ না করা হয়:

তবে আরও শর্ত থাকে যে, বোর্ড, এতদুদ্দেশ্যে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে, কোনো ক্ষেত্রে উক্তরূপ পরিশোধের বাধ্যবাধকতার বিষয়টি সংশোধন বা পরিত্যাগ (modify or waive) করিতে পারিবে।]

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদন তিন প্রস্থে করিতে হইবে এবং তৎসঙ্গে নিম্নবর্ণিত দলিলাদি সংযোজন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) আপিল ট্রাইব্যুনালের যে আদেশে আইনগত প্রশ্নের উদ্ভব হইয়াছে, সেই আদেশের সত্যায়িত তিনটি অনুলিপি;

(খ) উপ-কর কমিশনার, যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন, বা আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার ³[বা কমিশনার (আপিল)] এর যে আদেশ আপিল ট্রাইব্যুনালে আপিলের বিষয়বস্তু ছিল উহার সত্যায়িত তিনটি অনুলিপি; এবং

(গ) আবেদনপত্রের বিষয়বস্তু অনুসারে উদ্ধৃত আইনগত প্রশ্ন সম্পর্কিত সেই সকল দলিলের তিনটি সত্যায়িত অনুলিপি, যাহা দফা (ক) অথবা দফা (খ) তে উল্লিখিত আদেশের সহিত সংশ্লিষ্ট মামলার কার্যক্রমে ক্ষেত্রমত, উপ কর-কমিশনার, যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন, আপিলাত যুগ্ম-কর কমিশনার ⁴[বা কমিশনার (আপিল)], অথবা আপিল ট্রাইব্যুনালে দাখিল করা হইয়াছিল।

(৩) যেক্ষেত্রে করদাতা বাদী, সেইক্ষেত্রে কমিশনার প্রতিবাদী; এবং যেক্ষেত্রে কমিশনার বাদী সেইক্ষেত্রে করদাতা প্রতিবাদী হিসাবে গণ্য হইবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার মৃত্যু ঘটিলে বা অন্য কেহ তাহার স্থলাভিষিক্ত হইলে বা করদাতা একটি অবসায়িত কোম্পানী হইলে আবেদন বাতিলযোগ্য হইবে না, এবং করদাতা বাদী হইলে করদাতার নির্বাহক, প্রশাসক বা উত্তরাধিকারী

¹ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩০ (ক) দ্বারা “পঁচিশ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পনের শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩০ (খ) দ্বারা “পঞ্চাশ শতাংশ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঁচিশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “বা কমিশনার (আপিল)” শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

বা অন্য আইনানুগ প্রতিনিধি কর্তৃক, অথবা করদাতা প্রতিবাদী হইলে, তাহাদের বিপক্ষে, অথবা ক্ষেত্রমত, অবসায়ক বা রিসিভার কর্তৃক বা তাহার বিপক্ষে, আবেদনটি সক্রিয় থাকিবে।

(৪) আবেদনটি শুনানির ধার্য তারিখ সংক্রান্ত নোটিশ প্রাপ্তির পর বিবাদী শুনানির অনূন্য ৭ (সাত) দিন পূর্বে আবেদনটির উপর প্রতিবাদী কর্তৃক একটি লিখিত জবাব দাখিল করিতে হইবে; এবং আপিল ট্রাইব্যুনালের সংশ্লিষ্ট আদেশের সূত্রে বাদী কর্তৃক আইনগত প্রশ্ন যথাযথভাবে উত্থাপিত হইয়াছিল কিনা তাহা উক্ত জবাবে সুস্পষ্টরূপে স্বীকার বা অস্বীকার করিতে হইবে।

(৫) বাদী কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নটি প্রতিবাদীর মতানুসারে ত্রুটিপূর্ণ মর্মে গণ্য হইলে, যে কারণে উহা ত্রুটিপূর্ণ হইতে পারে, তাহা উপরোক্ত জবাবে বর্ণনা করিতে হইবে এবং সংশ্লিষ্ট আদেশে কোনো আইনগত প্রশ্ন থাকিলে প্রশ্নটি প্রকৃত অর্থে কি হইতে পারে তাহাও উক্ত জবাবে উল্লেখ করিতে হইবে; এবং জবাবটি তিন প্রস্থে দাখিল করিতে হইবে এবং উহার সহিত আবেদনপত্রে বর্ণিত উত্থাপিত প্রশ্নটির সহিত সম্পৃক্ত যাবতীয় দলিলপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে যাহা উপ-ধারা (২) এর দফা (ক) বা (খ) এ বর্ণিত কোনো আদেশের সহিত সম্পৃক্ত কার্যক্রমের প্রয়োজনে উপ-কর কমিশনার, যুগ্ম-কর কমিশনার, পরিদর্শন, আপিলাত যুগ্ম-কমিশনার¹ [কমিশনার (আপিল)] বা, ক্ষেত্রমত, আপিল ট্রাইব্যুনাল বরাবর সরবরাহ করা হইয়াছিল।

(৬) উপ-ধারা (১) এর অধীন আবেদনের ক্ষেত্রে তামাদি আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৯নং আইন) এর ধারা ৫ প্রযোজ্য হইবে।

১৬১। **হাইকোর্ট বিভাগের সিদ্ধান্ত।-** (১) যেক্ষেত্রে ধারা ১৬০ এর অধীন কোনো রেফারেন্স মামলা হাইকোর্ট বিভাগে আনীত হয়, সেইক্ষেত্রে অন্তত দুইজন বিচারকের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ উহার উপর শুনানি করিবে এবং এইক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৯৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) হাইকোর্ট বিভাগ ধারা ১৬০ এর অধীন আনীত রেফারেন্স মামলার উপর শুনানি অনুষ্ঠানের পর মামলাটিতে উত্থাপিত আইনগত জটিলতা নিরসনে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষাপট বর্ণনাক্রমে রায় প্রদান করিবে এবং আদালতের সীলমোহরাঙ্কন করিয়া রেজিস্ট্রারের স্বাক্ষরযোগে অনুরূপ রায়ের একটি অনুলিপি আপিল ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করিবে এবং ট্রাইব্যুনাল উক্তরূপ রায়ের সহিত সামঞ্জস্য বিধানপূর্বক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে যেইরূপ আবশ্যিক গণ্য করিবেন সেইরূপ আদেশ জারি করিবে।

(৩) ধারা ১৬০ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে আনীত রেফারেন্স মামলার ব্যয়সমূহ আদালতের স্ববিবেচনা সাপেক্ষে নির্ধারিত হইবে।

(৪) ধারা ১৬০ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলা যেভাবেই আনীত হউক না কেন, উক্ত মামলার কর আদায়ের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগ কোনো স্থগিতাদেশ জারি না করিয়া থাকিলে, কর নির্ধারণীর ভিত্তিতে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “, কমিশনার (আপিল)” কমা, শব্দগুলি ও বন্ধনী সন্নিবেশিত।

১৬২। **আপীল বিভাগে আপিল।-** (১) ধারা ১৬১ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোনো রায়ের ক্ষেত্রে, হাইকোর্ট বিভাগ যদি উক্ত রায় আপীল বিভাগে আপিলযোগ্য মর্মে প্রত্যয়ন করে, তাহা হইলে উহার ক্ষেত্রে আপিল করা যাইবে ¹।:

²[***]]

(২) হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক ডিক্রির ক্ষেত্রে দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫নং আইন) এর বিধানাবলি যেভাবে প্রযোজ্য হয়, আপীল বিভাগে এই ধারার অধীন বর্ণিত আপিলের ক্ষেত্রে উক্ত বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, সেইভাবে প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার কোনো কিছুই ধারা ১৬১ এর উপ-ধারা (২) বা (৪) এর বিধানাবলিকে ক্ষুণ্ণ করে মর্মে গণ্য হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, আপীল বিভাগের আদেশে রোয়েদাদ হিসাবে যে ব্যয়াদি অনুমোদিত হয়, সে সংক্রান্ত আদেশ বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনীত দরখাস্ত হাইকোর্ট বিভাগ উহার অধস্তন যে কোনো আদালতে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(৩) যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন আপিলে হাইকোর্ট বিভাগের প্রদত্ত রায় পরিবর্তিত বা বাতিল হয়, সেইক্ষেত্রে ধারা ১৬১ এর উপ-ধারা (২) ও (৪) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে হাইকোর্ট বিভাগের রায় যেভাবে কার্যকর করা হয়, সেইভাবে আপীল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের কার্যকারতা প্রদান করিতে হইবে।

(৪) ব্যয় এবং কর পরিশোধ সংক্রান্ত ধারা ১৬১ এর উপ-ধারা (৩) ও (৪) এর বিধানাবলি ধারা ১৬০ এর অধীন হাইকোর্ট বিভাগে রেফারেন্স মামলায় যেভাবে প্রযোজ্য হয়, আপীল বিভাগে আপিলের ক্ষেত্রেও উক্ত বিধানসমূহ সমভাবে প্রযোজ্য হইবে।

অধ্যায় ২০

তথ্যের সংরক্ষণ

১৬৩। **বিবৃতি, রিটার্ন, ইত্যাদি গোপন থাকিবে।-** (১) এই ধারায় বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, নিম্নবর্ণিত সকল বিবরণ বা তথ্য গোপন থাকিবে এবং প্রকাশ করা যাইবে না, যথা:-

- (ক) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন প্রদত্ত বিবৃতি, দাখিলকৃত রিটার্ন অথবা উপস্থাপিত হিসাব বা দলিলপত্র;
- (খ) অধ্যায় ২১ এর অধীন পরিচালিত কার্যক্রম ব্যতীত, এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত কোনো কার্যক্রমের সূত্রে প্রদত্ত কোনো সাক্ষ্য অথবা প্রণীত হলফনামা বা জবানবন্দি;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা শর্তাংশগুলি বিলুপ্ত।

(গ) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কর নির্ধারণী কার্যক্রম অথবা দাবি আদায় সংক্রান্ত কোনো কার্যক্রমের যে কোনো রেকর্ড।

(২) সাক্ষ্য আইন, ১৮৭২ (১৮৭২ সালের ১নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আদালত বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ, এই অধ্যাদেশে বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, কোনো সরকারি কর্মচারীকে এই অধ্যাদেশের অধীন পরিচালিত কোনো কার্যক্রমের সহিত সংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র বা কোনো রিটার্ন, হিসাব-বহি বা দলিলপত্রের অংশবিশেষ উহার নিকট উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান বা সাক্ষ্য প্রদানের উদ্দেশ্যে তলব করিবার অধিকারী হইবে না।

(৩) নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রকাশের ক্ষেত্রে, উপ-ধারা (১) এর অধীন বর্ণিত বিধি-নিষেধ প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

- (ক) এই অধ্যাদেশ, দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) বা বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ৭নং আইন) এর অধীন কৃত কোনো অপরাধ নিষ্পত্তির মামলায় প্রয়োজনীয় যে কোনো বিবরণ বা তৎসম্পর্কিত কোনো বিবৃতি, রিটার্ন, হিসাব, দলিল, সাক্ষ্য-প্রমাণ, এফিডেভিট বা জবানবন্দি;
- (খ) এই অধ্যাদেশ কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে দায়িত্বরত কোনো ব্যক্তির নিকট থাকা এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে প্রয়োজনীয় যে কোনো বিবরণ বা তথ্য, অথবা বাংলাদেশ কোনো আন্তর্জাতিক সংস্থার সদস্য হইয়া থাকিলে, সরকারের অধীন কর্মে নিযুক্ত উক্ত সংস্থার কোনো বিশেষজ্ঞের নিকট থাকা এতদুদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যে কোনো বিবরণ;
- (গ) এই অধ্যাদেশের অধীন নোটিশ সরবরাহ বা কোনো পাওনা আদায়ের উদ্দেশ্যে গৃহীত প্রক্রিয়ার আইনানুগ প্রয়োগের সূত্রে উদ্ভূত কোনো তথ্য বা বিবরণ;
- (ঘ) বোর্ড বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত কোনো কর্মকর্তা বা কমিশনার কর্তৃক সরকারের কোনো বিভাগ, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, ব্যাংক, কর্পোরেশন বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষকে যেকোনো পাওনা আদায়ের লক্ষ্যে এই অধ্যাদেশের অধীন করদাতার নিকট প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ সংক্রান্ত বিবরণাদি;
- (ঙ) কোনো দেওয়ানি আদালতে সরবরাহ বিবরণ যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যক্রম হইতে উদ্ভূত এবং যাহাতে সরকার একটি পক্ষ;
- (চ) বাংলাদেশের মহা হিবাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রকের উপর সাংবিধানিকভাবে আরোপিত কার্যাবলি সম্পাদনে সহায়তার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় যে কোনো বিবরণ;
- (ছ) কর আদায় ও কর প্রত্যর্পণের জন্য হিসাব নিরীক্ষার্থে বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক বা বোর্ড কর্তৃক নিযুক্ত যেকোনো কর্মকর্তাকে প্রদেয় বিবরণাদি;
- (জ) আয়কর বিভাগের কোনো কর্মকর্তার আচরণ সংক্রান্ত কোনো তদন্তের লক্ষ্যে নিযুক্ত কোনো তদন্তকারী কর্মকর্তার নিকট, অথবা সংবিধানের অধীন গঠিত কোনো পাবলিক সার্ভিস কমিশনের নিকট অনুরূপ তদন্ত হইতে উদ্ভূত কোনো বিষয়ে উহার দায়িত্ব পালনকালে তদন্ত সংশ্লিষ্ট যেকোনো বিবরণ;

- (ঝ) কোনো আয়কর মামলায় একজন আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টের বিরুদ্ধে অসদাচরণের অভিযোগ তদন্তের ক্ষেত্রে অনুরূপ আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্টেন্ট অথবা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্টেন্টের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণে সক্ষম যে কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট থাকা তথ্যাদি;
- (ঞ) অপরিাপ্ত স্ট্যাম্পযোগে প্রণীত দলিল আটকের নিমিত্ত স্ট্যাম্প আইন, ১৮৯৯ (১৮৯৯ সনের ২নং আইন) এর বৈধ ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য কোনো সরকারি কর্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত কোনো তথ্য;
- (ট) দ্বৈত কর এড়ানো ও রাজস্ব ফাঁকি রোধকল্পে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার বাংলাদেশের বাহিরের অন্য কোনো দেশের সহিত চুক্তির কোনো শর্তের আওতায় অনুরূপ দেশের কোনো ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কোনো প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করা হইলে, উক্তরূপ প্রকাশিত ঘটনা;
- (ঠ) সরকারের কোনো কর্মকর্তার নিকট থাকা এইরূপ কোনো তথ্য যাহা সরকার কর্তৃক আরোপিত কর সংগ্রহ বা আদায় কার্যক্রম সচল রাখিবার লক্ষ্যে প্রয়োজন হইতে পারে;
- ¹[(ড) একসাইজ এন্ড সল্ট আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সনের ১নং আইন), দান-কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৪নং আইন), দান-কর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ২২ নং আইন), সম্পদ কর আইন, ১৯৬৩ (১৯৬৩ সনের ১৫নং আইন), শুল্ক আইন, ১৯৬৯ (১৯৬৯ সনের ৪নং আইন), বিক্রয় কর অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ১৮নং আইন) অথবা ²[মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২নং আইন) বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন)] এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে তাহার অনুরূপ ক্ষমতা যথাযথভাবে প্রয়োগে সক্ষম করিবার জন্য যেসকল প্রয়োজন সেইরূপ তথ্য;]
- (ঢ) কোনো করদাতার নির্দিষ্ট কোনো বৎসরে বা বৎসরসমূহের আয়কর নির্ধারণী সম্পন্ন হইয়াছে কিনা তাহা নিরূপণ করিবার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থাকা বিবরণাদির এইরূপ কোনো অংশ যাহা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনো প্রকৃত ঘটনা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য আবশ্যিক;
- (ণ) বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইনের অধীন কার্যাবলি সম্পাদনে সক্ষম করিবার লক্ষ্যে অথবা আন্তর্জাতিক বিনিয়োগ ও ব্যালেন্স অব পেমেন্ট সংক্রান্ত আর্থিক বিবরণ ও পরিসংখ্যান তৈরির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যে সকল তথ্য প্রয়োজন;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা দফা (ড) প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৪ দ্বারা “মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২নং আইন) বা মূল্য সংযোজন কর ও সম্পূরক শুল্ক আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪৭ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ত) কোনো সরকারি কর্মচারীর আচরণ ও কার্যাদি সম্পর্কিত কোনো তদন্তের ক্ষেত্রে, সরকারের কোনো কর্মকর্তা বা বিভাগ কর্তৃক আবশ্যিক কোনো তথ্যাদি; ¹[***]
- ²[(তত) মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসি কার্যক্রমে অর্থাৎ সংক্রান্ত কোনো তদন্তের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় কোনো তথ্য, যদি মানি লন্ডারিং বা সন্ত্রাসি কার্যক্রমে অর্থাৎ সংক্রান্ত কোনো মামলার অনুমোদন প্রদানের জন্য দায়ি কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুরোধ করা হয়;]
- (থ) বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ৭নং আইন) এর ধারা ১৯(২) এর অধীন জারিকৃত আদেশানুসারে আবশ্যিক তথ্যাদি ³[: ⁴[***]
- ⁵[(দ) বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা বা জারিকৃত নির্দেশমালা অনুসারে সর্বোচ্চ করদাতা বা সম্মানিত করদাতাগণের তালিকা] ⁶[:
- (ন) বারো সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) এর সঠিকতা যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে, ধারা ১৮৪ক এর উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষের নিকট থাকা ধারা ১৮৪খ এর অধীন প্রদত্ত সার্টিফিকেটে উল্লিখিত করদাতার বিবরণ ⁷[: বা
- (প) অন্য কোনো বিবরণ যাহা ধারা ১৮৪ক এর অধীন সরবরাহ করা আবশ্যিক।]]

(৪) এই ধারার কোনো কিছুই একজন সরকারি কর্মচারী কর্তৃক আদালতের সম্মুখে কোনো দলিল, ঘোষণাপত্র বা হলফনামা উপস্থাপন, অথবা ধারা ৯০ বা ১১১ এর অধীন কোনো কার্যক্রমের সূত্রে প্রদত্ত কোনো বিবরণী বা জবান-বন্দির রেকর্ড উপস্থাপন, অথবা এতদার্থে সরকারি কর্মচারী কর্তৃক কোনো সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) কোনো ব্যক্তি, যাহার নিকট এই ধারার অধীন কোনো তথ্য সরবরাহ করা হইয়াছে, তিনি এবং তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্মচারী উক্তরূপ সরবরাহকৃত তথ্যের ক্ষেত্রে কোনো অধিকার, সুবিধা, আইনগত বাধ্যবাধকতা এবং দায়-দায়িত্ব এইরূপে ভোগ করিবেন যেন তিনি একজন সরকারি কর্মচারী এবং এইক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব এই অধ্যাদেশের সকল বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৬) যে ব্যক্তি কর্তৃক বিবরণী প্রণয়ন, রিটার্ন দাখিল অথবা হিসাবাদি ও দলিলপত্র সরবরাহ অথবা সাক্ষ্য বা হলফনামা বা, ক্ষেত্রমত, জবানবন্দি প্রদত্ত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কর্তৃক উপ-ধারা (১) এ বিধৃত যেকোনো বিবরণ স্বেচ্ছায় প্রকাশের ক্ষেত্রে, এই ধারার কোনো কিছুই বারিত করিবে না।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “বা” শব্দটি বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৬০ দ্বারা দফা (তত) সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “; বা” সেমিকোলন ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (দ) সংযোজিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৬ (ক) দ্বারা “বা” শব্দটি বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৬ (খ) দ্বারা দফা (দ) প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪৭ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ন) সংযোজিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৬ (ক) দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “; বা” সেমিকোলন ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (প) সংযোজিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

অধ্যায় ২১
অপরাধ এবং ফৌজদারিতে সোপর্দ

১৬৪। **কতিপয় বাধ্যবাধকতা প্রতিপালন না করিবার শাস্তি**।- যদি কোনো ব্যক্তি, যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যতীত,-

- (ক) অধ্যায় ৭ এর অধীন, অগ্রিম করের ক্ষেত্র ব্যতীত, প্রয়োজনীয় যেকোনো কর কর্তন^১[বা আদায়] এবং পরিশোধে ব্যর্থ হন অথবা ধারা ১৪৩(২) এর অধীন প্রয়োজনীয় কর কর্তন বা পরিশোধে ব্যর্থ হন;
- (খ) অধ্যায় ৮ এর অধীন অথবা ধারা ৮৩ এর অধীন জারিকৃত নোটিশে বর্ণিত তারিখে বা তৎপূর্বে নোটিশে বর্ণিত হিসাবাদি, দলিলপত্র অথবা বিবরণাদি দাখিল করিতে বা দাখিলের ব্যবস্থা করিতে ব্যর্থ হন;
- (গ) ধারা ৭৫ এর অধীন অথবা ধারা ৭৭ বা ৯১ এর অধীন জারিকৃত নোটিশ অনুসারে সঠিক সময়ে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে ব্যর্থ হন;
- ^২[(গগ) ধারা ১১৩ এর অধীন আবশ্যিক তথ্যাদি সরবরাহ করিতে অস্বীকার করেন;]
- (ঘ) ধারা ১১৪ এর অধীন পরিদর্শন করিবার অনুমতি প্রদান না করিলে বা পরিদর্শনকালে কোনো কিছুর অনুলিপি প্রদান করিতে অস্বীকার করেন;
- (ঙ) ধারা ১১৫ এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগকারী কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে প্রয়োজনীয় সুযোগ প্রদান করিতে বা আবশ্যিকীয় তথ্য সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হন;^৩[***
- (ঙঙ) ধারা ১১৬ এর উপ-ধারা (১) এর অধীন শর্তাদি প্রতিপালনে ব্যর্থ হন;
- (ঙঙঙ) ধারা ১১৬ক এর উপ-ধারা (১) এর প্রদত্ত আদেশ প্রতিপালনে ব্যর্থ হন;]
- (চ) ধারা ১১৭ এর অধীন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষের ক্ষমতা প্রয়োগে অনুমতি প্রদানে রাজি না হন বা কোনোভাবে বাধা প্রদান করেন,

তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ডে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

১৬৫। ^১[প্রতিপাদন, ইত্যাদিতে] **অসত্য বিবৃতি প্রদানের জন্য শাস্তি**।- কোনো ব্যক্তি অনধিক তিন বৎসর, ^২[তবে অন্যান্য তিন মাসের] কারাদণ্ডে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন, যদি তিনি-

^১ অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা – দ্বারা “বা আদায়” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

^২ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫২ (ক) দ্বারা দফা (গগ) সন্নিবেশিত।

^৩ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩১ দ্বারা “বা” শব্দটি বিলুপ্ত এবং অতঃপর দফা (ঙঙ) এবং (ঙঙঙ) সন্নিবেশিত (২০১৩ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (ক) এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন সরবরাহকৃত কোনো রিটার্ন বা অন্য কোনো দলিলপত্র সম্পর্কে প্রতিপাদন ইত্যাদিতে অসত্য³[***] বিবৃতি প্রদান করেন;
- (খ) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অসত্য রিটার্ন, হিসাব, বিবৃতি, সার্টিফিকেট বা ঘোষণা প্রণয়ন ও দাখিলের ক্ষেত্রে, জ্ঞাতসারে ও স্বেচ্ছায় অন্য কোনো ব্যক্তিকে সাহায্য, সহায়তা, সহযোগিতা, প্ররোচিত বা জড়িত করেন, অথবা স্বয়ং জ্ঞাতসারে ও স্বেচ্ছায় অন্য কোনো ব্যক্তির পক্ষে অনুরূপ মিথ্যা রিটার্ন, হিসাব, বিবৃতি, সার্টিফিকেট বা ঘোষণা প্রণয়ন বা সরবরাহ করেন⁴;
- (গ) ধারা ৮২⁵[এর শর্তাংশে] বর্ণিত এইরূপ কোনো সার্টিফিকেট স্বাক্ষর ও ইস্যু করেন যাহা অসত্য হিসাবে জ্ঞাত বা বিশ্বাস করেন অথবা সত্য হিসাবে বিশ্বাস করেন না⁶;
- (ঘ) ধারা ১১৫ এর অধীন জরিপের উদ্দেশ্যে আবশ্যিকীয় তথ্যাদি সরবরাহ করিতে অস্বীকার করেন।]]

⁷[১৬৫ক। **করদাতার শনাক্তকরণ নম্বরের অসজ্ঞাত ব্যবহারের ক্ষেত্রে শাস্তি।**- যদি কোনো ব্যক্তি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভুয়া কর দাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) অথবা অন্য কোনো ব্যক্তির কর দাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) ব্যবহার করেন বা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।]

⁸[১৬৫কক। **ভুয়া অডিট রিপোর্ট সরবরাহের ক্ষেত্রে শাস্তি।**- যদি কোনো ব্যক্তি তাহার আয়ের রিটার্নের সহিত বা তৎপরবর্তীতে এমন কোনো অডিটকৃত হিসাব বিবরণী সরবরাহ করেন যাহা মিথ্যা এবং উক্ত বিবরণীতে স্বাক্ষর প্রদানকারী হিসাবে অনুমিত চার্টার্ড এ্যাকাউন্ট্যান্ট এর স্বাক্ষরের সহিত না মিলে, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসর তবে অনূন তিন মাসের কারাদণ্ডে, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।]

⁹[১৬৫খ। **কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে বাধাপ্রদানের শাস্তি।**- যদি কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষকে বাধা প্রদান করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ডে, অথবা অর্থদণ্ডে, অথবা উভয় প্রকার দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।]

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “প্রতিপাদন” শব্দটির পরিবর্তে “প্রতিপাদন, ইত্যাদিতে” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “তবে অনূন তিন মাসের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “এবং যাহা তিনি মিথ্যা বলিয়া জানেন বা বিশ্বাস করেন বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (গ) সন্নিবেশিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৫ দ্বারা “এর প্রথম বা দ্বিতীয় শর্তাংশে” শব্দগুলির পরিবর্তে “এর শর্তাংশে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ঘ) সন্নিবেশিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬২ দ্বারা ধারা ১৬৫ক সন্নিবেশিত।

⁸ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬০ দ্বারা ধারা ১৬৫ক এর পর নূতন ধারা ১৬৫কক সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৩ দ্বারা ধারা ১৬৫ক এর পর ধারা ১৬৫খ সন্নিবেশিত।

¹[১৬৫গ। **অননুমোদিত নিয়োগ দানের ক্ষেত্রে শাস্তি**]- যদি কোনো ব্যক্তি, ²[সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের] পূর্বানুমোদন ব্যতীত, এমন কোনো ব্যক্তিকে কাজে নিয়োগ করেন বা কাজের অনুমতি প্রদান করেন যিনি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসর, তবে অন্যান্য তিন মাসের কারাদণ্ডে, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।]

১৬৬। **আয়, ইত্যাদি গোপন করিবার শাস্তি**।- যদি কোনো ব্যক্তি তাহার আয় সংক্রান্ত কোনো বিবরণ গোপন করেন অথবা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে অসত্য তথ্য দাখিল করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর, ³[তবে অন্যান্য তিন তিন মাসের] কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

⁴[১৬৬ক। **মিথ্যা তথ্য, ইত্যাদি সরবরাহের শাস্তি**।- যদি কোনো ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার নিকট থাকা কোনো তথ্য সরবরাহের জন্য নির্দেশিত হইবার পর, তিনি-

(ক) উক্ত তথ্য গোপন করেন; বা

(খ) উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে সঠিক তথ্য সরবরাহ না করেন;

তাহা হইলে তিনি অনধিক তিন বৎসরের কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।]

১৬৭। **ক্রোক এড়ানোর জন্য সম্পত্তি হস্তান্তরের দণ্ড**।- কোনো সম্পত্তির মালিক বা তাহার পক্ষে কার্য সম্পাদনকারী বা তাহার অধীন দাবি উত্থাপনকারী কোনো ব্যক্তি কর আদায়কারী কর্মকর্তার নিকট হইতে নোটিশ পাইবার পরও ক্রোক ঠেকানোর উদ্দেশ্যে উক্ত সম্পত্তি বিক্রয়, বন্ধক, দায়যুক্ত, লিজ বা অনুরূপ ব্যবস্থিত করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড, অথবা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

১৬৮। **সংরক্ষিতব্য তথ্য প্রকাশে করার শাস্তি**।- যদি কোনো সরকারি কর্মচারী অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন কার্য সম্পাদন বা সহায়তা প্রদানার্থে কোনো ব্যক্তির পক্ষে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি ধারা ১৬৩ এর বিধান লঙ্ঘন করিয়া কোনো বিবরণ বা তথ্য প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তিনি অনধিক ছয় মাসের কারাদণ্ডে, বা অর্থদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী হইবেন।

১৬৯। **ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের অননুমোদন প্রদান**।- (১) বোর্ডের পূর্বানুমোদন ব্যতীত এই অধ্যায়ের কোনো বিধানের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধের জন্য কোনো ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের করা যাইবে না।

(২) [অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬১ দ্বারা ধারা ১৬৫খ এর পর নূতন ধারা ১৬৫গ সন্নিবেশিত (২০১৫ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৬ দ্বারা “বিনিয়োগ বোর্ড বা, ক্ষেত্রমত, সরকারের উপযুক্ত কোনো কর্তৃপক্ষের” শব্দগুলি ও কমার পরিবর্তে “সরকারের যথাযথ কর্তৃপক্ষের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “তবে অন্যান্য তিন মাসের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা ধারা ১৬৬ক সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[১৬৯ক। ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য পুনরায় তদন্ত ও অনুসন্ধান, ইত্যাদি।— উপ-কর কমিশনার, কর কমিশনারের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক, এই অধ্যাদেশের অধীন ইতোমধ্যে সম্পাদিত অনুসন্ধানের অতিরিক্ত, এই অধ্যায়ের অধীন কোনো অপরাধ অথবা মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কর সংক্রান্ত কোনো অপরাধের বিরুদ্ধে ফৌজদারি ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় তদন্ত ও অনুসন্ধান করিতে পারিবেন।]

১৭০। অপরাধের আপস-নিষ্পত্তির ক্ষমতা।— ²[বোর্ড] এই অধ্যায়ের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের বা কোনো কার্যক্রম শুরুর পূর্বে বা পরে উহার আপস-নিষ্পত্তি করিতে পারিবে।

১৭১। বিশেষ জজ কর্তৃক বিচার।- (১) ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫নং আইন) বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ধারা ১৬৮ এর অধীন সংঘটিত অপরাধ ব্যতীত, এই অধ্যায়ের অধীন শাস্তিযোগ্য কোনো অপরাধের বিচার ক্রিমিনাল ল এ্যামেন্ডমেন্টে এ্যাক্ট, ১৯৫৮ (১৯৫৮ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন নিযুক্ত কোনো বিশেষ জজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে, যেন অপরাধটি উক্ত আইনের তপশিলে উল্লিখিত একটি অপরাধ।

(২) কোনো বিশেষ জজ উপ-ধারা (১) এর অধীন তৎকর্তৃক বিচার্য কোনো অপরাধ কেবল তখনই আমলে নিবেন, এবং উহা বিচার করিতে পারিবেন যদি ধারা ১৬৯ এর অধীন অনুমোদন গ্রহণের পর এইরূপ কোনো উপ কর-কমিশনার কর্তৃক লিখিত অভিযোগ করা হয়-

- (ক) যিনি যে বিষয়ে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে মর্মে অভিযোগ করা হইয়াছে সেই সম্পর্কে এই অধ্যাদেশের অধীন কর নির্ধারণের যোগ্য হন; এবং
- (খ) যাহার কার্যালয় বিশেষ জজের অধিক্ষেত্রের সীমানায় অবস্থিত।

অধ্যায় ২২ বিবিধ

১৭২। বকেয়া বা অগ্রিম হিসাবে বেতন, ইত্যাদি পরিশোধের ক্ষেত্রে অব্যাহতি (relief)।- যদি যে স্বাভাবিক হারে করদাতার আয় নির্ধারণ হইতে পারিত, নিম্নবর্ণিত কোনো কারণে তদাপেক্ষা উচ্চহারে করদাতার আয় নির্ধারিত হয়, যথা:-

- (ক) তাহার বেতনের কোনো অংশ বকেয়া বা অগ্রিম হিসাবে পরিশোধ; বা
- (খ) তৎকর্তৃক কোনো এক আর্থিক বৎসরে বারো মাসের অধিক বেতন গ্রহণ; বা
- (গ) বেতনের পরিবর্তে লাভ প্রাপ্তি; বা

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৮ দ্বারা ধারা ১৬৯ক সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৬ দ্বারা “কমিশনার পারিবে” শব্দগুলির পরিবর্তে “বোর্ড পারিবে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০০৯ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(ঘ) তৎকর্তৃক সিকিউরিটি আয়ের যেকোনো অংশের সুদ হিসাবে এক আয়বর্ষে একাধিক আয়বর্ষের আয় বকেয়া বাবদ প্রাপ্তি;

তাহা হইলে উপ-কর কমিশনার এতদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট আবেদনের প্রেক্ষিতে, পরিশোধযোগ্য কর এইরূপে নির্ধারণ করিবেন যেন উক্ত বেতন, পরিশোধ অথবা সুদ যে বৎসরের বকেয়া, করদাতা সেই বৎসরেই প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং উক্তরূপে তিনি নির্ধারিত করের অধিক অর্থ পরিশোধ করিয়া থাকিলে, উহা ফেরত প্রদান করিতে পারিবেন।

১৭৩। **ভুল সংশোধন।**— ¹[(১) যেক্ষেত্রে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট, উহার নিজস্ব উদ্যোগে, বা করদাতার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে, বা অন্য কোনো উৎস হইতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, রেকর্ডপত্র যাচাইয়ের পর প্রতীয়মান হয় যে, তৎকর্তৃক জারিকৃত কোনো আদেশে কোনো ভুল হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনাল, লিখিত আদেশযোগে উহা সংশোধন করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আদেশ জারির তারিখ হইতে চার বৎসর অতিক্রান্ত হইবার পর এই উপ-ধারার অধীন কোনো সংশোধন করা যাইবে না।

(১ক) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা লিখিত আবেদনের মাধ্যমে কোনো আয় নির্ধারণী বৎসরের সূত্রে নিম্নবর্ণিত কোনো দাবি উপ-কর কমিশনারের নোটিশে আনেন, যথা:-

(ক) এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধযোগ্য কোনো অর্থ উহার নির্ধারিত পরিমাণ অপেক্ষা অধিক পরিমাণে পরিশোধ করা হইয়াছে; বা

(খ) এই অধ্যাদেশের অধীন পরিশোধকৃত কোনো অর্থের সমপরিমাণ ক্রেডিট প্রদান করা হয় নাই,

সেইক্ষেত্রে যথাযথ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যদি উপ-কর কমিশনারের নিকট পরিলক্ষিত হয় যে, করদাতার দাবি বৈধ ও সঠিক, তাহা হইলে তিনি যে আয় নির্ধারণী বৎসরে কোনো পরিমাণ অর্থের ক্রেডিট প্রদান করা উচিত ছিল, সেই বৎসরের বিপরীতে উক্ত পরিমাণ অর্থ করদাতার অনুকূলে ক্রেডিট প্রদান করিবেন।]

(২) কোনো সংশোধনের ক্ষেত্রে যদি কর নির্ধারণী বৃদ্ধি বা ফেরতের অর্থের পরিমাণ হ্রাস বা অন্য কোনোভাবে করদাতার দায় বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষগণকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো সংশোধন করা যাইবে না।

(৩) যেক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) অনুসারে কোনো ভুল কোনো করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়, এবং উক্ত ভুল যে তারিখে উক্ত কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হইয়াছিল, সেই তারিখের পরবর্তী অর্থ বৎসরের মধ্যে উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উহা সংশোধন না করা হয়, সেইক্ষেত্রে ভুলটি যথারীতি সংশোধন করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে এবং উক্ত সংশোধনীর ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি যথারীতি প্রযোজ্য হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৫ (ক) দ্বারা উপ-ধারা (১) এর পরিবর্তে উপ-ধারা (১) ও (১ক) প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹[***]

(৫) যেক্ষেত্রে কোনো ফার্মের অংশীদারের সম্পাদিত কর নির্ধারণ অনুসারে অথবা ধারা ১২০, ^২[১২১ক,] ১৫৬, ১৫৯, ১৬১ বা ১৬২ এর অধীন ফার্মের আয় হ্রাস বা বৃদ্ধি পাইবার প্রেক্ষিতে এইরূপ পরিলক্ষিত হয় যে, ফার্মের লাভ বা ক্ষতির অংশ উহার অংশীদারগণের আয় নির্ধারণীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, অথবা অন্তর্ভুক্ত হইয়া থাকিলেও, উহা যথাযথভাবে সম্পাদিত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর নির্ধারণীতে অংশীদারগণের শেয়ারের অন্তর্ভুক্তি বা, ক্ষেত্রমত, উহার সংশোধনী এইরূপভাবে সম্পন্ন করিতে হইবে, যেন উহা এই ধারার অধীন রেকর্ড সাপেক্ষে, ভুল সংশোধন করা হইয়াছে এবং এইরূপ সংশোধনীর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি যথারীতি কার্যকর করা হইবে, এবং উপ-ধারা (৪) এ বর্ণিত চার বৎসর মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, ফার্মের জন্য প্রযোজ্য চূড়ান্ত আদেশ জারির তারিখ হইতে উক্ত মেয়াদ পরিগণনা করিতে হইবে।

(৬) যেক্ষেত্রে ধারা ৯৩ এর অধীন গৃহীত কার্যক্রমের ফলশ্রুতিতে কোনো ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের কর নির্ধারণ করা হয়, এবং সংশ্লিষ্ট উপ-কর কমিশনার এইরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, ফার্মের অংশীদারগণের অথবা, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তি-সংঘের সদস্যগণের মোট আয় নিরূপণ করা আবশ্যিক, সেইক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনার উক্ত মোট আয় নিরূপণে অগ্রসর হইতে পারিবেন এবং অনুরূপ আয় নিরূপণের ভিত্তিতে পরিশোধযোগ্য অর্থের পরিমাণ তিনি এইরূপে নির্ধারণ করিতে পারিবেন যেন, উক্ত নির্ধারণীর মাধ্যমে এই ধারার অধীন রেকর্ড সাপেক্ষে, ভুল সংশোধন করা হইয়াছে এবং অনুরূপ সংশোধনীর ক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এর বিধানাবলি যথারীতি কার্যকর করা হইবে, এবং উপ-ধারা (৪)-এ বর্ণিত চার বৎসর মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের জন্য প্রযোজ্য চূড়ান্ত আদেশ জারির তারিখ হইতে উক্ত মেয়াদ পরিগণনা করিতে হইবে।

(৭) উপ-ধারা (৩) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, যেক্ষেত্রে এই ধারার অধীন কোনো সংশোধন করা হয়, সেইক্ষেত্রে এতৎসংক্রান্ত আদেশটি সংশ্লিষ্ট আয়কর কর্তৃপক্ষ অথবা, ক্ষেত্রমত, আপিল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক লিখিতভাবে জারি করা হইবে।

^৩[১৭৩ক। কর নির্ধারণের স্থান।- যেক্ষেত্রে একজন করদাতার কোনো স্থানে ব্যবসা, পেশা বা বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়, সেই স্থানটি যে উপ-কর কমিশনারের এলাকার অধীন তাহার মাধ্যমে উহার কর নির্ধারণ করা হইবে, অথবা, যেক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবসা, পেশা, বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ড একাধিক স্থানে পরিচালিত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবসা, পেশা বা বৃত্তিমূলক কর্মকাণ্ডের প্রধান কার্যালয় যে স্থানে অবস্থিত, সেই এলাকার উপ-কর কমিশনার কর্তৃক কর নির্ধারণী সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে করদাতার বসবাসের এলাকার উপ-কর কমিশনার কর্তৃক উক্তরূপ কর নির্ধারণী সম্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) এই ধারার অধীন কর নির্ধারণের স্থান নিয়ে কোনো মতানৈক্যের উদ্ভব ঘটিলে, কমিশনার কর্তৃক এইরূপ সমস্যা মিমাংসিত হইবে অথবা একাধিক কমিশনারের কর্ম এলাকায় এইরূপ মতানৈক্যের উদ্ভব ঘটিলে কমিশনারগণ উহা

^১ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৫ (খ) দ্বারা উপ-ধারা (৪) বিলুপ্ত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^২ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা “১২১ক” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

^৩ অর্থ আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা ধারা ১৭৩ক সন্নিবেশিত।

নিরসন করিবেন, বা এইক্ষেত্রে যদি তাহাদের কোনো মতৈক্য না হয়, তবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক উহা মিমাংসিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ কোনো মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বে করদাতাকে এতৎসম্পর্কে তাহার অভিমত ব্যক্ত করিবার সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) যদি কোনো ব্যক্তি তাহার মোট আয়-ব্যয় সংক্রান্ত রিটার্ন দাখিল করিবার পর অথবা এইরূপ রিটার্ন দাখিলের জন্য নোটিশে যে সময় নির্ধারিত হইয়াছে তাহা অতিক্রান্ত হইবার পরও উক্তরূপ রিটার্ন দাখিল না করেন, তাহা হইলে উপ-কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রের বিষয়ে তিনি কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করিবার অধিকারী হইবেন না।]

১৭৪। ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে হাজিরা।- (১) ধারা ১২২ এর অধীন ব্যক্তিগত হাজিরা প্রদানের ক্ষেত্র ব্যতীত, এই অধ্যাদেশের কোনো কার্যক্রমের সূত্রে কোনো করদাতাকে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা আপিল ট্রাইব্যুনালে হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন হইলে বা এতদুদ্দেশ্যে তিনি হাজিরা প্রদানের যোগ্য হইলে, তিনি ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে অনুরূপ হাজিরা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি” অর্থ করদাতার পক্ষে হাজিরা প্রদানের লক্ষ্যে, তৎকর্তৃক লিখিতভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যক্তি, যথা:-

- (ক) করদাতার এইরূপ কোনো আত্মীয় যিনি তাহার পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী, পুত্র-কন্যা, ভাই অথবা বোন;
- (খ) করদাতার সার্বক্ষণিক কোনো কর্মচারী;
¹[* * *]
- (ঘ) বাংলাদেশের কোনো দেওয়ানি আদালতে আইন পেশা চালাইবার অধিকারী কোনো আইনজীবী;
- (ঙ) কোনো চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট অথবা কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদনপ্রাপ্ত এসোসিয়েশন অব একাউন্ট্যান্ট এর কোনো সদস্য; বা
- (চ) এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে এবং উক্ত বিধিমালায় নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, বোর্ড কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো আয়কর আইনজীবী ²।

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ আয়কর আইনজীবীকে কোনো রেজিস্ট্রার্ড ট্যাক্সেস বার এসোসিয়েশনের সদস্য হইতে হইবে।]

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা দফা (গ) বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৭ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সন্নিবেশিত।

(৩) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিগণ উক্ত উপ-ধারার অধীন করদাতার পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করিবার অধিকারী হইবেন না, যথা:-

- (ক) এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি সরকারি চাকুরি হইতে বরখাস্ত হইয়াছেন;
- (খ) কোনো আইনজীবী, বা চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট বা উপ-ধারা (২) এর দফা (গ)-এ উল্লিখিত অন্য কোনো একাউন্ট্যান্ট বা কোনো আয়কর পেশাজীবী, যিনি-
- (অ) তাহার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাজনিত পদক্ষেপ গ্রহণে সক্ষম কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক;
- (আ) কোনো আয়কর কার্যক্রমের সূত্রে ¹[বোর্ড] কর্তৃক;

পেশাগত দায়িত্ব পালনকালে অসদাচরণের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন, এবং অনুরূপ কারণে উক্ত ব্যক্তি পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে অযোগ্য ঘোষিত হইলে, এইরূপ অযোগ্যতা যতদিন যাবৎ অব্যাহত থাকিবে ততদিনের জন্য ²[:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো ব্যক্তিকে এই উপ-দফার অধীন অযোগ্য ঘোষণা করা যাইবে না, যদি এতদ্বিষয়ে তাহাকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করা হয়:

³[***]

⁴[আরও শর্ত থাকে যে, এই উপ-দফার অধীন অযোগ্য ঘোষিত কোনো ব্যক্তি তাহার উক্তরূপ অযোগ্যতা ঘোষণার এক মাসের মধ্যে সরকারের নিকট উহা প্রত্যাহারের জন্য আপিল করিতে পারিবেন:

আরও শর্ত থাকে যে, এই উপ-দফার অধীন অযোগ্য ঘোষণার তারিখ হইতে একমাস অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত অথবা যেক্ষেত্রে আপিল করা হয়, সেইক্ষেত্রে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত উক্ত অযোগ্যতা কার্যকর হইবে না;]]

- (গ) দেউলিয়া ঘোষিত কোনো ব্যক্তি, যতদিন পর্যন্ত তাহার দেউলিয়াত্ব অব্যাহত থাকিবে ততদিনের জন্য;
- (ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো আয়কর কার্যক্রমের সহিত সম্পর্কিত অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি, যদি কমিশনার কর্তৃক বোর্ডের অনুমোদনক্রমে এই উপ-ধারার অধীন আদেশযোগে তাহার উক্তরূপ অযোগ্যতা প্রত্যাহার না করা হয়; এবং

¹ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “কমিশন” শব্দটির পরিবর্তে “বোর্ড” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৮৮ (১৯৮৮ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “;” সেমিকোলনের পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শর্তাংশ বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা শর্তাংশসমূহ সন্নিবেশিত।

- (ঙ) আয়কর বিভাগের এইরূপ কোনো সরকারি কর্মচারী, যিনি পদত্যাগ করিয়াছেন, তাহার পদত্যাগ গৃহীত হইবার তারিখ হইতে তিন বৎসরের জন্য অথবা, ক্ষেত্রমত, যিনি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন তাহার অবসর গ্রহণের তারিখ হইতে এক বৎসর মেয়াদের জন্য।

১৭৫। নিরূপিত কর নিকটবর্তী টাকায় প্রকাশযোগ্য।- এই অধ্যাদেশের অধীন করের পরিমাণ অথবা প্রদেয় ফেরতের পরিমাণ নিরূপণের সময় টাকার ভগ্নাংশ পঞ্চাশ পয়সার কম হইলে, উহা অগ্রাহ্য করা হইবে এবং টাকার ভগ্নাংশ পঞ্চাশ পয়সার সমান বা অধিক হইলে, উহা এক টাকা হিসাবে গণ্য হইবে।

১৭৬। রসিদ প্রদেয় হইবে।- এই অধ্যাদেশের অধীন যে কোনো ধরনের পরিশোধ বা আদায় করিবার ক্ষেত্রে রসিদ প্রদান করিতে হইবে।

১৭৭। তামাদির মেয়াদ গণনা।- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত তামাদির মেয়াদ গণনার ক্ষেত্রে, যে আদেশের বিষয়ে অভিযোগ করা হইবে উক্ত আদেশ যেদিন জারি করা হইয়াছে সেইদিন, অথবা করদাতার প্রতি আদেশের নোটিশ জারির সময় তাহাকে আদেশের কপি সরবরাহ করা না হইলে, আদেশের কপি সংগ্রহের জন্য যে সময় প্রয়োজন সেই সময় বাদ যাইবে।

(২) যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন আপিল বা আবেদনের জন্য নির্ধারিত তারিখ অতিক্রান্তের দিন ছুটির দিন পড়ে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ছুটির দিনের পরের দিন অনুরূপ আপিল বা আবেদন করা যাইবে।

১৭৮। নোটিশ জারি।- ¹[(১) এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো নোটিশ, কর নির্ধারণী আদেশ, অথবা কর বা ফেরত নিরূপণের ফরম বা অন্য কোনো দলিল উহাতে বর্ণিত ব্যক্তির নামে ²[রেজিস্ট্রার ডাকযোগে অথবা প্রেরকের দাপ্তরিক ইলেক্ট্রনিক মেইল হইতে প্রাপকের নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মেইল এ্যাড্রেসে] অথবা দেওয়ানি কার্যবিধি, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৫ নং আইন) এর অধীন কোনো আদালত কর্তৃক ইস্যুকৃত সমন যে পদ্ধতিতে জারি করা হয়, সেইরূপ পদ্ধতিতে জারি করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোনো নোটিশ, কর নির্ধারণী আদেশ, অথবা কর বা ফেরত নিরূপণের ফরম বা অন্য কোনো দলিল ধারা ১৭৪ এ উল্লিখিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক গৃহীত হয়, তাহা হইলে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক উক্তরূপ গ্রহণ বর্ণিত ব্যক্তির নামে যথাযথ জারি হিসাবে গণ্য হইবে।]

[(১ক) [অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা বিলুপ্ত।]

(২) নোটিশ জারি করিতে হইবে-

(ক) কোনো ফার্ম বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের ক্ষেত্রে, যথাক্রমে ফার্মের যেকোনো সদস্য বা ম্যানেজারের প্রতি, অথবা পরিবারের যে কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ সদস্যের প্রতি;

(খ) কোনো স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা কোম্পানীর ক্ষেত্রে, উহার প্রিন্সিপাল অফিসারের প্রতি;

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৯ (ক) দ্বারা “রেজিস্ট্রার ডাকযোগে” শব্দগুলির পরিবর্তে “রেজিস্ট্রার ডাকযোগে অথবা প্রেরকের দাপ্তরিক ইলেক্ট্রনিক মেইল হইতে প্রাপকের নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক মেইল এ্যাড্রেসে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

- (গ) অন্যান্য সংস্থা বা ব্যক্তিসংঘের ক্ষেত্রে, উহার প্রিন্সিপাল অফিসার বা যে কোনো সদস্যের প্রতি;
- (ঘ) যদি কোনো ক্ষেত্রে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের বিলোপ ঘটে, তবে অনুরূপ বিলুপ্তির অব্যবহিত পূর্বে, উক্ত ফার্ম বা, ক্ষেত্রমত, ব্যক্তি-সংঘের সদস্য ছিলেন এইরূপ কোনো ব্যক্তির প্রতি;
- (ঙ) যেক্ষেত্রে ধারা ৮৯ প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো ব্যবসা বা পেশা বন্ধ হইয়া যায়, সেইক্ষেত্রে উক্ত বন্ধ হওয়া ব্যবসা বা পেশার ক্ষেত্রে,-
- (অ) এইরূপ ব্যক্তির প্রতি, যাহার আয় নির্ধারণ করা হইবে;
- (আ) উহা কোম্পানী হইলে, কোম্পানীর প্রিন্সিপাল অফিসারের প্রতি;
- (ই) উহা ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হইলে, উক্ত বন্ধের সময়, সংশ্লিষ্ট ফার্মের অংশীদার ছিলেন অথবা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিসংঘের সদস্য ছিলেন এইরূপ যেকোনো ব্যক্তির প্রতি;
- (চ) যেক্ষেত্রে ধারা ৯০ এর অধীন অবিভক্ত হিন্দু পরিবারের বিভক্তির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে হিন্দু পরিবারটির সর্বশেষ ম্যানেজার ছিলেন এইরূপ ব্যক্তির প্রতি, অথবা অনুরূপ ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করিলে উক্ত বিভক্তির পূর্বে পরিবারটির সদস্য ছিলেন এইরূপ সকল প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ ব্যক্তির প্রতি; এবং
- (জ) ব্যক্তিসত্তা নয় এইরূপ অন্যান্য ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানটির কার্যাবলি যে ব্যক্তি কর্তৃক ব্যবস্থিত বা নিয়ন্ত্রিত হইত, তাহার প্রতি।

(৩) নোটিশের জবাব অনুসারে রিটার্ন দাখিলের পর অথবা নোটিশটির নির্দেশ প্রতিপালিত হইবার পর, উক্ত নোটিশের উপর বা নোটিশ জারির বৈধতার উপর কোনো আপত্তি উত্থাপন করা যাইবে না।

¹[(৪) এই ধারায়-

- (ক) “ইলেকট্রনিক মেইল” অর্থ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে ইলেকট্রনিক মেইল;
- (খ) “প্রেরকের দাপ্তরিক ইলেকট্রনিক মেইল” অর্থ নোটিশ জারির জন্য বোর্ড কর্তৃক আয়কর কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত ইলেকট্রনিক মেইল;
- (গ) “প্রাপকের নির্ধারিত ইলেকট্রনিক মেইল এ্যাড্রেস” অর্থ এইরূপ ইলেকট্রনিক মেইল এ্যাড্রেস যাহা-
- (অ) নির্দিষ্ট আয়বর্ষে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক দাখিলকৃত আয়ের রিটার্নে উল্লেখ করা হইয়াছে;

¹ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৩৯ (খ) দ্বারা উপ-ধারা (৪) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(আ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক লিখিতভাবে আয়কর কর্তৃপক্ষকে তাহার ইলেক্ট্রনিক মেইল এ্যাড্রেস হিসাবে নির্ধারণ করা হইয়াছে।]

¹[**ব্যাখ্যা**]- এই ধারায় “নোটিশ” অর্থে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বা জারিকৃত আদেশ অথবা চাহিদাপত্রও অর্ন্তভুক্ত হইবে।]

²[**১৭৮ক। নোটিশ, আদেশ, ইত্যাদি প্রেরণের ব্যবস্থা**]- কম্পিউটার বা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত কোনো ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে প্রেরিত কোনো নোটিশ, আদেশ, চাহিদাপত্র, সার্টিফিকেট, খবর, পত্র বা কোনো কিছু গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের এই অধ্যাদেশের অধীন প্রদত্ত বা জারিকৃত কোনো নোটিশ, আদেশ, চাহিদাপত্র, সার্টিফিকেট, খবর, পত্র বা কোনো কিছু গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের ন্যায় একই অর্থ ও কার্যকরতা থাকিবে।

১৭৮খ। ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে দাখিল, ইত্যাদি- যেক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানের অধীন কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ বা কর আপিল ট্রাইব্যুনালের নিকট কোনো রিটার্ন, প্রতিবেদন, আবেদন বা দলিল দাখিল করা আবশ্যিক, সেইক্ষেত্রে উক্ত রিটার্ন, প্রতিবেদন, আবেদন বা দলিল বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক, কম্পিউটার রিডেবল বা মেশিন রিডেবল ফরমে ও পদ্ধতিতে দাখিল করা যাইবে।]

১৭৯। কতিপয় ভুলের জন্য নির্ধারণী, ইত্যাদি ক্রটিপূর্ণ হইবে না- এই অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত, জারিকৃত বা বলবৎকৃত মর্মে বিবেচিত কোনো করনির্ধারণ, আদেশ, নোটিশ, ওয়ারেন্ট বা অন্যান্য দলিল কেবল নির্ধারিত ফরমের মাধ্যমে সম্পাদিত না হইবার কারণে কিংবা উহাতে কোনো ভুল, ক্রটি বা বিচ্যুতি থাকিবার কারণে, যদি বাস্তবে করদাতার উল্লেখযোগ্য কোনো ক্ষতি না হয়, উহা বাতিল বা অন্যভাবে অকার্যকর হইবে না।

১৮০। অবসায়নাধীন কোম্পানীর বিরুদ্ধে কার্যধারা- কোম্পানী আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সনের ৭ নং আইন) এর ধারা ১৭১ এর বিধান সত্ত্বেও, অবসায়নের আদেশ প্রদত্ত হইয়াছে বা সাময়িকভাবে অবসায়ক নিযুক্ত হইয়াছে এইরূপ কোম্পানীর বিরুদ্ধে এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কার্যধারা অব্যাহত রাখিতে বা কোনো কার্যধারা গ্রহণের জন্য আদালতের অনুমতি গ্রহণ আবশ্যিক হইবে না।

১৮১। দায়মুক্তি- এই অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তির আয় হইতে কর কর্তন, সংরক্ষণ বা পরিশোধ করিয়া থাকিলে, অনুরূপ কর্তন, সংরক্ষণ বা পরিশোধ করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তিকে এতদ্বারা দায়মুক্তি প্রদান করা হইল।

১৮২। দেওয়ানি ও ফৌজদারি কার্যক্রম, ইত্যাদিতে বাধা- (১) এই অধ্যাদেশের অধীন গৃহীত কোনো কর নির্ধারণীর পরিবর্তন বা বাতিলের উদ্দেশ্যে কোনো দেওয়ানি আদালতে মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(২) এই অধ্যাদেশের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত বা অভিপ্রেত কোনো কার্যের জন্য কোনো সরকারি কর্মকর্তার বিরুদ্ধে কোনো দেওয়ানি বা ফৌজদারি মামলা বা অন্য কোনো কার্যধারা গ্রহণ করা যাইবে না।

১৮৩। কর আরোপের লক্ষ্যে আইন-প্রণয়ন না করা পর্যন্ত এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি কার্যকর হইবে- যদি কোনো বৎসরের ১ জুলাই তারিখের মধ্যে, উক্ত বৎসরের আয়কর আরোপের লক্ষ্যে সংসদের আইন দ্বারা বিধান প্রণীত না

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা ব্যাখ্যা সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৬ দ্বারা ধারা ১৭৮ক ও ১৭৮খ সন্নিবেশিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

হয়, তবে অনুরূপ বিধান প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত, পূর্ববর্তী বৎসরে কার্যকরকৃত বিধান এবং সংসদে পেশকৃত বিলে প্রস্তাবিত বিধান, এদুয়ের মধ্যে যেটি করদাতার পক্ষে অধিক উপযোগী, উহা কার্যকর গণ্যক্রমে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োগযোগ্য করা হইবে।

[১৮৪। দলিলাদির নিবন্ধনে বাধা-নিষেধ।— অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।]

¹[১৮৪ক। কতিপয় ক্ষেত্রে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর প্রয়োজন।— এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুনা না কেন, উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত ক্ষেত্রসমূহে একজন ব্যক্তির বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর থাকিতে হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তির বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর থাকিবার প্রমাণপত্র হইল উপ-কর কমিশনার কর্তৃক ইস্যুকৃত সার্টিফিকেট অথবা বোর্ড কর্তৃক এতদ্বিষয়ে অনুমোদিত কোনো সিস্টেম জেনারেটেড সার্টিফিকেট বা আয়ের রিটার্ন গ্রহণের প্রাপ্তিস্বীকারপত্র, যদি অনুরূপ সার্টিফিকেট বা, ক্ষেত্রমত, প্রাপ্তিস্বীকারপত্রের রসিদে উক্ত ব্যক্তির নাম ও বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর উল্লেখ থাকে।

(৩) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রসমূহে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর থাকিবার প্রমাণপত্র দাখিল করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র (এলসি) খোলা;
- (খ) আমদানি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট বা রপ্তানি রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে আবেদন দাখিল;
- (গ) সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন করা;
- (ঘ) কোনো পণ্য সরবরাহ, চুক্তি নির্বাহ বা সেবা প্রদানের লক্ষ্যে কোনো নিবাসী কর্তৃক দরপত্র দলিলাদি দাখিল করা;
- (ঙ) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনে ১৮ নং আইন)-এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্য হইবার আবেদন দাখিল;
- (চ) সাধারণ বিমার জরিপকারী হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা নবায়ন করা বা তালিকাভুক্ত হওয়া;
- (ছ) কোনো নিবাসী কর্তৃক কোনো সিটি কর্পোরেশন বা জেলা সদরের পৌরসভা ²[বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড] এলাকার মধ্যে অবস্থিত যেকোনো ভূমি, ভবন বা এ্যাপার্টমেন্টের হস্তান্তর দলিল,

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৭ দ্বারা ধারা ১৮৪ক প্রতিস্থাপিত (২০১৭ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০নং আইন) এর ধারা ৪৭ (ক) দ্বারা “বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

বয়নামা বা আমমোক্তারনামা ¹[বা বিক্রয়] এর দলিল নিবন্ধন, যেক্ষেত্রে দলিলে বর্ণিত মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক;

- (জ) ভাড়ায় চালিত কোনো বাস, ট্রাক, প্রাইম মুভার, লরি, ইত্যাদির নিবন্ধন, মালিকানা বদল, ফিটনেস নবায়ন;
- (ঝ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে পঁচ লক্ষ টাকার অধিক ঋণ প্রাপ্তির আবেদন করা;
- (ঞ) ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তি;
- (ট) চিকিৎসক, দত্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড একাউন্ট্যান্ট, কন্স্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট একাউন্ট্যান্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি, বা জরিপকারি বা অনরূপ পেশাজীবীদের সংগঠনের সদস্যপদ প্রাপ্তি;
- (ঠ) কোনো কোম্পানীর পরিচালক বা স্পন্সর শেয়ারহোল্ডার হওয়া;
- (ড) মুসলিম বিবাহ ও তালাক (নিবন্ধন) আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৫২ নং আইন)-এর অধীন নিকাহ রেজিস্ট্রারের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও ধারণ;
- (ঢ) যেকোনো ব্যবসায়ী বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বজায় রাখা;
- (ণ) রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ) এবং রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ) বা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমোদনের জন্য ভবন নির্মাণের প্লান দাখিল;
- (ত) ড্রাগ লাইসেন্স প্রাপ্তি ও ধারণ;
- (থ) বাণিজ্যিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি ও রাখা;
- (দ) ²[***] কোনো সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি ও রাখা;
- (ধ) কোনো মটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা বদল, ফিটনেস নবায়ন;
- (ন) ভাড়ায় চালিত লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরিবার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার ও ডাম্প-বার্জ, ইত্যাদিসহ যেকোনো জলযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও সংরক্ষণ;
- (প) কোনো বিমা কোম্পানীর এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়ন;

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০নং আইন) এর ধারা ৪৭ (ক) দ্বারা “বা বিক্রয়” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০নং আইন) এর ধারা ৪৭ (খ) দ্বারা “বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

- (ফ) ইট তৈয়ারির জন্য কোনো জেলায় জেলা প্রশাসকের অফিস বা, ক্ষেত্রমত, পরিবেশ অধিদপ্তর হইতে অনুমতি গ্রহণ বা নবায়ন;
- (ব) উপজেলা, পৌরসভা, ¹[জেলা পরিষদ,] সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশ গ্রহণ;
- (ভ) সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত আন্তর্জাতিক কারিকুলামের অধীন শিক্ষা প্রদানকারি কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে কোনো সন্তান বা কোনো নির্ভরশীলকে ভর্তি করা;
- (ম) কোনো সরকারি কর্মচারী অথবা আপাতত বলবৎ কোনো আইন, আদেশ বা দলিল দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ইউনিটের কোনো কর্মচারী কর্তৃক এইরূপ কোনো অর্থ গ্রহণ যাহা প্রাপকের “বেতনাদি” খাতে শ্রেণিভুক্ত কোনো আয়, যদি উক্ত কর্মচারী সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের কোনো সময় ষোল হাজার বা তদূর্ধ্ব পরিমাণ মূল বেতন উত্তোলন করেন;
- (য) মাসিক পরিশোধ আদেশ (এমপিও) এর অধীন সরকারের নিকট হইতে কোনো অর্থ গ্রহণ যদি উহা মাসিক ষোল হাজার টাকার অধিক হয়;
- (র) কোনো উৎপাদন কারখানায় ব্যবস্থাপনা, প্রশাসনিক বা তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক এইরূপ কোনো অর্থ গ্রহণ যাহা প্রাপকের “বেতনাদি” খাতে শ্রেণিভুক্ত কোনো আয়;
- (ল) কোনো কোম্পানীর এজেন্সি বা পরিবেশক হিসাবে দায়িত্ব প্রাপ্তি ও অব্যাহত রাখা;
- (শ) মোবাইল ব্যাংকিং বা অন্য কোনো ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে অর্থ প্রেরণ অথবা মোবাইল ফোন গ্র্যাকাউন্ট রিচার্জ সম্পর্কিত কোনো কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ;
- (ষ) কোনো নিবাসী কর্তৃক উপদেষ্টা বা পরামর্শক সেবা, কেটারিং সেবা, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সেবা, জনবল সরবরাহ বা নিরাপত্তা সেবা সরবরাহ করিবার বিনিময়ে কোনো কোম্পানীর নিকট হইতে কোনো অর্থ গ্রহণ;
- (স) বাংলাদেশে আমদানি বা বাংলাদেশ হইতে রপ্তানির উদ্দেশ্যে আগমনপত্র (bill of entry) দাখিল ²];
- ³[(হ) মটরযান, জায়গা (space), নিবাসন বা অন্য কোনো পরিসম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে কোনো রাইড শেয়ারিং ব্যবস্থাপনায় অংশগ্রহণ;]]

¹ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯নং আইন) এর ধারা ৪৮ (ক) দ্বারা “জেলা পরিষদ,” শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর আইটেম (হ) সন্নিবেশিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৮ (খ) দ্বারা দফা (হ) প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

¹[(ড) এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থা বা ক্ষুদ্র ঋণ নিয়ন্ত্রণকারি কর্তৃপক্ষ হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোনো ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে কোনো বৈদেশিক মঞ্জুরি (overseas grants) ছাড় ²];

(ঢ) আগ্নেয়াস্ত্রের জন্য কোনো লাইসেন্স গ্রহণ বা সংরক্ষণ।]

(৪) বোর্ড, সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, কোনো ব্যক্তিকে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর দাখিল করা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) কোনো ব্যক্তি যিনি কোনো আবেদন বা নমিনেশন প্রক্রিয়াকরণ, লাইসেন্স, সার্টিফিকেট, সদস্যপদ, অনুমতি, ভর্তি, এজেন্সি বা পরিবেশক-এর অনুমোদন প্রদান, ঋণ মঞ্জুরি, ক্রেডিট কার্ড ইস্যু, সংযোগের অনুমতি, নিবন্ধনকরণ বা অর্থ পরিশোধের জন্য দায়ী তিনি উক্তরূপ কোনো প্রক্রিয়াকরণ, অনুমোদন, মঞ্জুরি, ইস্যু, অনুমতি, নিবন্ধনকরণ বা, ক্ষেত্রমত, পরিশোধ করিবেন না, যদি না উপ-ধারা (১) এর অধীন আবশ্যিক বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর দাখিল করা হয়, অথবা যে ব্যক্তি কর্তৃক বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর দাখিল করিতে হইবে, তিনি বোর্ড এর নিকট হইতে এই মর্মে একটি সার্টিফিকেট দাখিল করেন যে, উক্তরূপ প্রমাণ দাখিল করা হইতে তাহাকে অব্যাহতি প্রদান করা হইয়াছে।

(৬) যে ব্যক্তির নিকট বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর থাকিবার প্রমাণপত্র দাখিল করা হইবে, তিনি বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উহার সঠিকতা যাচাই করিবেন।]

³[১৮৪কক। কতিপয় দলিল, ইত্যাদিতে ⁴[বারো-সংখ্যার] করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)।- বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক এবং সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন্ শ্রেণিভুক্ত দলিলপত্রের ক্ষেত্রে ⁵[বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর] (টিআইএন) উল্লেখ করিতে হইবে তাহা নির্ধারণ করিতে পারিবে।]

⁶[১৮৪খ। করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)।- ⁷[(১) প্রত্যেক করদাতাকে বা করদাতার শনাক্তকরণ নম্বরের জন্য হাতেহাতে বা ইলেক্ট্রনিক্যালি আবেদনকারী যেকোনো ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর এবং অন্যান্য বিবরণ সম্বলিত একটি সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো আবেদন ব্যতীত বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর ইস্যু করা যাইবে যেক্ষেত্রে কোনো আয়কর কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট বৎসরে কোনো ব্যক্তির করযোগ্য আয় রহিয়াছে মর্মে অবহিত, এবং বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর ইস্যু করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রাপ্ত হয়।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০নং আইন) এর ধারা ৪৭ (গ) দ্বারা আইটেম (ড) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৮ (গ) দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর নূতন দফা (ঢ) সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৭৮ দ্বারা ধারা ১৮৪কক সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক) দ্বারা “বারো-সংখ্যার” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫০ (খ) দ্বারা “করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর” শব্দগুলির পরিবর্তে “বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৫ দ্বারা ধারা ১৮৪খ প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫১ (ক) দ্বারা উপ-ধারা (১) প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

(২) বোর্ড, লিখিতভাবে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা, পুনর্নিবন্ধন করিবার উদ্দেশ্যে ইতোমধ্যে করদাতার শনাক্তকরণ নম্বরধারী কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি শ্রেণিকে উক্ত আদেশে উল্লিখিত তথ্য বা দলিলাদি সরবরাহ করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে এবং অতঃপর একটি নূতন¹[বারো-সংখ্যার] করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর ইস্যু করিবে।]

²[(৩) দশ-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর বা সাময়িক নিবন্ধন নম্বর (টিআরএন) রহিয়াছে এইরূপ বিদ্যমান প্রত্যেক করদাতাকে ধারা ৭৫ এর অধীন আবশ্যিক আয়ের রিটার্ন দাখিল করিবার শেষ তারিখের পূর্বে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) প্রাপ্ত হইতে হইবে।]

³[১৮৪খখ। **কর আদায় হিসাব নম্বর।**- এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ৭ এর অধীন কর কর্তন অথবা কর আদায়ের সহিত সংশ্লিষ্ট প্রত্যেক ব্যক্তিকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কর আদায়ের হিসাব নম্বর প্রদান করিতে হইবে।]

⁴[বিলুপ্ত] ⁵[***]

⁶[১৮৪খখখখ। **সাময়িক নিবন্ধন নম্বর (টিআরএন) প্রদান।**- এইরূপ কোনো ব্যক্তিকে সাময়িক নিবন্ধন নম্বর (টিআরএন) প্রদান করা যাইবে যাহার কোনো বৎসর করযোগ্য আয় রহিয়াছে মর্মে পরিলক্ষিত হয় এবং ধারা ১৮৪খ এর অধীন যিনি করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন) এর জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।]

⁷[ব্যাখ্যা।- সন্দেহ দূরিকরণার্থ এতদ্বারা ঘোষণা করা হইলো যে, এই অধ্যাদেশের কোনো কিছুই কোনো ব্যক্তির উপর এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো অর্থ পরিশোধের দায় আরোপের ক্ষেত্রে উপ-কর কমিশনারের ক্ষমতাকে সীমিত করিবে না যাহাকে এই কারণে সাময়িক নিবন্ধন নম্বর (টিআরএন) প্রদান করা হইয়াছে যে, তিনি করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-এর জন্য আবেদন করিতে ব্যর্থ হইয়াছেন।]

⁸[১৮৪গ। ⁹[বারো-সংখ্যার] **করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর সার্টিফিকেট প্রদর্শন।**- ব্যবসা বা পেশা খাতে আয় উপার্জনকারী কোনো করদাতা যে উপ-কর কমিশনারের অধিক্ষেত্রে তাহার¹⁰[কর নির্ধারণী সম্পন্ন হইয়াছে], সেই উপ-কর কমিশনারের নিকট হইতে¹¹[বারো-সংখ্যার] করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর (টিআইএন)-এর সার্টিফিকেট গ্রহণ করিবেন এবং উক্ত সার্টিফিকেট তাহার ব্যবসাস্থলের সহজে গোচরীভূত কোনো দৃষ্টিগ্রাহ্য স্থানে প্রদর্শন করিবেন।]

¹²[১৮৪গগ। **কতিপয় দলিলে বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর উল্লেখের বাধ্যবাধকতা।**- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো সিটি কর্পোরেশন, বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, বা

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫১ (খ) দ্বারা “বারো-সংখ্যার” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫১ (গ) দ্বারা উপ-ধারা (৩) সংযোজিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৬৭ দ্বারা ধারা ১৮৪খখ সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮নং আইন) এর ধারা ১৬(খ) দ্বারা দফা (৪৬) ও (৪৬ক) প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা ধারা ১৮৪খখখ বিলুপ্ত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫৪ দ্বারা ধারা ১৮৪খখখ সন্নিবেশিত (২০১২ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা ব্যাখ্যা সংযোজিত (২০১৮ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁸ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ধারা ১৮৪গ সন্নিবেশিত।

⁹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা “বারো-সংখ্যার” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹⁰ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৭৯ “প্রতি বৎসর ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কর নির্ধারণী সম্পন্ন” শব্দগুলির পরিবর্তে “কর নির্ধারণী সম্পন্ন হইয়াছে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

¹¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫২ দ্বারা “বারো-সংখ্যার” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

¹² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা ধারা ১৮৪গগ সন্নিবেশিত।

পৌরসভার মধ্যে অবস্থিত কোনো ভূমি, ভবন বা এ্যাপার্টমেন্ট হস্তান্তর সংক্রান্ত কোনো দলিলের দলিল-মূল্য এক লক্ষ টাকার অধিক হয় এবং নিবন্ধন আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ১৬ নং আইন) এর অধীন নিবন্ধন করা আবশ্যিক, সেইক্ষেত্রে উক্ত দলিলে বিক্রেতা ও ক্রেতা উভয়ের বারো-সংখ্যার করদাতার শনাক্তকরণ নম্বর উল্লেখ করিতে হইবে।]

¹[১৮৪ঘ। ²[***] বোর্ড এবং উহার অধস্তন আয়কর কার্যালয়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীকে রোয়েদাদ প্রদান।- (১) (১) এই অধ্যাদেশে বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে, পরিস্থিতিতে ও পরিসরে, নিম্নবর্ণিত ব্যক্তিবর্গকে রোয়েদাদ প্রদান করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) বিশেষ অবদান রাখিবার³, কর আদায়] এবং কর ফাঁকির হার হ্রাসের জন্য, বোর্ড এবং উহার অধস্তন কর কার্যালয়ের কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী;

(খ) কর ফাঁকি উৎঘাটনের লক্ষ্যে, তথ্য প্রদানে সহায়তা করিয়াছেন এইরূপ অন্য যেকোনো ব্যক্তি।

(২) বোর্ড কোনো অর্থ বৎসরের জন্য উহার এবং উহার অধস্তন কোনো কর কার্যালয়ের কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণের অনুকূলে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রার রাজস্ব আয়ের অধিক রাজস্ব আয় সংগ্রহের জন্য উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত রোয়েদাদের অতিরিক্ত রোয়েদাদ মঞ্জুর করিতে পারিবে।]

⁴[১৮৪ঙ। আয়কর কর্তৃপক্ষকে সহায়তা প্রদান।- সরকারি এবং আধা-সরকারি প্রতিষ্ঠান, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, বিধিবদ্ধ সংস্থা, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি সংস্থা, স্থানীয় সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো কর কর্তৃপক্ষকে উহার কর্তব্য পালনের সময় সহায়তা প্রদান করিবেন।]

⁵[১৮৪চ। অধ্যাদেশের প্রাধান্য।- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ⁶[কর আরোপ আরোপ বা আদায়, আয়কর অব্যাহতি, কর হার হ্রাস, করারোপণের উদ্দেশ্যে কোনো তথ্য তলব, এবং এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো তথ্যের রক্ষণ সম্পর্কিত] কোনো বিষয়ে অন্য কোনো আইনের উপর এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি এবং উহার অধীন কোনো কার্যক্রম প্রাধান্য পাইবে।]

⁷[১৮৪ছ। পরিমার্জনা ও বর্ধিতকরণের ক্ষমতা।- (১) এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড, সরকারের পূর্বানুমোদন গ্রহণপূর্বক, আদেশ দ্বারা, এবং জনস্বার্থে,-

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৫ দ্বারা ধারা ১৮৪ঘ প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৩ (ক) দ্বারা “কর আদায় এবং কর ফাঁকি সনাক্ত করিবার জন্য” শব্দগুলি বিলুপ্ত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৩ (খ) দ্বারা “আদায় করিতে” শব্দগুলির পরিবর্তে “, আদায়” কমা ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত (২০১৪ সনের ১ জুলাই হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৬ দ্বারা ধারা ১৮৪ঙ সংযোজিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৬ দ্বারা ধারা ১৮৪ঙ এর পর ধারা ১৮৪চ সংযোজিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৬২ দ্বারা “আয়কর এবং উহার উপর আয়কর অব্যাহতি” শব্দগুলির পরিবর্তে “কর আরোপ বা আদায়, আয়কর অব্যাহতি, কর হার হ্রাস, করারোপণের উদ্দেশ্যে কোনো তথ্য তলব, এবং এই অধ্যাদেশের অধীন কোনো তথ্যের রক্ষণ সম্পর্কিত” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁷ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৪৯ দ্বারা নূতন ধারা ১৮৪ছ সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

- (ক) এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানে উল্লিখিত সময়সীমা পরিগণনার ক্ষেত্রে, মহামারি, অতিমারি, বা অন্য কোনো দৈব-দুর্বিপাক (acts of God), এবং যুদ্ধকালীন সময় মার্জনা করিতে পারিবে; বা
- (খ) উক্তরূপ মহামারি, অতিমারি, বা অন্য কোনো দৈব-দুর্বিপাক, এবং যুদ্ধের কারণে, এই অধ্যাদেশের কোনো বিধানে উল্লিখিত সময়সীমা, বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ সময় পর্যন্ত, বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোনো আদেশ ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা প্রদানপূর্বক জারি করা যাইবে।]

অধ্যায় ২৩ বিধি প্রণয়ন ও রহিতকরণ

১৮৫। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।-** (১) এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে; এবং কোনো ফৌজদারি দায় আরোপিত না হইলে বা অনুরূপ দায় কার্যকর না হইলে, উক্তরূপ কোনো বিধি ভূতাপেক্ষ কার্যকরতা দান করা যাইবে।

(২) বিশেষত, এবং পূর্ববর্তী ক্ষমতার সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, উক্ত বিধিতে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোনো বিষয়ে বিধান করা যাইবে, যথা:-

- (ক) এই অধ্যাদেশে সুস্পষ্টভাবে বিধান করা হয় নাই এইরূপ কোনো আয়ের শ্রেণিবিন্যাসকরণ ও আয় নির্ধারণ;
- (খ) নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কোনো আয় নির্ধারণ এবং উহার উপর প্রদেয় কর প্রদানের পদ্ধতি ও কার্যধারা নির্ধারণ, যথা:-
- (অ) অনিবাসীর ক্ষেত্রে; এবং
- (আ) আংশিক কৃষি এবং আংশিক ব্যবসা হইতে অর্জিত আয়ের ক্ষেত্রে;
- (গ) কোনো করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এইরূপ কোনো আয় বা কোনো শ্রেণির আয় নিরূপণ ও নির্ধারণ;
- (ঘ) এই অধ্যাদেশের অধীন অনুমোদিত যে কোনো খাতের বেতনপূরক, সুবিধা ও ভাতার মূল্য নির্ধারণ;
- (ঙ) কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান বা পর্যটন শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যাহতি মঞ্জুরের পদ্ধতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক কোনো বিষয় সংক্রান্ত কার্যধারা;

- (ঢ) স্ব-কর নির্ধারণ পদ্ধতি ও কার্যধারা;
- (ছ) ধারা ১০৭ এর অধীন কর অব্যাহতি সার্টিফিকেট বা কর পরিশোধ সার্টিফিকেট জারির পদ্ধতি এবং তৎসংশ্লিষ্ট ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়;
- (জ) ফেরত প্রাপ্তির আবেদনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় পদ্ধতি;
- (ঝ) আয়কর আইনজীবী নিবন্ধিকরণ, নিবন্ধিকরণের যোগ্যতা, এই অধ্যাদেশের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি হিসাবে কার্য করিবার ক্ষেত্রে আয়কর আইনজীবীর অনুসরণীয় শর্ত ও সীমাবদ্ধতা, নিবন্ধন বাতিল বা আয়কর আইনজীবীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অন্যান্য শৃংখলামূলক ব্যবস্থা;
- (ঞ) সেবা প্রদানের জন্য পরিশোধযোগ্য ফি অথবা এই অধ্যাদেশের অধীন ফি ও চার্জ পরিশোধযোগ্য এইরূপ অন্যান্য বিষয়; এবং
- (ট) বিধি দ্বারা নির্ধারণ করা আবশ্যিক এবং এই অধ্যাদেশের অধীন নির্ধারণ করিতে হইবে বা হইতে পারে এইরূপ অন্যান্য বিষয়।

(৩) উপ-ধারা ২(খ) এর আওতাভুক্ত কোনো ক্ষেত্রে, বিধিতে আয়ের প্রাক্কলন প্রস্তাবের পদ্ধতি নির্ধারণ করা যাইবে এবং উক্ত আয়ের কত অংশ “কৃষি আয়” অথবা কত অংশ “পেশা বা ব্যবসা হইতে আয়” খাতে শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য হিসাবে গণ্য হইবে উহার অনুপাত নির্ধারণ করা যাইবে, এবং উক্ত প্রাক্কলন বা, ক্ষেত্রমত, অনুপাতের ভিত্তিতে কর নির্ধারণ করা হইলে, উহা এই অধ্যাদেশ অনুসারে যথাযথ নির্ধারিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) এই ধারার অধীন বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা, প্রথম বার প্রয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত, প্রাক প্রকাশনা সাপেক্ষ হইবে ¹।:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই উপ-ধারার বিধানাবলি অনুসারে প্রস্তাবিত বিধি বা বিদ্যমান কোনো বিধির সংশোধন সম্পর্কিত খসড়ার পূর্ব প্রকাশনার সহিত উক্ত খসড়ার বিষয়ে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোনো আপত্তি ও পরামর্শ অধিযাচনপূর্বক কোনো নোটিশ জারি করা হয়, সেইক্ষেত্রে নোটিশে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি কোনো আপত্তি বা পরামর্শ পাওয়া না যায়, তাহা হইলে উক্তরূপ খসড়ার পূর্ব প্রকাশনা প্রস্তাবিত বিধিমালার বা, ক্ষেত্রমত, সংশোধনের চূড়ান্ত প্রকাশনা হিসাবে গণ্য হইবে।]

²[১৮৫ক। **বিজ্ঞপ্তি (circular) জারি, স্পষ্টীকরণ, ইত্যাদির ক্ষমতা।**— বোর্ড, আদেশ দ্বারা, এই অধ্যাদেশের কোনো বিধান বা তদধীন প্রণীত বিধিমালা বা আদেশের প্রযোজ্যতা বা ব্যাপ্তি সম্পর্কিত কোনো বিজ্ঞপ্তি, স্পষ্টীকরণ, ব্যাখ্যা বা নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।]

১৮৬। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**— (১) আয়কর আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১১ নং আইন) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৬৩ দ্বারা ধারা ১৮৫ ক সন্নিবেশিত।

(২) উক্তরূপ রহিতকরণ সত্ত্বেও, আয়কর আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ১১ নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত বিধিমালা নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে এইরূপে কার্যকর থাকিবে যেন, উক্ত আইন রহিত করা হয় নাই, যথা:-

- (ক) এই অধ্যাদেশ প্রবর্তনের পূর্বের কোনো মেয়াদের আয় বা উক্ত মেয়াদের সহিত সম্পৃক্ত কোনো আয়ের ক্ষেত্রে; এবং
- (খ) উক্ত আইনের অধীন জারিকৃত কোনো নোটিশ বা কোনো কর নির্ধারণী বা জারিকৃত আদেশ, দাখিলকৃত আবেদন বা দায়েরকৃত আপিল, গৃহীত কার্যধারা বা ফৌজদারি কার্যক্রমের ক্ষেত্রে।

(৩) উপ-ধারা (২) এ বর্ণিত ক্ষেত্র ব্যতীত, উপ-ধারা (১) এর অধীন রহিতকরণ এবং এই অধ্যাদেশ প্রবর্তন, জেনারেল ব্লক এ্যাক্ট, ১৮৯৭ (১৮৯৭ সনের ১০ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১ নং আইন) রহিত ও পুনঃপ্রবর্তন মর্মে গণ্য হইবে।

১৮৭। **জটিলতা দূরীকরণ।-** (১) এই অধ্যাদেশের কোনো বিধান কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো জটিলতার উদ্ভব হইলে, উক্ত জটিলতা নিরসনের জন্য সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে, সেইরূপ বিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২) ৩০ জুন, ১৯৮৮ এর পর এই ধারার অধীন কোনো নোটিশ জারি করা হইবে না।

প্রথম তপশিল

অংশ ক

অনুমোদিত ¹[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড]

[ধারা ২ (৬) দ্রষ্টব্য]

১। সংজ্ঞা।- এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে -

- (ক) ভবিষ্য তহবিল সম্পর্কিত অংশ খ এর ১ম অনুচ্ছেদে যে অর্থে ‘নিয়োগকর্তা’, ‘কর্মচারী’ ও ‘বেতন’ অভিব্যক্তিসমূহ ব্যবহৃত হইয়াছে, ²[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড]-এর ক্ষেত্রেও উক্ত অভিব্যক্তিসমূহ সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হইবে; এবং
- (খ) ‘বার্ষিক সাধারণ চাঁদা’ অর্থ নির্ধারিত পরিমাণের বার্ষিক চাঁদা অথবা তহবিলের সদস্যগণের উপার্জন, চাঁদার পরিমাণ বা সদস্য সংখ্যা ইত্যাদি কতিপয় সুনির্দিষ্ট ভিত্তির উপর পরিগণনাকৃত নির্ধারিত বাৎসরিক চাঁদা।

২। অনুমোদন ও অনুমোদন প্রত্যাহার।- ³[(১) বোর্ড কোনো ⁴[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড] এর অনুমোদনের আবেদন পাইবার তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে অনুরূপ ⁵[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ডের] অনুমোদন প্রদান করিবে এবং অনুরূপ অনুমোদন প্রদানে ব্যর্থ হইলে, বোর্ড অনুরূপ ফান্ডের অনুমোদন প্রদান করিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং বোর্ডের নিকট যদি মনে হয় যে, কোনো ⁶[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড] কর্তৃক অনুচ্ছেদ ৩-এ নির্ধারিত কোনো শর্ত লঙ্ঘিত হইয়াছে, তাহা হইলে বোর্ড উক্ত অনুমোদন যে কোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবে।]

(২) বোর্ড, যে তারিখ হইতে অনুমোদন কার্যকর হইবে তাহা উল্লেখ করিয়া, লিখিতভাবে অনুমোদনের বিষয়টি ফান্ডের ট্রাস্টিগণকে অবহিত করিবে, এবং যেক্ষেত্রে কোনো শর্ত সাপেক্ষে অনুমোদন প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত শর্তাবলিও ট্রাস্টিগণকে অবহিত করিবে।

(৩) কোনো অনুমোদন প্রত্যাহার করা হইলে, প্রত্যাহারের কারণসমূহ উল্লেখ করিয়া বোর্ড লিখিতভাবে ফান্ডের ট্রাস্টিকে তাহা অবহিত করিবে এবং উক্তরূপ প্রত্যাহার কোন্ তারিখ হইতে কার্যকর হইবে তাহাও অবহিত করিতে হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(৪) বোর্ড ফান্ডের ট্রাস্টিকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া ¹[সুপার্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড] অথবা ²[সুপার্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ডের] কোনো অংশের অনুমোদন প্রত্যাখ্যান বা না মঞ্জুর করিতে পারিবে না।

৩। অনুমোদনের শর্তাবলি।— যদি কোনো ³[সুপার্যানুয়েশন ফান্ড অথবা পেনশন ফান্ড] নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য শর্ত পূরণ করে, তাহা হইলে উহা অনুমোদন পাইবে এবং উক্ত অনুমোদন বহাল থাকিবে, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ফান্ডটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্ট এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত ফান্ড হইতে হইবে;
- (খ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনাটিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণের মধ্যে কেহ নির্ধারিত বয়সে বা তৎপরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা তাহারা অনুরূপ অবসর গ্রহণের পূর্বেই কার্য সম্পাদনে অক্ষম হইলে অথবা অনুরূপ কর্মচারীর মৃত্যুর পর যদি তাহার বিধবা স্ত্রী, সন্তান অথবা পোষ্যগণ থাকেন তাহাদের কল্যাণার্থে, বাৎসরিক বৃত্তি প্রদানের বিধান (the provision of annuities) বর্ণিত ফান্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে;
- (গ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নিয়োগকর্তাকে ফান্ডটির চাঁদা প্রদানকারী হইতে হইবে;
- (ঘ) ফান্ড হইতে মঞ্জুরকৃত সকল বাৎসরিক বৃত্তি (annuities), পেনশন ও অন্যান্য সুবিধা বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে অনুমোদনের সহিত সেইরূপ শর্ত সংযুক্ত করিয়া অথবা যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করিবে, সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, উক্তরূপ ফান্ড বা উহার অংশবিশেষের অনুমোদন প্রদান করিতে পারিবে-

- (অ) তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা নির্ধারিত কতিপয় আকস্মিক খরচ নির্বাহের জন্য ফেরত নেওয়ার বিষয়ে তহবিল সম্পর্কিত বিধিমালায় বিধান থাকা সত্ত্বেও; অথবা
- (আ) যদি পূর্বোক্তভাবে বাৎসরিক বৃত্তি প্রদানের বিধান তহবিলের প্রধান উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ বিধান উহার একমাত্র উদ্দেশ্য না হওয়া সত্ত্বেও; অথবা
- (ই) যে ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার সূত্রে ফান্ড প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, উক্ত ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনা আংশিকভাবে বাংলাদেশে পরিচালিত হওয়া সত্ত্বেও।

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

৪। **অনুমোদনের জন্য আবেদন।-** (১) কোনো কর নির্ধারণী বৎসরের জন্য ¹[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড], অথবা ²[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড]-এর অংশবিশেষ অনুমোদনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রাস্টিগণ কর্তৃক উক্ত বৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্বে ³[বোর্ড] বরাবর লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে এবং যে দলিল অনুসারে ফান্ডটি স্থাপিত হইয়াছে উহার একটি অনুলিপি এবং ফান্ডের বিধিমালা ও পূর্ববর্তী বৎসরের জন্য প্রণীত ফান্ডের হিসাব বিবরণীর দুইটি অনুলিপি উক্ত আবেদনের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। বোর্ড এই মর্মে তদ্বিবেচনায় প্রয়োজনীয় আরও তথ্য সরবরাহ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) অনুমোদনের জন্য আবেদন করিবার পর যদি ফান্ডের বিধি, সংবিধান, উদ্দেশ্য বা শর্তসমূহে কোনো পরিবর্তন করা হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ফান্ডের ট্রাস্টিগণ উপ-কর কমিশনারকে উক্ত সংশোধনের বিষয়ে তাৎক্ষণিকভাবে অবহিত করিবেন এবং অনুরূপ অবহিতকরণের ব্যর্থতায়, এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনুমোদন যে তারিখে বর্ণিত সংশোধন কার্যকর হইবে, সেই তারিখ হইতে প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে যদিবা বোর্ড কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো আদেশ প্রদান করা হয়।

৫। ⁴[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড] এর আয় এবং ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদার উপর কর অব্যাহতি।- (১) অনুমোদিত ⁵[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড]-এ বিনিয়োগ অথবা আমানত হইতে উপার্জিত আয়ের উপর এবং অনুরূপ ফান্ডের মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে মূলধনি লাভ অর্জনের উপর আয়কর অব্যাহতি পাওয়া যাইবে।

(২) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কোনো অনুমোদিত ⁶[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড]-এ প্রদত্ত চাঁদার অর্থ তাহার কর নির্ধারণী সম্পন্ন করিবার ক্ষেত্রে নির্ণীত আয়, লাভ ও মুনাফা ইত্যাদির হিসাব বহির্ভূত রাখিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত চাঁদা বার্ষিক সাধারণ চাঁদা না হয়, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত চাঁদা যে বৎসর পরিশোধ করা হইয়াছে সেই বৎসরের ব্যয় হিসাবে বিবেচ্য হইবে, অথবা বোর্ড যে সকল বৎসর যথাযথ বিবেচনা করিবে, সেই সকল বৎসরের ব্যয়ের বিস্তার হিসাবে গণ্য হইবে।

(৩) তপশিল ৬ এর অংশ খ এর ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে বর্ণিত বিধানাবলি প্রযোজ্য হয়, এইরূপ কোনো ¹[সুপারএ্যানুয়েশন ¹[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড]-এ কোনো কর্মচারী কর্তৃক চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত যেকোনো পরিমাণ অর্থের উপর কোনো আয়কর পরিশোধ করিতে হইবে না:

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

তবে শর্ত থাকে যে, বার্ষিক সাধারণ চাঁদা নয়, কর্মচারী কর্তৃক প্রদত্ত এইরূপ কোনো চাঁদার অর্থের ক্ষেত্রে অনুরূপ অব্যাহতি অনুমোদনযোগ্য হইবে না।

৬। **পুনঃপরিশোধিত চাঁদার ক্ষেত্রে ব্যবস্থা।-** (১) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কর্মচারীকে পরিশোধিত কোনো চাঁদা (চাঁদার সুদসহ, যদি থাকে) ফেরত প্রদত্ত হয়, সেইক্ষেত্রে কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে অনুরূপ ফেরত প্রদত্ত অর্থ উক্ত ব্যক্তির উক্ত আয়বর্ষের আয় হিসাবে পরিগণনা করা হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো চাঁদা (চাঁদার সুদসহ, যদি থাকে) কোনো কর্মচারীকে ছাঁটাইকালে অথবা ছাঁটাই-এর কারণে ভিন্ন অন্য উপায়ে তাহার জীবদ্দশায় ফেরত প্রদান করা হয় এবং উক্তরূপ কর্মচারীর কার্যাদি বিদেশে পরিচালিত না হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্মচারী পূর্ববর্তী তিন বৎসর যে হারে কর পরিশোধে দায়ী ছিলেন, উহার গড় হারে অথবা যদি তহবিলের সদস্য হিসাবে উক্ত কর্মচারী তিন বৎসর অতিক্রম না করেন, তাহা হইলে যতদিন তিনি তহবিলের সদস্য ছিলেন ততদিনের করদায়ের গড় হারে, ট্রাস্টিগণ কর্তৃক তহবিল হইতে তাহার আয়কর কর্তন করা হইবে এবং উক্ত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে ও বোর্ড কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করিতে হইবে।

৭। **বেতন হইতে কর্তন এবং কর্মচারীর পক্ষে প্রদত্ত চাঁদা ধারা ১০৮ এর অধীন বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।-** যেক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকর্তা কোনো কর্মচারীর প্রদেয় বেতন হইতে কর্তনকৃত অর্থ কিংবা উক্ত কর্মচারীর পক্ষে কোনো পরিমাণ অর্থ চাঁদা হিসাবে অনুমোদিত ^২[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড]-এ জমা করেন, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ সকল কর্তন অথবা সকল পরিশোধ ধারা ১০৮ এর অধীন নিয়োগকর্তার আবশ্যিকীয় দাখিলযোগ্য বিবরণীতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

৮। **ফান্ডের অনুমোদনের বিলুপ্তিতে ট্রাস্টির দায়-দায়িত্ব।-** যদি কোনো কারণে কোনো অনুমোদিত ^৩[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড] এর অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বা আংশিকভাবে বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে উক্তরূপ বিলুপ্তি সত্ত্বেও ফান্ডের ট্রাস্টিগণের প্রতি নিম্নোক্ত পরিশোধের জন্য করদায় বর্তাইবে, যথা:-

- (ক) ফেরতকৃত চাঁদার কারণে পরিশোধিত অর্থের ক্ষেত্রে (চাঁদার সুদসহ, যদি থাকে); এবং
- (খ) বার্ষিক এককালীন ভাতার বিনিময়ে বা পরিবর্তে প্রদত্ত অর্থের ক্ষেত্রে;

এই অংশের বিধানাবলির অধীন অনুমোদিত ফান্ডের বিলুপ্তি হইবার পূর্বে ফান্ড বা ফান্ডের অংশবিশেষের জন্য পরিশোধকৃত পরিমাণ অর্থ।

৯। ^১[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ডের] বিবরণাদি দাখিল করিতে হইবে।- কোনো অনুমোদিত ^২[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ডের] ট্রাস্টিগণ এবং কোনো অনুমোদিত ^৩[সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ডের]

^১ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

^২ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

^৩ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

চাঁদা প্রদান করেন এইরূপ কোনো নিয়োগকর্তা, উপ-কর কমিশনার কর্তৃক নোটিশযোগে নির্দেশ প্রদানের প্রেক্ষিতে, নোটিশ প্রাপ্তির একুশ দিনের মধ্যে উপ-কর কমিশনারের নিকট নিম্নবর্ণিত বিবরণাদি দাখিল করিবেন, যথা:-

- (ক) নোটিশে বর্ণিত নির্দেশানুসারে ফাণ্ডে চাঁদা প্রদানের বিবরণ সম্বলিত একটি রিটার্ন;
- (খ) নিম্নোক্ত তথ্যাদিযোগে একটি বিবরণী, যথা:-
 - (অ) তহবিল হইতে বার্ষিক অনুদান পাইয়াছিলেন এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির নাম ও আবাসিক ঠিকানা;
 - (আ) প্রত্যেক প্রাপককে পরিশোধযোগ্য বার্ষিক অনুদানের পরিমাণ;
 - (ই) নিয়োগকর্তাকে অথবা কর্মচারীকে ফেরত প্রদত্ত চাঁদার (চাঁদার সুদসহ, যদি থাকে) বিবরণাদি; এবং
 - (ঈ) বার্ষিক অনুদানের বিনিময়ে বা পরিবর্তে পরিশোধিত অর্থের বিবরণাদি; এবং
- (গ) তহবিলের হিসাব বিবরণী প্রেরণের নোটিশ সরবরাহের পূর্বের শেষ দিন পর্যন্ত ফাণ্ডের জন্য প্রণীত হিসাব বিবরণী, এতৎসঙ্গে বোর্ড যে রূপ আবশ্যিক মনে করিবে সেইরূপ অন্যান্য তথ্য ও বিবরণ।

অংশ-খ

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসমূহ

[ধারা ২ (৫২) দ্রষ্টব্য]

১। সংজ্ঞা।- এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে-

- (ক) “পরিশোধ্য পুঞ্জীভূত স্থিতি”, কোনো কর্মচারীর অনুকূলে, অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিচালিত ফাণ্ডে কর্মচারীর অনুকূলে জমাকৃত স্থিতির সেই অংশ বা উহার অংশবিশেষ, যাহা যেদিন হইতে তিনি নিয়োগকর্তার অধীন চাকুরি করিবেন না, সেইদিন তহবিলের প্রবিধি অনুসারে দাবি করিতে পারিবেন;

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরিবর্তে “সুপার্যানুয়েশন ফান্ড বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

- (খ) “বার্ষিক প্রবৃদ্ধি”, জমাকৃত স্থিতিতে কোনো কর্মচারীর অনুকূলে, অর্থ উক্ত স্থিতিতে এক বৎসরে প্রদত্ত চাঁদা এবং সুদ হইতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত পরিমাণ;
- (গ) “জমার স্থিতি”, কোনো কর্মচারীর অনুকূলে, অর্থ কোনো ভবিষ্য তহবিলে যে কোনো সময় তাহার ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে জমাকৃত সর্বমোট অর্থ;
- (ঘ) “চাঁদা” অর্থ কোনো কর্মচারী কর্তৃক বা তাহার অনুকূলে তাহার বেতন হইতে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক তাহার নিজস্ব অর্থ হইতে কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে জমাকৃত অর্থ, তবে সুদ হিসাবে জমাকৃত কোনো অর্থ চাঁদার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;
- (ঙ) “কর্মচারী” অর্থ ভবিষ্য তহবিলে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোনো কর্মচারী, তবে ব্যক্তিগত কর্মচারী বা গৃহভৃত্য ইহার বহির্ভূত থাকিবে;
- (চ) “নিয়োগকর্তা” অর্থ-

¹[(অ) মুনাফা বা অর্জন ‘ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়’ খাতের অধীন কর নির্ধারণ করা হয়, এইরূপ ব্যবসা বা পেশায় নিয়োজিত কোনো কোম্পানি, ²[স্থানীয় কর্তৃপক্ষ] ফার্ম, অন্যান্য ব্যক্তি সংঘ, কোনো অবিভক্ত হিন্দু পরিবার বা কোনো একক ব্যক্তি যিনি বা যাহা উহার কর্মচারীগণের কল্যাণে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা করে; অথবা]

³[(আ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো কুটনৈতিক, কনসুলার অথবা বাণিজ্য মিশন অথবা আন্তঃদেশীয় সংস্থার কোনো কার্যালয়, যাহা বাংলাদেশে অবস্থিত এবং উহার কর্মচারীগণের কল্যাণে ভবিষ্য তহবিল পরিচালনা করে;]

- (ছ) “স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল” অর্থ এই অংশের বিধানাবলির অধীন কমিশনার কর্তৃক স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ও স্বীকৃতিপ্রাপ্তির প্রক্রিয়াধীন রহিয়াছে এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিল;
- (জ) “তহবিলের প্রবিধি” অর্থ নির্দিষ্ট কোনো ভবিষ্য তহবিল গঠন ও পরিচালনা সম্পর্কে প্রণীত বিশেষ প্রবিধিমালার সমষ্টি; এবং
- (ঝ) “বেতন” অর্থে মহার্ঘ ভাতা অন্তর্ভুক্ত হইবে, যদি চাকুরির শর্তে উহা বিধৃত হয়, তবে অন্য কোনো ভাতা বা বেতনপূরক ইহার বহির্ভূত থাকিবে।

২। ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি প্রদান ও প্রত্যাহার।— ⁴[(১) কমিশনার, কোনো ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে কৃত আবেদন প্রাপ্তির ¹[পঁয়তাল্লিশ দিনের] মধ্যে, অনুরূপ ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি প্রদান করিবেন, যাহার ব্যর্থতায়

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা উপ-দফা (অ) ও (আ) এর পরিবর্তে উপ-দফা (অ) প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা “কোনো কোম্পানী” শব্দগুলির পর “স্থানীয় কর্তৃপক্ষ” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সংযোজিত বিদ্যমান উপ-দফা (ই) অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা উপ-দফা (আ) হিসাবে পুনঃস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত।

তহবিলটি স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং কমিশনারের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, অনুচ্ছেদ ৩ এ বর্ণিত শর্তসমূহ এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা উক্ত ভবিষ্য তহবিল কর্তৃক লঙ্ঘিত হইয়াছে, তাহা হইলে তিনি যেকোনো সময় উক্ত স্বীকৃতি প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।]

(২) বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত বিধিমালা অনুসারে কমিশনার যে তারিখ নির্ধারণ করিবেন, সেই তারিখ হইতে স্বীকৃতি প্রদানের আদেশ কার্যকর হইবে, তবে যে অর্থ বৎসরে উক্ত আদেশে জারি হইয়াছে উহার শেষতম দিনের পর অনুরূপ কার্যকরতার তারিখ নির্ধারণ করা যাইবে না।

(৩) কমিশনার যদি অন্য কোনো নির্দেশ প্রদান না করেন, তাহা হইলে কোনো ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি প্রদানের আদেশ এই কারণে ক্ষুণ্ণ হইবে না যে, পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটি একীভূতকরণের ফলশ্রুতিতে তহবিলটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের অপর একটি তহবিলের সহিত একীভূত হইয়াছে, অথবা পরবর্তীতে উহা অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্য তহবিল সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে আত্মীকরণ করিয়াছে যাহা প্রথমে উল্লিখিত ভবিষ্য তহবিল পরিচালনাকারী নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর বা উহার সহিত একীভূত হইয়াছে।

(৪) যেদিন স্বীকৃতি প্রত্যাহারের আদেশ জারি করা হইবে, সেইদিন হইতে উক্ত আদেশ কার্যকর হইবে।

(৫) কমিশনার আবেদনকারীকে যুক্তিসঙ্গত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া কোনো ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি প্রত্যাহ্যান বা প্রত্যাহার করিবেন না।

৩। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে পুরণীয় শর্তাবলি।- কোনো ভবিষ্য তহবিল কর্তৃক স্বীকৃতি গ্রহণ করিবার জন্য এবং উক্ত স্বীকৃতি বহাল রাখিবার জন্য নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোনো শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) সকল কর্মচারীর নিয়োগ বাংলাদেশের মধ্যে হইতে হইবে অথবা নিযুক্ত কর্মচারীগণের নিয়োগকর্তার ব্যবসার মুখ্য স্থান বাংলাদেশে অবস্থিত হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে অনুমোদনের সহিত সেইরূপ শর্ত সংযুক্ত করিয়া অথবা যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করিবে, সেইরূপ শর্ত সাপেক্ষে, কোনো নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিচালিত তহবিলকে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবেন যাহার প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত নয়, কর্মচারীগণের অনধিক দশ শতাংশ বাংলাদেশের বাহিরে নিযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও;

(খ) কোনো বৎসর একজন কর্মচারীর বার্ষিক চাঁদার পরিমাণ তাহার বার্ষিক বেতন হইতে নির্দিষ্ট হারে ধার্য করা হইবে, এবং উক্ত বৎসরে কর্মচারীর বেতন হইতে যে হারে চাঁদা পরিশোধ্য ছিল সেই হারের নিরিখে প্রতিটি পর্যাক্রমিক কিস্তিতে নিয়োগকর্তা কর্তৃক চাঁদা কর্তন করা হইবে এবং তহবিলে কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে উক্ত অর্থ জমা প্রদান করিতে হইবে;

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৮ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৭ দ্বারা “ত্রিশ দিন” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঁয়তাল্লিশ দিন” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।

(গ) কোনো বৎসরের জন্য কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধযোগ্য চাঁদার পরিমাণ উক্ত বৎসরের জন্য কর্মচারীর প্রদেয় চাঁদার পরিমাণের অধিক হইতে পারিবে না, এবং নিয়োগকর্তা কর্তৃক উক্ত অর্থ কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে অনধিক এক বৎসরের ব্যবধানে জমা প্রদান করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনার, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, কোনো বিশেষ তহবিলের জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে এই দফার বিধান শিথিল করিতে পারিবে, যথা:-

(অ) মাসিক বেতন অনধিক পাঁচশত টাকা, এইরূপ প্রত্যেক কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক অধিকতর চাঁদা জমাদানের অনুমতি প্রদান; এবং

(আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে সময়ান্তরিক বোনাস বা আকস্মিক প্রকৃতির চাঁদা প্রদানের অনুমতি প্রদান, যেক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধি অনুসারে সুনির্দিষ্ট নীতিমালার আওতায় অনুরূপ বোনাস ও অন্যান্য চাঁদা পরিগণনা ও পরিশোধ করা হয়;

(ঘ) উপরিউল্লিখিত চাঁদাসমূহ দ্বারা এবং ট্রাস্টি কর্তৃক গৃহীত দান দ্বারা, যদি থাকে, উহার পুঞ্জীভূত অর্থের সুদ, জমাকৃত অর্থ দ্বারা এবং অনুরূপ অর্থ দ্বারা ক্রয়কৃত সিকিউরিটি দ্বারা এবং তহবিলের মূলধনি সম্পদের বিক্রয়, বিনিময় বা হস্তান্তর হইতে উদ্ভূত মূলধনি অর্জন দ্বারা তহবিলটি গঠিত হইবে, এতৎভিন্ন অন্য কোনো অর্থ দ্বারা তহবিল গঠিত হইবে না;

(ঙ) তহবিলটি কোনো ট্রাস্টের অধীন দুই বা ততোধিক ট্রাস্টি বা অফিসিয়াল ট্রাস্টির উপর ন্যস্ত হইবে, যাহা উক্ত ট্রাস্টের সকল লাভভোগীর সম্মতি ব্যতীত পরিবর্তনযোগ্য হইবে না;

(চ) যেক্ষেত্রে কোনো কর্মচারী তাহার ভগ্ন স্বাস্থ্যগত কারণ বা অন্য কোনো অনিবার্য কারণ ব্যতীত তাহার অসদাচরণের জন্য বরখাস্ত হন, অথবা তহবিলের প্রবিধিতে চাকুরির নির্ধারিত সময়সীমা অতিক্রম হইবার পূর্বে স্বেচ্ছায় চাকুরি ত্যাগ করেন সেইক্ষেত্রে ব্যতীত, নিয়োগকর্তা তহবিল বাবদ কোনো অর্থ কর্মচারীর নিকট হইতে কোনোভাবে আদায় করিবার অধিকারী হইবেন না:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ ক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধি অনুসারে কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত চাঁদা এবং উক্ত চাঁদা ও উহার পুঞ্জীভূত অর্থের উপর সুদ বাবদ উপচিত অর্থ তহবিল হইতে আদায় করা পর্যন্ত তাহার অধিকার সীমিত থাকিবে;

(ছ) কোনো কর্মচারীকে তহবিলে তার পুঞ্জীভূত স্থিতি সেইদিন পরিশোধ করিতে হইবে, যেদিন হইতে তিনি নিয়োগকর্তার অধীন তহবিল পরিচালনা হইতে বিরত হইবেন;

(জ) দফা (ছ) এর বিধান অথবা বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত শর্তাবলি ও বিধি-নিষেধ অনুসারে ব্যতীত, অন্য কোনো ক্ষেত্রে কর্মচারীকে তাহার অনুকূলে জমার স্থিতির কোনো অংশ পরিশোধ করা যাইবে না।

৪। **বার্ষিক বৃদ্ধি কর্মচারীর আয় হিসাবে বিবেচনা করা হইবে।**- স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে অংশগ্রহণ করিয়াছেন এইরূপ কোনো কর্মচারীর অনুকূলে জমার স্থিতির যে কোনো বৎসরের বার্ষিক বৃদ্ধিকে তৎকর্তৃক উক্ত বৎসরে গৃহীত প্রাপ্তি মর্মে বিবেচনা করা হইবে এবং উক্ত বৎসরের জন্য উহা তাহার বার্ষিক আয়ের অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং অনুচ্ছেদ ৫-এ বর্ণিত অব্যাহতির ক্ষেত্র ব্যতীত, উক্ত আয় করদায়যোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে¹।

***]

৫। **বার্ষিক বৃদ্ধির উপর আয়কর অব্যাহতি।**- (১) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে একজন কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে তাহার জমাকৃত চাঁদার উপর আয়কর প্রদান করিতে হইবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত এক বৎসরে অনুরূপ চাঁদার সমষ্টি সংশ্লিষ্ট বৎসরে তাহার বেতনের এক-তৃতীয়াংশের অধিক না হয়।

(২) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে যেকোনো কর্মচারীর পুঞ্জীভূত স্থিতির উপর জমাকৃত সুদের ক্ষেত্রে আয়কর পরিশোধযোগ্য গণ্য হইবে না, যদি এবং যে পর্যন্ত উক্ত পরিমাণ সুদ সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর বার্ষিক বেতনের এক-তৃতীয়াংশের অধিক না হয় এবং যে পর্যন্ত বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, অনুমোদিত হারের অতিরিক্ত হারে চাঁদা পরিশোধ না করা হয়।

৬। **পুঞ্জীভূত স্থিতিকে আয়কর হইতে অব্যাহতি প্রদান।**- যেক্ষেত্রে কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে অংশগ্রহণকারী কোনো কর্মচারী তাহার নিয়োগকর্তার অধীন একাধিক্রমে অন্তত পাঁচ বৎসর চাকুরি অব্যাহত রাখেন, এবং উক্ত কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জীভূত স্থিতি তাহার প্রতি পরিশোধ্য হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ পুঞ্জীভূত স্থিতির উপর তিনি আয়কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন এবং অনুরূপ স্থিতি তাহার মোট আয়ের হিসাববহির্ভূত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কমিশনারের বিবেচনায় এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে, কর্মচারীর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কারণে কিংবা নিয়োগকর্তার ব্যবসার সংকোচন বা অধারাবাহিকতার ফলে কিংবা কর্মচারীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোনো কারণের ফলে, উক্ত কর্মচারীর চাকুরির অবসান হওয়ায়, তিনি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার অধীন পাঁচ বৎসরের কম সময় চাকুরি করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশনার কর্তৃক উক্ত স্থিতির উপর কর অব্যাহতি মঞ্জুর করা যাইবে।

৭। **পুঞ্জীভূত স্থিতির উপর কর।**- যেক্ষেত্রে কর পরিশোধের জন্য অনুচ্ছেদ ৬ এর অধীন অব্যাহতি অনুমোদন করা হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উপ কর-কমিশনার তহবিলটি ইতোপূর্বে ভবিষ্য তহবিল হিসাবে স্বীকৃত না হইলে সংশ্লিষ্ট বৎসরের জন্য উহার কর্মচারীগণের আয়ের জন্য যে পরিমাণ কর পরিশোধযোগ্য তাহার সমষ্টি নিরূপণ করিবেন, এবং এইরূপ নিরূপিত কর এবং কর্মচারী বা তাহার পক্ষে যে পরিমাণ অর্থ উক্ত বৎসরগুলিতে কর হিসাবে জমা হইয়াছে, এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্যের সমপরিমাণ অর্থ, যে অর্থ বৎসরে উক্ত পুঞ্জীভূত স্থিতি পরিশোধযোগ্য হইবে, সেই অর্থ বৎসরে অন্য যেকোনো করের অতিরিক্ত কর হিসাবে সংশ্লিষ্ট কর্মচারী পরিশোধ করিবেন।

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৮ দ্বারা “:” কোলনের পরিবর্তে “।” দাঁড়ি প্রতিস্থাপিত এবং শর্তাংশ বিলুপ্ত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

৮। **প্রাপ্য পুঞ্জীভূত স্থিতির উপর উৎস কর কর্তন।**- কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের ট্রাস্টি কর্তৃক অথবা তহবিলের প্রবিধানের আওতায় কর্মচারীর প্রাপ্য পুঞ্জীভূত স্থিতি পরিশোধে ক্ষমতাসম্পন্ন অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক যখন অনুরূপ কর্মচারীর পুঞ্জীভূত স্থিতি পরিশোধ করা হয়, তখন উক্তরূপ স্থিতি হইতে অনুচ্ছেদ ৭-এর অধীন পরিশোধযোগ্য যেকোনো কর এবং অনুচ্ছেদ ১০(৪) এ বর্ণিত পরিশোধযোগ্য কোনো কর কর্তন করিয়া রাখিবেন, এবং এইক্ষেত্রে অধ্যায় ৭ এর বিধানাবলি যতদূর সম্ভব এইরূপে প্রয়োগ করিতে হইবে যেন পুঞ্জীভূত স্থিতি “বেতন” খাতের অধীন দায়মুক্ত আয় হিসাবে অর্জিত হইয়াছিল।

৯। **স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলসমূহের হিসাবাদি।**- (১) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের হিসাবাদি উহার ট্রাস্টিগণ কর্তৃক পরিচালিত হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে ও মেয়াদে এবং বিবরণাদি সহযোগে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) আয়কর কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যেকোনো উপযুক্ত সময়ে পরিদর্শনের জন্য হিসাবাদি উন্মুক্ত রাখিতে হইবে এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত হিসাবাদির সারসংক্ষেপ ট্রাস্টিগণ কর্তৃক উপ কর-কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

১০। **নতুনভাবে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের স্থিতির ব্যবস্থাপনা।**- (১) যেক্ষেত্রে কোনো ভবিষ্য তহবিলকে বিদ্যমান স্থিতিসহ স্বীকৃতি প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে যেদিন হইতে উক্ত স্বীকৃতি কার্যকর হইবে, উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী দিন পর্যন্ত প্রতিটি কর্মচারীর অনুকূলে জমার স্থিতির পরিমাণ এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য বিস্তারিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিয়া একটি হিসাব বিবরণী প্রণয়ন করিতে হইবে।

(২) প্রত্যেক কর্মচারীর অনুকূলে যে পরিমাণ জমার স্থিতি স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর এ্যাকাউন্টে স্থানান্তর করা হইবে তাহা হিসাব বিবরণীতে প্রদর্শন করিতে হইবে, এবং ঐ পরিমাণ স্থিতি (অতঃপর স্থানান্তরিত স্থিতি হিসাবে উল্লিখিত) যে তারিখ হইতে স্বীকৃতি কার্যকর হইবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর অনুকূলে জমার স্থিতি হিসাবে প্রদর্শন করা হইবে, এবং এইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এবং (৫) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বিদ্যমান তহবিলে কোনো কর্মচারীর অনুকূলে জমার স্থিতির যেকোনো অংশ, যাহা স্বীকৃত তহবিলে স্থানান্তর করা হয় নাই, তাহা স্বীকৃত তহবিলের হিসাব বিবরণী হইতে বাদ রাখিতে হইবে, এবং এই অংশের বিধানাবলি ব্যতীত, এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান অনুসারে উক্ত অর্থের উপর করদায় বর্তাইবে।

(৪) উপ কর-কমিশনার, এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা সাপেক্ষে, যে সকল জমার সমন্বয়ে স্থানান্তরিত স্থিতি গঠিত হইয়াছে এবং এই অংশ কার্যকর থাকিলে, তহবিল প্রতিষ্ঠার তারিখ হইতে যাহার উপর করদায় বর্তাইতো সেই সকল জমা অর্থের সমষ্টি নিরূপণ করিবেন, বর্ণিত জমার উপর কোনো কর পরিশোধ করা যাইতো কিনা তাহা বিবেচনা ব্যতীত, এবং অনুরূপ সমষ্টি, যদি থাকে, যে আয়বর্ষে তহবিলটি স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইয়াছে সেই আয়বর্ষে কর্মচারী কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হিসাবে গণ্য করা হইবে এবং উহা কর্মচারীর উক্ত আয়বর্ষের মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং কর নির্ধারণের উদ্দেশ্যে হস্তান্তর স্থিতির অবশিষ্ট স্থিতির অন্তর্ভুক্ত কোনো আয়ের সূত্রে কোনো ফেরত বা অন্য কোনো ছাড় হিসাবে কোনো অব্যাহতি বা কর-লাঘব অনুমোদিত হইবে না:

তবে শর্ত থাকে যে, হিসাবের গুরুতর জটিলতার ক্ষেত্রে, কমিশনারের, উক্ত বিধিমালা সাপেক্ষে, অনুরূপ সমষ্টির সংক্ষিপ্ত হিসাব করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৩ (জ) এ যে যাহা কিছুই থাকুন না কেন, একজন কর্মচারী উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন নিরূপিত মোট আয়ের উপর নির্ধারিত করে অর্থ পরিশোধ করিবার লক্ষ্যে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে তাহার অনুকূলে স্থিতি হইতে অর্থ উত্তোলনের অধিকারী হইবেন, তবে হস্তান্তর স্থিতি তাহার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত না হইলে, উক্ত পরিমাণ অর্থ এবং যে পরিমাণ অর্থের জন্য কর নির্ধারণ সম্পন্ন হইয়াছে, এই দুইয়ের পার্থক্যের অধিক পরিমাণ অর্থ, বর্ণিতভাবে তিনি তহবিল হইতে উত্তোলন করিতে পারিবেন না।

(৬) স্বীকৃতি প্রাপ্ত হইবার পূর্বে এই অনুচ্ছেদের কোনো বিধানই স্বীকৃতি পায় নাই এইরূপ ভবিষ্য তহবিল পরিচালনাকারী বা তহবিলের সহিত লেনদেনকারী কোনো ব্যক্তির অথবা স্থিতি জমাদানকারী কোনো ব্যক্তি কর্মচারীর অধিকারকে কোনোভাবে ক্ষুণ্ণ করিবে না।

১১। নিয়োগকর্তা কর্তৃক ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তরিত তহবিলের ব্যবহার।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকর্তা কর্মচারীদের কল্যাণে কোনো ভবিষ্য তহবিল (স্বীকৃত বা অস্বীকৃত যাহাই হোউক না কেন) পরিচালনা করেন এবং এযাবৎ উক্ত তহবিল বা উহার অংশবিশেষ হস্তান্তরিত না হইলে কর্মচারীদের অংশগ্রহণকৃত উক্তরূপ তহবিল বা উহার অংশবিশেষের কোনো ট্রাস্ট নিয়োজিত ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তরিত হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থ নিয়োগকর্তার মূলধনি ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) যখন তহবিলে অংশগ্রহণকারী কোনো কর্মচারীকে পুঞ্জীভূত স্থিতির অর্থ পরিশোধ করা হয়, তখন নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদেয় উক্ত স্থিতির প্রতিনিধিত্বকারী কোনো অর্থের অংশ-বিশেষ ট্রাস্টের নিকট হস্তান্তরিত হইলে (সুদ যোগ না করিয়া এবং কর্মচারীর চাঁদা বাবদ জমা ও উক্ত জমার উপর সুদ ব্যতীত) নিয়োগকর্তা যদি উক্ত কর্মচারীকে তাহার প্রাপ্য অংশের অর্থ পরিশোধের পূর্বে সংশ্লিষ্ট অংশের উপর পরিশোধ্য কর উৎসে কর্তনের নিশ্চিত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহা হইলে যে আয়বর্ষে কর্মচারীর অনুকূলে পুঞ্জীভূত স্থিতি পরিশোধ করা হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষের জন্য উহা ধারা ২৯(১) (খ) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে নিয়োগকর্তার ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে।

১২। এই অংশের বিধানাবলি তহবিলের প্রবিধানের উপর প্রাধান্য পাইবে।- যেক্ষেত্রে স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের কোনো প্রবিধানের সহিত এবং এই অংশের কোনো বিধান বা এই অংশের অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, সেইক্ষেত্রে তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যকর অংশটুকু অকার্যকর গণ্য হইবে এবং কমিশনার যে কোনো সময় তহবিলের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যকর অংশটুকু দূরীভূত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১৩। আপিল।- (১) কোনো ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান অথবা স্বীকৃতি প্রত্যাহারের বিষয়ে কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশের বিরুদ্ধে নিয়োগকর্তা অনুরূপ আদেশ জারির ষাট দিবসের মধ্যে বোর্ডের নিকট আপিল করিতে পারিবেন।

(২) আপিল আবেদনটি নির্ধারিত ফরমে এবং নির্ধারিত পদ্ধতিতে যাচাইপূর্বক দাখিল করিতে হইবে।

১৪। বিধিমালা সম্পর্কিত বিধানাবলি।- এই অংশে প্রদত্ত যে কোনো ক্ষমতার অতিরিক্ত হিসাবে, বোর্ড নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

(ক) স্বীকৃতি প্রদানের আবেদনের সহিত দাখিলযোগ্য বিবরণাদি ও তথ্যাদি নির্ধারণ;

- (খ) যে সকল কর্মচারী কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার, সংশ্লিষ্ট স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে তাহাদের চাঁদার পরিমাণ সীমিতকরণ;
- (গ) অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে কোনো কর্মচারী সুবিধাভোগী স্বার্থের খাতিরে কোনো দায়িত্ব কিংবা কর্তব্য পালনের বিনিময়ে কোনো প্রতিদান গ্রহণ করিবার কারণে দণ্ডস্বরূপ তাহার উপর কর নির্ধারণ সম্পর্কিত বিধান;
- (ঘ) স্বীকৃতি প্রত্যাহত কোনো ভবিষ্য তহবিলের কর্মচারীর ব্যক্তিগত এ্যাকাউন্টে চাঁদা প্রদান ও সুদ জমা দেওয়ার জন্য মঞ্জুরযোগ্য অর্থের পরিমাণ এবং জমাকৃত অংশের জন্য আয়কর অব্যাহতির পরিমাণ নিরূপণ এবং অব্যাহতি প্রদানের পদ্ধতি নির্ধারণ;
- (ঙ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে অর্থ বিনিয়োগ বা জমাদান নিয়ন্ত্রণ; এবং
- (চ) সাধারণত, এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এবং ভবিষ্য তহবিলের স্বীকৃতির উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ, এবং স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলের পরিচালনা সম্পর্কে, তৎকর্তৃক অপরিহার্য বিবেচিত কোনো বিষয়।

১৫। এই অংশের প্রয়োগ।- এই অংশের বিধান ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

১[অংশ গ
অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ড
[ধারা ২(৫ক) দ্রষ্টব্য]

১। সংজ্ঞা।- প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ অর্থ প্রকাশ না করিলে, এই অংশে গ্র্যাচুইটি ফান্ডের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত ‘চাঁদা’, ‘কর্মচারী’, ‘নিয়োগকারী’, ‘তহবিলের প্রবিধান’ এবং ‘বেতন’ অভিব্যক্তিসমূহের অর্থ ভবিষ্য তহবিল সংক্রান্ত অংশ খ এর অনুচ্ছেদ ১- এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে।

২। গ্র্যাচুইটি ফান্ডের অনুমোদন ।- ^২[(১) বোর্ড কোনো গ্র্যাচুইটি ফান্ডের অনুমোদনের আবেদন গ্রহণের তারিখ হইতে পরবর্তী ^৩[চার মাসের] মধ্যে উহার অনুমোদন প্রদান করিবে, যাহার ব্যর্থতায় গ্র্যাচুইটি ফান্ডটি অনুমোদন লাভ করিয়াছে মর্মে গণ্য হইবে, এবং বোর্ডের নিকট যদি এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, অনুচ্ছেদ ৩-এ নির্ধারিত কোনো শর্ত ও বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত কোনো বিধি উক্ত গ্র্যাচুইটি ফান্ডের ক্ষেত্রে লঙ্ঘিত হইয়াছে, তাহা হইলে বোর্ড উক্তরূপ অনুমোদন যে কোনো সময় প্রত্যাহার করিতে পারিবে।]

(২) বোর্ড যে তারিখে লিখিতভাবে ফান্ডের ট্রাস্টিগণকে কোনো অনুমোদন প্রদান বা উহা প্রত্যাহারের আদেশ অবহিত করিবে, সেই তারিখ হইতে উক্ত আদেশ বলবৎ হইবে।

^১ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা অংশ গ সংযোজিত।

^২ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত।

^৩ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৪০ দ্বারা “তিন মাসের” শব্দগুলির পরিবর্তে “চার মাসের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর)।

(৩) বোর্ড কোনো গ্র্যাচুইটি ফান্ডের ট্রাস্টিগণকে শুনানির যুক্তিসঙ্গত সুযোগ প্রদান না করিয়া ফান্ডটির স্বীকৃতি প্রত্যাখ্যান বা প্রত্যাহার করিতে পারিবে না।

৩। **অনুমোদনের শর্ত।**- কোনো গ্র্যাচুইটি ফান্ডের স্বীকৃতি প্রাপ্তি কিংবা প্রাপ্ত স্বীকৃতি অব্যাহত রাখিতে হইলে, অতঃপর বর্ণিত শর্তাবলি এবং বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যেকোনো শর্ত প্রতিপালন করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ফান্ডটি অপ্রত্যাহারযোগ্য ট্রাস্ট এর আওতায় প্রতিষ্ঠিত ফান্ড হইতে হইবে এবং অনুরূপ ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নব্বই শতাংশ কর্মচারী বাংলাদেশে চাকুরিতে নিয়োজিত থাকিতে হইবে;
- (খ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারীদের মধ্যে কেহ নির্ধারিত বয়সে বা তৎপরবর্তীতে অবসর গ্রহণ করিলে অথবা তাহারা অনুরূপ অবসর গ্রহণের পূর্বেই কর্মে অক্ষম হইয়া পড়িলে অথবা ফান্ডের প্রবিধানের অধীন চাকুরির ন্যূনতম মেয়াদের পর চাকুরির অবসান ঘটানো হইলে অথবা অনুরূপ কর্মচারীর মৃত্যুর পর যদি তাহার বিধবা স্ত্রী, সন্তান বা পোষ্যগণ থাকে, তাহাদের কল্যাণার্থে পারিতোষিক প্রদানের বিধান বর্ণিত ফান্ডের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতে হইবে;
- (গ) ব্যবসা বা শিল্প স্থাপনার নিয়োগকর্তা ফান্ডটির একজন চাঁদাদাতা হইতে হইবে; এবং
- (ঘ) তহবিলের অধীন অনুমোদনপ্রাপ্ত যেকোনো সুবিধা কেবল বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য হইতে হইবে।

৪। **অনুমোদনের আবেদন।**- (১) গ্র্যাচুইটি ফান্ডের অনুমোদনের জন্য ফান্ডের ট্রাস্টিগণ কর্তৃক ¹[বোর্ড] এর নিকট লিখিতভাবে আবেদন করিতে হইবে এবং যে দলিলের অধীন উক্ত ফান্ড প্রতিষ্ঠিত উহার একটি অনুলিপি ও তহবিলের বিধিমালার দুইটি অনুলিপি এবং যে অর্থবর্ষে তহবিল অনুমোদনের আবেদন করা হইয়াছে উহার পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে যদি তহবিলটি বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে উক্ত বৎসর বা বৎসরসমূহের জন্য (তবে যে বৎসর আবেদন করা হইয়াছিল উহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসরের অধিক নহে) প্রণয়নকৃত হিসাব বিবরণীয় দুইটি অনুলিপি আবেদনপত্রের সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে। বোর্ড যেরূপ যথাযথ বিবেচনা করিবে, সেইরূপ অতিরিক্ত আরও তথ্য চাহিতে পারিবে।

(২) অনুমোদনের জন্য কৃত আবেদনের তারিখের পর ফান্ডের প্রবিধি, গঠনতন্ত্র, উদ্দেশ্য বা শর্তসমূহে কোনো পরিবর্তন করা হইলে, সংশ্লিষ্ট ফান্ডের ট্রাস্টিগণ অবিলম্বে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত উপ-কর-কমিশনারকে অনুরূপ সংশোধনের বিষয়ে অবহিত করিবেন, এবং অবহিতকরণে ব্যর্থ হইলে, বোর্ড কর্তৃক ভিন্নরূপ কোনো আদেশ প্রদান করা হইলে, এতদুদ্দেশ্যে প্রদত্ত কোনো অনুমোদন যে তারিখে বর্ণিত সংশোধন কার্যকর হইবে, সেই তারিখ হইতে প্রত্যাহার করা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **গ্র্যাচুইটি ফান্ডের অর্জিত আয় কর হইতে অব্যাহতি পাইবে।**- অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ডে কোনো বিনিয়োগ বা আমানত হইতে অর্জিত আয় কিংবা উক্ত ফান্ডের কোনো মূলধনি সম্পত্তি হস্তান্তর হইতে অর্জিত মূলধনি আয় কর প্রদান হইতে অব্যাহতি পাইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮০ দ্বারা “উপ-কর কমিশনার যাহার দ্বারা নিয়োগকর্তার কর নির্ধারণ করা হয়” শব্দগুলির পরিবর্তে “বোর্ড” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

৬। **নিয়োগকর্তার প্রদত্ত চাঁদার ব্যবস্থাপনা।**- অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ডে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত চাঁদার অর্থ তাহার কর নির্ধারণের লক্ষ্যে আয়, মুনাফা ও লাভ নিরূপণের ক্ষেত্রে, হিসাব বহির্ভূত রাখা হইবে।

৭। **নিয়োগকর্তার পরিশোধিত চাঁদা যেক্ষেত্রে তাহার আয় হিসাবে বিবেচিত হইবে।**- যেক্ষেত্রে কোনো নিয়োগকর্তার পরিশোধিত চাঁদা (উহার সুদসহ, যদি থাকে) উক্ত নিয়োগকর্তাকে পুনরায় পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে কর নির্ধারণী বৎসরে নিয়োগকর্তা উক্তরূপ ফেরত প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই বৎসরে উক্ত ফেরতপ্রাপ্ত অর্থ তাহার কর নির্ধারণীতে তাহার আয় হিসেবে পরিগণনা করা হইবে।

৮। **গ্র্যাচুইটি ফান্ডের জন্য যে সকল তথ্য দাখিল করিতে হইবে।**- উপ কর-কমিশনার নোটিশের মাধ্যমে কোনো অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ডের ট্রাস্টিগণ এবং কোনো অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ডে চাঁদা প্রদান করিয়াছেন এইরূপ নিয়োগকর্তাকে কোনো রিটার্ন, বিবরণী, বিবৃতি অথবা তথ্য দাখিল করিবার নির্দেশ প্রদান করিলে, উক্ত ট্রাস্টিগণ বা নিয়োগকর্তা নোটিশে বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে উহা উপ কর-কমিশনারের নিকট দাখিল করিবেন।

৯। **এই অংশের বিধানাবলি গ্র্যাচুইটি ফান্ডের প্রবিধানের উপর প্রাধান্য পাইবে।**- যেক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি ফান্ডের কোনো প্রবিধানের সহিত এবং এই অংশের কোনো বিধান বা এই অংশের অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার বিধানের সহিত অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয়, সেইক্ষেত্রে গ্র্যাচুইটি ফান্ডের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যকর অংশটুকু অকার্যকর গণ্য হইবে এবং কমিশনার যে কোনো সময় গ্র্যাচুইটি ফান্ডের প্রবিধানের অসামঞ্জস্যকর অংশটুকু দূরীভূত করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

১০। **বিধিমালা সংক্রান্ত বিধানাবলি।**- এই অংশে অর্পিত ক্ষমতার অতিরিক্ত বোর্ড নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বিধিমালা প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথা:-

- (ক) অনুমোদনের আবেদনের সহিত দাখিলতব্য বিবরণাদি ও তথ্যাবলি নির্ধারণ;
- (খ) ফান্ডে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধ্য সাধারণ বাৎসরিক ও অন্যান্য চাঁদার সীমা নির্ধারণ;
- (গ) অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ডে অর্থ আমানত বা বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণ;
- (ঘ) এই অংশ বা তদধীন প্রণীত কোনো বিধিমালার প্রয়োজনীয় শর্ত পরিপালনে ব্যর্থ হইয়াছে এইরূপ কোনো ফান্ডের অনুমোদন প্রত্যাহার সম্পর্কিত বিধান; এবং
- (ঙ) সাধারণত, এই অংশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের অনুমোদনের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিতকরণ, এবং গ্র্যাচুইটি ফান্ডের পরিচালনা সম্পর্কে, তৎকর্তৃক অপরিহার্য বিবেচিত কোনো বিষয়।]

দ্বিতীয় তপশিল
কতিপয় বিশেষ ক্ষেত্রে আয়করের হার
[ধারা ১৬(৩) দৃষ্টব্য]

১।¹[বাংলাদেশি অনিবাসী ব্যতীত], কোম্পানি নয় এইরূপ বাংলাদেশের কোনো অনিবাসী ব্যক্তি কর্তৃক অথবা তাহার পক্ষে তাহার মোট আয়ের উপর সর্বোচ্চ হারে কর পরিশোধযোগ্য হইবে।

২।²যে ক্ষেত্রে কোনো করদাতার “মূলধনি অর্জন” খাতের আয় তাহার মোট আয়ের মধ্যে (অতঃপর ‘বর্ণিত আয়’ হিসাবে উল্লিখিত) অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে তাহার মোট আয়ের উপর পরিশোধযোগ্য কর হইবে-

(ক) কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে-

(অ) মোট আয় হইতে বর্ণিত আয় বিয়োজন করিলে যে আয় পাওয়া যাইবে, উহার উপর কর পরিশোধযোগ্য; তৎসহ

(আ) বর্ণিত আয়ের মোট পরিমাণের উপর পনের শতাংশ হারে কর পরিশোধযোগ্য;

(খ) কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে-

(অ) যে ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক তাহার মূলধনি সম্পত্তি অর্জন করিবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের অধিক নয় এইরূপ সময়সীমার মধ্যে উহা হস্তান্তরের ফলে বর্ণিত আয় উদ্ভূত হয়, সেই ক্ষেত্রে বর্ণিত আয়সহ তাহার মোট আয়ের উপর কর পরিশোধযোগ্য; এবং

(আ) যে ক্ষেত্রে করদাতা কর্তৃক তাহার মূলধনি সম্পত্তি অর্জন করিবার তারিখ হইতে পাঁচ বৎসর সময়সীমা অতিক্রমের পর উহা হস্তান্তরের ফলে বর্ণিত আয় উদ্ভূত হয়, সেই ক্ষেত্রে বর্ণিত মূলধনি লাভসহ তাহার মোট আয়ের জন্য আয়করের প্রযোজ্য হার অথবা পনের শতাংশ করহার, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম, সেই হারে উক্ত মূলধনি অর্জনের ক্ষেত্রে কর পরিশোধযোগ্য।]

৩।³যে ক্ষেত্রে করদাতার মোট আয়ের মধ্যে “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের অধীন ধারা ১৯(১৩) এ উল্লিখিত করযোগ্য “বিজয় (winnings)” এর মাধ্যমে অর্জিত আয় (অতঃপর “বর্ণিত আয়” হিসাবে উল্লিখিত) অন্তর্ভুক্ত থাকে, সেই ক্ষেত্রে বর্ণিত আয়সহ তাহার মোট আয়ের ক্ষেত্রে যে হারে কর আরোপযোগ্য হইবে, সেই হারে অথবা⁴[বিশ শতাংশ] হারে, যাহা কম, বর্ণিত আয়ের উপর কর পরিশোধযোগ্য হইবে।]

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “বাংলাদেশি অনিবাসী ব্যতীত” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬৮ দ্বারা অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা অনুচ্ছেদ (৩) প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৪৯ দ্বারা “উক্ত আয়সহ তাহার মোট আয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বা বিশ শতাংশ হারে, যাহা কম” শব্দগুলি ও ক্রম পরিবর্তে “বিশ শতাংশ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

তৃতীয় তপশিল

¹[অবচয় ভাতা পরিগণনা ও ক্রমশোধ]

[ধারা ২৭ ও ২৯ দৃষ্টব্য]

- ১। কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত পরিসম্পদের অবচয় ভাতা।— ধারা ২৭ (১) (চ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যে কোনো সেচ কার্য বা নিরাপত্তামূলক কার্য বা অন্যবিধ মূলধনি পরিসম্পদের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সারণিতে নির্ধারিত হারে অবচয় ভাতা প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

²[সারণি

ক্রমিক নং	সেচ বা নিরাপত্তামূলক প্রকল্প বা অন্যান্য মূলধনি পরিসম্পদের শ্রেণি বিভাগ	ভিন্নরূপ নির্দেশনা ব্যতীত অবনমিত মূল্যের হার/শতকরা হার	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	পাকা দালান	১০	-
২.	কাঁচা ও পাকা দালান	১৫	
৩.	কাঁচা দালান	২০	-
৪.	অস্থায়ী কাঠামো	-	কোনো হার নির্ধারিত হয়নি; নবায়ন রাজস্ব ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত
৫.	পাকা দেয়াল	৫	-
৬.	কোনো মজবুত উপকরণের বেড়া	১০	-
৭.	নলকূপ	১৫	-
৮.	পুকুর	১০	-
৯.	পাকা সেচ প্রণালী	১৫	-

¹ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩৩ (ক) দ্বারা শিরোনাম “অবচয় ভাতা পরিগণনা” শব্দগুলির পরিবর্তে “অবচয় ভাতা পরিগণনা ও ক্রমশোধ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৩ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ১৯৮৭ (১৯৮৭ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা সারণি প্রতিস্থাপিত।

১০.	কাঁচা সেচ প্রণালী	২০	-
১১.	কাঁচা সেচ কূপ	৩৩.১/৩	-
১২.	পাকা সেচ কূপ	৫	-
১৩.	বলদে টানা লোহার সরঞ্জামাদি	১৫	-
১৪.	বলদে টানা কাঠ বা চামড়ার সরঞ্জামাদি এবং অন্যান্য ছোট খাটো সরঞ্জামাদি	২৫	-
১৫.	ওজন মাপার যন্ত্র	১০	-
১৬.	ট্রাক্টর এবং তৈল চালিত ইঞ্জিন এবং হালকা সরঞ্জামাদি	১৫	-
১৭.	শক্তি চালিত পাম্প মেশিনারি	২০	-
১৮.	কারখানার প্রস্তুত রাবারের চাকায়ুক্ত লোহার গাড়ী	১৫	-
১৯.	দেশি গাড়ি	২০	-
২০.	স্টীম ইঞ্জিন	১০	-
২১.	ওয়ার্কশপের যন্ত্রপাতি	১৫	-
২২.	উপরে বর্ণিত হয়নি এরূপ সাধারণ ক্ষেত্রে (মেশিনারি, যন্ত্রাংশ, প্লান্ট ও অন্যান্য পরিসম্পদ)	১০]	

২। **অবচেয়ের জন্য ভাতা।**— (১) করদাতার মালিকানাধীন কোনো ভবন, মেশিনারি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র¹[বা ভৌত অবকাঠামোগত উদ্যোগের সেতু বা সড়ক বা ফ্লাই-ওভার] এর ক্ষেত্রে এবং উহা দ্বারা ব্যবসা বা পেশা পরিচালিত হইলে, কোনো ব্যবসা বা পেশা হইতে মুনাফা এবং অর্জন পরিগণনার সময়, অতঃপর বর্ণিত পদ্ধতি অনুসারে, অবচেয়ের জন্য প্রযোজ্য ভাতা হিসাব করিতে হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৭ দ্বারা “করদাতার মালিকানাধীন কোনো ভবন, মেশিনারি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র” শব্দগুলির পরে “বা ভৌত অবকাঠামোগত উদ্যোগের সেতু বা সড়ক বা ফ্লাই-ওভার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(২) যেক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো ভবন, মেশিনারি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র ¹[বা ভৌত অবকাঠামোগত উদ্যোগের সেতু বা সড়ক সড়ক বা ফ্লাই-ওভার] কোনো ব্যবসা বা পেশার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হয় নাই, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ কোনো ভবন, মেশিনারি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র ইত্যাদি অথবা ভৌত অবকাঠামোগত উদ্যোগের সেতু বা সড়ক বা ফ্লাই-ওভার ব্যবসা বা পেশার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে ব্যবহৃত হইলে যে হারে উপ-অনুচ্ছেদ (১) অনুসারে ভাতা প্রযোজ্য হইতো, উহার যৌক্তিক আনুপাতিক হারে উক্ত ভাতা সীমিত করা হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো ভাতা প্রযোজ্য হইবে না যদি-

(ক) মোট আয়ের রিটার্ন দাখিল করিবার সময় নির্ধারিত বিবরণাদি এবং উপ-কর কমিশনারের রূপ প্রয়োজন মনে করেন সেইরূপ অন্যান্য তথ্য বা দলিল সরবরাহ করা না হয়; এবং

(খ) অনুরূপ ভবন, মেশিনারি, প্লান্ট বা আসবাবপত্র ²[বা ভৌত অবকাঠামোগত উদ্যোগের সেতু বা সড়ক সড়ক বা ফ্লাই-ওভার] বিবেচ্য আয়বর্ষের মধ্যে ব্যবহৃত না হয়।

৩। সাধারণ অবচয় ভাতা।- (১) অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন বর্ণিত সাধারণ অবচয় ভাতা নিম্নের সারণিতে নির্ধারিত হারসমূহের আলোকে পরিগণনা করিতে হইবে, যথা:-

³[সারণি

ক্রমিক নং	পরিসম্পদের শ্রেণিবিভাগ	ভিন্নরূপ নির্দেশনা ব্যতীত অবনমিত মূল্যের হার/শতকরা হার	মন্তব্য
১	২	৩	৪
১.	(১) পাকা ভবন (সাধারণ)	১২	-
	(২) কারখানায় ব্যবহৃত ভবন	২৪	-
২.	আসবাবপত্র ও সাজসরঞ্জাম (fittings)	১০	-
⁴ [২ক.	অফিস সরঞ্জামাদি (equipment)	১০]	
৩.	মেশিনারি ও প্ল্যান্ট :	-	-
	(১) সাধারণ হার	১৮	-
	(২) বিশেষ হার		
	(ক) জাহাজ:		
	(অ) সমুদ্রগামী (নতুন)	১২	-
	(আ) সমুদ্রগামী জাহাজ (পুরাতন) ক্রয়ের সময় বয়স ছিল -		প্রকৃত মূল্যের উপর ভাতা গণনা করিতে

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৭ দ্বারা “প্লান্ট বা আসবাবপত্র” শব্দগুলির পরে “বা ভৌত অবকাঠামোগত উদ্যোগের সেতু বা সড়ক বা ফ্লাই-ওভার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৭ দ্বারা “প্লান্ট বা আসবাবপত্র” শব্দগুলির পরে “বা ভৌত অবকাঠামোগত উদ্যোগের সেতু বা সড়ক বা ফ্লাই-ওভার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ এস., আর., ও. নং ১৮০ আইন/৯৮ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৪ (ক)(অ) দ্বারা ক্রমিক নং ২ক সন্নিবেশিত।

			হইবে
	(ক) ১০ বছরের নীচে ;	১২	-
	(খ) ১০ বছরের উপরে;	২৪	-
	(ই) স্টীমার, মোটর চালিত নৌযান, পালের জাহাজ মালবাহি লৌহ বা স্টিল ফ্লাট, কাঠের কার্গো নৌকা, মোটর লঞ্চ এবং স্পীড বোটসহ অভ্যন্তরীণ জাহাজ।	২৪	-
	(খ) (অ) ব্যাটারি, এক্সরে ও ইলেক্ট্রো-থেরাপিউটিক এ্যাপারেটাস এবং উহার আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি;	২০	-
	(আ) চলচ্চিত্র প্রস্তুত ও প্রদর্শনীতে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি;	২০	-
	(ই) সকল প্রকার মোটর গাড়ি যাহা ভাড়ায় ব্যবহৃত হয় না;	২০	-
	(ঈ) সকল প্রকার মোটর গাড়ি যা ভাড়ায় ব্যবহৃত হয়;	২৪	-
	¹ [(উ) কম্পিউটার ও কম্পিউটার সরঞ্জামাদি (equipment)]	৩০]	
	² [(উ) বাংলাদেশে প্রস্তুত কম্পিউটার সফটওয়্যার]	৫০]	-
	³ [(ঋ) আমদানিকৃত কম্পিউটার সফটওয়্যার]	১০]	
	(গ) (অ) পেশাগত ও রেফারেন্স বই	৩০	-
	(আ) বিমান, বিমান ইঞ্জিন এবং বায়বীয় আলোকচিত্র বিষয়ক যন্ত্রপাতি;	৩০	-
	(ঘ) খনিজ তৈল বিষয়ক-		
	(অ) ভূমির নীচের প্লান্ট	১০০	-
	(আ) ভূমির উপরের প্লান্ট, যেমন: বয়লার, খননকারী যন্ত্রপাতি, ওয়েল-হেড ট্যাঙ্ক ও রিগ	৩০	
	⁴ [(ঙ) ভৌত অবকাঠামো -		
	(অ) সেতু	২	-
	(আ) সড়ক	২	-
	(ই) ফ্লাই ওভার	২	-
	(ঈ) পাকা রানওয়ে ও ট্যাক্সিওয়ে	২.৫	-

¹ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৮ দ্বারা এন্ট্রি নং (ঋ) সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৪১ দ্বারা এন্ট্রি নং (এ) সংযোজিত (১ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬৩ (ক) দ্বারা এন্ট্রি নং (এ) সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০১৫ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৪ (ক)(অ) দ্বারা এন্ট্রি নং (ঙ) সন্নিবেশিত।

	(খ) এফ্রন, টারমেক	২.৫	-
	(এ) বোর্ডিং ব্রিজ	১০	-
	(ঐ) কমুনিকেশন, নেভিগেশন ও অন্যান্য সরঞ্জামাদি (equipment)	৫	- ।]

(২) বোর্ড, সময় সময়, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ বর্ণিত সারণিতে যে কোনো সংশোধন করিতে পারিবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (১) ¹[***] এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বোর্ড সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারির মাধ্যমে, অবচয় ভাতার যে হার বা হারসমূহ ও পদ্ধতি নির্ধারণ করিবে, সেই হার ও পদ্ধতিতে যে কোনো করাদাতা অথবা যে কোনো শ্রেণির করদাতা অথবা যে কোনো পরিসম্পদ বা যে কোনো শ্রেণিভুক্ত পরিসম্পদের ক্ষেত্রে অবচয় ভাতা প্রযোজ্য হইবে।]

²[(৪) আর্থিক ইজারার আওতায় ইজারা গ্রহীতাকে কোনো ইজারা কোম্পানী কোনো মেশিনারি, প্লান্ট, মটরগাড়ী বা আসবাবপত্র ইজারা প্রদান করিলে, উহার উপর এই অনুচ্ছেদ অনুসারে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদনযোগ্য হইবে না।]

৪। [অতিরিক্ত অবচয় ভাতা- অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৫। যে সকল ক্ষেত্রে নবায়ন ও প্রতিস্থাপন অনুমোদনযোগ্য সেই সকল ক্ষেত্রে অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না।- এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ‘মেশিনারি ও প্লান্ট’ এর আওতাভুক্ত কোনো পরিসম্পদের সাধারণ ব্যবহারগত মেয়াদ এক বৎসরের অধিক না হইলে, উহার ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ২ ³[***] এর অধীন কোনো অবচয় ভাতা প্রযোজ্য হইবে না, তবে উহাদের নবায়ন বা প্রতিস্থাপন ব্যয় রাজস্ব ব্যয় হিসাবে অনুমোদিত হইবে।

⁴[৫ক। প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা।- (১) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা কর্তৃক কোনো ভবন নবনির্মিত হয় অথবা ২০০২ সনের ৩০শে জুন তারিখের পরে কোনো মেশিনারি বা প্লান্ট স্থাপন করা হয়, সেইক্ষেত্রে তৎকর্তৃক উক্তরূপ নির্মাণ বা স্থাপনের বৎসর, অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে উক্ত ভবন বা মেশিনারি বা প্লান্ট যে বৎসর প্রথম ব্যবহার করা হইয়াছে, অথবা যে অর্থ বৎসরে উহার দ্বারা প্রথম বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু করা হইয়াছে, যাহা পরে ঘটিবে, সেই বৎসরের জন্য নিম্নবর্ণিত হার অনুসারে উহার ক্ষেত্রে প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা অনুমোদিত হবে, যথা:-

(ক) ভবনের ক্ষেত্রে	ভবন বাবদ করদাতার খরচের দশ শতাংশ হারে;
--------------------	---------------------------------------

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “বা অনুচ্ছেদ ৪” শব্দগুলি ও সংখ্যা বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫৫ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (৪) সংযোজিত (১ জুলাই, ২০০৭ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “বা ৪” শব্দ ও সংখ্যা বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬৯ দ্বারা অনুচ্ছেদ ৫ক সন্নিবেশিত।

(খ) ভাড়ায় খাটানো হয় না এইরূপ মোটর গাড়ি ও জাহাজ ব্যতীত অন্য সকল মেশিনারি ও প্লান্ট বাবদ	মেশিনারি ও প্লান্ট বাবদ করদাতার খরচের পঁচিশ শতাংশ হারে।
--	---

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর কোনো কিছুই নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না, যথা:-

(ক) ভাড়ায় খাটানো হয় না এইরূপ কোনো মোটর গাড়ির ক্ষেত্রে; এবং

(খ) পূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ মেশিনারি ও প্লান্ট এর ক্ষেত্রে।

(৩) অনুচ্ছেদ ২ ও ৩ এর বিধানাবলি এই অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে কেবল ততটুকুই প্রযোজ্য হইবে, যতটুকু উক্ত অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়।]

[৬। প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা।— অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৭। মেশিনারি ও প্লান্ট-এর উপর ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদন।—¹[(১) যেক্ষেত্রে কোনো মেশিনারি বা প্লান্ট (অফিস সরঞ্জামাদি এবং সড়ক পরিবহন মটরযান ব্যতীত) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত না হইয়া উহা ১ জুলাই, ১৯৭৭ এবং ৩০ জুন, ²[২০১২] এর মধ্যে (উভয় দিনসহ) বাংলাদেশে স্থাপিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথবা বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে, সেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত হারে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদন প্রদান ও পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি উহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম বৎসরের জন্য	প্লান্ট ও মেশিনারি বাবদ করদাতার খরচের পঞ্চাশ শতাংশ;
(খ) পরবর্তী দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	প্লান্ট ও মেশিনারি বাবদ করদাতার খরচের ত্রিশ শতাংশ;
(গ) পরবর্তী তৃতীয় বৎসরের জন্য	প্লান্ট ও মেশিনারি বাবদ করদাতার খরচের বিশ শতাংশ।]

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত শিল্প স্থাপনাকে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে, যথা:-

¹ অর্থ আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ২৯ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৭ দ্বারা “২০১০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০১২” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

- (ক) শিল্প স্থাপনাটির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা এইরূপ কোনো বাংলাদেশি কোম্পানী অথবা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনবলে স্থাপিত কোনো কর্পোরেট বডি কর্তৃক পরিচালিত হইতে হইবে যাহার নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত;
- (খ) এইরূপ শিল্প স্থাপনা বোর্ড কর্তৃক, এতদুদ্দেশ্যে সরকারি গেজেট প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত শিল্প শ্রেণির তালিকাভুক্ত হইতে হইবে;
- (গ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন, অথবা উক্তরূপ ভাতা দাবির জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণাদি দাখিল করিতে হইবে; এবং
- (ঘ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদনের জন্য শিল্প স্থাপনা কর্তৃক বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী ¹[ছয় মাসের] মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদনপূর্বক নির্ধারিত ফরমে বোর্ড বরাবরে আবেদন করিতে হইবে; এবং আবেদনের সহিত এই মর্মে একটি লিখিত ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে যে, উক্ত শিল্প স্থাপনা এই অধ্যাদেশের ²[ধারা ৪৫ বা ৪৬ক বা ৪৬ খ এর অধীন] কোনো নির্ধারিত মেয়াদের জন্য কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল না এবং উক্তরূপ অব্যাহতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে বোর্ড বরাবর ইতোমধ্যে কোনো আবেদন করে নাই বা ভবিষ্যতেও করিবে না।

(৩) যে মেশিনারি বা প্লান্টের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ অনুসারে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদন করা হইয়াছে, উহা এই অধ্যাদেশ বা আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১ নং আইন) অনুসারে অন্য কোনো অবচয় ভাতা প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না।

³[৭ক। মেশিনারি ও প্লান্ট-এর উপর ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদন।— (১) কোনো ক্ষেত্রে যদি কোনো মেশিনারি বা প্লান্ট (অফিস সরঞ্জাম ও সড়ক পরিবহন মটরযান ব্যতীত) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত না হইয়া নিম্নবর্ণিতভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে বা হয়, যথা:-

(ক) ১ জুলাই, ১৯৯৫ এবং ৩০ জুন, ⁴[২০০৫] (উভয় দিনসহ) এর মধ্যে স্থাপিত কোনো বিদ্যমান স্থাপনার সম্প্রসারণ ইউনিটে, যেক্ষেত্রে উহা ধারা ৪৬ক এর অধীন কর অবকাশ সুবিধা ভোগ করিয়া আসিতেছে; অথবা

(খ) ১ জুলাই, ১৯৯৫ এবং ৩০ জুন, ¹[২০০৫] (উভয় দিনসহ) এর মধ্যে ধারা ২ এর দফা (২০) এর অধীন সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানীর মালিকানায় ও ব্যবস্থাপনায় তৎকর্তৃক বিষাক্ত ও ²[পরিবেশ দূষণকারী বর্জ্য

¹ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮২ দ্বারা “চার মাসের” শব্দগুলির পরিবর্তে “ছয় মাসের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৮ দ্বারা “ধারা ৪৫ বা ৪৬ক এর অধীন” সংখ্যাগুলি ও শব্দগুলির পরিবর্তে “ধারা ৪৫ বা ৪৬ক বা ৪৬খ এর অধীন” সংখ্যাগুলি ও শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা অনুচ্ছেদ ৭ক সন্নিবেশিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “২০০০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০০৫” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

বিনষ্টকরণে বা নিষ্কাশন করিবার ব্যবস্থাদিতে বা ক্ষতিকারক জীবানু সৃষ্টিকারী বর্জ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণে বা কোনো শিল্প স্থাপনার গবেষণা ও উন্নয়নে ব্যবহৃত হইলে উক্ত সকল ক্ষেত্রে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, তরাস্থিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে এবং অনুরূপ ভাতা নিম্নোক্তভাবে পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

(ক) প্রথম যে বৎসর সম্প্রসারণ ইউনিট বাগিজ্যিক উৎপাদন বা, ক্ষেত্রমতে, কর্মকান্ড শুরু করিয়াছে, সেই বৎসরের জন্য	করদাতার সংশ্লিষ্ট মেশিনারি বা প্লান্ট (plant) বাবদ প্রকৃত খরচের ৮০ শতাংশ;
(খ) অব্যবহিত পরবর্তী বৎসরের জন্য	করদাতার সংশ্লিষ্ট মেশিনারি বা প্লান্ট (plant) বাবদ প্রকৃত খরচের ২০ শতাংশ।

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সম্প্রসারণ ইউনিট” অর্থ বিদ্যমান প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ যদি সম্প্রসারণে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত থাকে, যথা:-

- (ক) একই ধরনের পণ্য বা অন্যবিধ পণ্য বা পণ্য শ্রেণি উৎপাদন বা সেবা প্রদানে স্বাতন্ত্র্যসূচক (identifiable) ইউনিট;
- (খ) স্বাতন্ত্র্যসূচক শিল্প-প্রক্রিয়ায় পরিচালিত একই ধরনের ইউনিট, তবে কোনো বিদ্যমান ব্যবসা হইতে বিভাজন বা পুনর্গঠনের মাধ্যমে উদ্ভূত বা বাংলাদেশস্থ কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মেশিনারি বা প্লান্ট স্থানান্তরের মাধ্যমে সৃষ্ট নূতন ব্যবসা উক্ত সম্প্রসারণের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক) বা (খ) এ উল্লিখিত প্লান্ট নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি পূরণ করিবে, যথা:-

- (ক) এই অনুচ্ছেদের অধীন তরাস্থিত অবচয় ভাতা অনুমোদনের জন্য বাগিজ্যিক উৎপাদন বা কর্মকান্ড শুরুর মাস সমাপ্ত হইবার পরবর্তী^৩ [ছয় মাসের] মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদনপূর্বক নির্ধারিত ফরমে বোর্ড বরাবরে আবেদন করিতে হইবে; এবং
- (খ) এই অনুচ্ছেদের অধীন তরাস্থিত অবচয় ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন, অথবা উক্তরূপ ভাতা দাবির জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণাদি দাখিল করিতে হইবে।

^১ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮১ দ্বারা “২০০০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০০৫” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

^২ অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “পরিবেশ দূষণকারী বর্জ্য” শব্দগুলির পরিবর্তে “পরিবেশ দূষণকারী বর্জ্য বা ক্ষতিকারক জীবানু সৃষ্টিকারী বর্জ্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ বা প্রক্রিয়াকরণে” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

^৩ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮২ দ্বারা “চার মাসের” শব্দগুলির পরিবর্তে “ছয় মাসের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

- (৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) (ক) এর অধীন বোর্ড কর্তৃক আবেদন প্রাপ্তির তারিখ হইতে পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে বোর্ড উহার সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, এবং উহার ব্যর্থতায় এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বোর্ড কর্তৃক ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।
- (৪) যে মেশিনারি বা প্লান্ট এর ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদন করা হইয়াছে উহা এই অধ্যাদেশের অধীন অন্য কোনো অবচয় ভাতা প্রাপ্তির অধিকারি হইবে না।
- (৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন জারিকৃত কোনো আদেশ বা সিদ্ধান্তে সংক্ষুদ্ধ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অনুরূপ আদেশ বা সিদ্ধান্ত প্রাপ্তির পরবর্তী চার মাসের মধ্যে দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে বোর্ড উক্ত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে এবং বোর্ড যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে এতৎসম্পর্কে সেইরূপ আদেশ জারি করিতে পারিবে।]

¹[৭খ। মেশিনারি ও প্লান্ট-এর উপর ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদন।— (১) যেক্ষেত্রে কোনো মেশিনারি বা প্লান্ট (অফিস সরঞ্জামাদি এবং সড়ক পরিবহন মটরযান ব্যতীত) ইতঃপূর্বে বাংলাদেশে ব্যবহৃত না হইয়া উহা ১ জুলাই, ২০১৪ এবং ৩০ জুন, ২০১৯ সনের মধ্যে (উভয় দিনসহ) বাংলাদেশে স্থাপিত এই অধ্যাদেশের ধারা ৪৬খ এ উল্লিখিত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথবা বর্তমানে ব্যবহৃত হইতেছে, সেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত হারে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদন প্রদান ও পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

(ক) শিল্প প্রতিষ্ঠানটি উহার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর প্রথম বৎসরের জন্য	প্লান্ট ও মেশিনারি বাবদ করদাতার খরচের পঞ্চাশ শতাংশ;
(খ) দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	প্লান্ট ও মেশিনারি বাবদ করদাতার খরচের ত্রিশ শতাংশ;
(গ) তৃতীয় বৎসরের জন্য	প্লান্ট ও মেশিনারি বাবদ করদাতার খরচের বিশ শতাংশ।]

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত শিল্প স্থাপনাকে নিম্নোক্ত শর্তাবলি পূরণ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) শিল্প স্থাপনাটির মালিকানা ও ব্যবস্থাপনা এইরূপ কোনো বাংলাদেশি কোম্পানী অথবা সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইনবলে স্থাপিত কোনো কর্পোরেট বডি কর্তৃক পরিচালিত হইতে হইবে যাহার নিবন্ধিত কার্যালয় বাংলাদেশে অবস্থিত;
- (খ) এইরূপ শিল্প স্থাপনা ধারা ৪৬খ এর উপ-ধারা (২) এ নির্ধারিত শ্রেণির শিল্প স্থাপনা;

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৪ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৭খ সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

- (গ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন, অথবা উক্তরূপ ভাতা দাবির জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণাদি দাখিল করিতে হইবে; এবং
- (ঘ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদনের জন্য শিল্প স্থাপনা কর্তৃক বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে নির্ধারিত পদ্ধতিতে প্রতিপাদনপূর্বক নির্ধারিত ফরমে বোর্ড বরাবরে আবেদন করিতে হইবে; এবং আবেদনের সহিত এই মর্মে একটি লিখিত ঘোষণাপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে যে, উক্ত শিল্প স্থাপনা এই অধ্যাদেশের ধারা ৪৬খ বা ৪৬ গ এর অধীন কোনো নির্ধারিত মেয়াদের জন্য কর পরিশোধ হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ছিল না এবং উক্তরূপ অব্যাহতি প্রাপ্তির লক্ষ্যে বোর্ড বরাবর ইতোমধ্যে কোনো আবেদন করে নাই বা ভবিষ্যতেও করিবে না।
- (৩) যে মেশিনারি বা প্লান্টের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ অনুসারে ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা অনুমোদন করা হইয়াছে, উহা এই অধ্যাদেশ অনুসারে অন্য কোনো অবচয় ভাতা প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না।]

৮। জাহাজের উপর বিশেষ অবচয় ভাতা।- (১) যেক্ষেত্রে –

- (ক) সাধারণত অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচল করে এইরূপ কোনো যাত্রীবাহী জাহাজ কিংবা মাছ ধরবার ট্রলার, যাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত হইয়াছে, উহা যদি ১ জুলাই, ১৯৮২ এবং ৩০ জুন, ¹[১৯৯৫] (উভয় দিনসহ) এর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথবা প্রথম বারের মত ব্যবহারের জন্য আনা হয় এবং করদাতার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়; অথবা
- (খ) সাধারণত অভ্যন্তরীণ জলপথে চলাচল করে না এইরূপ কোনো জাহাজ যাহা বাংলাদেশে নিবন্ধিত হইয়াছে, উহা যদি ১ জুলাই, ১৯৮২ এবং ৩০ জুন, ²[১৯৯৫] (উভয় দিনসহ) এর মধ্যে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে অথবা প্রথম বারের মত ব্যবহারের জন্য আনা হয় এবং করদাতার সম্পত্তি হিসাবে গণ্য হয়, তাহা হইলে উক্ত জাহাজের ক্ষেত্রে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, বিশেষ অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে এবং অনুরূপ ভাতা নিম্নবর্ণিতভাবে পরিগণনা করা হইবে, যথা:-

(ক) প্রথম বৎসরের জন্য	---	প্রকৃত ব্যয়ের ৪০ শতাংশ;
(খ) দ্বিতীয় বৎসরের জন্য	---	প্রকৃত ব্যয়ের ৩০ শতাংশ;
(গ) তৃতীয় বৎসরের জন্য	---	প্রকৃত ব্যয়ের ৩০ শতাংশ।

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “১৯৯০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “১৯৯৫” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “১৯৯০” সংখ্যাটির পরিবর্তে “১৯৯৫” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

(২) উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন বিশেষ অবচয় ভাতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত শর্তাদি পূরণ করিতে হইবে, যথা:—

- (ক) জাহাজটি সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত বর্ণনার বৈশিষ্ট্যের (specifications) সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হইতে হইবে; এবং
- (খ) এই অনুচ্ছেদের অধীন ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা প্রাপ্তির যোগ্যতা অর্জন, অথবা উক্তরূপ ভাতা দাবির জন্য প্রয়োজনীয় বিবরণাদি দাখিল করিতে হইবে।

(৩) এই অনুচ্ছেদের অধীন অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইয়াছে এইরূপ যাত্রীবাহী জাহাজ বা মাছ ধরবার ট্রলারসহ কোনো জাহাজের ক্ষেত্রে, এই অধ্যাদেশ বা আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১ নং আইন) এর অধীন অন্য কোনো অবচয় ভাতা প্রাপ্তির অধিকারী হইবে না।

৯। **অবচয় ভাতার ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা।**- (১) এই অধ্যাদেশ অথবা আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১নং আইন) এর অধীন কোনো পরিসম্পদের ক্ষেত্রে অবচয় ভাতা হিসাবে প্রদত্ত ভাতার সমষ্টি উক্ত পরিসম্পদের প্রকৃত মূল্যের অতিরিক্ত হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে এই তপশিলের অধীন অবচয় ভাতা যে বৎসর প্রদেয় হইয়াছে, সেই বৎসর আরোপযোগ্য কোনো আয় না থাকিবার অথবা প্রাপ্য অবচয় ভাতা অপেক্ষা অনুরূপ আয়ের পরিমাণ কম হইবার কারণে উক্তরূপ ভাতা প্রদান সম্পূর্ণভাবে কার্যকর করা না যায়, সেইক্ষেত্রে সর্বাগ্রে ধারা ৩৮ এর অধীন কোনো ক্ষতির, যদি থাকে, জের টানিবার পর কার্যকর হয় নাই এইরূপ অবচয় ভাতা বা উহার অংশবিশেষ পরবর্তী বৎসরের অনুরূপ ভাতার পরিমাণের সহিত যুক্ত করা যাইবে, অথবা যদি পরবর্তী বৎসরে অনুরূপ ভাতা প্রযোজ্য না হয়, তাহা হইলে যে পর্যন্ত অনুরূপ সম্পূর্ণ ভাতা মুনাফার সহিত সমন্বিত না হয়, সেই পর্যন্ত উক্ত অনাদায়ী ভাতা পরবর্তী বৎসরগুলিতে ভাতা হিসাবে গণ্য হইবে, এবং এইভাবে ভাতার পরিগণনা অব্যাহত থাকিবে।

১০। **পরিসম্পদের বিলিবন্দেজ (disposal) ও উহার লাভ বা ক্ষতির ব্যবস্থাপনা।** - যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষে কোনো ভবন, মেশিনারি বা প্লান্ট ইত্যাদি পরিসম্পদ করদাতা কর্তৃক বিলিবন্দেজ করা হয়, সেইক্ষেত্রে-

- (ক) উক্ত আয়বর্ষে অনুরূপ পরিসম্পদের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ ৩, ৪, ৬, ৭ বা ৮ এর অধীন কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে না;
- (খ) বিক্রয়লব্ধ অর্থ অনুরূপ পরিসম্পদের অবনমিত মূল্যের অধিক হইলে উক্ত অধিক পরিমাণ অর্থের যতটুকু পরিমাণ অর্থ পরিসম্পদের প্রকৃত মূল্য ও অবনমিত মূল্যের পার্থক্যকে অতিক্রম করে না, উহা করদাতার আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত আয়বর্ষে তাহার “ব্যবসা বা পেশা হইতে আয়” খাতের অধীন করযোগ্য আয় হিসাবে গণ্য হইবে;
- (গ) বিক্রয়লব্ধ অর্থের পরিমাণ অনুরূপ পরিসম্পদের অবনমিত মূল্যের কম হইলে, উক্ত ঘাটতি ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে, যাহা উক্ত বৎসরের ব্যবসা বা পেশার মুনাফা ও লাভ হইতে কর্তনযোগ্য মর্মে পরিগণনা করা হইবে; এবং অনুরূপ ভবন, মেশিনারি বা প্লান্ট বিক্রয়ের পূর্বে যে ব্যবসা বা পেশায় ব্যবহৃত হইতেছিল,

করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট বৎসরে সেই ব্যবসা বা পেশা পরিচালিত হইতেছিল মর্মে গণ্য হইবে, এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি যথারীতি প্রযোজ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, করদাতার হিসাব বহিতে ঘাটতির পরিমাণ বাস্তবিকপক্ষে অবনমিত করিতে হইবে।

¹[১০ক। লাইসেন্স ফি-এর ক্রমশোধ (amortization)]- (১) যেক্ষেত্রে নিবাসী কোম্পানী গণ্য হয় এইরূপ কোনো করদাতা, ১ জুলাই, ২০১২ তারিখের ²[পূর্বে বা পরে লাইসেন্স ফি] হিসাবে এবং সম্পূর্ণ বা বিশেষভাবে কোনো ব্যবসা দুই বা ততোধিক বৎসর পরিচালনার জন্য সরকার কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে অনুমতি প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে কোনো পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত করদাতার জন্য উক্তরূপ বৎসরসমূহের আনুপাতিক হারে ছাড় সুবিধা অনুমোদিত হইবে এবং লাইসেন্স অনুমোদনের শেষ বৎসর পর্যন্ত উহা অব্যাহত থাকিবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “লাইসেন্স ফি” অর্থ কোনো সেলুলার মোবাইল ফোন অপারেটর কর্তৃক পরিশোধিত স্পেকট্রাম এসাইনমেন্ট ফি ³[,জিএসএম লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স এ্যাকুজিশন ফি বা লাইসেন্স নবায়ন ফি] ⁴[বা বিশেষায়িত সেবা সরবরাহে নিয়োজিত যেকোনো কোম্পানির লাইসেন্স উক্তরূপ কোম্পানির কর্মকাণ্ডের অপরিহার্য অংশ হিসাবে গণ্য হইলে তৎকর্তৃক পরিশোধিত অন্য যেকোনো লাইসেন্স ফি] ⁵:

তবে শর্ত থাকে যে, ২০১৩-১৪ কর নির্ধারণী বৎসর হইতে ফি এর ক্রমশোধ অনুমোদিত হইবে।]

১১। সংজ্ঞা।- এই তপশিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

(১) “আসবাবপত্র” অর্থে সাজসরঞ্জাম (fittings) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(২) “প্লান্ট (plant)” অর্থে ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত জাহাজ, মটরযান, বইপত্র, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি (apparatus) ও সার্জিকাল সরঞ্জামাদি (equipment) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৩) “বিক্রয়লব্ধ অর্থ (sale-proceeds)” অর্থ-

(ক) পরিসম্পদ প্রকৃতই বিক্রয় করা হইলে, উহার বিক্রয়মূল্য বা ন্যায্য বাজারমূল্য, যাহা অধিক;

¹ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩৩ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ১০ক সন্নিবেশিত (১ জুলাই ২০১৩ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৪ (গ) (অ) দ্বারা “তারিখে বা পরে লাইসেন্স ফি” শব্দগুলির পরিবর্তে “পূর্বে বা পরে লাইসেন্স ফি” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৪ (গ) (আ) দ্বারা “স্পেকট্রাম এসাইনমেন্ট ফি” শব্দগুলির পরে “,জিএসএম লাইসেন্স ফি, লাইসেন্স এ্যাকুজিশন ফি বা লাইসেন্স নবায়ন ফি” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৬৪ দ্বারা “বা বিশেষায়িত সেবা সরবরাহে নিয়োজিত যেকোনো কোম্পানির লাইসেন্স উক্তরূপ কোম্পানির কর্মকাণ্ডের অপরিহার্য অংশ হিসাবে গণ্য হইলে তৎকর্তৃক পরিশোধিত অন্য যেকোনো লাইসেন্স” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৪ (ঙ) দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

- (খ) বিনিময়ের মাধ্যমে পরিসম্পদ হস্তান্তর করা হইলে, উক্তরূপ হস্তান্তরমূলে অর্জিত পরিসম্পদের ন্যায্য বাজারমূল্য;
- (গ) বিক্রয় বা বিনিময় ভিন্ন অন্য কোনো উপায়ে পরিসম্পদ হস্তান্তর করা হইলে, অনুরূপ হস্তান্তরমূলে প্রাপ্ত গণমূল্য (consideration);
- (ঘ) কোনো পরিসম্পদ বাদ দেওয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলা বা ধ্বংস করা হইলে বা হারাইয়া গেলে, উহার স্ফ্রাপ মূল্য, অথবা বিলিবন্দেজ হইতে প্রাপ্ত মূল্যসহ সংশ্লিষ্ট বিমা, ক্ষতিপূরণ অথবা স্যালভেজ মানি, যাহা উহার বাবদ গৃহীত হইয়াছে বা গৃহীত হইতে পারে;
- (ঙ) বাংলাদেশে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন কোনো পরিসম্পদ আবশ্যিকভাবে অধিগ্রহণ করা হইলে, তৎবাবদ প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ;
- (চ) কোনো পরিসম্পদ করদাতার ব্যবসা বা পেশার উদ্দেশ্যে ব্যবহারের সমাপ্তি ঘটিলে, অনুরূপ সমাপ্তিকালে উহার ন্যায্য বাজার মূল্য;
- (ছ) কোনো মেশিনারি বা প্লান্ট কোনো চুক্তি নির্বাহের পর বা অন্যবিধ উপায়ে বাংলাদেশে ব্যবহারের পর রপ্তানি বা হস্তান্তর করা হইলে, এই তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন অনুমোদিত ‘সাধারণ অবচয় ভাতা’ অথবা আয়কর আইন, ১৯২২ (১৯২২ সনের ১১নং আইন) এর ধারা ১০(২)(চ) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতা বাদে উহার প্রকৃত মূল্য, উহাতে উল্লিখিত অতিরিক্ত অন্য কোনো ভাতা ব্যতীত; এবং অনুরূপ প্রতিটি ক্ষেত্রে, অনুচ্ছেদ ১০ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত পরিসম্পদ করদাতা কর্তৃক বিলিবন্দেজ করা হইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে ¹[ভাড়া] চালানো হয় না এইরূপ, কোনো মটরযানের প্রকৃত মূল্য ¹[উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর দফা (ক) অনুসারে সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষ হয়], সেইক্ষেত্রে উক্ত যানের বিক্রয়লব্ধ অর্থ হিসাবে গণ্য হইবে উহার বিক্রয় মূল্যসহ উক্ত যান ক্রয় বাবদ করদাতার প্রকৃত ব্যয়ের বিষয়ে ²[উক্ত সর্বোচ্চ সীমার] আনুপাতিক হারে উক্ত যান বাবদ গৃহীত বা গৃহীতব্য বিমা, স্যালভেজ মানি, বা ক্ষতিপূরণের অর্থ অথবা, ক্ষেত্রমত, উহার স্ফ্রাপ মানি, যদি উক্ত উপ-দফা অনুরূপ যানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য না হয়;

ব্যাখ্যা: এই শর্তাংশে “বিক্রয়” অর্থে বিনিময় বা অন্য কোনোভাবে হস্তান্তর অথবা আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন বাধ্যতামূলক অধিগ্রহণ অন্তর্ভুক্ত হইবে;

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৯ (ক)(অ) দ্বারা “ভাড়া, দফা (৬) (ক) অনুসারে বিশ লক্ষ টাকা গণ্য হইবে” শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “ভাড়া, উপ-অনুচ্ছেদ (৬) এর দফা (ক) অনুসারে সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষ হয়” শব্দগুলি, কমা ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৯ (ক)(আ) দ্বারা “উক্ত বিশ লক্ষ টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “উক্ত সর্বোচ্চ সীমার” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

(৪) “জাহাজ” অর্থে স্টিমার, মটর চালিত নৌযান, পালের নৌকা, লৌহ বা স্টিলের কার্গো, কাঠের তৈরি কার্গো, মটর লঞ্চ বা স্পিড বোট অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(৫) “অবনমিত মূল্য” অর্থ-

- (ক) পরিসম্পদটি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে অর্জিত হইলে, উক্ত পরিসম্পদ ক্রয় বাবদ করদাতার প্রকৃত ব্যয়;
- (খ) পরিসম্পদটি সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের পূর্বে অর্জিত হইলে, উক্ত পরিসম্পদের প্রকৃত মূল্য হইতে পূর্ববর্তী বৎসর বা বৎসরসমূহে করদাতার কর নির্ধারণীর সময় এই অধ্যাদেশ বা আয়কর আইন, ১৯৯২ (১৯২২ সনের ১১নং আইন) এর অধীন অনুমোদিত অবচয় ভাতাসমূহের সমষ্টি বিয়োজনের পর উক্ত পরিসম্পদের অবশিষ্ট মূল্য;

(৬) দফা (৫) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

- (ক) ভাড়াই চালিত নহে এইরূপ কোনো যাত্রীবাহী যান বা সেডান কারের ক্ষেত্রে, উক্ত যান ক্রয় বাবদ করদাতার প্রকৃত ব্যয় অনধিক ¹[পঁচিশ লক্ষ টাকা] হিসাবে গণ্য হইবে²।

তবে শর্ত থাকে যে, কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করদাতা হইলে উক্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষক পরিবহণে নিযুক্ত, অথবা অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইবে এইরূপ কোনো ব্যবসা বা পেশার কর্মচারীদের পরিবহণে নিযুক্ত কোনো বাস বা মিনিবাসের অবচয় ভাতার ক্ষেত্রে, এই দফার কোনো কিছুই প্রযোজ্য হইবে না;]

- (খ) কোনো পরিসম্পদের প্রকৃত মূল্য পরিগণনার ক্ষেত্রে, কোনো করদাতা কর্তৃক সরকার বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ বা ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত অনুদান, ভর্তুকি, ছাড় বা কমিশন ও কোনো সহায়তার অর্থ মূল্য (সুদসহ বা সুদবিহীন পরিশোধযোগ্য ঋণ ব্যতীত) এবং এই অধ্যাদেশ বা আয়কর আইন, ১৯৯২ (১৯২২ সনের ১১নং আইন) এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ভাতা বা কর্তন বাবাদ কোনো অর্থ বাদ যাইবে;
- (গ) করদাতা কর্তৃক অনুরূপ কোনো পরিসম্পদ অর্জনের তারিখের পূর্বে উহা যে কোনো সময় অন্য কোনো ব্যক্তি কর্তৃক তাহার ব্যবসা বা পেশা পরিচালনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়া থাকিলে, দফা (ঘ) এর বিধান প্রযোজ্য হয় এইরূপ ক্ষেত্রে ব্যতীত করতাতার উক্ত সম্পত্তির প্রকৃত মূল্য উহার ন্যায্য বাজার মূল্যের অধিক হিসাবে গণ্য হইবে না;
- (ঘ) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা কোনো ব্যবসা বা পেশায় উত্তরাধিকার সূত্রে অন্য কোনো ব্যক্তির স্থলাভিষিক্ত হন অথবা যেক্ষেত্রে ধারা ৮৮ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হয়, সেইক্ষেত্রে কোনো

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬৩ (খ) দ্বারা “বিশ লক্ষ টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঁচিশ লক্ষ টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৫ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৪৯ (খ) দ্বারা “;” সেমিকোলনের পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

পরিসম্পদের অবনমিত মূল্য এমনভাবে পরিগণনা করিতে হইবে যেন, কোনো উত্তরাধিকারী স্থলাভিষিক্ত হন নাই;

- (ঙ) যেক্ষেত্রে কোনো করদাতা বাংলাদেশে তাহার ব্যবসা বা পেশার কাজে স্থাপন করিবার উদ্দেশ্যে কোনো প্লান্ট বা মেশিনারি (অতঃপর ‘পরিসম্পদ’ হিসাবে উল্লিখিত) বাংলাদেশের বাহিরের কোনো দেশ হইতে অর্জন করেন, এবং অনুরূপ পরিসম্পদ অর্জনের পর এবং বৈদেশিক ঋণ সম্পূর্ণ ও চূড়ান্তভাবে পরিশোধ করিবার পূর্বের যেকোনো সময় বিনিময় হারের পরিবর্তন হইবার ফলশ্রুতিতে কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঋণকৃত অর্থ বাংলাদেশি টাকায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধ করিবার ক্ষেত্রে করদাতার দায় বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত হয় (উভয় ক্ষেত্রে, বিনিময় হার পরিবর্তন কার্যকর হইবার তারিখের অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যমান দায়), সেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে বিনিময় হারের অনুরূপ বৃদ্ধি বা হ্রাস প্রাপ্ত অর্থ পরিসম্পদের প্রকৃত মূল্যের সহিত সংযোজন বা, ক্ষেত্রমত, বিয়োজন করিতে হইবে এবং অনুরূপ সংযোজন বা বিয়োজনের পর প্রাপ্ত পরিমাণ অর্থ পরিসম্পদের প্রকৃত মূল্য হিসাবে পরিগণিত হইবে;
- (চ) যেক্ষেত্রে পূর্বোক্ত দায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে করদাতা কর্তৃক পরিশোধ না করিয়া অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিশোধ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপে পরিশোধকৃত দায় দফা (ঙ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিবেচনা করা হইবে না; এবং
- (ছ) যেক্ষেত্রে করদাতা পূর্বোক্ত দায় সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পরিশোধের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যতের কোনো নির্ধারিত তারিখে কিংবা উহার পরে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা চুক্তিতে নির্ধারিত বিনিময় হারে সরবরাহের জন্য কোনো দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলারের সহিত চুক্তি সম্পাদন করেন, সেইক্ষেত্রে যে পরিমাণ অর্থ পরিসম্পদের প্রকৃত মূল্যের সহিত সংযোজন বা, বিয়োজন করিতে হইবে, যদি করা হয়, অথবা মূলধনি প্রকৃতির পরিসম্পদ বাবদ যে পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে বা, ক্ষেত্রমত, এই উপ-দফার অধীন মূলধনি পরিসম্পদের অর্জন ব্যয় বাবদ উক্ত চুক্তিতে উল্লিখিত অর্থের মধ্যে যে পরিমাণ অর্থ পূর্বোক্ত দায় পরিশোধের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছে উহার ক্ষেত্রে চুক্তি অনুসারে যে বিনিময় হার নির্ধারিত ছিল সেই হারে পরিগণনা করিতে হইবে।

ব্যাখ্যা: এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে—

- (ক) “বিনিময় হার” অর্থ বাংলাদেশি মুদ্রাকে বৈদেশিক মুদ্রায় কিংবা বৈদেশিক মুদ্রাকে বাংলাদেশি মুদ্রায় রূপান্তর করিবার জন্য সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বা অনুমোনকৃত বিনিময় হার; এবং
- (খ) “দায়িত্বপ্রাপ্ত ডিলার (authorized dealer)”, “বৈদেশিক মুদ্রা” ও “বাংলাদেশি মুদ্রা” অভিব্যক্তিসমূহ বৈদেশিক বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ৭ নং আইন) এ যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই একই অর্থ বুঝাইবে।

চতুর্থ তপশিল
বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা
[ধারা ২৮(২)(ক) দ্রষ্টব্য]

১। **জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে।**— যদি কোনো ব্যক্তি জীবন বিমার ব্যবসা পরিচালনা করে, বা কোনো আয়বর্ষের কোনো সময়ে জীবন বিমার ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে উহা হইতে উদ্ধৃত মুনাফা ও লাভ তাহার অন্যান্য ব্যবসার আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে।

২। **জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনা।**— পেনশন এবং এ্যানুইটি ব্যবসা ব্যতীত, জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত যে কোনো একটি পদ্ধতি অনুসরণ করিতে হইবে, যথা:-

- (ক) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে ব্যবস্থাপনা ব্যয় বাদ দেওয়ার পর উক্ত জীবন বিমা ব্যবসার বহিষ্ণু মোট আয়সমূহ; অথবা
- (খ) যে বৎসরের জন্য কর নির্ধারণ করা হইবে সেই বৎসর সমাপ্ত হইবার পূর্বের সর্বশেষ আন্তঃমূল্যায়ন সময়ের জন্য বিমাবিদ কর্তৃক মূল্যায়ন হইতে প্রাপ্ত উদ্ধৃত বা ঘাটতি সমন্বয়ের পর, নির্ণীত বার্ষিক গড় উদ্ধৃত, যাহা হইতে পূর্ববর্তী যেকোনো আন্তঃমূল্যায়ন সময়ে নির্ণীত যেকোনো উদ্ধৃত বা ঘাটতি, এবং কোনো ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের ধারা ২৯ এর বিধানাবলির অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয়, যাহা অধিক, বাদ যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অনুমোদিত ব্যবস্থাপনা ব্যয় নিম্নোক্ত সীমা অতিক্রম করিতে পারিবে না -

- (অ) একক প্রিমিয়ামের জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৭ ভাগ, এবং তৎসহ
- (আ) বার্ষিক প্রিমিয়ামের সংখ্যা বারোটর কম এইরূপ অন্যান্য জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, গৃহীত প্রথম বৎসরের প্রাপ্ত প্রিমিয়ামসমূহ অথবা যখন প্রিমিয়ামসমূহ পরিশোধের সময়সীমা বারো বৎসরের কম, তখন সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের মধ্যে প্রাপ্ত প্রতিটি প্রিমিয়াম বা প্রত্যেক বৎসরের জন্য উক্ত প্রথম বৎসরের প্রিমিয়াম বা উক্ত আয়বর্ষে প্রাপ্ত প্রিমিয়ামের শতকরা ৭ ভাগ, এবং তৎসহ

(ই) অন্যান্য সকল জীবন বিমা পলিসির ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট ¹[আয়বর্ষে] প্রাপ্ত প্রথম বৎসরের প্রিমিয়ামের শতকরা ৯০ ভাগ, এবং তৎসহ

(ঈ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে প্রাপ্ত সকল নবায়নকৃত প্রিমিয়ামের শতকরা ১২ ভাগ।

৩। পেনশন ও এ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা।- অনুচ্ছেদ ২(খ) এ বর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ণীত বার্ষিক গড় উদ্বৃত্ত পেনশন ও এ্যানুইটি ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

৪। বিয়োজন।- উদ্বৃত্ত গণনার ক্ষেত্রে-

(ক) জীবন বিমা ব্যবসায় অনুচ্ছেদ ২(খ) এর অধীন পলিসি হোল্ডারগণের পক্ষে পরিশোধিত বা তাহাদের সংরক্ষিত বা ব্যয়কৃত অর্থের তিন-চতুর্থাংশ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুচ্ছেদ ৩ এর অধীন উদ্বৃত্ত গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের পক্ষে পরিশোধিত বা সংরক্ষিত বা ব্যয়কৃত অর্থ তিন-চতুর্থাংশ বাদ দেওয়া যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের অধীন কোনো উদ্বৃত্তের জন্য কৃত প্রথম গণনার ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী কোনো আন্তঃমূল্যায়ন সময়ের কোনো উদ্বৃত্ত বা পরিশোধকৃত কোনো অর্থের জের টানা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, পলিসি হোল্ডার বা, ক্ষেত্রমত, অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড/বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের জন্য সংরক্ষিত কোনো অর্থের সংরক্ষণ বন্ধ হইলে, এবং পলিসি হোল্ডার বা, ক্ষেত্রমত, অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড/বার্ষিক্য তহবিলের সদস্যগণের পক্ষে অর্থ পরিশোধ বা ব্যয় করা না হইলে, প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, উক্ত অর্থের অর্ধেক বা তিন-চতুর্থাংশ অথবা সম্পূর্ণ অংশ ইতঃপূর্বে বিয়োজন হিসাবে অনুমোদিত হইলে, উক্ত অর্থের সংরক্ষণ যে সময়ের জন্য বন্ধ ছিল উক্ত সময়ের জন্য উহা উদ্বৃত্তের অংশ হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) কোনো সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সময় কোনো অবচয় বা ক্ষতি হইলে, উহা পূরণের উদ্দেশ্যে কোনো হিসাব বা এ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন ব্যালাপসিটে অবলোপিত বা সংরক্ষিত কোনো অর্থ উদ্বৃত্ত গণনার ক্ষেত্রে বাদ দেওয়া যাইবে এবং সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের সময় অর্জিত কোনো মূল্যবৃদ্ধি বা লাভ হিসাব বা এ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়ন ব্যালাপসিটে জমা হইলে উহা উদ্বৃত্তের অন্তর্ভুক্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি তদন্ত করিয়া এবং বিমা নিয়ন্ত্রকের সহিত পরামর্শক্রমে এবং অংশগ্রহণকারী পলিসি হোল্ডারগণের জন্য বোনাস ও আনুষঙ্গিক বিষয়ের জন্য যৌক্তিক বিধান প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তার প্রতি যথাবিহিত গুরুত্ব আরোপপূর্বক উপ-কর কমিশনারের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, সুদের হার বা বিমার অন্যান্য দায়-দেনা নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত বিষয়াদি সিকিউরিটি এবং অন্যান্য সম্পদের মূল্যায়নের সহিত বাস্তবিক পক্ষে অসঙ্গতিপূর্ণ

¹ ১৯ আগস্ট, ১৯৮৪ তারিখে প্রকাশিত বাংলাদেশ গেজেট এ ভ্রমসংশোধনি (corrigendum) দ্বারা “পূর্ববর্তী বৎসর” শব্দগুলির পরিবর্তে “আয়বর্ষে” শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

এবং উহার ফলে কৃত্রিমভাবে সংশ্লিষ্ট উদ্বৃত্ত হ্রাস পাইতেছে, সেইক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, যতটুকু ন্যায্যসঙ্গত বিবেচিত হইবে ততটুকু উদ্বৃত্ত বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট সিকিউরিটি ও অন্যান্য সম্পদের মূল্যমান বৃদ্ধি বা অবচয়ের অনুমোদনের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করিতে হইবে;

¹[(গ) উদ্বৃত্ত সুদের উপর কর আরোপযোগ্য হইবে না এইরূপ শর্তে সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি হইতে প্রাপ্ত কোনো সুদ বিয়োজন করিতে হইবে।]

৫। **উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের সমন্বয়।**- কোনো বৎসরে বারো মাসের অধিক মেয়াদের জন্য প্রযোজ্য আন্তঃমূল্যায়নের মাধ্যমে প্রকাশিত বার্ষিক গড় উদ্বৃত্তের ভিত্তিতে কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভের উপর কর নির্ধারণ করা হইলে, উক্ত বৎসরের জন্য পরিশোধযোগ্য কর গণনার ক্ষেত্রে, উক্ত আয়বর্ষে প্রদেয় করের জন্য ধারা ৬২ অনুযায়ী জমা প্রদান করা যাইবে না; তবে উক্ত সময়ের জন্য সিকিউরিটি বা অন্যান্য খাতের সুদ হইতে উৎসে কর্তনের মাধ্যমে পরিশোধিত করের বার্ষিক গড়ের ভিত্তিতে জমা প্রদান করা যাইবে।

৬। **অন্যান্য বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ গণনা।**- ²[(১) জীবন বিমা ব্যতীত অন্য যে কোনো প্রকার বিমা ব্যবসার বার্ষিক হিসাবাদিতে প্রদর্শন করা হইয়াছে এইরূপ মুনাফার স্থিতিকে উক্ত বিমা ব্যবসার মুনাফা এবং লাভ হিসাবে গণ্য করা হইবে, যাহা ³[বিমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন)] এর বিধানাবলি অনুসারে, কোনো ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের ধারা ২৯ এর বিধানাবলির অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় ব্যতীত অন্য যে কোনো প্রকার ব্যয় বহির্ভূত রাখিবার উদ্দেশ্যে উক্ত স্থিতির সমন্বয়সাধনপূর্বক প্রণয়ন করিতে হয়। জীবন বিমা ব্যবসার জন্য অনুচ্ছেদ ৪ অনুযায়ী বিনিয়োগ হইতে উদ্বৃত্ত লাভ ও ক্ষতি এবং অবচয় বা প্রবৃদ্ধি সংক্রান্ত বিষয়সমূহ মুনাফার স্থিতিতে প্রদর্শন করিতে হইবে।]

(২) ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটানোর জন্য কোনো কোম্পানি কর্তৃক উহার আয়, মুনাফা ও লাভের একটি অংশ পৃথক করে রাখা হইলে, যে আয়বর্ষের জন্য উক্ত অংশ পৃথক রাখা হইয়াছে সে বৎসরে প্রিমিয়াম-উদ্বৃত্ত আয়ের অনূর্ধ্ব দশ শতাংশ উপ-অনুচ্ছেদ (১) এ উল্লিখিত মুনাফার স্থিতি হইতে বিয়োজন করিতে হইবে।

(৩) কোনো বৎসরে, পূর্ববর্তী বৎসরসমূহে ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাইতে কর্তনকৃত বা সঞ্চিত অর্থ, যদি থাকে, (ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাইতে উক্ত অর্থ বা সঞ্চিত অর্থ হইতে পরিশোধের ফলে, যদি থাকে, হ্রাসকৃত অর্থ) সহ, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ উক্ত বৎসরের প্রিমিয়াম-উদ্বৃত্ত আয় বা উক্ত বৎসরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসরের প্রিমিয়াম-উদ্বৃত্ত গড় আয়, এই দুয়ের মধ্যে যাহা অধিক, তাহা অতিক্রম করিতে পারিবে না।

(৪) এই অধ্যাদেশে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যেক্ষেত্রে কোনো ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটানো ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থ হইতে কোনো অর্থ পরিশোধিত, পৃথকীকৃত বা স্থানান্তরিত করা হয়, সেইক্ষেত্রে যে বৎসরের জন্য উক্ত অর্থ উক্তরূপে পরিশোধ, পৃথকীকরণ বা স্থানান্তর করা হইয়াছে, সেই বৎসরে

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (গ) প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৩ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (১) প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (ক) দ্বারা “বিমা আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৮ সনের ৪ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “বিমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১২ হইতে কার্যকর)।

কোম্পানির অন্যান্য প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয়সহ, যদি থাকে, উক্ত অর্থ উক্ত কোম্পানির উক্ত বৎসরের প্রিমিয়াম-উদ্ধৃত আয় হিসাবে গণ্য হইবে এবং যেক্ষেত্রে কোম্পানির অবসায়ন বা ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ হয় (যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ প্রযোজ্য), যাহা পূর্বে ঘটে, সেইক্ষেত্রে যে বৎসরে কোম্পানির অবসায়ন শুরু বা ব্যবসার কার্যক্রম বন্ধ হইয়াছিল, সেই বৎসরে কোম্পানির অন্যান্য আয়, যদি থাকে, তৎসহ উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কর্তনকৃত অর্থের সমষ্টি (ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি মিটাইতে উক্ত অর্থ হইতে পরিশোধের ফলে হ্রাসকৃত অর্থ) উক্ত বৎসরের উক্ত কোম্পানির আয় হিসাবে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।- এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “ব্যতিক্রমধর্মী ক্ষতি” অর্থ কোনো বৎসরের প্রিমিয়াম আয়ের গড়ের পঞ্চাশ শতাংশের অধিক ক্ষতি বা উক্ত বৎসরের অব্যবহিত পূর্ববর্তী তিন বৎসরের গড় প্রিমিয়াম আয়ের পঞ্চাশ শতাংশ, এদুয়ের মধ্যে যাহা অধিক।

৭। **অনিবাসী ব্যক্তির মুনাফা এবং লাভ।-** বাংলাদেশে নিবাসী নয় এমন কোনো বিমা কোম্পানির বাংলাদেশস্থ শাখাগুলোর মুনাফা ও লাভ, নির্ভরযোগ্য পর্যাপ্ত তথ্যের অপ্রতুলতার ক্ষেত্রে, উক্ত কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়ের এইরূপ আনুপাতিক হারে নির্ণীত হইতে পারে, যে আনুপাতিক হার বাংলাদেশ হইতে উদ্ধৃত উহার প্রিমিয়াম আয় এবং কোম্পানির মোট প্রিমিয়াম আয়ের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নির্দিষ্ট সময় অন্তর এ্যাকচুয়ারিয়াল মূল্যায়নের মাধ্যমে নিরূপিত হয়, এমন বাংলাদেশের অনিবাসী কোনো জীবন বিমা কোম্পানির মোট বিশ্ব আয়, বাংলাদেশে পরিচালিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার জন্য এই অনুচ্ছেদসমূহে বর্ণিত পদ্ধতিতে গণনা করা হইবে।

৮। **পারস্পরিক বিমা সংস্থা (Mutual Insurance Associations)।-** পারস্পরিক বিমা সংস্থার মাধ্যমে পরিচালিত কোনো বিমা ব্যবসার মুনাফা নির্ধারণের ক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

৯। **সংজ্ঞা।-** এই তপশিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে,-

(ক) “বহিঃস্থ মোট জমা” অর্থ সুদ, ডিভিডেন্ড, জরিমানা ও ফি এবং যেকোনো উৎস হইতে উদ্ধৃত এইরূপ সকল অর্থ ও আয় (পলিসি হোল্ডারগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রিমিয়াম এবং এ্যানুইটি ফান্ডের সুদ ও ডিভিডেন্ড ব্যতীত), এবং সম্পত্তির পুনঃপ্রাপ্তি এবং বিক্রয় বা এ্যানুইটির অনুমোদন হইতে প্রাপ্ত মুনাফাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, কিন্তু সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পত্তির বিক্রয়লব্ধ মুনাফা ইহার বহির্ভূত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ২৮ এর উপ-ধারা (২) এর বিধান অনুসারে ধারা ২৪ এর অধীন কর নির্ধারণযোগ্য করদাতার দখলাধীন সম্পত্তির বার্ষিক মূল্যসহ আয়সমূহ, পূর্বেক্ত ধারায় বিধানাবলির ভিত্তিতে গণনা করা হইবে এবং উক্ত মোট আয় হইতে উক্ত ধারার অধীন অনুমোদনযোগ্য কর্তন অনুমোদন করা হইবে;

(খ) “ব্যবস্থাপনা ব্যয়” অর্থ জীবন বিমা ব্যবসার ব্যবস্থাপনার জন্য একান্তভাবে ব্যয়কৃত কমিশনসহ সমুদয় অর্থ, এবং কোনো কোম্পানি জীবন বিমা ব্যবসাসহ অন্য শ্রেণির ব্যবসা পরিচালনা করিয়া থাকিলে, উক্তরূপ সমগ্র ব্যবসার সাধারণ ব্যবস্থাপনা খাতে ব্যয়কৃত অর্থের ন্যায়সঙ্গত আনুপাতিক অংশও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। বোনাস বা পলিসি হোল্ডারগণকে পরিশোধ করা হইয়াছে বা এতদুদ্দেশ্যে সংরক্ষণ করা হইয়াছে এইরূপ অন্য কোনো অর্থ, এবং

সিকিউরিটি বা অন্যান্য সম্পদের অবচয় ও অর্থ আদায়ে ক্ষতিসমূহ এবং কোনো ব্যবসার মুনাফা ও লাভ গণনার ক্ষেত্রে ধারা ২৯ এর অধীন অনুমোদনযোগ্য ব্যয় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যয় এই তপশিলের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ব্যবস্থাপনা ব্যয় হিসাবে গণ্য হইবে না।

- (গ) “জীবন বিমা ব্যবসা” অর্থ ¹[বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫ (২)] এ সংজ্ঞায়িত অর্থে জীবন বীমা ব্যবসা;
- (ঘ) “সিকিউরিটি” অর্থে স্টক ও শেয়ারও অন্তর্ভুক্ত হইবে;
- (ঙ) “পেনশন ও এ্যানুইটি ব্যবসা” অর্থ কোনো অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড/বার্ধক্য তহবিলের ট্রাস্টির সহিত চুক্তি সম্পর্কিত কোনো জীবন বিমা ব্যবসা, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট চুক্তিটি-
- (অ) কেবল উক্ত তহবিলের উদ্দেশ্যে সম্পাদিত হইয়াছে, এবং
- (আ) চুক্তির বিপরীতে উদ্ধৃত দায় হইতে নিরাপদ রাখিবার লক্ষ্যে যেভাবে চুক্তিটি হইয়াছে, সেইভাবে বিমা ব্যবসা পরিচালনাকারী ব্যক্তি উক্ত সমুদয় দায় মানিয়া ব্যবসাটি পরিচালনা করিতেছেন।

²[ব্যখ্যা।— সন্দেহ দূর করিবার উদ্দেশ্যে, এতদ্বারা ঘোষণা করা যাইতেছে যে, ব্যবস্থাপনা ব্যয় বা এই তপশিলের অধীন অন্য কোনো ব্যয় অনুমোদনের ক্ষেত্রে, ধারা ৩০ এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।]

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (খ) দ্বারা “বিমা আইন, ১৯৩৮ (১৯৩৮ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ২ (২)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনীর পরিবর্তে “বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ৫ (২)” শব্দগুলি, কমা, সংখ্যা ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১২ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৪৩ দ্বারা ব্যাখ্যা সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১৮ হইতে কার্যকর)।

পঞ্চম তপশিল

অংশ ক

পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা ও লাভ গণনা এবং উহার উপর কর নির্ধারণ

[ধারা ২৮ (২) (খ) দ্রষ্টব্য]

১। পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে।- যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি, সরকারের সহিত কোনো চুক্তির অধীন, পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন ব্যবসা পরিচালনা করেন বা পরিচালনা করেন মর্মে গণ্য হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির পরিচালিত অন্যান্য ব্যবসার আয়, মুনাফা ও লাভ হইতে পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান ও উৎপাদন হইতে উদ্ধৃত মুনাফা ও লাভ পৃথকভাবে গণনা করিতে হইবে।

২। মুনাফা গণনা।- অনুচ্ছেদ ১ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নোক্ত অতিরিক্ত ভাতা (allowances) প্রদানের পর ধারা ২৯ এর বিধান সাপেক্ষে, মুনাফা ও লাভ গণনা করিতে হইবে, যথা:-

(ক) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান, বা পেট্রোলিয়ামের মজুদ আবিষ্কার বা পরীক্ষা বা উক্ত স্থানে প্রবেশগম্যতার লক্ষ্যে কোনো ব্যয় বহন করিয়াছেন, তবে, বাণিজ্যিক উৎপাদনের পূর্বেই উক্ত অনুসন্ধান বা আবিষ্কার কার্য বা তদন্ত কর্মকাণ্ড পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইক্ষেত্রে উক্ত পরিত্যক্ত এলাকা বা, ক্ষেত্রমত, শুল্ক কূপ খননের জন্য ক্ষতি হইয়াছে মর্মে গণ্য করিয়া উক্ত ব্যয় উক্ত পরিত্যক্ত এলাকা ও শুল্ক কূপ খনন কার্যের মধ্যে বন্টন করা হইবে। উক্তরূপ ক্ষতির একটি অংশ সরকার এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সহিত সম্পাদিত চুক্তির অধীন নিম্নোক্ত যে কোনো একটি উপায়ে অনুমোদন প্রদান করা হইবে, যথা:-

(অ) যে কোনো বৎসরের উল্লিখিত ক্ষতির উক্ত অংশ উক্ত বৎসরের ডিভিডেন্ড আয় ব্যতীত ব্যবসার অন্য যে কোনো আয়, মুনাফা বা লাভের সহিত সমন্বয় করা হইবে। এই পদ্ধতিতে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হইলে, উক্ত অসমন্বিত অংশ পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং উক্ত বৎসরের আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে একই পদ্ধতিতে সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবেও যদি সমুদয় ক্ষতি সমন্বয় সম্ভব না হয়, তবে উহার পরবর্তী বৎসরে সংশ্লিষ্ট জের টানা ও সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবে অব্যাহত থাকিবে; তবে কোনোভাবেই উক্তরূপ ক্ষতির জের ছয় বৎসরের অধিক টানা যাইবে না।

(আ) কোনো বৎসরে উল্লিখিত ক্ষতির উক্ত অংশ যে আয়বর্ষে ব্যবসার বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইয়াছে উক্ত আয়বর্ষে উহার আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে। যদি উক্ত বৎসরের একই ব্যবসায়ের মুনাফার বিপরীতে উক্ত ক্ষতি সম্পূর্ণ সমন্বয় অসম্ভব হয়, তবে উক্ত ক্ষতির অসমন্বিত অংশ পরবর্তী বৎসরে জের টানা যাইবে এবং উক্ত করদাতার উক্ত বৎসরের অনুরূপ কোনো ব্যবসার মুনাফা বা লাভ, যদি থাকে, উহার বিপরীতে সমন্বয় করা যাইবে এবং এইভাবেও যদি উক্ত ক্ষতির

সমন্বয় সম্পূর্ণভাবে করা অসম্ভব হয়, তবে উক্তরূপ ক্ষতির অঙ্ক পরবর্তী বৎসরে জের হিসাবে টানিয়া নেওয়া যাইবে, এবং এইভাবে অব্যাহত থাকিবে; তবে উক্তরূপ ক্ষতির জের কোনোভাবে দশ বৎসরের অধিক টানা যাইবে না;

- (খ) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর, উহার পূর্ববর্তী সকল ব্যয় দফা (ক) এর অধীন ক্ষতি হিসাবে গণ্য না হইলে এবং বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার সময়ের ব্যবহারাধীন বাস্তব সম্পদের আওতাবহির্ভূত হইলে, উহা বাদযোগ্য খরচ হিসেবে অনুমোদিত হইবে। কোনো বৎসরে উক্তরূপ বাদযোগ্য খরচের যে পরিমাণ অংশ (তবে বাদযোগ্য অর্থের সমষ্টির শতকরা দশ ভাগের অধিক নয়) অনুমোদন দেয়া হইবে, সেই পরিমাণ করদাতা কর্তৃক নিরূপিত হইবে;
- (গ) বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর উৎপাদন ও অনুসন্ধানের সহিত সম্পর্কিত ব্যয়ের অর্থ বাদযোগ্য খরচ হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, অবচয় ভাতা অনুমোদনযোগ্য রহিয়াছে এমন সম্পত্তির উপর কৃত ব্যয় বাদযোগ্য হইবে না এবং তৃতীয় তপশিলের বিধান অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তির উপর অবচয় অনুমোদন করা যাইবে। বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর তারিখের পূর্বে পূর্ববর্তী উপ-দফায় উল্লিখিত বাস্তব সম্পদ অর্জিত হইলে উহা যদি উক্ত তারিখে ব্যবহৃত অবস্থায় থাকে, তাহা হইলে উক্ত সম্পদ বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর সময় প্রকৃত মূল্যের বিনিময়ে নতুনভাবে অর্জন করা হইয়াছিল মর্মে গণ্য করিয়া উক্তরূপ ব্যয়ের ক্ষেত্রেও বাদযোগ্য সুবিধা অনুমোদন করা যাইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর পূর্বে কোনো অবচয় ভাতা অনুমোদিত হইয়াছে, সেইক্ষেত্রে উপরি-উল্লিখিত প্রকৃত মূল্য হইতে উক্ত অনুমোদিত অবচয় ভাতার সমপরিমাণ অর্থ বাদ দিতে হইবে;

- (ঘ) যদি কোনো বৎসর ধারা ২৯ এর অধীন এবং এই অনুচ্ছেদের উপরি-উক্ত দফা (খ) ও (গ) এর অধীন অনুমোদিত বিয়োজন, বাংলাদেশে উৎপাদিত পেট্রোলিয়ামের বিক্রয়লব্ধ মোট প্রাপ্তির অতিরিক্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত প্রাপ্তি ডিভিডেন্ড ভিন্ন অন্যান্য আয়ের সহিত সমন্বয়যোগ্য হইবে, এবং ধারা ৩৭, ৩৮ ও ৪২-এ বর্ণিত পদ্ধতিতে এবং শর্ত সাপেক্ষে, জের টানা যাইবে।

৩। ক্ষয় ভাতা।- বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার তারিখের পরের যেকোনো সমাপ্ত বৎসরের জন্য মুনাফা ও লাভ গণনা করিবার ক্ষেত্রে, এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ব্যবসা বা উক্ত ব্যবসার অংশবিশেষের উৎপাদনের উপর ওয়েলহেড ভেল্যু হিসাবে যে মোট প্রাপ্তি অর্জিত হয়, উহার ১৫ শতাংশ অতিরিক্ত ভাতা প্রদান করা যাইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ভাতা কর্তন না করিয়া যে মুনাফা বা লাভ গণনা করা হয়, উক্ত ভাতা উহার অর্ধেকের অধিক হইতে পারিবে না।

৪। সরকারকে পরিশোধযোগ্য অর্থ ও করসমূহ।- (১) এই অংশের বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ব্যবসা বা ব্যবসার অংশ হইতে অর্জিত মুনাফা বা লাভ হইতে উদ্ধৃত আয়ের ক্ষেত্রে, কোনো করবর্ষে সরকারকে পরিশোধ্য অর্থের পরিমাণ এবং আয়কর¹[***] করদাতার সহিত সম্পাদিত চুক্তির শর্ত অনুসারে নিরূপিত হইবে।

(২) এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সরকারকে অর্থ পরিশোধ” অর্থ সরকারকে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ অথবা বাংলাদেশে সরকারের কোনো কর্তৃপক্ষকে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ,

²[***]

(খ) বাংলাদেশে নির্দিষ্টভাবে তৈল উৎপাদন বা আহরণ শিল্পের জন্য বা উক্তরূপ সকল শিল্পের জন্য আরোপিত যেকোনো কর বা লেভির ক্ষেত্রে, এবং সকল শিল্প প্রতিষ্ঠান এবং বাণিজ্যিক কার্যাবলির জন্য সাধারণভাবে আরোপ করা হয় না এইরূপ কর ও লেভির ক্ষেত্রে, সরকার বা সরকারের যেকোনো কর্তৃপক্ষকে পরিশোধযোগ্য অর্থকে বুঝাইবে।

৫। সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করসমূহের সমন্বয়।- যদি কোনো বৎসরের আয়ের উপর করদাতা কর্তৃক সরকারকে প্রদত্ত অর্থ এবং করের সমষ্টি অনুচ্ছেদ ৪ (১) এ উল্লিখিত চুক্তিতে বর্ণিত পরিমাণ অর্থের অধিক বা কম হয়, সেইক্ষেত্রে সরকারের সহিত তাহার চুক্তির শর্তাবলিতে বর্ণিত আয়ের জন্য যে পরিমাণ অর্থ সরকারকে প্রদেয় হয়, উহার সহিত এবং প্রদেয় করের সমষ্টির সহিত সমতা বিধানার্থে উক্ত করদাতা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করিবে বা, ক্ষেত্রমত, তাহার কর লাঘব করিতে হইবে।

৬। অতিরিক্ত অর্থ প্রদানের জের টানা।- যদি কোনো বৎসর সরকারের নিকট পরিশোধিত কোনো অর্থের পরিমাণ, অনুচ্ছেদ ৪ (১) এ উল্লিখিত চুক্তি অনুযায়ী নির্ধারিত অর্থের অধিক হয়, তাহা হইলে উক্ত অতিরিক্ত অর্থের যে পরিমাণ অর্থ অনুচ্ছেদ ৪ (২) (খ) এ উল্লিখিত কোনো কর বা লেভির অন্তর্ভুক্ত হয়, সেই পরিমাণ অর্থ পরবর্তী বৎসরের জের টানা যাইবে এবং পরবর্তী বৎসরের জন্য অনুচ্ছেদ ৪ ও ৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারকে পরিশোধ করা হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

৭। তৈলের বিক্রয় মূল্য।- এই অংশের অধীন আয় গণনার ক্ষেত্রে, ওয়েলহেড ভেল্যুকে তৈলের বিক্রয়মূল্য হিসাবে ধরা হইবে।

৮। সংজ্ঞা।- এই অংশের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে,-

(ক) “বাণিজ্যিক উৎপাদন” অর্থ সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণ উৎপাদন;

³(খ) “পেট্রোলিয়াম” অর্থ বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম আইন, ১৯৭৪ (১৯৭৪ সনের ৬৯ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত অর্থে পেট্রোলিয়াম, তবে পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম পণ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;]

¹অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা “সরকারের অনুকূলে প্রদত্ত অর্থ এবং অনুচ্ছেদ ৩ এ উল্লিখিত অতিরিক্ত ভাতা কর্তন করিবার পূর্বে উক্ত ব্যবসা বা ব্যবসার অংশবিশেষ হইতে উদ্ধৃত মুনাফা বা লাভের ৫০ শতাংশের কম হইবে না এই শর্ত সাপেক্ষে” শব্দগুলি ও সংখ্যা বিলুপ্ত।

²অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা দফা (ক) বিলুপ্ত।

³অর্থ আইন, ১৯৮৯ (১৯৮৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ১২ দ্বারা দফা (খ) প্রতিস্থাপিত।

- (গ) “সমর্পণ” অর্থ কোনো এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য অধিকার এবং কোনো চুক্তির শর্তাধীনে মেয়াদ উত্তীর্ণ কোনো অধিকারের সমাপ্তি;
- (ঘ) “সমর্পণকৃত এলাকা” অর্থ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক সমর্পণ বা স্বহস্ত ত্যাগ বা ব্যবসা সমাপ্তির মাধ্যমে কোনো এলাকার উপর তাহার অধিকারের সমাপ্তি হইয়া গিয়াছে এমন এলাকা;
- (ঙ) “ওয়েলহেড ভেল্যু (well-head value)” অর্থ করদাতা ও সরকারের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তিতে যে অর্থে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে সেই অর্থে ওয়েলহেড ভেল্যু এবং উক্ত চুক্তিতে সংজ্ঞায়িত করা না হইলে, পেট্রোলিয়াম (উৎপাদন) বিধিমালা, ১৯৪৯ এ সংজ্ঞায়িত অর্থে ওয়েলহেড ভেল্যু।

অংশ-খ

বাংলাদেশে খনিজ মজুদ (পেট্রোলিয়াম ব্যতীত) অনুসন্ধান ও আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসার মাধ্যমে প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভ পরিগণনা

[ধারা ২৮ (২) (গ) দৃষ্টব্য]

১। **খনিজ মজুদ অনুসন্ধান ও আহরণ হইতে অর্জিত মুনাফার পৃথক হিসাব।**- বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম ব্যতীত বর্জ্য-পদার্থ প্রকৃতির খনিজ মজুদ অনুসন্ধান বা আহরণ সম্পর্কিত ব্যবসা পরিচালনার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অর্জিত মুনাফা ও লাভের হিসাব তাহার অন্যান্য ব্যবসা, যদি থাকে, হইতে অর্জিত আয়, মুনাফা বা লাভ হইতে পৃথকভাবে হিসাব করিতে হইবে; এবং এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত ব্যবসা পৃথক প্রতিষ্ঠান হিসাবে (অতঃপর উক্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে উল্লিখিত) বিবেচিত হইবে।

২। **মুনাফা হিসাব।**- (১) উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ, এই অংশের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ধারা ২৯ এর বিধান অনুসারে হিসাব করিতে হইবে।

(২) উক্ত প্রতিষ্ঠান কর্তৃক খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানের জন্য বাণিজ্যিক উৎপাদন পর্যায় পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ, ধারা ৩৭ অনুসারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা সম্ভব না হইলে, ক্ষতি হিসাবে গণ্য করা হইবে।

(৩) উপ-দফা (২) এ উল্লিখিত পদ্ধতিতে হিসাবকৃত ক্ষতি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের আয়ের বিপরীতে সমন্বয় করা হইবে এবং যদি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার আয়বর্ষে উহার অর্জিত আয়, মুনাফা বা লাভের বিপরীতে উক্ত প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি সম্পূর্ণভাবে সমন্বয় করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে যে অংশ সমন্বয় করা সম্ভব হয় নাই উহা পরবর্তী আয় বৎসরে জের হিসাবে সমন্বয় করিতে হইবে এবং পর্যায়ক্রমে সমন্বয় অব্যাহত থাকিবে; তবে কোনো ক্ষতি বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরু হইবার আয়বর্ষ হইতে পরবর্তী অনধিক দশ বৎসর পর্যন্ত সমন্বয় করা যাইবে।

(৪) তৃতীয় তপশিলের অনুচ্ছেদ ৩ ও ৬ এ যাহা কিছুই থাকুক না কোনো, বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হইবার পর, খনিজ আকরিক আহরণের জন্য ক্রয়কৃত বা অর্জিত যন্ত্রপাতি ও প্লান্টের উপর, যে বৎসর উহা প্রথম ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই বৎসরের মুনাফা ও লাভের বিপরীতে অনুরূপ সম্পদের প্রকৃত ব্যয়ের সমান হারে অবচয় ভাতা অনুমোদন করা যাইবে; যেক্ষেত্রে কোনো বৎসরে মুনাফা বা লাভ অর্জিত না হইবার বা অর্জিত মুনাফা বা লাভ অবচয় ভাতা অপেক্ষা কম হইবার কারণে অনুরূপ ভাতা সম্পূর্ণভাবে অনুমোদন করা সম্ভব হয় না, সেইক্ষেত্রে উক্ত অপরিশোধিত অবচয় ভাতা বা উহার অংশবিশেষ পরবর্তী বৎসরের অবচয় ভাতার সহিত যুক্ত হইবে এবং, ক্ষেত্রমত, উক্ত ভাতার অংশ হিসাবে গণ্য হইবে অথবা, যদি উক্ত বৎসরে কোনো ভাতা না থাকে, তাহা হইলে উক্ত বৎসরের ভাতা হিসাবে গণ্য হইবে এবং পরবর্তী বৎসর গুলিতেও একই নিয়মে অব্যাহত থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (৩) এর অধীন কোনো ক্ষতি জের হিসাবে টানা হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত জের উক্ত অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে একইভাবে কার্যকর থাকিবে।

৩। ক্ষয় ভাতা।- (১) কোনো বৎসরে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মুনাফা ও লাভ হিসাব করিবার ক্ষেত্রে, অতিরিক্ত সুবিধা (অতঃপর ক্ষয় ভাতা হিসাবে উল্লিখিত) অনুমোদন করা যাইবে যাহা উক্ত প্রতিষ্ঠানের মোট আয়ের ১৫ শতাংশের সমান (উক্তরূপ ভাতা বিয়োজনের পূর্বে) বা উক্ত প্রতিষ্ঠানের বিনিয়োগকৃত মূলধনের ৫০ শতাংশের সমান, (এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধান অনুসারে উক্তরূপ মূলধন হিসাব করিয়া), এই দুইয়ের মধ্যে যাহা কম।

(২) উপ-দফা (১) এর অধীন কোনো ক্ষয় ভাতা অনুমোদন করা হইবে না, যদি না ক্ষয় ভাতার সমপরিমাণ অর্থ সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে উক্ত প্রতিষ্ঠানের লাভ ও ক্ষতির হিসাবে বিয়োজন করা হয়; এবং উক্ত প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত তহবিলে জমা করা হয়।

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো বৎসরে ক্ষয় ভাতা অনুমোদন করা হয়, এবং পরবর্তীতে উক্ত অর্থ উপ-দফা (২) এ নির্ধারিত লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্তরূপ সুবিধা হিসাবে যে পরিমাণ অর্থ প্রকৃতভাবে অনুমোদিত হইয়াছিল, উহা ভুলক্রমে অনুমোদিত হইয়াছিল মর্মে গণ্য হইবে; এবং এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কোনো, উপ-কর কমিশনার সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে করদাতার মোট আয় পুনর্গণনা করিতে পারিবেন এবং ধারা ৯৩ ও ৯৪ এর বিধানাবলি আলোচ্য ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব প্রযোজ্য হইবে এবং যে বৎসর উক্ত অর্থ ব্যবহার করা হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার তারিখ হইতে ধারা ৯৪ এ নির্ধারিত ¹[তামাদি] মেয়াদ গণনা করা হইবে।

৪। মজুদ খনিজ পদার্থ শোধন বা ঘনিভবন কার্য হইতে উদ্ধৃত মুনাফার উপর কর অব্যাহতি। - (১) যেক্ষেত্রে অনুরূপ প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ হইতে আহরণকৃত খনিজ পদার্থ বাংলাদেশেই শোধন বা ঘনিভবন কার্যে নিযুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধনের পঁচ শতাংশ অতিক্রম না করে এইরূপ উক্ত ব্যবসা হইতে অর্জনকৃত মুনাফা ও লাভের অংশ (অতঃপর উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ মুনাফা ও লাভের অর্থ হিসাবে উল্লিখিত) আয় কর অব্যাহতি পাইবে; এবং এই দফার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, অনুরূপ ব্যবসায় বিনিয়োগকৃত মূলধন বোর্ড কর্তৃক প্রণীত বিধিমালা অনুসারে হিসাব করা হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫০ দ্বারা “চার বৎসর” শব্দগুলির পরিবর্তে “তামাদি” শব্দটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো কর নির্ধারণি বৎসরে অনুরূপ ব্যবসার মুনাফা ও লাভ এইরূপভাবে গণনা করা হয়, যাহার মেয়াদ এক বৎসরের কম বা বেশি, সেইক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত মুনাফা ও লাভের পরিমাণ এক বৎসরের মেয়াদের বিবেচ্য সময়ের জন্য বর্ণিত মুনাফা ও লাভের আনুপাতিক হারের সমান হইবে।

(৩) এই দফা যে ব্যবসার মুনাফা ও লাভের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, উহার মুনাফা ও লাভ ধারা ২৮ ও ২৯ এর বিধান অনুসারে হিসাব করা হইবে।

(৪) এই দফার কোনো কিছুই বিদ্যমান কোনো ব্যবসার বিভাজন বা পুনর্গঠনের মাধ্যমে স্থাপিত কোনো ব্যবসায় অথবা ১৯৮৩ সনের জুলাই মাসের প্রথম দিবসে বা তৎপূর্বে পরিচালিত কোনো ব্যবসায় ব্যবহৃত হইয়াছে এইরূপ ভবন, মেশিনারি বা প্লান্ট নূতন কোনো ব্যবসায় স্থানান্তরের মাধ্যমে স্থাপিত কোনো ব্যবসার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

(৫) এই দফার বিধানাবলি যে আয়বর্ষে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু হইয়াছিল, সেই আয়বর্ষের পরবর্তী বৎসরের কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে, অথবা অনুচ্ছেদ ২ (৩) এর অধীন ক্ষতি অথবা, ক্ষেত্রমত, অনুচ্ছেদ ২ (৪) এর অধীন অনুমোদিত কোনো ভাতা, যদি থাকে, পূর্ণ সমন্বয় বা কর্তনের ক্ষেত্রে, যাহা পরে ঘটে, এবং পরবর্তী চার বৎসরের জন্য কর নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে।

ষষ্ঠ তপশিল
অংশ ক
মোট আয়ের বহির্ভূতকরণ
[ধারা ৪৪ (১) দ্রষ্টব্য]

১। (১) ট্রাস্ট বা অন্যবিধ আইনগত বাধ্য-বাধকতার ¹[***] অধীন সম্পূর্ণভাবে দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ধারণকৃত ²[গৃহ-সম্পত্তি] হইতে অর্জিত আয় এবং অনুরূপ ধারণকৃত ³[গৃহ-সম্পত্তির] অংশ-বিশেষের জন্য কেবল অনুরূপ উদ্দেশ্যে ব্যয়কৃত আয় বা অনুরূপ উদ্দেশ্যে চূড়ান্তভাবে পৃথক করে রাখা আয়।

⁴[ব্যাখ্যা: এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে, এই অনুচ্ছেদের বিধানবলি প্রযোজ্য হইবে না।]

⁵[১ক। এনজিও বিষয়ক ব্যুরো কর্তৃক নিবন্ধিত কোনো বেসরকারি সংস্থার ক্ষুদ্র ঋণ কর্মকান্ড হইতে উদ্ধৃত যেকোনো সার্ভিস চার্জ।

ব্যাখ্যা।— এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “সার্ভিস চার্জ” অর্থ বেসরকারি সংস্থার নিকট হইতে ক্ষুদ্র ঋণ কর্মকান্ডের অধীন ঋণকৃত অর্থের জন্য ঋণ-গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধকৃত বা পরিশোধ্য যেকোনো আর্থিক চার্জ বা সুদ বা মুনাফার শেয়ার, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন।]

(২) যেক্ষেত্রে কোনো আয়বর্ষের কোনো আয় দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ব্যবহৃত হয় না, অথবা ব্যবহৃত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হয় না, কিন্তু উক্ত আয় বাংলাদেশে সমরূপ উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পুঞ্জীভূত হয় কিংবা চূড়ান্তভাবে পৃথক করিয়া রাখা হয়, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ পূরণ করিবার শর্তে, আয় গ্রহণকারী ব্যক্তির উক্ত বৎসরের মোট আয়ের মধ্যে উক্তরূপ আয় অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা:-

(ক) উক্ত ব্যক্তি কি কারণে অনুরূপ অর্থ পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখিতেছেন এবং কত সময়ের মধ্যে (যাহা কোনো অবস্থাতেই দশ বৎসরের অধিক হইতে পারিবে না) অনুরূপ অর্থ পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইবে, তাহা উপ-কর কমিশনারকে লিখিত নোটিশযোগে অবহিত করিতে হইবে;

(খ) অনুরূপ পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা অর্থ-

(অ) সরকারি ঋণ আইন, ১৯৪৪ (১৯৪৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ২(২) এ সংজ্ঞায়িত সরকারি সিকিউরিটিতে অথবা এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত অন্য যে কোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ করা হইয়াছে; অথবা

¹ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ দ্বারা “অথবা উক্ত ট্রাস্ট বা বাধ্য-বাধকতার দ্বারা পরিচালিত ক্ষুদ্র ঋণ হইতে” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৬৮ দ্বারা “সম্পত্তি” শব্দটির পরিবর্তে “গৃহ-সম্পত্তি” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৩০ নং আইন) এর ধারা ৬৮ দ্বারা “সম্পত্তির” শব্দটির পরিবর্তে “গৃহ-সম্পত্তির” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ দ্বারা ব্যাখ্যা সম্মিলিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ দ্বারা অনুচ্ছেদ ১ক প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

(আ) ডাকঘর সঞ্চয় ব্যাংকের যে কোনো হিসাবে জমা রাখা হইয়াছে¹; অথবা

²[(ই) -এর অন্যান্য পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ এইরূপ কোনো তপশিলি ব্যাংকের হিসাবে জমা রাখা হইয়াছে যাহার একাদশ শতাংশ বা উহার অধিক শেয়ার সরকার কর্তৃক ধারণকৃত এবং অবশিষ্ট অংশ অন্য কোনো তপশিলি ব্যাংকে জমা রাখা যাইবে।]

(৩) যেক্ষেত্রে কোনো আয় যাহা-

- (ক) দাতব্য বা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ভিন্ন অন্যকোনো উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে ব্যবহৃত হইয়াছে অথবা উক্তরূপ উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে পুঞ্জীভূত বা পৃথক করা সমাপ্ত হইয়াছে; অথবা
- (খ) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ উল্লিখিত কোনো এ্যাকাউন্টে জমা অথবা কোনো সিকিউরিটিতে বিনিয়োগ সমাপ্ত হইয়াছে; অথবা
- (গ) উপ-অনুচ্ছেদ (২)-এ উল্লিখিত মেয়াদে বা এইরূপ মেয়াদ অতিক্রম হইবার অব্যবহিত পরের বৎসর যে উদ্দেশ্যে পুঞ্জীভূত বা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করা হয় নাই;

সেইক্ষেত্রে উক্ত আয় যে আয়বর্ষে উক্তরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে বা পুঞ্জীভূতকরণে নিবৃত্ত রাখা হইয়াছে বা পৃথক রাখা হইয়াছে অথবা উক্তরূপ বিনিয়োগ বা, ক্ষেত্রমত, জমা রাখা হইতে নিবৃত্ত করা হইয়াছে, সেই আয়বর্ষে অথবা উপরিবর্ণিত সময় উত্তীর্ণ হইবার অব্যবহিত পরবর্তী আয় বৎসরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির আয় হিসাবে গণ্য করা হইবে।

³[***]

২।⁴[ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা] যাহা কেবল ধর্মীয় বা দাতব্য উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলির অধীন জনগণের কল্যাণ নিশ্চিত করে না এইরূপ বেসরকারি ধর্মীয় ট্রাস্টের মোট আয়ের কোনো অংশের জন্যই অনুচ্ছেদ ১ বা ২ অনুসারে অব্যাহতি কার্যকর করা যাইবে না।

⁵[৩। কোনো স্থানীয় সরকারের আয়।]

৪। (১) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ ভবিষ্য তহবিলে উপচিত বা তহবিল হইতে উদ্ধৃত যে কোনো আয়।

¹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (ক) দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “, বা” কমা ও শব্দটি প্রতিস্থাপিত এবং উপ-দফা (ই) সন্নিবেশিত।

² অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক)(অ) দ্বারা উপ-দফা (ই) প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা ব্যাখ্যা বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (খ) দ্বারা “স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা হইতে উদ্ধৃত ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠানের আয়” শব্দগুলির পরিবর্তে “ধর্মীয় বা দাতব্য প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত স্বেচ্ছায় প্রদত্ত চাঁদা” অনুচ্ছেদ ১ক প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮৩ দ্বারা অনুচ্ছেদ ৩ প্রতিস্থাপিত।

(২) ¹[বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)] এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিলে উপচিত বা তহবিল হইতে উদ্ধৃত যে কোনো আয়, নির্ধারিত শর্ত বা সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে।

৫। কোনো অফিস বা চাকরিতে দায়িত্ব পালনের সূত্রে সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যিকতা অনুসারে ব্যয়ভার সংকুলানের জন্য বিশেষভাবে মঞ্জুরিকৃত যে কোনো বিশেষভাতা, সুবিধাদি অথবা বেতনপূরক (perquisite)।

²[৬। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড ³[বা পেনশন ফান্ড] এবং অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ডের পক্ষে ট্রাস্টি কর্তৃক প্রাপ্ত যে কোনো আয়।]

৭। নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রাপ্ত যে কোনো আয়-

- (ক) কোনো রাষ্ট্রদূত, হাইকমিশনার, এনভয়, মিনিষ্টার, চার্জ দ্য এ্যাফেয়ার্স, কমিশনার, কাউন্সিলর, কনসল দ্য কেরিয়ার, সেক্রেটারি, দূতাবাসের উপদেষ্টা বা এটাচি, হাই কমিশন, বৈদেশিক রাষ্ট্রের লিগেশন বা কমিশন কর্তৃক তাহাদের অনুরূপ যোগ্যতায় চাকরি সূত্রে সংশ্লিষ্ট সরকার হইতে প্রাপ্ত বেতনাদি;
- (খ) বাংলাদেশে অবস্থিত বিদেশি রাষ্ট্রের ট্রেড কমিশনার বা অন্যান্য সরকারি প্রতিনিধি (বেতন গ্রহণ করেন এইরূপ মর্যাদার ব্যক্তির অনুরূপ অফিস না থাকিলে) বেতন বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকেন, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রে অনুরূপ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সমমর্যাদার উক্তরূপ কর্মকর্তা যদি উক্ত দেশে একই ধরনের অব্যাহতি ভোগ করিয়া থাকেন;
- (গ) পূর্বোক্ত দফা (ক) এবং (খ) তে উল্লিখিত কোনো কর্মকর্তার সহায়ক কোনো কর্মচারী (অফিস স্টাফের সদস্য) কর্তৃক বেতন হিসাবে গৃহীত আয়, যখন উক্ত সহায়ক কর্মচারী বাংলাদেশের নাগরিক না হন এবং তাহার প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রের নাগরিক হন কিংবা অন্য কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের নাগরিক হন এবং উক্ত অফিস স্টাফের সদস্য হিসাবে ব্যতীত বাংলাদেশে কোনো ব্যবসা বা পেশা বা চাকুরীতে নিযুক্ত না থাকেন, এবং ঐরূপ প্রতিনিধিত্বকারী রাষ্ট্রে কর্মরত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সমমর্যাদার কর্মকর্তা-কর্মচারীর ক্ষেত্রে সমপ্রকৃতির অব্যাহতির বিধান কার্যকর থাকে।

⁴[৮। সরকার বা কোনো অনুমোদিত পেনশন ফান্ড হইতে কোনো করদাতা কর্তৃক প্রাপ্য বা প্রাপ্ত অবসর ভাতা।]

৯। [অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ দ্বারা বিলুপ্ত।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (গ) দ্বারা “কোম্পানীর মুনাফা (শ্রমিকের অংশগ্রহণ) আইন, ১৯৬৮ (১৯৬৮ সনের ১২ নং আইন)” শব্দগুলি, কমা, বন্ধনীগুলি ও সংখ্যাগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন) শব্দগুলি, কমা, বন্ধনী ও সংখ্যাগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ১৯৯৩(১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা অনুচ্ছেদ ৬ প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (ক) (অ) দ্বারা “অনুমোদিত সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড” শব্দগুলির পরে “বা পেনশন ফান্ড” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০১২ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫১ (ক) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৮ প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

১০। [অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১১। [অর্থ আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা বিলুপ্ত।]

¹[১১ক। কোনো একক ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে নিবন্ধিত কোনো কোম্পানি বা কোম্পানিসমূহ হইতে লভ্যাংশ (dividend) হিসাবে গৃহীত সাকুল্যে অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকার সমপরিমাণ অর্থ।]

²[***]

১৪। “সম্পত্তি হইতে আয়” খাতের অধীন ধার্যকৃত যে কোনো আয়-

(ক) ১ জুলাই, ১৯৭৫ হইতে ৩০ জুন, ১৯৮০ সালের মধ্যে (উভয় দিনসহ) যে কোনো সময় নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত হইয়াছে, এবং প্রকৃতই ও একমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো ইमारতের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, উহার নির্মাণ কার্য সম্পনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য-

(অ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইमारতের বার্ষিক অনুরূপ সম্পূর্ণ মূল্য;
মূল্য আট হাজার চারশত টাকা
অতিক্রম না করে,

(আ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইमारতের বার্ষিক আট হাজার চারশত টাকা:
মূল্য আট হাজার চারশত টাকা
অতিক্রম করে,

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে করদাতা একের অধিক অনুরূপ ইमारতের জন্য অব্যাহতি দাবি করেন, সেইক্ষেত্রে এই দফার অধীন অনুরূপ অংশের জন্য অব্যাহতির পরিমাণ ইमारতের বার্ষিক মূল্যের সমষ্টির সমান হইবে, যাহা অনধিক আট হাজার চারশত টাকা;

(খ) ১ জুলাই, ১৯৮০ হইতে ৩০ জুন ১৯৮৫ সালের মধ্যে (উভয় দিনসহ) যে কোনো সময় নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত হইয়াছে এবং প্রকৃতই ও একমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো ইमारতের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, উহার নির্মাণ কার্য সম্পনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য-

(অ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইमारতের বার্ষিক অনুরূপ সম্পূর্ণ মূল্য;
মূল্য পনের হাজার টাকা অতিক্রম

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক)(আ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ১১ক প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ১২ ও ১৩ বিলুপ্ত।

না করে,

(আ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইমারতের বার্ষিক পনের হাজার টাকা:
মূল্য পনের হাজার টাকা অতিক্রম
করে,

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে করদাতা একের অধিক অনুরূপ ইমারতের জন্য অব্যাহতি দাবি করেন, সেইক্ষেত্রে এই দফার অধীন ঐরূপ অংশের জন্য অব্যাহতির পরিমাণ ইমারতের বার্ষিক মূল্যের সমষ্টির সমান হইবে, যাহা অনধিক পনের হাজার টাকা;

- (গ) ১ জুলাই, ১৯৭৫ হইতে ৩০ জুন ১৯৮০ সালের মধ্যে (উভয় দিনসহ) যে কোনো সময় নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত হইয়াছে এবং প্রকৃতই ও একমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো ইমারতের ক্ষেত্রে অনুরূপ সমাপ্তির তারিখ হইতে, উহার আয়তন-স্তর দুই হাজার বর্গফুট অতিক্রম না করিবার শর্ত সাপেক্ষে, পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য। গৃহ নির্মাণ কোম্পানি, সোসাইটি এবং এস্টেট কর্তৃক নির্মিত বাংলো, ফ্লাট, এপার্টমেন্ট অথবা ইউনিট (অতঃপর ইউনিট হিসাবে উল্লিখিত) ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রে আয়তন-স্তর দুই হাজার বর্গ ফুটের অধিক না হইলে, এই দফার অধীন অব্যাহতি কার্যকর হইবে যদি এই প্রকার নির্মাণ কাজ অনূন্য পঁচিশ ইউনিট বিশিষ্ট হয়;
- (ঘ) ১ জুলাই, ১৯৮০ হইতে ৩০ জুন ১৯৮৫ সালের মধ্যে (উভয় দিনসহ) যে কোনো সময় উহার নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত হইয়াছে এবং প্রকৃতই ও একমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো ইমারতের ক্ষেত্রে অনুরূপ সমাপ্তির তারিখ হইতে উহার আয়তন-স্তর দুই হাজার বর্গফুট অতিক্রম না করিবার শর্ত সাপেক্ষে, পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য। গৃহ নির্মাণ কোম্পানি, সোসাইটি এবং এস্টেট কর্তৃক নির্মিত বাংলো, ফ্লাট, এপার্টমেন্ট অথবা ইউনিট (অতঃপর ইউনিট হিসাবে উল্লিখিত) ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রে আয়তন-স্তর এক হাজার বর্গ ফুটের অধিক না হইলে, এই দফার অধীন অব্যাহতি কার্যকর হইবে, যদি এইপ্রকার নির্মাণ কাজ অনূন্য পঁচিশ ইউনিট বিশিষ্ট হয় ¹;
- (ঙ) ১ জুলাই, ১৯৮৫ হইতে ৩০ জুন ১৯৯০ সালের মধ্যে (উভয় দিনসহ) যে কোনো সময় উহার নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত হইয়াছে এবং প্রকৃতই ও একমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয়

¹ অর্থ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩২ নং অধ্যাদেশ) এর ধারা ৮ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ঙ) ও (চ) সংযোজিত।

এইরূপ কোনো ইमारতের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, উহার নির্মাণ কার্য সম্পনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য-

(অ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইमारতের বার্ষিক মূল্য পনের হাজার টাকা অতিক্রম না করে, অনুরূপ সম্পূর্ণ মূল্য;

(আ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইमारতের বার্ষিক মূল্য পনের হাজার টাকা অতিক্রম করে, পনের হাজার টাকা;

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে করদাতা একের অধিক অনুরূপ ইमारতের জন্য অব্যাহতি দাবি করেন, সেইক্ষেত্রে এই দফার অধীন উক্তরূপ অংশের জন্য অব্যাহতির পরিমাণ ইमारতের বার্ষিক মূল্যের সমষ্টির সমান হইবে, যাহা অনধিক পনের হাজার টাকা;

(চ) ১ জুলাই, ১৯৮৫ হইতে ৩০ জুন ১৯৯০ সালের মধ্যে (উভয় দিনসহ) যে কোনো সময় উহার নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত হইয়াছে এবং প্রকৃতই ও একমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো ইमारতের ক্ষেত্রে অনুরূপ সমাপ্তির তারিখ হইতে উহার আয়তন-স্তর এক হাজার বর্গফুট অতিক্রম না করিবার শর্ত সাপেক্ষে, পরবর্তী পাঁচ বৎসরের জন্য। গৃহ নির্মাণ কোম্পানি, সোসাইটি এবং এস্টেট কর্তৃক নির্মিত বাংলা, ফ্লাট, এপার্টমেন্ট অথবা ইউনিট (অতঃপর ইউনিট হিসাবে উল্লিখিত) ইত্যাদির প্রতিটি ক্ষেত্রে আয়তন-স্তর এক হাজার বর্গ ফুটের অধিক না হইলে, এই দফার অধীন অব্যাহতি কার্যকর হইবে, যদি এইপ্রকার নির্মাণ কাজ অনূন পঁচিশ ইউনিট বিশিষ্ট হয় ¹;

(ছ) ১ জুলাই, ১৯৯০ হইতে ৩০ জুন ১৯৯৫ সালের মধ্যে (উভয় দিনসহ) যে কোনো সময় উহার নির্মাণ কাজ শুরু ও সমাপ্ত হইয়াছে এবং প্রকৃতই ও একমাত্র আবাসিক উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হয় এইরূপ কোনো ইमारতের ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে, উহার নির্মাণ কার্য সম্পনের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য-

(অ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইमारতের বার্ষিক মূল্য ²[ত্রিশ হাজার টাকা] অতিক্রম অতিক্রম না করে, অনুরূপ সম্পূর্ণ মূল্য;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “;” সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর দফা (ছ) সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “বিশ হাজার টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ হাজার টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

(আ) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ইমারতের বার্ষিক
মূল্য ¹[ত্রিশ হাজার টাকা] অতিক্রম
করে,

²[ত্রিশ হাজার টাকা]:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে করদাতা একের অধিক অনুরূপ ইমারতের জন্য
অব্যাহতি দাবি করেন, সেইক্ষেত্রে এই দফার অধীন উক্তরূপ অংশের জন্য অব্যাহতির
পরিমাণ ইমারতের বার্ষিক মূল্যের সমষ্টির সমান হইবে, যাহা অনধিক ³[ত্রিশ হাজার
টাকা]।]

⁴[***]

১৫। [অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা বিলুপ্ত (১ জুলাই, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।]

১৬। [অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা বিলুপ্ত (১ জুলাই, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।]

১৭। [অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা বিলুপ্ত (১ জুলাই, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।]

১৮। কোনো করদাতা কর্তৃক অংশীদার হিসাবে তাহার অংশের হারে প্রাপ্ত মূলধনি লাভ হইতে অর্জিত আয় যদি
উক্ত লাভের উপর সংশ্লিষ্ট ফার্ম কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়।

১৯। হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যাহা তিনি পরিবারের আয়
হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

⁵[২০। গ্র্যাচুইটি হিসাবে সরকার বা কোনো অনুমোদিত গ্র্যাচুইটি ফান্ড হইতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত অনধিক দুই
কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার সমপরিমাণ আয়।]

২১। নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে পরিশোধকৃত অর্থ:

- (ক) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য
তহবিল; অথবা
- (খ) নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে গঠিত কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল; অথবা
- (গ) নির্ধারিত শর্ত ও সীমাবদ্ধতা সাপেক্ষে গঠিত কোনো অনুমোদিত বার্ষিক্য
তহবিল/সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ড; অথবা

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “বিশ হাজার টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ হাজার টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “বিশ হাজার টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ হাজার টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

³ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা “বিশ হাজার টাকা” শব্দগুলির পরিবর্তে “ত্রিশ হাজার টাকা” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (জ) বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫১ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ২০ প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

¹[(ঘ) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন)] এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল হইতে কোনো ব্যক্তিকে প্রদত্ত অনধিক পঞ্চাশ হাজার টাকা, উক্তরূপ পরিশোধের উপর কর অব্যাহতি সম্পর্কে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন।]

২২। [অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা বিলুপ্ত।]

²[২২ক। কোনো মিউচুয়াল ফান্ড বা ইউনিট ফান্ড ³[***] হইতে পঁচিশ হাজার টাকা পর্যন্ত কোনো আয়।]

⁴[২৪। করদাতা কর্তৃক “সিকিউরিটির সুদ” খাতের অধীন শ্রেণিবিন্যাসযোগ্য সরকারি সিকিউরিটি হইতে অর্জিত সুদ, যাহা এইরূপ শর্তাধীনে ইস্যু করা হইয়াছিল যে, উহা হইতে উদ্ধৃত আয়ের উপর করদায় বর্তাইবে না।]

⁵[২৪ক। কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হইতে গৃহীত কোনো আয়।]

২৫। স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে কোনো কর্মচারীর পুঞ্জীভূত স্থিতির উপর জমাকৃত সুদ, যদি উহা সংশ্লিষ্ট বৎসরে উক্ত কর্মচারীর বেতনের এক-তৃতীয়াংশ অতিক্রম না করে এবং এতদুদ্দেশ্যে বোর্ড কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত হারের আওতায় অনুমোদিত হয়।]

⁶[২৬। সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থাসহ তৎকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এতদুদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্পন অনুসারে গৃহীত যে কোনো পরিমাণ অর্থ।]

⁷[২৭। আপাতত বলবৎ কোনো আদেশে বা প্রবিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, রাজ্যমাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার যেকোনো ব্যক্তি, যিনি আদিবাসী পাহাড়ী, বর্ণিত পার্বত্য জেলাসমূহের মধ্যে তৎকর্তৃক পরিচালিত যেকোনো অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হইতে উদ্ধৃত আয়।]

২৮। বাংলাদেশে নিবন্ধিত হয় নাই এইরূপ কোনো কোম্পানি ব্যতীত, কোনো ব্যক্তি করদাতার আয়ের পঞ্চাশ শতাংশ অর্থ যাহা তাহার ⁸[রপ্তানি বাণিজ্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রজ্ঞাপন দ্বারা কর অব্যাহতি অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুবিধাভোগী করদাতার ক্ষেত্রে উক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না]।]

¹ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৬৫ (ক) দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (ঘ) প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৩৯ দ্বারা অনুচ্ছেদ ২২ (ক) প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০০৮ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬৩ (ঘ) দ্বারা “এর লভ্যাংশ” শব্দগুলি বিলুপ্ত (১ জুলাই, ২০১৫ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা পূর্বের অনুচ্ছেদ ২৩ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ২৪ ও ২৫ প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬৩ (ঙ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ২৪ক সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১৫ হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা অনুচ্ছেদ ২৬ সংযোজিত।

⁷ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা পূর্বের অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮ সন্নিবেশিত।

⁸ অর্থ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৭ নং আইন) এর ধারা ৩৫ দ্বারা “রপ্তানি বাণিজ্য হইতে” শব্দগুলির পরিবর্তে “রপ্তানি বাণিজ্য হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে, তবে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রজ্ঞাপন দ্বারা কর অব্যাহতি বা হ্রাসকৃত হারে কর প্রদানের সুবিধাভোগী করদাতার ক্ষেত্রে, উক্ত বিধান প্রযোজ্য হইবে না” শব্দগুলি ও কমাগুলি প্রতিস্থাপিত।

ব্যাখ্যা: এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, “রপ্তানি বাণিজ্য” অর্থে অন্তর্ভুক্ত হইবে-

- (অ) বৈদেশিক বিনিময় কোটায় ফ্রয় কর্মসূচির বিপরীতে কোনো এজেন্সির নিকট দেশের অভ্যন্তরে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত কোনো মেশিনারি, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়; এবং
- (আ) অভ্যন্তরীণ ব্যাক-টু-ব্যাক ঋণপত্রের অধীন রপ্তানিমুখি শিল্প প্রতিষ্ঠানে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত কাঁচামাল এবং অন্যান্য উপকরণ (inputs) সরবরাহ।]

¹[২৯। একমাত্র আয়ের উৎস কৃষি এইরূপ কোনো ব্যক্তি-করদাতার “কৃষি আয়” খাতের অধীন করযোগ্য অনধিক ²[দুই লক্ষ] টাকা সমপরিমাণ যেকোনো আয়।]

³[***]

৩১। [অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা বিলুপ্ত।]

৩১ক। [অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫৬ দ্বারা বিলুপ্ত (১ জুলাই ২০০৭ হইতে কার্যকর)।]

⁴[***]

৩২। [অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ দ্বারা বিলুপ্ত।]

⁵[৩২ক। পেনশনারস’ সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের মোট পুঞ্জীভূত বিনিয়োগ পাঁচ লক্ষ টাকা অতিক্রম করে না।]

⁶[৩৩। ১ জুলাই, ২০১৮ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত কোনো ব্যবসা হইতে উদ্ভূত উদ্ভূত বাংলাদেশি নিবাসী বা অনিবাসী কোনো ব্যক্তির আয়, তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি ধারা ৭৫ এর বিধানাবলি অনুসারে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিবে, যথা:-

- (ক) সফটওয়্যার ডেভলপমেন্ট;
- (খ) সফটওয়্যার বা এ্যাপ্লিকেশন কাস্টমাইজেশন;
- (গ) নেশনওয়াইড টেলিকমুনিকেশন ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক (এনটিটিএন);
- (ঘ) ডিজিটাল কন্টেন্ট ডেভলপমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট;
- (ঙ) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভলপমেন্ট;

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৪ দ্বারা অনুচ্ছেদ ১৯ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (ঙ) দ্বারা “পঞ্চাশ হাজার” শব্দগুলির পরিবর্তে “দুই লক্ষ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৩০ বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৩১খ বিলুপ্ত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৬ (২০১৬ সনের ২৮ নং আইন) এর ধারা ৬৫ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৩২ক প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫১ (ক) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৩৩ প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

- (চ) ওয়েবসাইট ডেভলপমেন্ট;
- (ছ) ওয়েবসাইট সার্ভিস;
- (জ) ওয়েব লিস্টিং;
- (ঝ) আইটি প্রসেস আউটসোর্সিং;
- (ঞ) ওয়েবসাইট হোস্টিং;
- (ট) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন;
- (ঠ) ডিজিটাল ড্যাটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং;
- (ড) ডিজিটাল ড্যাটা এনালিটিক্স;
- (ঢ) গ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (জিআইএস);
- (ণ) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস;
- (ত) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস;
- (থ) কল সেন্টার সার্ভিস;
- (দ) ওভারসিজ মেডিকেল ট্রান্সক্রিপশন;
- (ধ) সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন সার্ভিস;
- (নে) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং;
- (প) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং;
- (ফ) সাইভার সিকিউরিটি সার্ভিস।]

৩৪। ১ জুলাই, ২০০৮ হইতে ৩০ জুন, ২০১১ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, মৎস্য চাষ, হাস-মুরগি পালন, ¹[***] বীজ উৎপাদন, স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত বীজ বাজারজাতকরণ, গবাদি পশুর খামার, দুগ্ধ খামার, উদ্যানপালন, ব্যাঙের খামার, মাসরুম চাষ, পুস্পচাষ, রেশমের চাষ হইতে উদ্ভূত যেকোনো আয়, যথা:-

²[(ক) যদি উক্তরূপ আয় এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা অতিক্রম করে, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক উক্ত আয়ের ন্যূনতম দশ শতাংশ অর্থ আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী ছয় মাসের মধ্যে

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৮ দ্বারা “পিলিটেড পল্ট্রি ফুড,” শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (জ) দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (ক) প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা সিকিউরিটিজ ক্রয়ে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং উক্ত বন্ড বা সিকিউরিটিজ মেয়াদপূর্তি পর্যন্ত ধারণ করিতে হইবে;]

- (খ) উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের ¹[ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (৫) এর] বিধান অনুসারে রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে; এবং
- (গ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ সমাপ্ত হইবার পরবর্তী পাঁচ বৎসরের মধ্যে এইরূপ আয় হস্তান্তর করা যাইবে না²।:

তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত মৎস্য চাষ হইতে আয়-এর বিষয়ে যে বিধান বর্ণিত হইয়াছে এই অধ্যাদেশের ধারা ২ এর দফা (২০) এ সংজ্ঞায়িত কোনো কোম্পানির ক্ষেত্রে উহা প্রযোজ্য হইবে না।]

৩৫। ১ জুলাই, ২০০৮ হইতে ৩০ জুন ³[২০২৪] পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হস্তশিল্পজাত পণ্য রপ্তানি হইতে উদ্ধৃত আয়।

৩৬। বাংলাদেশ সরকারের সহিত পেট্রোলিয়াম শেয়ারিং কন্ট্রাক্ট (পিএসসি) এর অধীন বাংলাদেশে পেট্রোলিয়াম পণ্য অনুসন্ধান নিয়োজিত কোনো পেট্রোলিয়াম অনুসন্ধান কোম্পানির পক্ষে সরকার কর্তৃক কর হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ।

৩৭। বেসরকারি কৃষি কলেজ বা বেসরকারি কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক কৃষি শিক্ষা কার্যক্রম হইতে উদ্ধৃত আয়।

⁴[৩৮। সিটি কর্পোরেশন, ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড, টঞ্জি উপজেলা, নারায়ণগঞ্জ পৌরসভা, গাজীপুর পৌরসভা এবং ঢাকা জেলার অধীন কোনো পৌরসভা এলাকা ব্যতীত, বাংলাদেশের অন্য কোনো এলাকায় ১ জুলাই, ২০০৯ হইতে ৩০ জুন, ২০১৪ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে (উভয় দিনসহ) নির্মিত কমপক্ষে দশটি ফ্ল্যাট বিশিষ্ট অনূন্য পাঁচ তলা ভবন হইতে উদ্ধৃত আয়, উক্ত ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হইবার তারিখ হইতে পরবর্তী দশ বৎসরের জন্য।]

৩৯। বাৎসরিক অনধিক ⁵[পঞ্চাশ লক্ষ] টাকা টার্ন ওভার রহিয়াছে এইরূপ পণ্য উৎপাদনে নিয়োজিত কোনো ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প (এসএমই) হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত ব্যক্তি কর্তৃক এই অধ্যাদেশের ⁶[ধারা ৭৫] এর বিধান অনুসারে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে।

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক) (ই) দ্বারা “ধারা ৭৫ (২) (গ)” শব্দ, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (৫) এর” শব্দগুলি, সংখ্যাগুলি ও বন্ধনী প্রতিস্থাপিত।

² অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৮ দ্বারা দফা (গ) এর প্রান্তস্থিত “।” দাঁড়ির পরিবর্তে “:” কোলন প্রতিস্থাপিত এবং অতঃপর শর্তাংশ সংযোজিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক) (ঈ) দ্বারা “২০১৯” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০২৪” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৩৬ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা অনুচ্ছেদ ৩৮ প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০০৯ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক) (উ) দ্বারা “ছত্রিশ লক্ষ” শব্দগুলির পরিবর্তে “পঞ্চাশ লক্ষ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫১ (খ) দ্বারা “ধারা ৭৫ (২) (গ)” শব্দ, সংখ্যা ও বন্ধনীগুলির পরিবর্তে “ধারা ৭৫” শব্দ ও সংখ্যা প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

৪০। নিম্নবর্ণিত শর্তাবলি সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা অথবা যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত জিরো কুপন বন্ড হইতে উদ্ধৃত যেকোনো আয়:

- (ক) উক্ত জিরো কুপন বন্ড বাংলাদেশ ব্যাংক এবং সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া কোনো ব্যাংক, বিমা বা যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যু করা হইয়াছে;
- (খ) উক্ত জিরো কুপন বন্ড সিকিউরিটিজ এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া ব্যাংক, বিমা বা যেকোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য যেকোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক ইস্যু করা হইয়াছে।

¹[***]

²[৪২। নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০১১ তারিখ হইতে ৩০ জুন, ³[২০১৫] তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে হাস-মুরগি পালন (poultry farming) হইতে উদ্ধৃত কোনো আয়:

- (ক) উক্ত আয় ১,৫০,০০০/- টাকা অতিক্রম করিলে, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ সমাপ্তির ছয় মাসের মধ্যে উহার অনূন ১০% সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত বন্ড বা সিকিউরিটিজ ক্রেয়ে বিনিয়োগ করিতে হইবে;
- (খ) উক্ত ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশের ধারা ৭৫ এর উপ-ধারা (২) এর দফা (গ) অনুসারে আয়কর রিটার্ন দাখিল করিতে হইবে; এবং
- (গ) সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ সমাপ্তির পাঁচ বৎসরের মধ্যে উক্ত আয় দান বা ঋণ প্রদানের মাধ্যমে হস্তান্তর করা যাইবে না।]

৪৩। কোনো অনিবাসী করদাতা কর্তৃক বাংলাদেশের কোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত এবং কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোনো পাবলিক কোম্পানীর স্টক বা শেয়ার হস্তান্তর হইতে উদ্ধৃত “মূলধনি লাভ” খাতের আওতাভুক্ত কোনো মুনাফা ও লাভ, তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত করদাতা যে দেশের নিবাসী, সেই দেশে তাহাকে একই ধরনের অব্যাহতি প্রাপ্তির অধিকারী হইতে হইবে।

⁴[৪৪। নিম্নবর্ণিত মেয়াদ ও হার সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০১২ তারিখ হইতে ৩০ জুন ⁵[২০২৪] তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শন শুরু করিয়াছে এইরূপ কোনো সিনেমা হল বা সিনেপ্লেক্স হইতে উদ্ধৃত আয়, যথা:-

যদি উহা-

¹ অর্থ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৩৩ নং আইন) এর ধারা ৬৮ দ্বারা অনুচ্ছেদ ৪১ বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (ক) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৪২ সংযোজিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩৪ (ক)(ঈ) দ্বারা “২০১৩” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০১৫” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৩ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫৬ (ক) (ঈ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৪৪, ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১২ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক) (উ) দ্বারা “২০১৯” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০২৪” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

(ক) ¹[ঢাকা, ময়মনসিংহ বা] চট্টগ্রাম (রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত) বিভাগে অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শন শুরু করিবার মাস হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম দুই বৎসরের জন্য (প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর)	আয়ের ১০০%
পরবর্তী দুই বৎসরের জন্য (তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর)	আয়ের ৫০%
পরবর্তী এক বৎসরের জন্য (পঞ্চম বৎসর)	আয়ের ২৫%

²[(খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, রংপুর ও বরিশাল বিভাগে এবং রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহা বাণিজ্যিকভাবে প্রদর্শন শুরু করিবার মাস হইতে দশ বৎসরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম তিন বৎসরের জন্য (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর)	আয়ের ১০০%
পরবর্তী তিন বৎসরের জন্য (চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসর)	আয়ের ৫০%
পরবর্তী চার বৎসরের জন্য (সপ্তম হইতে দশম বৎসর)	আয়ের ২৫%]

৪৫। নিম্নবর্ণিত মেয়াদ ও হার সাপেক্ষে, ১ জুলাই, ২০১২ তারিখ হইতে ৩০ জুন ³[২০২৪] তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করিয়াছে এইরূপ তুষের তৈল উৎপাদনের সহিত সম্পৃক্ত কোনো শিল্প প্রতিষ্ঠান হইতে উদ্ধৃত আয়, যথা:-

যদি উহা-

⁴[(ক) ⁵[ঢাকা, ময়মনসিংহ বা] চট্টগ্রাম বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা ও রাঙ্গামাটি, বান্দরবান বা খাগড়াছড়ি জেলা ব্যতীত) অবস্থিত হয়, তাহা হইলে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য:

¹ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫১ (গ) দ্বারা “ঢাকা বা” শব্দগুলির পরিবর্তে “ঢাকা, ময়মনসিংহ বা” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (ঝ) দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (খ) প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক) (খ) দ্বারা “২০১৯” সংখ্যাটির পরিবর্তে “২০২৪” সংখ্যাটি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (ট) দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (ক) ও (খ) প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫১ (ঘ) দ্বারা “ঢাকা বা” শব্দগুলির পরিবর্তে “ঢাকা, ময়মনসিংহ বা” শব্দগুলি ও কমা প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম দুই বৎসর (প্রথম ও দ্বিতীয় বৎসর)	আয়ের ১০০%,
পরবর্তী দুই বৎসর (তৃতীয় ও চতুর্থ বৎসর)	আয়ের ৫০%,
পরবর্তী এক বৎসর (পঞ্চম বৎসর)	আয়ের ২৫% ;

(খ) রাজশাহী, খুলনা, সিলেট, রংপুর ও বরিশাল বিভাগে (সিটি কর্পোরেশন এলাকা ব্যতীত) এবং রাজশাহী, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি জেলায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে বাণিজ্যিক উৎপাদন শুরুর মাস হইতে দশ বৎসরের জন্য:

অব্যাহতির মেয়াদ	অব্যাহতির হার
প্রথম তিন বৎসর (প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসর)	আয়ের ১০০%,
পরবর্তী তিন বৎসর (চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ বৎসর)	আয়ের ৫০%,
পরবর্তী চার বৎসর (সপ্তম হইতে দশম বৎসর)	আয়ের ২৫% ।]

৪৬। কর্ন/মেইজ বা সুগার বীট উৎপাদন হইতে কোনো করদাতার উদ্ধৃত আয়ের পঞ্চাশ শতাংশ আয়ের সমপরিমাণ অর্থ।

৪৭। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন গঠিত কোনো তহবিলে কোনো আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে, করদাতা কর্তৃক দানকৃত আয়:

(ক) কোনো কোম্পানির আয়ের বিশ শতাংশ (২০%) অথবা আট কোটি টাকা, যাহা কম;

(খ) কোম্পানি ব্যতীত কোনো করদাতার আয়ের বিশ শতাংশ (২০%) অথবা এক কোটি টাকা, যাহা কম।]

¹[৪৮। বাংলাদেশি নাগরিক কোনো ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যাহা তিনি বিদেশি রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করিয়াছেন।

৪৯। কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ক্রসড চেকের ²[বা ব্যাংক ট্রান্সফারের] মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো বালিকা বিদ্যালয় বা মহিলা কলেজে দানকৃত কোনো আয়।

৫০। কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ক্রসড চেকের ¹[বা ব্যাংক ট্রান্সফারের] মাধ্যমে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত কোনো কারিগরি ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে দানকৃত কোনো আয়।

¹ অর্থ আইন, ২০১৪ (২০১৪ সনের ৪ নং আইন) এর ধারা ৫৫ (ঠ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১ ও ৫২ সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১৪ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬৪ (জ) দ্বারা “ক্রসড চেকের” শব্দগুলির পর “বা ব্যাংক ট্রান্সফারের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০১৫ হইতে কার্যকর)।

৫১। কোনো আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক ক্রসড চেকের²[বা ব্যাংক ট্রান্সফারের] মাধ্যমে কৃষি, বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও শিল্প গবেষণা ও উন্নয়ন (আর এ্যান্ড ডি) এর সহিত সম্পৃক্ত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে দানকৃত কোনো আয়।

³[৫২। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত সুদ বা লভ্যাংশের আওতায় পড়ে না এইরূপ কোনো আয়, যদি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি-

(ক) সরকারের মাসিক পে অর্ডার (এমপিও)-এর জন্য তালিকাভুক্ত হয়;

(খ) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণ করে;

(গ) সরকারের বিধি-বিধান অনুসারে গঠিত কোনো পরিচালনা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত হয়।

৫৩। কোনো সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় বা কোনো আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত এবং চার্টার্ড এ্যাকাউন্টান্টস বা কস্ট এ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট এ্যাকাউন্টান্টস বা চার্টার্ড সেক্রেটারিজগণের সমন্বয়ে গঠিত কোনো পেশাজীবী সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত কোনো পেশাজীবী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গৃহীত “অন্যান্য উৎস হইতে আয়” খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত সুদ বা লভ্যাংশ আওতায় পড়ে না এইরূপ কোনো আয়।]

⁴[⁵৫৪। বাংলাদেশ সিকিউরিটি এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক স্বীকৃত কোনো বিকল্প বিনিয়োগ তহবিল কর্তৃক অর্জিত কোনো আয়।]

৫৫। ১ জুলাই, ২০১৭ হইতে ৩০ জুন, ২০২২ তারিখ পর্যন্ত কর নির্ধারণি বৎসরসমূহের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের কোনো আয়।

৫৬। কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হইতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হইতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা।

৫৭। সরকারের নিকট হইতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার।

⁶[৫৮। কোনো বৃদ্ধাশ্রম বা শিশুদের জন্য ডেকেয়ার হোম পরিচালনা হইতে উদ্ভূত কোনো আয়।

৫৯। কেবল প্রতিবন্ধি ব্যক্তিগণের জন্য পরিচালিত কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা কোনো প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের⁷[***] আয়।

¹ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬৪ (ঝ) দ্বারা “ক্রসড চেকের” শব্দগুলির পর “বা ব্যাংক ট্রান্সফারের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০১৫ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬৪ (ঞ) দ্বারা “ক্রসড চেকের” শব্দগুলির পর “বা ব্যাংক ট্রান্সফারের” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০১৫ হইতে কার্যকর)।

³ অর্থ আইন, ২০১৫ (২০১৫ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৬৪ (ট) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৫২ ও ৫৩ সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১৫ হইতে কার্যকর)।

⁴ অর্থ আইন, ২০১৭ (২০১৭ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৫১ (ঙ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭ ও ৫৮ সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১৭ হইতে কার্যকর)।

⁵ অর্থ আইন, ২০২০ (২০২০ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫১ (গ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ২০ প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০২০ হইতে কার্যকর)।

⁶ অর্থ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ২২ নং আইন) এর ধারা ৪৪ দ্বারা অনুচ্ছেদ ৫৮ এর পরিবর্তে অনুচ্ছেদ ৫৮, ৫৯, ও ৬০ প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই, ২০১৮ হইতে কার্যকর)।

⁷ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক) (এ) দ্বারা “পরিচালনা হইতে উদ্ভূত” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

৬০। ¹[***] কোনো কোম্পানির অনুকূলে বণ্টনকৃত করযোগ্য লভ্যাংশ (taxed dividend) যদি উক্ত করযোগ্য লভ্যাংশ বণ্টনকারী কোম্পানি করযোগ্য লভ্যাংশের জন্য পৃথক হিসাব সংরক্ষণ করে।]

অংশ খ

²[নিবাসী ও অনিবাসী কোনো বাংলাদেশি করদাতার জন্য] কর নির্ধারণীর ক্ষেত্রে অব্যাহতি ও ভাতা
[ধারা ৪৪ (২) দ্রষ্টব্য]

১। কোনো ব্যক্তি-করদাতার নিজের জন্য অথবা তাহার স্বামী বা স্ত্রী অথবা তাহার কোনো অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানের জন্য জীবন বিমা বা স্থগিত বার্ষিক বৃত্তির জন্য চুক্তি (contract for deferred annuity) কার্যকর করিবার লক্ষ্যে তাহার পরিশোধিত যেকোনো অর্থ, তবে বিমার ক্ষেত্রে পরিশোধিত উক্ত অর্থ হইবে বিমার প্রকৃত অর্থের (বোনাস বা অন্যান্য সুবিধা ব্যতীত) দশ শতাংশ।

২। হিন্দু অবিভক্ত পরিবার হিসাবে কোনো করদাতা কর্তৃক উক্ত পরিবারের যেকোনো পুরুষ সদস্যের বা অনুরূপ সদস্যের স্ত্রীর জীবন বিমার উদ্দেশ্যে পরিশোধকৃত যে পরিমাণ অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম অথবা, ক্ষেত্রমত, স্থগিত বার্ষিক বৃত্তির জন্য চুক্তির অধীন অর্থাৎ বাংলাদেশে পরিশোধ করা না হইলে, উহার ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদ ১ এর অধীন কোনো অব্যাহতি অনুমোদিত হইবে না।

৩। কোনো ব্যক্তির অনুকূলে সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে বেতনাদি বাবদ পরিশোধযোগ্য যেকোনো পরিমাণ অর্থ হইতে চাকুরির শর্তাবলি অনুসারে উক্ত ব্যক্তির জন্য স্থগিত বার্ষিক বৃত্তি বাবদ অথবা তাহার স্ত্রী বা সন্তানদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য কর্তনকৃত অর্থ, তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কর্তনকৃত অর্থ বেতনের এক-পঞ্চমাংশের অধিক হইবে না।

৪। ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে করদাতার চাঁদা বাবদ প্রদেয় অর্থ।

৫। প্রথম তপশিলের অংশ খ এ বর্ণিত সীমা সাপেক্ষে, কোনো ভবিষ্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে করদাতা বা তাহার নিয়োগকারী কর্তৃক পরিশোধিত অর্থ যাহা চাঁদা হিসাবে প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। অনুমোদিত কোনো সুপারএ্যানুয়েশন ফান্ডে/বার্ষিক্য তহবিলে করদাতা অংশগ্রহণকারী হইলে, উক্ত তহবিলে তৎকর্তৃক বার্ষিক সাধারণ চাঁদা হিসাবে পরিশোধকৃত অর্থ।

৭। [অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।]

¹[***]

¹ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (ক) (এ) দ্বারা “বাংলাদেশের নিবাসী” শব্দগুলি বিলুপ্ত।

² অর্থ আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৯ নং আইন) এর ধারা ৫৬ দ্বারা “নিবাসী করদাতার জন্য” শব্দগুলির পরিবর্তে “নিবাসী ও অনিবাসী কোনো বাংলাদেশি করদাতার জন্য” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত (১ জুলাই ২০০৭ হইতে কার্যকর)।

১০। (১) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এ বর্ণিত সর্বোচ্চ সীমা সাপেক্ষে, কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো করদাতা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত ক্রয়ের জন্য বিনিয়োগকৃত অর্থ, যথা:-

- (ক) বোর্ড কর্তৃক ^২[***] এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত সঞ্চয় সার্টিফিকেট বা সঞ্চয়পত্র দলিল;
- (খ) ^৩[কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা] ^৪[বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন ও উহার অধস্তন সংস্থাসমূহ] কর্তৃক ইস্যুকৃত ইউনিট সার্টিফিকেট ^৫[ও মিউচুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট];
- (গ) বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত সরকারি সিকিউরিটি (উন্নয়ন ঋণ অথবা বন্ডসহ); এবং
- (ঘ) বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নির্দিষ্টকৃত বিনিয়োগ কোম্পানির শেয়ার।

ব্যাখ্যা।- দফা (ঘ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে “বিনিয়োগ কোম্পানি” অর্থ প্রধানত বা সম্পূর্ণভাবে অন্য কোম্পানির সিকিউরিটি ক্রয়-বিক্রয়ে নিয়োজিত কোনো কোম্পানি, এবং এককালীন পরিশোধিত মূলধনের আশি শতাংশ অন্য কোম্পানিতে বিনিয়োগ করে এইরূপ কোনো কোম্পানি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে, তবে স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যভুক্ত কোনো ব্যাংক, কোনো বিমা কোম্পানি বা কোনো কর্পোরেশন ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

^৬[(২) যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর দফা (ক), (খ), (গ) ও (ঘ) এর বিধান প্রযোজ্য হয় এবং করদাতাকে আয়কর রেয়াত প্রদান করা হয় এইরূপ কোনো সার্টিফিকেট, সিকিউরিটি বা শেয়ার (অতঃপর “সার্টিফিকেট” হিসাবে উল্লিখিত) ক্রয়ের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের মধ্যে কিংবা উহার মেয়াদপূর্তির পূর্বে বিক্রয়, হস্তান্তর বা, ক্ষেত্রমত, অন্য কোনোভাবে বিলিব্যবস্থা করা হয়, সেইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যে আয়বর্ষে উক্ত সার্টিফিকেট অনুরূপভাবে বিলিব্যবস্থা করা হইয়াছে, সেই আয়বর্ষে এই অধ্যাদেশের যেকোনো বিধানের অধীন করদাতার পরিশোধযোগ্য কর, উক্ত সার্টিফিকেটের জন্য অনুমোদিত কর রেয়াতের/ক্রেডিটের সমপরিমাণে বৃদ্ধি পাইবে (অতঃপর “বর্ণিত পরিমাণ অর্থ” হিসাবে উল্লিখিত); এবং এইরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অর্থ অথবা, এই অধ্যাদেশের অন্য কোনো বিধানের অধীন উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক কোনো কর পরিশোধ্য না হইলে, বর্ণিত পরিমাণ অর্থ উক্ত আয়বর্ষের জন্য করদাতার পরিশোধযোগ্য কর হিসাবে গণ্য হইবে এবং এইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অন্যান্য বিধান যথাবিহিত প্রযোজ্য হইবে।]

^৭[১১। কোনো তপশিলি ব্যাংক ^১[বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান] কর্তৃক স্পন্সরকৃত ডিপোজিট পেনশন স্কিমে জমাদানকৃত অনধিক ষাট হাজার টাকা।]

^১ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ৮ ও ৯ বিলুপ্ত।

^২ অর্থ আইন, ১৯৯৭ (১৯৯৭ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা “এবং ৩০ জুন, ১৯৯৪ এর পরে ক্রয়কৃত নহে” শব্দগুলি, কমা ও সংখ্যাগুলি বিলুপ্ত।

^৩ অর্থ আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ৩৪ (খ) দ্বারা “কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা” শব্দগুলি সন্নিবেশিত (১ জুলাই, ২০১৩ হইতে কার্যকর)।

^৪ অর্থ আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৪২ দ্বারা “বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন” শব্দগুলির পরিবর্তে “বাংলাদেশ ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন ও উহার অধস্তন সংস্থাসমূহ” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

^৫ অর্থ আইন, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৩২ নং আইন) এর ধারা -- দ্বারা “ও মিউচুয়াল ফান্ড সার্টিফিকেট” শব্দগুলি সন্নিবেশিত।

^৬ অর্থ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা উপ-অনুচ্ছেদ (২) প্রতিস্থাপিত।

^৭ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ১১ প্রতিস্থাপিত।

²[১১ক। করদাতা কর্তৃক কোনো দাতব্য হাসপাতালকে প্রদত্ত যে কোনো দান, যাহা উক্তরূপ অর্থ পরিশোধের ³[এক বৎসর] পূর্বে সিটি কর্পোরেশন এলাকা বহির্ভূত এলাকায় স্থাপন করা হইয়াছে এবং বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হইয়াছে।

১১খ। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের কল্যাণে স্থাপিত কোনো সংগঠনকে করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে পরিশোধকৃত কোনো অর্থ, যদি উক্তরূপ সংগঠন উক্ত দানের ⁴[এক বৎসর] পূর্বে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এতদুদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ অধিদপ্তর ও বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়।]

১২। [অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৫ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১৩। করদাতা কর্তৃক জাকাত হিসাবে জাকাত তহবিলে অথবা চাঁদা বা দান হিসাবে জাকাত ফান্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮২ (১৯৮২ সনের ১১ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা বা উহার অধীন প্রতিষ্ঠিত কোনো দাতব্য তহবিলে পরিশোধিত যে কোনো পরিমাণ অর্থ।

১৪। [অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা বিলুপ্ত।]

১৫। কোনো ব্যক্তিসংঘ (কোনো হিন্দু অবিভক্ত পরিবার, কোম্পানি বা ফার্ম ব্যতীত) কর্তৃক ইতোমধ্যে কর পরিশোধ করা হইয়াছে এইরূপ আয়ের মধ্যে হইতে করদাতার প্রাপ্য অর্থ:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন অব্যাহতিপ্রাপ্ত কোনো আয় করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ করের কোনো অংশ যদি অব্যাহতি না পাইত, তবে মোট আয়ের উপর যে পরিমাণ কর প্রদেয় হইত, করদাতা কর্তৃক সেই পরিমাণ কর মোট আয়ের অনাব্যাহতিপ্রাপ্ত অংশের অনুপাতে পরিশোধযোগ্য হইবে।

১৬। করদাতা কর্তৃক ⁵[কোনো ফার্মের] আয়ের যে পরিমাণ অর্থ শেয়ার বা শেয়ারের অংশ হিসাবে প্রাপ্ত হন উক্ত পরিমাণ অর্থ, যদি ফার্ম কর্তৃক অনুরূপ আয়ের জন্য ইতোমধ্যে কর পরিশোধ করা হয়:

তবে শর্ত থাকে যে, যেক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের অধীন অব্যাহতি প্রাপ্ত কোনো আয় করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়, সেইক্ষেত্রে অনুরূপ করের কোনো অংশ যদি অব্যাহতি না পাইত, তবে মোট আয়ের উপর যে পরিমাণ কর প্রদেয় হইত, করদাতা কর্তৃক সেই পরিমাণ কর মোট আয়ের অনাব্যাহতিপ্রাপ্ত অংশের অনুপাতে পরিশোধযোগ্য হইবে।

১৭। স্ত্রী, সন্তান বা নির্ভরশীল অন্য কাহারও সুবিধা প্রতিবিধানার্থে কল্যাণ তহবিলে (benevolent fund) প্রদত্ত অর্থ অথবা যৌথ বিমা স্কীমের অধীন কোনো প্রিমিয়াম বাবদ পরিশোধিত অর্থ, যদি অনুরূপ তহবিল অথবা স্কীম বোর্ড কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত হয়।

১৮, ১৯ ও ২০। [অর্থ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২১ নং আইন) এর ধারা ৮ দ্বারা বিলুপ্ত।]

¹ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫৬ (খ) (অ) দ্বারা “তপশিলি ব্যাংক” শব্দগুলির পর “বা কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান” শব্দগুলি সংযোজিত (১ জুলাই, ২০১২ হইতে কার্যকর)।

² অর্থ আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ৮৩ দ্বারা অনুচ্ছেদ ১১ক ও ১১খ সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ দ্বারা “তিন বৎসর” শব্দগুলির পরিবর্তে “এক বৎসর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁴ অর্থ আইন, ২০০২ (২০০২ সনের ১৪ নং আইন) এর ধারা ৭০ দ্বারা “তিন বৎসর” শব্দগুলির পরিবর্তে “এক বৎসর” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

⁵ অর্থ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৬ দ্বারা “কোনো অনির্ভুক্ত ফার্মের” শব্দগুলির পরিবর্তে “কোনো ফার্মের” শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত।

¹[২১। আগাখান উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বাংলাদেশে স্থাপিত কোনো আর্থ-সামাজিক বা সাংস্কৃতিক উন্নয়ন সংস্থায় করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে প্রদত্ত অর্থ।]

²[২২। সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে অনুমোদিত কোনো জনকল্যাণমূলক কিংবা শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠানে করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে প্রদত্ত অর্থ।]

³[***]

⁴[২৪। স্বাধীনতা যুদ্ধ স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক দান (donation) হিসাবে প্রদত্ত যে কোনো পরিমাণের অর্থ।]

২৫। জাতীয় পিতার স্মরণে প্রতিষ্ঠিত কোনো জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে কোনো করদাতা কর্তৃক দান হিসাবে প্রদত্ত যে কোনো পরিমাণের অর্থ।]

⁵[***]

২৭। কোনো ব্যক্তি-করদাতা কর্তৃক যেকোনো স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির স্টক ও শেয়ার, মিউচুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চার অর্জনে বিনিয়োগকৃত যে কোনো পরিমাণ অর্থ।]

২৮। কোনো ব্যক্তি-করদাতা কর্তৃক বাংলাদেশ সরকার ট্রেজারি বন্ড ক্রয়ে বিনিয়োগকৃত যে কোনো পরিমাণ অর্থ।]

¹ অর্থ আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ৭ দ্বারা অনুচ্ছেদ ২১ সংযোজিত।

² অর্থ আইন, ২০০৫ (২০০৫ সনের ১৬ নং আইন) এর ধারা ৩৪ দ্বারা অনুচ্ছেদ ২২ সন্নিবেশিত।

³ অর্থ আইন, ২০১৯ (২০১৯ সনের ১০ নং আইন) এর ধারা ৫০ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ২৩ বিলুপ্ত।

⁴ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (খ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ২৪, ২৫, ২৬, ২৭ ও ২৮ সংযোজিত।

⁵ অর্থ আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৫৬ (খ) (আ) দ্বারা অনুচ্ছেদ ২৬ বিলুপ্ত (১ জুলাই, ২০১২ হইতে কার্যকর)।

সপ্তম তপশিল
বৈদেশিক করের ক্ষেত্রে কর রেয়াতের মাধ্যমে আয়কর অব্যাহতি গণনা
[ধারা ১৪৪ (৪) দ্রষ্টব্য]

১। সংজ্ঞা।- (১) এই তপশিলে,-

- (ক) “বাংলাদেশ কর” অর্থ আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ এর বিধান অনুসারে আরোপিত আয় কর;
- (খ) “বৈদেশিক কর” অর্থ, এই অধ্যাদেশের ধারা ১৪৪ অনুসারে যে দেশের সরকারের সহিত কোনো চুক্তি কার্যকর রহিয়াছে সেই দেশের ক্ষেত্রে, উক্ত দেশের আইন অনুসারে আরোপযোগ্য কোনো কর যাহার বিপরীতে উক্ত চুক্তির অধীন কর রেয়াত অনুমোদন করা যাইতে পারে;
- (গ) “বৈদেশিক আয়কর” অর্থ আয় করের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ যে কোনো বৈদেশিক কর।

(২) যেক্ষেত্রে উক্ত ধারা ১৪৪ এর বিধান অনুসারে কার্যকর কোনো চুক্তিতে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের আইনের অধীন আরোপযোগ্য করের বিধান রহিয়াছে, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর বৈদেশিক কর বা, ক্ষেত্রমত, বৈদেশিক আয়কর ব্যতীত, বৈদেশিক কর হিসাবে বিবেচিত হইবে।

(৩) এই তপশিলে কোনো চুক্তির অধীন অনুমোদিত ক্রেডিটের/রেয়াতের ক্ষেত্রে বৈদেশিক কর বা বৈদেশিক আয়কর সম্পর্কিত যেকোনো বরাত/রেফারেন্স, যে দেশের সহিত উক্ত চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে, সেই দেশের আইনের অধীন সরকার কর্তৃক আরোপিত করের বরাত/রেফারেন্স হিসাবে বিবেচিত হইবে।

২। **বাংলাদেশি করের বিপরীতে রেয়াত (credit)**।- এই তপশিলের বিধানাবলি সাপেক্ষে, যেক্ষেত্রে ধারা ১৪৪ এর অধীন সম্পাদিত চুক্তির আওতায়, যে কোনো আয়ের উপর আরোপিত বাংলাদেশ করের বিপরীতে রেয়াত অনুমোদিত হয়, সেইক্ষেত্রে চুক্তির বিধানাবলি সাপেক্ষে, আরোপযোগ্য কর উক্তরূপ রেয়াত সুবিধার সমপরিমাণ অর্থ দ্বারা হ্রাস পাইবে।

৩। **নিবাসীর ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য রেয়াত (credit)**।- কোনো কর-নির্ধারণী বৎসরে আয়করের বিপরীতে কোনো রেয়াত অনুমোদনযোগ্য হইবে না, যদি না যে করদাতার আয়ের উপর কর আরোপযোগ্য হইয়াছে তিনি যে সময়ের ভিত্তিতে উক্তরূপ আয় নিরূপিত হইয়াছে সেই সময়ে নিবাসী থাকেন।

৪। **রেয়াত (credit) গণনা**।- যে কোনো আয়ের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ করের বিপরীতে বৈদেশিক কর পরিশোধের সূত্রে অনুমোদনযোগ্য রেয়াতের পরিমাণ দ্বৈত করযোগ্য আয়ের উপর বর্ণিত করের গড় হারে নিরূপিত অর্থের পরিমাণকে অতিক্রম করিবে না।

৫। **রেয়াত (credit) অনুমোদনের উপর আয় গণনার কার্যকরতা**।- (১) যেক্ষেত্রে আয়ের মধ্যে লভ্যাংশ অন্তর্ভুক্ত হয়, এবং চুক্তির অধীন উক্ত লভ্যাংশের সূত্রে বাংলাদেশ করের বিপরীতে কোনো রেয়াত অনুমোদিত হইবে কিনা, অথবা রেয়াত অনুমোদিত হইলে উহার পরিমাণ কত হইবে, উহা নিরূপণের লক্ষ্যে কোনো বৈদেশিক কর, সরাসরি আরোপযোগ্য বা উক্ত লভ্যাংশের সূত্রে কর্তনযোগ্য হউক বা না হউক, বিবেচনা করা আবশ্যিক, সেইক্ষেত্রে রেয়াতের

পরিমাণ নিরূপণের ক্ষেত্রে বিবেচিত লভ্যাংশের উপর প্রদেয় বৈদেশিক করের দ্বারা সংশ্লিষ্ট আয় বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে উপ-অনুচ্ছেদ (১) এর অধীন কোনো আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধিপ্ৰাপ্ত হইয়াছে মর্মে বিবেচিত হয়, সেইক্ষেত্রে বৈদেশিক কর, সরাসরি বা বিয়োজনের মাধ্যমে, আরোপযোগ্য না হইলে, উহা লভ্যাংশ প্রদানকারী বডি কর্পোরেট কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট সময়ে প্রদত্ত লভ্যাংশের উপর পরিশোধকৃত বৈদেশিক কর; অথবা উক্ত লভ্যাংশ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করা না হইলে, লভ্যাংশ প্রদেয় হইবার পূর্বে উক্ত বডি কর্পোরেট কর্তৃক সর্বশেষ হিসাব প্রস্তুতকালীন সময়ে প্রদত্ত লভ্যাংশ বিবেচনায় আনিতে হইবে।

ব্যাখ্যা- এই উপ-অনুচ্ছেদে, “পরিশোধ” অর্থ প্রদত্ত, রেয়াতকৃত বা বণ্টনকৃত অথবা প্রদত্ত, রেয়াতকৃত বা বণ্টনকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য।

(৩) এই অনুচ্ছেদের পূর্ববর্তী বিধানাবলি এবং ধারা ৩০ এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো আয়ের সূত্রে বৈদেশিক করের অংশবিশেষ বাংলাদেশ করের বিপরীতে রেয়াত অনুমোদিত না হইলে, উক্ত আয়ের পরিমাণ উক্ত বৈদেশিক কর দ্বারা হ্রাস পাইয়াছে মর্মে গণ্য হইবে।

(৪) যেক্ষেত্রে পরিশোধযোগ্য আয়কর বাংলাদেশ হইতে গৃহীত অর্থের উপর নির্ভর করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত অর্থের পরিমাণ আয়করের বিপরীতে রেয়াত হিসাবে অনুমোদিত সুবিধার সমহারে বৃদ্ধি পাইয়াছে মর্মে বিবেচিত হইবে।

(৫) অনুচ্ছেদ ৪ এ উল্লিখিত হার নির্ধারণের উদ্দেশ্যে কোনো ব্যক্তির মোট আয় গণনাকালে এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (১) ও (৩) এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না, এবং এই অনুচ্ছেদের উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুসারে ‘আয়করের বিপরীতে অনুমোদিত রেয়াত সুবিধা’ ‘আয়ের সূত্রে প্রদত্ত বৈদেশিক কর’ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইবে।

৬। **দাবি সম্পর্কিত তামাদির মেয়াদ।-** (১) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, কোনো আয়ের সূত্রে প্রদত্ত বৈদেশিক করের জন্য ক্রেডিট হিসাবে ভাতা প্রাপ্তির দাবি, যে কর নির্ধারণী বর্ষে উক্তরূপ আয় বাংলাদেশে আরোপ করা হইয়াছিল বা আরোপযোগ্য হইত, সেই বৎসরের পরবর্তী অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে যে জেলায় উক্ত দাবিদারের আয়কর আরোপ করা হইয়াছে, সেই জেলার উপ-কর কমিশনারের নিকট উত্থাপন করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে বাংলাদেশে পরিশোধযোগ্য কোনো করের সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে বা অন্য কোনো রাষ্ট্রের আইন দ্বারা পরিশোধযোগ্য কোনো করের সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে চুক্তির অধীন প্রদত্ত সুবিধা অতিরিক্ত বা অপরিাপ্ত হিসাবে গণ্য হয়, সেইক্ষেত্রে সমন্বয়ের ফলশ্রুতিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কর ফেরতের দাবি বা নূতন করিয়া কর নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে এই অধ্যাদেশে বর্ণিত সময়সীমা প্রযোজ্য হইবে না, যদি অনুরূপ সকল কর নির্ধারণী, সমন্বয় ও উহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য নিরূপণ বাংলাদেশে বা অন্যত্র সম্পন্ন হইবার পরবর্তী অনধিক দুই বৎসরের মধ্যে কর নির্ধারণী বা ফেরতের দাবি পূরণ না করা হয়।

৭। **আপিল।-** (১) বৈদেশিক কর রেয়াত, পূর্ণ বা আংশিক, অনুমোদনের দাবির ক্ষেত্রে, উপ কর-কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত না-মঞ্জুর আদেশের বিরুদ্ধে সংক্ষুব্ধ দাবিদার উপ-কর কমিশনার কর্তৃক প্রদত্ত আদেশ তাহার নিকট পৌছাইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে আপিল যুগ্ম-কমিশনার এর নিকট আপিল করিতে পারিবেন এবং এইক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ১৯ এর বিধানাবলি, প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ, প্রযোজ্য হইবে।

৮। **উৎসে কর কর্তনের বিধানাবলি।-** (১) যেক্ষেত্রে সরকারের সহিত সম্পাদিত কোনো চুক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ১৪৪ এর বিধানাবলি অনুসারে এইরূপে কার্যকর থাকে যে, উক্তরূপ চুক্তিবদ্ধ কোনো দেশে নিবাসী কোনো ব্যক্তির পক্ষে অর্জিত কোনো বিশেষ শ্রেণির আয় বাংলাদেশে কর অব্যাহতি পাইবে এবং এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি অনুসারে উক্ত আয় হইতে কর কর্তনযোগ্য হইবে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে না।

(২) যেক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তি (অতঃপর এই অনুচ্ছেদে “বাংলাদেশি বেতনদাতা” হিসাবে উল্লিখিত) যিনি অনুরূপ কোনো শ্রেণিভুক্ত আয় বর্ণিত দেশের আয় ভোগে যোগ্যতাসম্পন্ন কোনো ব্যক্তিকে (অতঃপর এই অনুচ্ছেদের “অনিবাসী” হিসাবে উল্লিখিত) প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি বোর্ড দ্বারা বা বোর্ডের অধীন নির্দেশিত নোটিশের অধীন অনিবাসীকে অনুরূপ যে কোনো আয়, কর কর্তন ব্যতিরেকে, পরিশোধ করিতে পারিবেন, এবং অনুরূপ নোটিশ যে তারিখে জারি করা হইয়াছিল, উহা সেই তারিখে বাংলাদেশি বেতনদাতা কর্তৃক, উক্ত নোটিশে উল্লিখিত অনিবাসী ব্যক্তির নিকট নোটিশে বর্ণিত উৎস হইতে এই অনুচ্ছেদের বিধানবলির অধীন কোনো প্রকার কর্তন ব্যতিরেকে যে কোনো পরিমাণ আয়, বা এইরূপ কোনো বৎসরের সম্ভাব্য আয়, যাহার উপর চুক্তি বলবৎ রহিয়াছে, পরিশোধ করিতে হইবে।

(৩) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন প্রদত্ত যে কোনো নোটিশ অকার্যকর মর্মে বিবেচিত হইবে যদি কোনো ক্ষেত্রে, অনুরূপ বর্ণনা থাকুক বা না থাকুক, বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশ দ্বারা বা তদধীন জারীকৃত বাতিলের নোটিশ দ্বারা উহা অকার্যকর হয়; এবং যদি বাংলাদেশি বেতনদাতার জানামতে অনুরূপ কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় বা তাকে বাতিলের নোটিশ প্রদান করা হয়, তবে অনুরূপ কোনো ঘটনা বাংলাদেশি বেতনদাতার গোচরীভূত হইবার পর বা, ক্ষেত্রমত, বাংলাদেশি বেতনদাতা নোটিশ প্রাপ্তির পর বাংলাদেশি বেতনদাতা কর্তৃক উক্ত নিবাসীকে কোনো অর্থ পরিশোধের ক্ষেত্রে, এই অধ্যাদেশের বিধানাবলি অনুসারে কর কর্তন করিতে হইবে।

(৪) উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন কোনো নোটিশ প্রদানের পর, যদি কোনোক্ষেত্রে প্রকাশ পায় যে, নোটিশে উল্লিখিত কোনো উৎসের আয়ের ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট অনিবাসী কর অব্যাহতি লাভের অধিকারী নহেন, তবে সেইক্ষেত্রে নোটিশ প্রদান করা না হইলে, বাংলাদেশি বেতনদাতা কর্তৃক অনিবাসীর নিকট হইতে তাকে পরিশোধ্য অর্থের উপর কর বাবদ যে পরিমাণ অর্থ আদায় করিবার কথা ছিল, উক্ত নোটিশের কারণে যদি সেই পরিমাণ অর্থ আদায় করা না হয়, তবে বোর্ড কর্তৃক প্রদত্ত কোনো আদেশ দ্বারা বা আদেশের অধীন বাংলাদেশি বেতনদাতা কর্তৃক উক্তরূপ নোটিশ প্রাপ্তির পর অনিবাসীকে প্রথম অর্থ প্রদানের ক্ষেত্রে এই অধ্যাদেশের অধীন প্রয়োজনীয় অর্থ কর্তনের পর অবশিষ্ট অর্থ হইতে পূর্বে প্রদত্ত অর্থ বাবদ কর্তন করিয়া রাখিতে হইবে; এবং

প্রথম বার কর্তনের মাধ্যমে সমুদয় অর্থ কর্তন সম্ভব না হইলে, একই শর্ত সাপেক্ষে, পরবর্তীতে প্রদানের সময় অবশিষ্ট অর্থ কর্তন করিতে হইবে এবং সমুদয় বকেয়া (নোটিশে উল্লিখিত অর্থ) কর্তন সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকিবে।

(৫) উপ-অনুচ্ছেদ (৪) এর অধীন বাংলাদেশি বেতনদাতা কর্তৃক যে পরিমাণ কর কর্তন করা হইয়াছে, উহা সরকারকে প্রদান করিতে হইবে, এবং একইভাবে উৎসে কর কর্তন-সম্পর্কিত এই অধ্যাদেশের অধ্যায় ৭ এর বিধানাবলি প্রয়োজনীয় সংশোধনসহ প্রযোজ্য হইবে।

(৬) অনিবাসীর পক্ষে উক্ত আয় গ্রহণের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির উপর, উক্ত আয় পরিশোধের ক্ষেত্রে, উপ-অনুচ্ছেদ (২) এর অধীন নোটিশ জারি করা যাইবে, এবং এই অনুচ্ছেদে ‘অনিবাসীকে অর্থ পরিশোধ’ সম্পর্কিত বরাত ‘উক্ত ব্যক্তিকে অর্থ পরিশোধ’ হিসাবে বিবেচিত হইবে।

অষ্টম তপশিল

¹[***]

¹ অর্থ আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৫৮ (খ) দ্বারা “অষ্টম তপশিল” বিলুপ্ত।